বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৪১ সংখ্যা | বৈশাখ বঙ্গাব্দ [illegible]৮২ | ১১ শ ভাগ

বীরাঙ্গণা।

যাঁহারা রণক্ষেত্রে বিপক্ষ দলকে দলন করিয়া জয়গৌরব লাভ করেন, তাঁহারাই বীর বলিয়া আখ্যাত হন। এরূপ বীর কেবল পুরুষের মধ্যে আছে তাহা নহে, ইতিহাস পাঠে জানা যায় অনেক রমণীও বীর ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। বিদেশীয়দিগের মধ্যে রাণী সেমিরামিস, জেনোবিয়া, আর্টিমিসিয়া, বোডিসিয়া, জোয়ান অব আর্ক ইত্যাদির নাম শ্রবণ করা যায়। ভারতবর্ষেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই—দুর্গাবতী, চাঁদবিবী, প্রভৃতির কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এরূপ বীরত্ব কি স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক? স্পার্টান ও রাজপুত রমণীরা যদিও অসাধারণ বীর্য্যবতী ও সাহসসম্পন্না ছিলেন, আমেজোনিয়া নামে এক বীর রমণী জাতির বৃত্তান্ত যদিও পুরাবৃত্তে পাঠ করা যায়, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে সাধারণতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরধর্ম্ম প্রকাশ করা পুরুষ জাতিরই কার্য্য; স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত মাত্র। এই কারণেই সকল দেশে যুদ্ধকার্য্য পুরুষদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে যাহাহউক আমরা শারীরিক বল বা সামরিক বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য পুরুষ জাতির প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। স্ত্রীলোকদিগের বীরত্ব প্রদর্শনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ক্ষেত্র আছে, সেখানে তাঁহাদিগের জয়গৌরব শোণিতপাত অপেক্ষা কোটীগুণে উৎকৃষ্ট, সেখানে

তাঁহাদিগের কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইবার যোগ্য এবং সেইখান অসাধারণ জীবন্ত দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহারা 'প্রকৃতবীরাঙ্গণা' বলিয়া চির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

স্ত্রীলোকদিগের এই বীরত্ব কিসে হয়, পাঠকাগণ অবশ্য জা চান। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে না জানিয় এই শ্রেষ্ঠগুণে ভূষিত হইয়া আছেন। যিনি ধর্ম্মের জন্য আপনার প্রা অকাতরে উৎসর্গ করিতে পারেন, যিনি ...ধের দুঃখ দূর করিবার আপনার শরীর মনের উপর ... কষ্ট বহন করিতে পারেন, এবং যিনি ...রহিত ব্রত সাধনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে চিরদিন নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তাঁহাকেই আমরা বীরাঙ্গণা বলিতে পারি। এইরূপ বীরাঙ্গণা রমণীর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সময়ে ২ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহা সচরাচর এরূপ গোপনে ও বিনাড়ম্বরে প্রদর্শিত হয়, যে ইতিহাসের চক্ষে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না। যাহাদিগের মঙ্গলের জন্য রমণীগণ একশেষ ক্লেশ বহন করেন, তাহারাও তাহা হৃদয়ঙ্গম করে না, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিরূপে করিবে? কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে দুঃখের আবরণের মধ্যে লুক্কায়িত ও লোকচক্ষুর অগোচর থাকিয়া যে এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই ইহাদিগের গৌরব আরো অধিক। একটী বিধবা দুঃখিনী মাতা নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হইয়া তাঁহার অনাথ শিশুসন্তানগুলিকে কিরূপ যত্ন, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত পালন করিতেছেন, কে তাহার সংবাদ লয়? মাতাল লম্পট ও ক্ষিপ্ত স্বামীর হস্তে পড়িয়া একটী সাধ্বী স্ত্রী কিরূপে ব্যথিত হৃদয়ে অথচ বিশুদ্ধমনে পতিসেবা করিতেছেন, কে তাহা বুঝিতে পারে? পিতৃ মাতৃহীন একটী সহোদরকে সন্তান নির্ব্বিশেষে পালন করিবার জন্য একটী স্নেহময়ী ভগিনী কত ক্লেশ বহন করিতেছেন, সে সহোদরও কি জানে? দারুণ রোগ ও ঘোর বিপদের দিনে মাতা, স্ত্রী ও ভগি স্বামী ও ভ্রাতার জন্য অনাহার অনিদ্রায় অকাতরে পরিশ্রম পূর্ব্বক দিগের সান্ত্বনা ও সুখবর্দ্ধনের জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করেন, পৃ তাহা কি স্বর্গের দৃষ্টান্ত নহে? রাজা দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি ক্রুদ্ধ বলেন,

"ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।"

স্ত্রীলোকের নামেই ধিক্, তাহারা শঠ ও স্বার্থপরায়ণ। যাঁহারা রামায়ণ পড়িয়াছেন জানেন, কিরূপ অবস্থায় দশরথ এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। কালি রাম রাজা হইবে, সকল আয়োজন প্রস্তুত, এমন সময়ে কৈকেয়ী দুষ্টা দাসী কুঁজীর কুমন্ত্রণায় রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসর বনবাসী ও ভরতকে রাজা করিবার জন্য তাঁহাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়া লন। কিন্তু দশরথ সমুদায় স্ত্রীজাতির প্রতি দোষারোপ করিয়া যে অতি অন্যায় করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখদিয়া পরের শ্লোকার্দ্ধেই ব্যক্ত হইয়াছেঃ—

"ন ব্রবীমি স্ত্রিয়াঃ সর্ব্বে ভরতস্যৈব মাতরং।"

আমি সকল স্ত্রীলোককে বলিতেছি না, ভরতের মাতাকেই বলিতেছি।

নারীবিশেষের অত্যন্ত কুব্যবহার দ্বারা নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়াও যে দশরথ সাধারণ স্ত্রীজাতির চরিত্রের নির্দ্দোষিতা প্রদর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে সাধারণ নারী চরিত্রের মহত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃস্বার্থপরায়ণা নয়, প্রত্যুত নিঃস্বার্থপ্রকৃতি। স্ত্রীজাতিকে ঈশ্বর যেরূপে গঠন করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই ইহা প্রতীয়মান হয়। স্ত্রীলোককে দশ মাস কাল স্বীয় শরীর মধ্যে জরায়ুভার বহন করিতে হয় এবং স্বীয় রক্ত দোহন করিয়া শিশু সন্তানকে প্রতিপালন করিতে হয়। পারিবারিক সম্বন্ধেও দেখা যায় স্ত্রীলোকের সকল কোমলতা অন্যের প্রতি, দৃঢ়তা ও কঠোরতা কেবল নিজের প্রতি। অন্যকে আহার করাইয়া নিজে আহার করা, অন্যকে সুস্থ করিয়া নিজের স্বাস্থ্য অন্বেষণ করা, অন্যকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হওয়া এ দৃষ্টান্ত নারীচরিত্রে সাধারণ। স্বামী, পুত্র কন্যা ও পিতা মাতার জন্য স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কায় ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করেন, সেরূপ আর কোথায় দেখা যায়? স্ত্রীলোকদিগের ত্যাগস্বীকার অনেকটা স্ব সম্পর্কীয় লোকদিগের জন্য দেখা যায় বটে, কিন্তু তা বলিয়া ইহা সামান্য বলা যায় না। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে "Charity begius at home" দয়া গৃহ হইতে আরম্ভ হয়। এ কথার সত্যতা স্বীকার করিলে স্ত্রীলোকগণ যে প্রকৃতভাবে দয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু দয়ার আর একটী ভাব আছে, ইহা গৃহ হইতে আরম্ভ

হয় বটে, কিন্তু গৃহেতেই শেষ হয় না। দয়া পরিবার হইতে প্রতিবাসী, প্রতিবাসী হইতে স্বদেশ, স্বদেশ হইতে সমুদায় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকগণ যত দয়া ও ত্যাগ স্বীকারের সীমা বিস্তার করিতে পারিবেন, ততই তাঁহাদিগের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। জন সমাজের মঙ্গল চেষ্টা ও তাহার জন্য কষ্ট বহন করিবার দৃষ্টান্ত ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীসমাজে ক্রমশঃ অধিক দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা আমেরিকার সুরাদলনী রমণীগণের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার একটী আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুরাপানদ্বারা সমাজের অমঙ্গল হয়, একারণ তত্রত্য নারীগণ দলবদ্ধ হইয়া উপরোধ, অনুরোধ, উপদেশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা দ্বারা শত শত সুরা বিপণি উঠাইয়া দিলেন, মাতালদিগকে মদ উঠাইবার পাণ্ডা করিলেন, ইহা কি সামান্য বীরত্ব ও গৌরবের কথা ? স্ত্রীলোক ভিন্ন এ কার্য্য আর কে করিতে পারে ? এ দেশেও সাধারণের হিতের জন্য নারী হৃদয় ক্রমশঃ বিস্ফারিত হইতেছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎ সুন্দরী ও শ্যামামোহিনী প্রভৃতি বঙ্গাঙ্গনাগণ তাঁহাদিগের হিতৈষিতার জন্য সুবিখ্যাত হইয়াছেন, ধনবান্ দাতা পুরুষদিগের উপরে তাঁহাদিগের জয় লাভ হইয়াছে। কিন্তু নির্ধন স্ত্রীলোকেরাও মিলিত হইয়া বা একা একা চেষ্টা করিয়া যে দিন সমাজের কল্যাণ বর্দ্ধন করিবেন, সে দিন আরো কত আনন্দের হইবে ?

ভারতবর্ষীয় নারীগণ যে ধর্ম্ম বিষয়ে বীরত্ব লাভের উপযোগী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সতীত্ব তাঁহারা নারীর পরম ধর্ম্ম জানিয়াছেন, এই জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত না হইয়াছেন ? পতির মৃত্যু হইলে জীবন্ত শরীরে চিতারোহণ করা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয় ; কিন্তু সহস্র সহস্র ভারতাঙ্গনা হাস্যবদনে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। পতির মৃত্যুতে চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনও সামান্য কঠিন ব্যাপার নয়। মৃতের জন্য জীবন্তে মৃতের ন্যায় হইয়া থাকা, সাংসারিক সুখের জীবনকে বলিদান করা এবং ধর্ম্মের জীবনে জীবিত থাকা পৃথিবীতে দেবত্ব ভিন্ন আর কি বলা যায় ? কত ভারত রমণী সে দেবত্বের অধিকারিণী হইয়াছেন ! স্বামি পুত্রহীনা দুঃখিনী কত

অবলা আশ্চর্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পরসেবার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন! ইহাঁদিগের জ্ঞানের অনেক অভাব থাকুক, ধর্ম্ম মতে কুসংস্কার থাকুক, কিন্তু ইহাঁদিগের জীবন বীরপ্রকৃতির পরিচয় দেয়।

আমরা যে বীরাঙ্গনা দেখিবার অভিলাষ করি, এখন তাহার একটী আদর্শ চিত্র করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহা এত পবিত্র, এত উচ্চ যে বাক্যে অতি অল্পই প্রকাশিত হইতে পারে।

ঈশ্বরেতে প্রাণ মন, যে করিয়া সমর্পণ,
দৃঢ় নিষ্ঠ হয়ে করে তাঁহার অর্চ্চন।
কর্ত্তব্য বুঝয় যাহা, পালন করয় তাহা,
যায় যাক্, থাকে থাক, দেহ প্রাণ ধন।
সুমাতা সুপত্নী হয়ে, সুভগিনী নাম লয়ে,
সযতনে সেবি পিতা মাতার চরণ।
সংসারের গুরু ভার, স্কন্ধে লয়ে আপনার,
অকাতরে হৃষ্ট মনে করয়ে বহন॥
স্বার্থ ভাব দূর করে, পরের হিতের তরে,
আপন মস্তকে লয় যত দুঃখ ভার।
পর সুখে মহোল্লাস, পর দুঃখে হা হুতাশ,
আপন হৃদয় করে পরের আগার॥
অন্যে দিয়া মুখ গ্রাস, করে যেই উপবাস,
অন্যের বিশ্রাম তরে করে জাগরণ।
রোগী শোকী পাপী যথা, সদা যেই থাকে তথা।
প্রাণপণে করিবারে তাদের সেবন॥
দারিদ্র্যের কারাগারে, কখন থাকি আঁধারে,
গোপনে সহিয়া ক্লেশ সাধে পর হিত।
কখন সুখের ঘরে, দশ দিক্ আলো করে,
ঈশ্বর মহিমা করে, জগতে বিদিত॥
স্বার্থ ভাব করি লয়, ইন্দ্রিয় করিয়া জয়,
সত্য ধর্ম্ম শান্তি করে জগতে বিস্তার।

ধন্যা সেই দেবকন্যা, স্পর্শে তাঁর ধরা ধন্যা,
বীরাঙ্গণা নাম তাঁর অঙ্গনার সার।

মনোবিজ্ঞান।

(১৩৮-৩৯ সংখ্যায় ৩৩৭ পৃষ্ঠার পর)

কৢপ্তি।

মনের যে শক্তি দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বিষয় ও ঘটনার অংশ লইয়া আমরা নূতন ও স্বতন্ত্র একটী পদার্থ গঠন করি, তাহাকে কৢপ্তি এবং চলিত ভাষায় কল্পনা (Imagination) বলে। যেমন সুবর্ণ দেখিয়াছি এবং পর্ব্বতও দেখিয়াছি, এখন পর্ব্বতের উচ্চতা ও সুবর্ণের বর্ণ লইয়া সুমেরুর কল্পনা করিলাম। কিংবা যেমন অশ্ব দেখিয়াছি এবং সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, এক্ষণে অশ্বের মুখ এবং স্ত্রীলোকের শরীর লইয়া কিন্নরী কল্পনা করিলাম। কিংবা যেমন, বাল্মীকি মনুষ্যের সহিষ্ণুতা, স্বামিভক্তি, বিনয়, স্নেহ প্রভৃতি গুণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখিয়াছিলেন, তাহার পর সেই সকল পূর্ব্বানুভূত সহিষ্ণুতা, সতীত্ব প্রভৃতি গুণ আহরণ করিয়া একটী চরিত্র কল্পনা করিলেন—তাঁহার নাম "সীতা"। আমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখি, এই কল্পনা শক্তির মধ্যেও দুই প্রকার কার্য্য দেখিতে পাই। প্রথম, আহরণ Abstraction ; দ্বিতীয় বর্ণন, Conception। মন যখন অনুভূত ভাব, ঘটনা, কিম্বা পদার্থ পুঞ্জের মধ্য হইতে একটী বিশেষ ভাব ও ঘটনাকে স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করে, মনের সেই কার্য্যকে আহরণ বলে। যেমন একটী গোলাপের লাল বর্ণ, সুগন্ধ, গোলত্ব, এই গুণ গুলি আছে, আমরা মনে করিলেই গোলত্ব ও সুগন্ধ ভুলিয়া কেবল বর্ণটী গ্রহণ করিতে পারি। যাঁহারা অল্প আয়াসে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মনস্বী (Men of disciplined minds) বলে।

দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে এককালে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান হয় কি না? এই বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে এককালে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান

হয় না। কিন্তু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলির প্রকৃত যুক্তি কি? প্রথমতঃ, যখন কোন বাজিকর বাজি করে, দেখা যায় যে, সে এক কালে দড়ি, মুখস্থিত বংশ ও করস্থিত কন্দুকের উপর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এক ব্যক্তি যখন এককালে গীত এবং বাদ্য উভয় কার্য্য সম্পাদন করে তখন তাহার মন এককালে দুই বিষয়ে সমাহিত দেখা যায়। তৃতীয়তঃ কোন ব্যক্তির সহিত যদি আলাপ করা যায়, তখন দেখা যায় যে এক সময়ে তাঁহার মুখভঙ্গী প্রভৃতি দর্শন এবং তাঁহার কথা শ্রবণ এই উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে। এককালে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান অসম্ভব হইলে এই সকলের যুক্তি কি? এইজন্য অনেক মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন যে এক সময়ে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান হইতে পারে। বস্তুতঃ এ প্রকার হওয়া কেন অসম্ভব বুঝিতে পারা যায় না। কিম্বা পক্ষিরাজ ঘোড়া কল্পনা স্থলে পাখির পুচ্ছ, চঞ্চু, পদ প্রভৃতি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল ডানা মাত্র আহরণ করা হইয়াছে। অনুমিতি স্থলে যখন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে এক শ্রেণী বদ্ধ করা যায়, তখনও এই আহরণ শক্তি কার্য্য করে।

২ য়। বর্ণন—পূর্ব্বানুভূত বিষয় ঘটনা বা ভাব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আহৃত হইলে, মন সেই সকল অঙ্গ সমষ্টি করিয়া একটী অঙ্গী সৃষ্টি করে। তাহা কোন বাস্তবিক পদার্থের ন্যায় বোধ হয়। মনের এই কার্য্যকে বর্ণন বা চিত্রন বলে। এই বর্ণন দুই প্রকার, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম। কৃত্রিম বর্ণন—যখন পরিজ্ঞাত ভিন্ন ২ বিষয়ের অঙ্গ লইয়া একটী স্বতন্ত্র অঙ্গীর কল্পনা হয়। অকৃত্রিম বর্ণন—যখন কোন বাস্তব অঙ্গীর অঙ্গ সকল কল্পনা করিয়া সমগ্রটীকে এক সঙ্গে দেখা যায়। যেমন গবর্ণমেণ্ট হাউস কল্পনাতে আনিবার জন্য বসিলাম, প্রথম সিংহদ্বার কয়টী, পরে বাগানটী, পরে গুম্বজটী এইরূপে ক্রমে সমগ্র বাড়ীটী যেন চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইল। ইহাকে অকৃত্রিম বর্ণন অর্থাৎ Conception বলে। আপাততঃ এই বর্ণনকে স্মরণ বোধ হইতে পারে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মরণ হইতে ইহার প্রভেদ আছে, স্মরণের স্থলে, জ্ঞানের কালের ভাব থাকে অর্থাৎ যাহা স্মরণ হয় সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহা অতীত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কল্পনার বর্ণনের স্থলে সেরূপ কোন ভাবের জ্ঞান হয়

না। কবিদিগের ভাব যোগ প্রবল হইয়া থাকে এবং আহরণ ও বর্ণন ক্ষমতা অধিক দেখা যায়।

অনুমিতি।

অনুমিতির ইংরাজী নাম Reason, চলিত ভাষায় বলিতে গেলে তর্ক শক্তি বলিতে হয়।

আমাদের মনের যুক্তি বা তর্ক শক্তির কাজ কি কি? ভাবিতে গেলে দেখিতে পাই যে নিম্নলিখিত কয়টী সামান্যতঃ এই শক্তির কার্য্য—

প্রথমতঃ বিবেচন অর্থাৎ পদার্থদ্বয় বা বহু পদার্থের পরস্পর সাদৃশ্য এবং বিভিন্নতা নিরূপণ করা। ইংরাজীতে ইহাকে Comparison বলে। ইন্দ্রিয়ানীত বিষয় পুঞ্জের মধ্যে পরস্পরের সাদৃশ্য এবং বিভিন্নতা বিবেচন করা আমাদের তর্ক শক্তির প্রথম কার্য্য! একটী শিশু সর্ব্ব প্রথম একটী লাল পদার্থ দেখিল, দেখিবা মাত্র তন্নিবন্ধন যেরূপ মানসিক প্রতিরোধ হওয়া সম্ভব, তাহা হইল, তাহার পর একটী নীল পদার্থ তাহার চক্ষুগোচর হইল। চক্ষুগোচর হইবা মাত্র তন্নিবন্ধন যেরূপ মানসিক প্রতিবোধ হওয়া সম্ভব, তাহাও হইল। কিন্তু এই নীল জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পূর্ব্ব লাল জ্ঞান স্মরণ হইল এবং এই জ্ঞান হইল যে পূর্ব্বে যে প্রকার প্রতিবোধ হইয়াছিল ইহা সে প্রকার নয়। পরে আবার একটী লাল পদার্থ সম্মুখে আনীত হইল এবং তন্নিবন্ধন যেরূপ মানসিক প্রতিবোধ হওয়া উচিত, তাহা হইল। কিন্তু পূর্ব্বের দুইটী স্মরণ করিয়া শিশু বিবেচনা করিল এই প্রতিবোধটী পূর্ব্বটীর মতন নয়, প্রথমটির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এইরূপ ইন্দ্রিয় ও স্মৃতির আনীত বিষয় সকলের উপর তর্ক শক্তি প্রথম যে কার্য্য করে, তাহাকে (Comparison) বলা যায় এবং বাঙ্গালাতে বিবেচন বলা গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয় ও স্মৃতির আনীত বিষয় সকলের এইরূপ বিবেচন করিতে করিতে মন কতকগুলিকে সদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত দেখিতে পায়—অপর গুলিকে অপর কোন সদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত দেখিতে পায় এবং ভাবিবার সুবিধার জন্য সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সাদৃশ্যগুলি আহরণ করিয়া তাহাদিগকে মিলিত ভাবে দেখিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ সেই সাদৃশ্যগুলি অবলম্বন

করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করিতে থাকে। ইহাকে সমীকরণ বা জাতিগ্রহণ বলা যাইতে পারে। এই সমষ্টি ভাব যখন ভাষাতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হয়, তখন তাহা জাতি নাম বা (General বা Common name) র আকার ধারণ করে, যেমন "গো" "বৃক্ষ" মনুষ্য" ইত্যাদি।

গার্হস্থ্যদর্পণ।

সংসারের সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী যথাস্থানে রাখা যেমন কর্ত্তব্য, বাটীর সমুদায় স্থান এবং যথাস্থান-রক্ষিত সমুদায় দ্রব্য পরিষ্কার রাখাও তেমনি কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগের মত মাদুর বা গালিচা দ্বারা সমস্ত ঘর আবৃত রাখা বাঙ্গালি গৃহস্থ ঘরের নিয়ম প্রায় দেখা যায় না। তাহা করিলে ঘরের মধ্যে ধূলার শেষ হয় না সুতরাং সেরূপ না করাই ভাল। শয়নগৃহ, সজ্জাগৃহ, উপবেশন গৃহ বা বৈঠকখানা ইত্যাদি ঘরের মেজে উক্তরূপে আবৃত থাকিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু মধ্যে ২ মাদুর বা গালিচা তুলিয়া ঘর ধুইয়া দিতে হয়, অতএব ঐ সকলকে ঘরের মেজের সহিত প্রেক মারিয়া আঁটিয়া দেওয়া কদাচ উচিত নহে। এরূপ গৃহ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইলে প্রত্যহ দুইবার, সর্ব্বদা ব্যবহৃত না হইলে প্রত্যহ একবার উত্তমরূপে ঝাঁট দিয়া বা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা আবশ্যক। যে সকল ঘরের ভূমি উক্তরূপে আবৃত না থাকে, সে সকল ঘর শুদ্ধ ঝাঁট দিলে যথেষ্ট হয় না, ঘরপোঁছা দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। প্রাতঃকালে সাধ্যমত সকল ঘরই উক্তরূপে ধুইয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করা চাই। ভাণ্ডারঘর বা অন্য কোন ঘর পুঁছিবার আবশ্যকতা না থাকিলেও ঝাঁট দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে বাটির সমস্ত স্থানে ঝাঁটা পড়িবে এবং আবশ্যক মতে কোন ২ স্থান পোঁছাও হইবে। প্রাতঃকালে কোন কারণ বশতঃ কোন স্থানে ঝাঁট না দিতে পারিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে বাটীর কোন স্থান উপেক্ষিত থাকিবে না। বৃহৎ বাটী হইলে এবং যথেষ্ট দাস দাসী না থাকিলে প্রত্যহ বাটীর সমস্ত স্থান পরিষ্কার করা সুসাধ্য হয় না, তথাপি কোন ঘর বা কোন স্থান অব্যবহৃত থাকিলেও বহুকাল উপেক্ষিত রাখা উচিত নহে। যে সকল স্থানে নিত্য জল পড়িয়া

পিচ্ছিল ও শৈবালময় হইতে পারে, সে সকল স্থান ঝাঁট দিয়া ঘর্ষণ করিয়া প্রত্যহ পরিষ্কার করা আবশ্যক, তাহাতেও পরিষ্কার না হইলে বালির সহিত নারিকেল ছোবড়া দ্বারা ঘর্ষণ করিলে পরিষ্কার হয়। মেথর প্রত্যহ পাইখানার ময়লা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাইবে এবং পাইখানা ঘর ধুইয়া দিয়া যাইবে। উক্তরূপে ঘর দালান উঠান পরিষ্কার করিবার জন্য ঝাঁটা ও ঘর-পোঁছা আবশ্যক। ঘরের মেজে চোস্ত ও চিক্কণ হইলে মোটা কাপড়ে ঘরপোঁছা করিবে, মেজে চোস্ত না হইলে পাটের তাড়া বান্ধিয়া তদ্দ্বারা পুঁছিবে। যেমন ঘর দালানাদি নিত্য পরিষ্কার করিতে হয়, তেমনি পেতেন সকলের উপরেও নিত্য ঝাড়িতে হয়, কিন্তু ঝাঁটা ব্যবহার করাতে সুবিধা হয় না, অতএব গৃহিণীরা কোঁস্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেরাজ, আলমারি, সিন্দুকাদি সমুদায় ঘরের দ্রব্যও নিত্য ঝাড়িতে হয়, কিন্তু সে সমুদায় শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ঝাড়িলেই যথেষ্ট হয়। পেতেনের হাঁড়ি, জালা, চিনের জার ইত্যাদি বস্তুও নিত্য পরিষ্কার করিতে হয়; ভিজা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা পুঁছিলেই যথেষ্ট। বিছানা ঝাড়িবার জন্য নরম ব্রুস ব্যবহার করিলে ভাল হয়, কেন না গদির বিট ও কোণ, লেপ ও বালিসের কোণ, যেখানে ছারপোকা থাকা সম্ভব, সে সকল স্থান ব্রুস দ্বারা যেমন ঝাড়া হয় তেমন কিছুতেই হয় না। বালিসের ওয়াড় ও চাদর ইত্যাদি ময়লা হইলে ধোলাই করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ইহা লেখা বাহুল্য। খাট বা পর্য্যঙ্কের যোড়ের মুখে ফাঁক থাকিলে সেখান পর্য্যন্ত ঝাড়িবে। ছারপোকার উপদ্রব নিবারণ আবশ্যক হইলে, যে২ স্থানে ছারপোকা হয়, সেই ২ স্থানে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য লাগাইয়া দিবে। এই দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা,—খাঁটি স্পিরিট ও টাটকা তার্পিণ তেল প্রত্যেকের সমানাংশ অর্দ্ধ পাইণ্ট লইয়া একটী পাইণ্ট বোতলে পূরিবে, তাহাতে অর্দ্ধ ঔন্স কর্পূর দিলে তাহা শীঘ্রই গলিয়া যাইবে। এই দ্রব্য ব্যবহার কালে বোতল নাড়িয়া লইবে এবং দিবাভাগে ব্যবহার করিবে, কেন না প্রদীপের বা বাতির আলোর নিকটে উক্ত বস্তু জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

আহারের ঘরের জলের কুঁজাতে জল পূরিবার সময় গামলা ধুইবে ও কুঁজার ভিতর উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে, পরে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া জল

পূরিবে। "দৃষ্টিপূতংন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলং। সত্যপূতং বদেৎ বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥" দুগ্ধের খোলা উত্তমরূপে চাঁচিয়া, ধুইয়া, পুঁছিয়া বস্ত্র দ্বারা দুগ্ধ ছাকিয়া জ্বাল দিতে চড়াইবে। খোলা প্রত্যহ না মাজিলে চলে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঝামা ও বালি দিয়া ঘসিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা আবশ্যক। ভোজনের পরিক্ষণেই ভোজনের নিমিত্ত ব্যবহৃত পাত্র সমুদয় মাজিয়া ধুইয়া বাসন তক্তায় তুলিয়া রাখা আবশ্যক। যে সকল পাত্র করিয়া রন্ধনশালা হইতে আহারীয় দ্রব্য আনীত হয় সে সমুদয় ও খালি হইবা মাত্র মাজিয়া রন্ধনশালায় রাখিয়া দিতে হয়। যে স্থানে আহার করা যায়, ভোজনান্তে সেস্থান পুঁছিয়া পরিষ্কার করিবে। রন্ধন সমাপনান্তে রন্ধনশালার সমস্ত স্থানও পুঁছিয়া পরিষ্কার করিবে। স্নানান্তে সাবানের জল বা তৈলাক্ত জল ধুইয়া স্নানাগারে পরিষ্কার করিবে এবং স্নানচৌকি ধুইয়া ও রাত্রিবাস বস্ত্র ও স্নানের বস্ত্রাদি কাচিয়া শুকাইতে দিবে। আলোর জন্য প্রদীপ ও পিলসুজ ব্যবহার করিলে পিলসুজ প্রত্যহ সুরকির গুঁড়া দিয়া মাজিবে এবং প্রদীপ পরিষ্কার করিয়া তেল ও পরিষ্কার সল্‌তে দিয়া সাজাইবে, মধ্যে মধ্যে প্রদীপ জলে ভিজাইয়া বা খোল দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। সেজ বা অন্য কোন প্রকারে আলো ব্যবহার করিলেও আলোর সরঞ্জাম প্রত্যহ যত্নপূর্ব্বক যথোচিতরূপে পরিষ্কার করিবে। যে কর্ম্মের জন্য যে যন্ত্র বা যে অস্ত্র বা যে দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়, তাহা শেষ হইলেই সেই দ্রব্য ধুইয়া বা পুঁছিয়া বা যথোচিতরূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে, যথা বঁটি দ্বারা ফলমূলাদি কাটিয়া বঁটি না পুঁছিয়া রাখিলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়; উকড়ি দ্বারা দুগ্ধ তুলিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া না রাখিলে দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া তাহাতে লাগিয়া থাকে, হয়তো তাহা দুর্গন্ধ বা অম্লাক্ত হইয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা দুগ্ধ তুলিতে গেলে, দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। হাতা বেড়ি প্রভৃতি রন্ধনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রত্যহ মাজিবার আবশ্যকতা নাই, তথাপি প্রত্যহ পুঁছিয়া রাখা আবশ্যক; রন্ধনের পাত্র সকল উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া রন্ধনারম্ভ করিবে, এবং রন্ধনান্তে ধুইয়া তুলিয়া রাখিবে। বিশেষ করিয়া সমুদয় লেখা অসাধ্য ও বাহুল্য, লেখা শেষ হইলে লিখিবার কলমটী পর্য্যন্ত পুঁছিয়া রাখিবে। এইরূপ পরিষ্কার পরি-

চ্ছন্নরূপে কার্য্য করা গৃহিণীর এবং গৃহকার্য্য সাহায্যকারী সকলের অভ্যাস-গত হইয়া যাওয়া চাই, নতুবা পরিপাটীরূপে কার্য্য চলে না।

যেমন অনেক বস্তু নিত্য পরিষ্কার করিতে হয়, তেমনি কোন কোন দ্রব্য বা কোন কোন স্থান সময়ে সময়ে পরিষ্কার করিতে হয়, যথা—মধ্যে মধ্যে ঘরের দেয়ালের উপর অবধি বরগার খাটাল পর্য্যন্ত ঝাড়িতে হয়, নতুবা ঝুল ও মাকড়ের জাল ও ধূলি জমিয়া থাকে, তাঁহা লম্বা শুষ্ক তৃণ নির্ম্মিত ঝাড়ন দ্বারা হইতে পারে অথবা পাট কাটিয়া ব্রুসের মতন করিয়া কাষ্ঠের ডাণ্ডায় বান্ধিয়া যে ঝাড়ন নির্ম্মাণ করা যায়, তাহাতেও উত্তম রূপে ঝাড়া যায়। এ সমুদয় নিত্য নিত্য ঝাড়া আবশ্যক নহে, কিন্তু বৎসরে দুইবারের কম না হয়, তিন চারিবার ঝাড়া হইলে ভাল হয়। ঘরের দেরাজ আলমারি খাট ইত্যাদি বস্তু নাড়িয়া ঝাড়িতে পুঁছিতে হয় এবং বস্ত্রাদি পুস্তকাদি তাবৎ সামগ্রী ও মধ্যে ২ বাহির করিয়া বাতাস ও রৌদ্রে দিতে হয় ও ঝাড়িতে হয়। এই সকল কার্য্যও ঘর ঝাড়িবার সময় করা কর্ত্তব্য।

যে সকল দ্রব্য ঝাড়া, ধোয়া, পোঁছা আবশ্যক, তন্মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের বিষয় লিখিত হইল, সেই গুলি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সমস্ত দ্রব্য উক্তরূপে পরিষ্কার করিবার নিয়ম করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু পরিষ্কার করিবার নিয়মের শিক্ষণীয় এত প্রকরণ আছে যে সে সমস্ত সঙ্কলন করিয়া লেখা সহজ ব্যাপার নহে, অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেওয়া যাইতেছে।

ময়লার বহুবিধ কারণ আছে, যথা—ধূলি, তৈলাক্ত দ্রব্য সংস্রব জাত ময়লা, কষায় বা অম্লরসজনিত চিহ্ন, শৈত্যজনিত ময়লা, ধাতুর মরিচা বা কলঙ্ক ইত্যাদি। এই সকল প্রকার ময়লার মধ্যে ধূলি মাত্র ঝাড়িলে, ধুইলে, পুঁছিলে পরিষ্কার হয়। তৈলাক্ত দ্রব্য সংস্রবে যে ময়লা জন্মে, তাহা পরিষ্কার করিতে হইলে মৃত্তিকা বা খোল বা চুণ বা সাজিমাটি বা সাবান ইত্যাদি প্রকার বস্তু সংযোগ আবশ্যক করে, যথা—কোন স্থানে তেলচটি পড়িলে তাহা পরিষ্কার করণার্থ সেই স্থানে সাজিমাটি বা খোল দিয়া ঘসিয়া তাহা পরিষ্কার করিতে হয়, কাগজে তেলের দাগ লাগিলে চুণ দিয়া তাহা তুলিতে হয় ইত্যাদি।

কোন ২ দাগ অম্লরসে উঠিয়া যায়। যথা কালির দাগ আমরুল শাক বা অক্সেলিক্ এসিড দ্বারা উঠিয়া যায়। কোন ২ স্থলে শুদ্ধ দ্রব্য সংযোগ দ্বারা ময়লা যায় না; উত্তাপ, পেষণ, ঘর্ষণ, মজ্জনাদি প্রকরণ আবশ্যক হয়। কিন্তু কিরূপ দ্রব্য সংযোগ দ্বারা এবং কি ২ প্রকরণ দ্বারা কিরূপ মলা প্রক্ষালিত হয়, তাহা জানিলেই যথেষ্ট নহে, কেন না দুইটি দ্রব্য এক প্রকার মলা দ্বারা মলিন হইলে একটী দ্রব্য যেরূপ উপায় দ্বারা পরিষ্কার হয়, অপরটী সেরূপ উপায় দ্বারা পরিষ্কার করিতে গেলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব কোন বস্তু হইতে ময়লা পরিষ্কার করিতে হইলে, কি বস্তু দ্বারা সেই ময়লা পরিষ্কার হয় এবং সেই বস্তু দ্বারা উক্ত দ্রব্যের কোন প্রকার হানি হইতে পারে কি না উভয় পক্ষই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কি দ্রব্যের কি ময়লা কি প্রকারে পরিষ্কার করা যায়, পশ্চাল্লিখিত কতিপয় প্রকরণ তাহার নিদর্শন স্বরূপ লিখিত হইল।

১। চিরুণি পরিষ্কার করিতে হইলে কাপড়ের ছিলের মধ্যে ইহার কাটি বসাইয়া নাড়িলেই হইতে পারে, অথবা সরু শক্ত সুতা টানিয়া ধরিয়া ফি কাটির মধ্যে তাহা বসাইয়া টানিলে হইতে পারে।

২। চুল বা কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য যে ব্রুস ব্যবহার করা যায়, তাহা ময়লা হইলে গরম জলে কিঞ্চিৎ সোডা ফেলিয়া সেই জলে ব্রুসের চুলের অংশ ধরিলে তাহা পরিষ্কার হইবে।

৩। রেসম, সাটিন ও রঙ্গিল পশমি কাপড় পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত নরম সাবান ৵০ ছটাক, মধু ৵০ ছটাক, একটা ডিম্বের শ্বেতাংশ ও এক গ্লাস জিন সরাপ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ কঠিন একখানি ব্রুস দ্বারা উক্ত কাপড়ে মাখাইয়া পরে শীতল জলে কাচিয়া শুকাইতে দিবে, কিন্তু ভিজা থাকিতে ২ ইস্ত্রি করিবে।

৪। কার্পাস বস্ত্রে মসী অর্থাৎ শৈত্যজনিত দাগ ধরিলে প্রথমে সাবান দিয়া ঘর্ষণ করিবে, পরে উত্তম সূক্ষ্ম চা খড়ির গুঁড়া দিয়া ঘষিয়া উহা শুকাইতে দিবে, পরে পুনর্ব্বার অল্প ভিজাইয়া উক্ত প্রকারে সাবান ও চা খড়ির গুঁড়া ঘষিবে, এইরূপ দুইবার করিলেই উহা পরিষ্কার হইবে।

৫। তেলা দাগ কাপড়ে লাগিলে তাহা উঠাইবার জন্য নরম সাবান

/।০ এক পোয়া ও সাজিমাটি /।০ এক পোয়া একত্রে মাড়িয়া পিষ্টকের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। দাগ প্রথমে জলে ভিজাইয়া ঐ পিষ্টক দ্বারা ঘষিয়া শুকাইতে দিবে, পরে গরম জলে কাচিয়া পরিষ্কার করিবে।

৬। কাচের জিনিস পরিষ্কার করিবার জন্য সাজিমাটী ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা সূক্ষ্মরূপে গুঁড়া না করিয়া ব্যবহার করিলে জিনিসের চিক্কণতার হানি হইবার সম্ভাবনা।

৭। আর্শি পরিষ্কার করিতে হইলে এক খণ্ড স্পঞ্জ জলে ভিজাইয়া নিংড়িয়া স্পিরিটে ভিজাইয়া আর্শির কাচে মাখাইবে, পরে পাতলা কাপড়ের পুটলির দ্বারা সফেদার গুঁড়া ছাকিয়া দিয়া কাপড় দিয়া পুছিবে। বৃহৎ আর্শি হইলে সমুদায় অংশে একবারে স্পিরিট মাখাইলে একদিক পুছিতে পুছিতে অপর দিক শুকাইয়া যায়, অতএব অল্প ২ অংশ করিয়া ক্রমে সমুদায় অংশ পরিষ্কার করিবে।

৮। এক ছটাক নিষেদল এক পাইণ্ট জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ডেমেস্ক কাপড় ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে। তাহা দ্বারা রূপার বাসন পুছিলে তাহার চিক্কণতা নষ্ট হইবে না অথচ তাহা উত্তম পরিষ্কার হইবে।

৯। ক্লোরাইড লাইম নামক এক প্রকার দ্রব্য জলের সহিত লেইয়ের ন্যায় করিয়া ঘষিলে রূপার জিনিষ হইতে কালির দাগ উঠিয়া যায়।

১০। লৌহ বা ইস্পাতে মরিচা ধরিলে তাহা প্রথমে চাঁচিয়া ফেলিবে, পরে তৈলে ভিজাইয়া রাখিবে, দুই তিন দিন পরে উত্তমরূপে পুঁছিয়া পেনো বালি বা বালি সংযুক্ত প্রস্তুত কাগজ দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিবে।

১১। থিতন চূণের জলে বাদামের তেল বা নারিকেল তেল ফেণাইয়া সেই ফেণা লৌহ বা ইস্পাত নির্ম্মিত অস্ত্রে মাখাইয়া রাখিলে তাহাতে মরিচা ধরে না।

১২। উত্তম কাষ্ঠের জিনিস পালিস করিতে হইলে তার্পিনের স্পিরিটে মোম ও কিঞ্চিৎ রজন গলাইয়া তাহা কাষ্ঠে মাখাইয়া তাহা শুষ্ক হইলে নরম কাপড় দিয়া পুছিবে।

১৩। চূণের সহিত মিশ্রিত নিষেদল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে

কেলিকো কাপড় ভিজাইয়া শুষ্ককরিয়া রাখিলে, তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে ধাতুর দাগ উঠিয়া যায়।

১৪। গরম জলে অক্সেলিক এসিড দিয়া পুস্তকের কালির দাগ উঠাইয়া ফেলা যায়।

ইংরাজী প্রবচন।

১। অজ্ঞ কারীকর যন্ত্রের উপর দোষারোপ করে।

২। হস্তগত একটী পক্ষী অরণ্যস্থ দুইটী পক্ষীর তুল্যমূল্য।

৩। নির্দ্দোষ চিত্ত দুর্নামের ভয় রাখে না।

৪। মন সন্তুষ্ট থাকিলে সর্ব্বক্ষণই রাজভোগ।

৫। মানুষ ডুবিয়া মরিবার সময় একটী খড় পাইলেও ধরে।

৬। স্বীকার করিলে অর্দ্ধেক অপরাধ কমিয়া যায়।

৭। মূর্খ টাকা উপার্জ্জন করে, কিন্তু জ্ঞানী না হইলে ব্যয় করিতে জানে না।

৮। মধ্যাহ্ন আহারের পর কিছুক্ষণ বসো, রাত্রির আহারের পর আধ ক্রোশ বেড়াও।

৯। বিপদ কালের বন্ধুই যথার্থ বন্ধু।

১০। সৎ নীতি কখন অসাময়িক হয় না।

১১। ভাল চাকর হইলে ভাল মনিব হয়।

১২। অধিক যৌতুক শয্যার কণ্টক।

১৩। দোষী ব্যক্তির অভিযোক্তার আবশ্যকতা নাই।

১৪। এক ছালা বিদ্যার চেয়ে, একটু সাধু জীবন ভাল।

১৫। মন সুখী থাকিলে মুখশ্রী সুন্দর হয়।

১৬। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি রাগী হয়।

১৭। স্বেচ্ছাচারীর জীবন স্বাধীন জীবন নয়।

১৮। ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যেও অনেক সময় মহৎ আত্মা বাস করে।

১৯। ক্ষুদ্র ছিদ্রে বৃহৎ জাহাজও মগ্ন হয়।

২০। ক্ষুদ্র পাত্র শীঘ্র তপ্ত হয়।

২১। যা কিছু চক্‌চক্‌ করে, তাই সোণা নয়।

২২। বাধা ঘোটকের উপরেই সকল ভার চাপান হয়।

২৩। সুশৃঙ্খল গৃহে সকল কাজই শীঘ্র সম্পন্ন হয়।

২৪। একটী শিশু কেবল কাজ করিত, একটু খেলিতে পাইত না, ইহাতে সে নির্ব্বোধ হইল।

২৫। 'প্রায়' 'বোধ হয়' বলিলে অনেক মিথ্যা কথা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২৬। পূর্ব্বে সাবধান হইলে পূর্ব্বে সশস্ত্র থাকা হয়।

২৭। কুশিক্ষা শীঘ্র অভ্যাস হয়।

২৮। সৎ লোকের রাগ শীঘ্র পড়িয়া যায়।

২৯। সৎ লোকের কথা আর লিখিত খত সমান।

৩০। প্রাতের এক ঘণ্টা অপরাহ্ণের দুই ঘণ্টার সমান।

৩১। অলস মন পাপের বাসস্থান।

৩২। এক কোপে গুক গাছ কাটা যায় না।

৩৩। বাধ্য স্ত্রী স্বামীকে শাসন করে।

৩৪। পুরাতন ছালায় অনেক তালি চাই।

৩৫। অন্যায় শপথ পালন অপেক্ষা ভঙ্গ করাই ভাল।

৩৬। এক পয়সা বাঁচিলে এক পয়সা লাভ।

৩৭। নিস্তব্ধ রসনা জ্ঞানী লোকের চিহ্ন।

৩৮। চলতী পাথরে শেওলা ধরে না।

৩৯। একটা রুগ্ন মেষ, সমুদায় পালকে নষ্ট করে।

৪০। একটী সত্য এক জাহাজ যুক্তি অপেক্ষা মূল্যবান।

৪১। সোনা মহার্ঘ দরেও কেনা যায়।

৪২। উন্নতিপ্রার্থী মনুষ্য স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইবে।

৪৩। নির্দোষ মন বজ্রাঘাতের মধ্যেও সুখে নিদ্রা যায়।

৪৪। একবিন্দু অগ্নিতে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হয়।

৪৫। যেমন বপন করিবে, তেমনি শস্য পাইবে।

৪৬। ফলদ্বারা বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

৪৭। পণ রাখা মূর্খের যুক্তি।

৪৮। ইচ্ছা থাকিলে উপায়ও হয়।

৪৯। যাচক দিগের মনোনীত করিবার অধিকার নাই।

৫০। অঙ্গীকার করিতে বিলম্ব কর, কিন্তু অঙ্গীকার পালনে তৎপর হও।

বনমানুষ।

বন মানুষ বানর জাতীয়, কিন্তু ইহা আকৃতি প্রকৃতিতে যতদূর মানুষের সমান, এতদূর আর কোন জন্তু নয়। এইজন্য ইহাকে 'বনমানুষ' অর্থাৎ বনবাসী মনুষ্য বলিয়া থাকে। ইহা বানর জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতি। সচরাচর ২ হাত ৩ হাত দীর্ঘ,কখন কখন ৪ হাতও হইয়া থাকে। ১৮২৪ সালে সুমাত্রা দ্বীপে একটী বনমানুষ হত হয়, তাহা প্রায় ৪॥ হাতের অধিক। বনমানুষ যদিও মানুষের সদৃশ, কিন্তু মনুষ্যে ওতাহাতে যে প্রভেদ, তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তাহার নাক চাপ্‌টা, মুখ সুঁচলো এবং দাড়ীর অংশ নাই বলিলেই হয়। তাহার চক্ষু দুটী যেন পরস্পর ঠেকিয়া আছে এবং নাক হইতে মুখ-গহ্বর অনেক দূর। ইহার মুখ, করতল ও পদতলে লোম নাই এবং মাথা ও দাড়ীর চুল অন্যান্য অংশের অপেক্ষা লম্বা। সকল জাতীয় বানরের লেজ আছে, ইহার তাহা নাই। বনমানুষকে ওরাঙ বলা হয়। আফ্রিকাদেশীয় ওরাঙের বর্ণ কাল, কর্ণদ্বয় অতিশয় বৃহৎ। পূর্ব্বদেশীয় বনমানুষদের বর্ণ কটা এবং কাণ ছোট।

বনমানুষ পুষিলে পোষ মানে। বন্য অবস্থায় ইহারা নানাবিধ ফল ভক্ষণ করে এবং কখন কখন সমুদ্রতীরের নিকটে আসিয়া মৎস্য ও কাঁকড়া ধরিয়া খায়। ইহারা অতিশয় চতুর, সবল এবং সাহসী, অত্যন্ত বলবান্ মনুষ্যকে ইহাদিগের নিকট পরাস্ত হইতে হয়। ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগতি, সজীব অবস্থায় সহজে ধৃত হয় না। ইহারা কখন কখন দুই পদে ভর দিয়া চলিয়া যায় এবং হস্ত ও বাহু দ্বারা মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করে। ইহারা নিবিড় অরণ্য ভাল বাসে এবং তথায় শাখা হইতে শাখান্তরে ঝুলিয়া ঝুলিয়া

এত শীঘ্র যায় যে বোধ হয় যেন ঘোড়া দৌড়িতেছে। শাখা সকল একত্র বাঁধিয়া ইহারা এক প্রকার বাসগৃহ প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা বৃষ্টি হইতে রক্ষা পায়। বনমানুষ এক সময় ভারতবর্ষে ছিল, কিন্তু এখন সুমাত্রা দ্বীপেই দৃষ্ট হয়।

ছবিতে যে বনমানু[illegible] হইয়াছে, সে বড় সঙ্কটে পড়িয়াছে। সুমাত্রা দ্বীপবাসীরা বনমানুষের মাংস অতি সুখাদ্য বিবেচনা করে এবং কাবাব করিয়া খায়। এখানে দেখ একজন দ্বীপবাসী ধনুর্ব্বাণ লইয়া বনমানুষকে তাগিয়াছে। বনমানুষ শিকারীর সম্মুখে পড়িলে প্রথমে দৌড় দেয়, পরে গাছের এক ডাল হইতে আর এক ডালে ঝুলিয়া দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা পায়। পলাইতে না পারিলে একটী শাখায় বসে এবং রাগে গর

গর করিয়া চারিদিগের শাখা প্রশাখা ভাঙিয়া ভূমিতলে ফেলিতে থাকে। যত শাখা ভাঙে শিকারীর তত সুবিধা। হতভাগ্য বনমানুষ বাণবিদ্ধ হইয়া সহজেই মারা যায়। দ্বীপবাসীরা ইহাদের মাংস পেট পূরিয়া ভক্ষণ করে এবং ইহাদের চামড়ায় টুপি ও শিরস্ত্রাণ তৈয়ার করিয়া উৎসবের দিন মস্তকে পরিধান করে।

বনমানুষদিগের বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। তাহারা বানরদিগের মত চঞ্চল এবং কৌতুকপ্রিয় নয়, তাহাদিগের কার্য্যে অধিকতর ধীরতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা আবার এরূপ সবল ও সাহসী যে হস্তে কাষ্ঠ খণ্ড লইয়া বা ঘুঁসি মারিয়া হাতী সকলকেও তাড়াইয়া দেয়। যাহারা তাহাদিগকে বিরক্ত করে, কখন কখন তাহাদিগকে ঢিল ছুড়িয়া মারে। আফ্রিকার বনের মধ্যে কোন নিগ্রো তাহাদিগের সম্মুখে পড়িলে আক্রান্ত ও হত হয়।

গ্রাণ্ট সাহেব ইহাদিগের বুদ্ধিশক্তির বিষয়ে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

কুকুরকে শিখাইলে যাহা করিতে পারে না এবং না শিখাইলে যে বিষয় ভাবিতে পারে না, বনমানুষ বিনা শিক্ষায় তাহা সম্পন্ন করিতে পারে। একটা কুকুরকে যদি দড়ী বা শিকল দিয়া বাঁধা যায় এবং সেই দড়ী বা শিকল খুঁটী বা বাক্সে জড়াইয়া যায়, কুকুর টানিয়া টানিয়া আপনাকে বিপন্ন করে, ভীত হয়, চিৎকার করে, কিন্তু বন্ধন শিথিল করিয়া কিসে বাধা পড়িয়াছে, পরীক্ষা করিতে আইসে না। বানরকেও এইরূপ নির্বুদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু বনমানুষ এরূপ স্থলে ব্যস্ত না হইয়া মানুষের ন্যায় কিসে বাধিতেছে দেখিতে যায়। যদি কোন বস্তুতে জড়াইয়া থাকে, সে বন্ধন লোল করিয়া আস্তে ২ ছাড়াইয়া লয়। যদি গেরো পড়িয়া থাকে, তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিয়া খুলিয়া ফেলে। বনমানুষের হাতে আঙুল আছে, কুকুরের সেরূপ নাই, এজন্য বনমানুষের সুবিধা আছে বটে. কিন্তু বানরেরও ততদূর বুদ্ধির দৌড় দেখা যায় না। কুকুর ও বানর এ অবস্থায় কোন উপস্থিত বুদ্ধির চিহ্ন দেখাইতে পারে না।

ডাক্তার টাইসন একটী অল্পবয়স্ক বনমানুষের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা

করিয়াছেন। এক শত বৎসর হইল, এইটীকে লণ্ডন নগরে প্রদর্শনার্থ আনয়ন করা হয়। সে অত্যন্ত শান্ত ও ধীর এবং অনেক কার্য্যে প্রখর মেধার পরিচয় দিয়াছিল। যাহারা তাহার সহিত এক জাহাজে আসিয়াছিল, সে তাহাদিগকে সস্নেহভাবে আলিঙ্গন করিত। জাহাজে কয়েকটী বানর ছিল, কিন্তু সে ঘৃণা করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে মিশিত না, মনুষ্যের কাছে থাকিতেই ভাল বাসিত। সে কখন্ ২ কাপড় পরিত এবং অবশেষে বিবস্ত্র থাকিতে চাহিত না। সে পোসাকের কিছু ২ আপনার হাতে পরিত, অবশিষ্ট পরাইয়া দিবার জন্য জাহাজের কোন লোকের সাহায্য চাহিত। সে বিছানায় শয়ন করিত, বালিসের উপর মাথা দিয়া ঘুমাইত এবং মানুষের মত শীত হইলে লেপ টানিয়াও গায় দিত।

প্রাণিবিদ্যাবিদ্ বফুন স্বয়ং একটী বনমানুষ দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—তাহার চেহারা বিষণ্ণ, তাহার চলন নিয়মিত, আচরণ গম্ভীর, প্রকৃতি শান্ত এবং অন্যান্য বানর জাতি হইতে বিভিন্ন। সামান্য বানরেরা হানিকর, ভয়ে বাধ্য হইয়া থাকে এবং প্রহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হয়, কিন্তু সে বনমানুষটীর প্রতি তাকাইলেই সে শাসিত হইত। যে মানুষ তাহাকে দেখিতে আসিত, সে তাহার হস্ত ধারণ করিত, এবং অপর একজন মনুষ্যের মত সঙ্গে ২ বেড়াইত। আমি দেখিয়াছি সে টেবলে আহার করিতে বসিত; সে সময়ে টোয়ালে খানি খুলিয়া মুখ পুঁছিত, চামচ বা কাঁটা দিয়া আহার মুখে তুলিত এবং বোতল হইতে গ্লাসে মদ ঢালিয়া পান করিত। চা খাইতে ডাকিলে সে একখানি রেকাব ও একটী বাটী লইয়া আসিত, টেবলের উপর তাহা রাখিত, চিনি দিত, চা ঢালিত এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহা শীতল হইলে পান করিত। সে প্রভুর আজ্ঞানুসারে এই সকল কার্য্য করিত, কখন কখন আপন ইচ্ছা অনুসারেও করিত, আমি দেখিয়াছি।

ডাক্তার এবেল একটী বনমানুষ ইংলণ্ডে লইয়া যান, তাহাকে এক পিঁজারায় বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সে রেল ভাঙ্গিয়া বাহির হয়। তাহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়, সে কৌশলে শৃঙ্খলটীর বাঁধন খুলিয়া ফেলে এবং টানিয়া লইয়া বেড়ান কষ্টকর বিবেচনায় তাহা জড়াইয়া স্কন্ধে

করিয়া লইয়া বেড়ায়। তাহার রক্ষকগণ বাধ্য হইয়া তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিলে সে জাহাজের মাস্তুল হইতে নীচে, ও এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত এত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, যে জাহাজী মাল্লাগণ কখন সেরূপ করিতে পারে না। সে স্বভাবতঃ ধীর, কিন্তু মাল্লাগন অত্যন্ত বিরক্ত করিলে দাঁত খিচাইত এবং কাছে যাহাকে পাইত, কামড়াইত। এক সময় সে একটী কমলা লেবু চায়, কিন্তু বার বার দিতে অস্বীকার করাতে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে, দড়ীর উপর দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। আবার আসিয়া সেই লেবু চাহিল, কিন্তু না পাইয়া শুইয়া পড়িল এবং রেঁইওয়ালা ছেলের মত জাহাজের মেজেতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া লাফ দিয়া জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে গেল এবং অদৃশ্য হইল। সকলে মনে করিল সে অভিমানে জলে ডুবিয়াছে, কিন্তু খুঁজিতে ২ শিকলের নীচে লুকাইয়া আছে ধরা পড়িল। কিছু দিন মনুষ্য সহবাসে থাকিয়া বনমানুষটীর ধাতু ফিরিতে লাগিল। জল অপেক্ষা চা ও কাফি তাহার প্রিয় হইল। সে সুরাপানও করিতে লাগিল এবং সুরাতে এরূপ আসক্ত হইল, যে কাপ্তেনের ব্রাণ্ডির বোতল চুরি করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডে ১৮ মাস থাকিয়া ইহার মৃত্যু হয়।

লণ্ডনের 'জুওলজিকাল সোসাইটী' নামক চিত্র শালিকায় একটী বন মানুষী আনীত হয়। একজন কৌতুকপ্রিয় দর্শক তাহার বিষয়ে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। রিজেণ্ট উদ্যানে যে অতিথিটী আসিয়াছেন, তিনি নারীজাতীয়, অতি সুকুমারী। তিনি জিরেফি গৃহে দর্শকদিগের সহিত দেখা করেন, অতি প্রিয়দর্শন, কিন্তু তাহার মত অল্প বয়সে তাহার মত গম্ভীরতা ও বিজ্ঞ ধরণ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আমরা প্রথমে যখন তাহাকে দেখিলাম, দেখিলাম একটী ভদ্রলোক তাহার মাথা চাপড়াইয়া ও দাড়ী ধরিয়া আদর করিতেছে। এরূপ আত্মীয়তায় যুবতী সন্তুষ্ট হইতেছিলেন। কিন্তু একটী সূত্রধর পশ্চাৎ ফিরিয়া কাজ করিতেছিল, তিনি দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ভাব করিতে গেলেন, ভদ্রলোকটী তাহাকে ফিরাইলেন। জেনী ইহাতে একটু দুঃখিত হইয়া আপনার শয়ন চৌকিতে গিয়া উঠিলেন, কম্বল পাট করিয়া রাখিলেন, এক তাড়া খড় লইয়া বালিস তৈয়ার করিলেন

এবং মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন—তাঁহার দৃষ্টি সেই সূত্রধরের প্রতি স্থির রহিল। তিনি একটী উত্তম ফ্লানেলের ঘাঘরা পরিয়াছিলেন।

হরণ নামক মাল্দ্রাজের একজন গবর্ণর হেনরী জর্জ নামক এক ব্যক্তিকে দুইটী বনমানুষ দিয়াছিলেন—একটী স্ত্রী ও অপরটী পুরুষ। ইহাদিগকে ঐ ব্যক্তি বিলাতে লইয়া যান। কিছু দিন পরে বনমানুষী রোগে প্রাণ ত্যাগ করে। বনমানুষ স্ত্রী বিয়োগ শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া দুই দিন কিছুমাত্র আহার করিল না এবং এইরূপে আত্মহত্যা করিল। ইহাদিগের মধ্যে দাম্পত্য প্রেম অতি অদ্ভুত।

আসামীদিগের বিবাহ পদ্ধতি।

আসামীয় ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। সচরাচর ৯। ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ হইলেও কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার পিত্রালয়ে বাস করে, স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে না। যৌবনের আরম্ভ হইতেই স্বামীর গৃহবাসিনী হয়। আসামীয় জাতির মধ্যে বহুবিবাহ বিরল, পণগ্রহণ রীতি নাই, বল্লালী প্রথা নাই। এক শ্রেণীর কায়স্থ ব্যতীত অন্য জাতির পরিণয় বন্ধনের অভাব। এক এক যুবতী স্বেচ্ছা ক্রমে এক এক জন পুরুষকে আশ্রয় করে, যথা রীতি উদ্বাহ বন্ধনে সম্বদ্ধ হয় না। তাহার গর্ভে যেসকল সন্তান হয়, তাহারা জারজ বলিয়া সমাজে ঘৃণিত হয় না। লোকে খাড়ু মণ (হস্ত ও কাষ্ঠভূষণ বিশেষ) দান করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। অস্থি শুদ্ধির জন্য জীবনে একবার বিবাহ চাই, তাহাদিগের মতে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হওয়া পাপ। এই কারণে অনেক আসামীয় নারী বহু সন্ততির জননী হইয়াও বৃদ্ধাবস্থায় রীতিপূর্ব্বক পরিণীতা হইয়া থাকে। তাহার আশ্রয়দাতা পুরুষের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে কোন পুষ্পতরু বা কদলী বৃক্ষের সঙ্গে উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। স্ত্রীলোকে যে সর্ব্বদা একই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা নয়। তবে পুরুষ ভার্য্যাভাবে স্বীকার করিয়া লইলে চিরকাল তাহার অনুগতা হইয়া থাকে। রাজবংশী জাতীয় ধনবান্ পুরুষ বিবাহ কালে যৌতুক স্বরূপ ২।৪ টী যুবতী দাসী লাভ করে, তাহারা

তাহার নিকৃষ্ট ভার্য্যা হয়। বাঙ্গালীদিগকে আসামীয়েরা আদর পূর্ব্বক কন্যা দান করে, কিন্তু বাঙ্গালি কন্যা তাহারা বিবাহ করে না, তাহা করিলে জাতিভ্রষ্ট হয়। অনেক বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী আসামীয় স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়া আসামীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

বর যখন বিবাহ করিতে যাত্রা করেন, বিবাহস্থল অধিক দূর না হইলে তাহার সঙ্গে একদল গায়িকা গমন করে। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত মেখলা পরিধান করে, রিহা নামক উত্তরীয় বসনে বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া থাকে, অনেকে রিহার নীচে পিরাণ পরে। বহির্ভাগে গমন করিতে হইলে একখানা মোটা চাদরে মস্তক ও শরীর আচ্ছাদন করিয়া থাকে। এই বেশেই বরযাত্রিকা যুবতীগণ বরের পশ্চাতে গমন করেন। তৎপশ্চাতে অনেকগুলি লোক খোল করতাল বাজাইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া চলে। সঙ্গে অনেক ঢুলিও থাকে, এদেশে যেমন ঢোলের শ্রী, তেমনি বাদ্যের শ্রী; ঢোলের সঙ্গে করতাল বাজে। এক প্রকার সানাই বাজিয়া থাকে, তাহার মধুর ধ্বনি শ্রবণ মাত্র শরীর শিহরিয়া উঠে, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। এই সকল গায়ক ও বাদ্যকরদিগকে টাকা পয়সা কিছুই দিতে হয় না। এক বেলা খাওয়াইতেও হয় না। তাহারা পান সুপারি মাত্র পাইয়া থাকে। এদেশে ব্যবসায়ী বাদ্যকর নাই। প্রায় সকলের ঘরেই খোল করতাল বা ঢোল আছে। নিমন্ত্রণ পাইলেই বিনা আপত্তিতে খোল বা ঢোল স্কন্ধে করিয়া চলিয়া আসে। তবে সম্ভ্রান্ত লোকেরা খোল ঢোল কাঁধে করেন না।

এই প্রকার গীত বাদ্য সহকারে বর চলিয়া যান। তিনি দোলারোহণে বা পদব্রজে গমন করেন। বরের ২।১ জন বন্ধুও বরের ন্যায় গীত বাদ্য সহকারে দোলারোহণে বিবাহস্থলে যাইয়া থাকেন। বর মহান্ত শ্রেণীর হইলে বিবাহবাটীর দূরে থাকিতেই এক দল বালক আসিয়া তাহাকে অর্ঘ্য দান করে। তিনি বালকদিগের প্রত্যেককে সিকি আধুলি পারিতোষিক দেন, আর কতদূর অগ্রসর হইলে পর এক দল যুবা, তৎপরে কন্যার বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়গণ, সর্ব্বশেষে কন্যাকর্ত্তা আসিয়া বরের মুখ চুম্বন করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করেন, বরও তাঁহাদিগকে কিছু কিছু প্রণামী দেন।

সাধারণতঃ বর বিবাহ নিকেতনের দ্বারে উপস্থিত হইলেই একটী. বাঁশ আড় করিয়া রাখিয়া তাঁহার প্রবেশের পথ বন্ধ করা হয়। তিনি কথঞ্চিৎ অর্থ দান করেন ও পথ মুক্ত করিয়া দেয়। বাটীতে বরের প্রবেশ হইলেই নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়া ঢুলী ও শুলীগণ গান বাদ্য আরম্ভ করে। এদিকে বরকে লইয়া কন্যাপক্ষীয় যুবতীগণ কদলী কুঞ্জে স্ত্রীআচার আরম্ভ করে। পান সুপারি ইত্যাদি দ্বারা বরণ করে। বর বরণডালার দীপ শিখা স্পর্শ করিয়া থাকেন। এই সময়ে কন্যাপক্ষীয় গায়িকাগণ গীত 'ছড়ার' যোগে বরকে নিন্দা করে, বরের সঙ্গী গায়িকারা বরের পক্ষ সমর্থন করিয়া কন্যাকে নিন্দা করে। উভয় দলে তুমুল লড়াই হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে বর বিবাহ সভায় আগমন করেন। বরের পরিচ্ছদ ধুতি, পিরাণ ও উত্তরীয় এবং টুপি। চেলির যোড় ও টোপরের ব্যবহার নাই। বিবাহস্থলে বর এবং কন্যার জন্য ২ টী শয্যা বিস্তৃত থাকে, শয্যার এক পার্শ্বে এক একটী বালিসও রাখা হয়। বর সেই শয্যাতেই উপবিষ্ট হন। কন্যাদাতা এক পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করেন। বরের সম্মুখে হোম-বেদী ও ঘট স্থাপিত থাকে। পুরোহিত মন্ত্র পড়েন, বর ঘটের উপরি ফুল ছড়াইয়া দেন। বরকে প্রায় কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় না। অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে হয়। পরে আড়ম্বরের সহিত হোম আরম্ভ হইয়া থাকে হোম প্রায় শেষ হইয়া আসিলে এক ব্যক্তি কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আইসে। কন্যার আগমনের সময়ে বর অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া দণ্ডায়মান হন। ক্রোড়স্থ থাকিয়াই কন্যা কয়েক পাক ঘুরিয়া বরের বামে শয্যাতে উপবিষ্ট হন। তখন বর অবগুণ্ঠনমুক্ত হইয়া শয্যোপরি উপবেশন করেন। এই সময়ে কন্যাদাতা কন্যা দান করেন। কন্যার পশ্চাদ্ভাগে কয়েকটী স্ত্রীলোক বসিয়া গান করিতে থাকে। কন্যা দান ও হোম শেষ হইয়া গেলে বরের পদের সঙ্গে কন্যার পদ, কোমরের সঙ্গে কোমর, হস্তের সঙ্গে হস্ত বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করা হয়। বর কন্যার মস্তকে দৈ বর্ষিত হয়। ইহা হইলেই বিবাহ শেষ হইয়া যায়। পরে বাসি বিবাহ আছে। তাহাতে বর কন্যার ক্রোড়ে, কন্যা বরের ক্রোড়ে বসেন।

বিবাহেতে আসল ব্যাপার ভোজন নাই। আসামে ভোজনকাণ্ড হইতেও

পাকে না। কেহ কাহার হস্তান্ন গ্রহণ করে না। এস্থানে এক আশ্চর্য্য জাতিভেদ। পিতা পুত্রের হস্তে, স্বামী স্ত্রীর হস্তে পর্য্যন্ত খায় না। বর যাত্রিগণ আপন ২ খাবার গাঁঠে বাঁধিয়া আনে অথবা কন্যাকর্ত্তা ডাল চাল দান করিলে নিজেরা পৃথক্ ২ জনে রন্ধন করিয়া খায়। বিবাহে ব্যয়ের মধ্যে পান সুপারি ও পানের মশলা লবঙ্গ মাত্র। বরযাত্রিগণ সেই রাত্রিতেই স্ব ২ আলয়ে চলিয়া যান। কেবল গায়িকারা সমুদায় রাত্রি ছড়া টপ্‌পার লড়াই করে।

লোহিত সাগর ও তত্রত্য আলোক।

আফ্রিকা খণ্ড ও আরব দেশের মধ্যে যে দীর্ঘাকৃতি সাগরটী আছে, তাহার নাম লোহিত সাগর। ইহা বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী দ্বারা ভারত মহাসাগরের এবং নূতন খনিত সুয়েজ প্রণালী দ্বারা ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত সংমিলিত। এই সাগর সম্বন্ধে ইহুদীদিগের একটী আশ্চর্য্য পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। এক সময় ইহুদীরা মিশরদেশে বাস করিত, পরে ঈশ্বরের আদেশে তথা হইতে কান্নানে যাইতে উদ্যুক্ত হয়। মোজেস তাহাদিগের নেতা হন। কিন্তু মিশরের রাজা ফেরো তাহাদিগের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে পশ্চাৎ ২ ধাবমান হন। ইহুদীরা লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী হইবামাত্র, জল শুকাইয়া মাঝে দিব্য পথ হইল। ইহুদীরা সকলে চলিয়া গেল। পরে ফেরোর সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ ২ যেমন যাইবে, সাগর উথলিয়া সকল সৈন্যকে গ্রাস করিল। এটী হনুমানের সূর্য্য বগলে রাখার ন্যায় একটী গল্প কথা, কিন্তু অদ্যাপি ইহুদী ও খৃষ্টীয়গণ ইহার উদ্দেশে একটী বিশেষ ব্রত পালন করিয়া থাকে।

সাগরের নাম 'লোহিত' হইবার কারণ কি? পাঠিকাগণ অবশ্য জানিতে চান। ইহা অসংখ্য প্রবাল কীটে পরিপূর্ণ। তাহাদিগেরই রক্তিম বর্ণে সাগর লাল দেখায়। লোহিত সাগরে কেবল লালবর্ণ দেখা যায় তাহা নহে, মধ্যে ২ বহুদূর বিস্তৃত হরিৎবর্ণ সমুদ্র গুল্ম, সুবর্ণরঞ্জিত বালুকারাশি, সুন্দর শম্বুক এবং ক্রীড়াশীল মৎস্যদল দেখিয়া নয়ন মোহিত হয়। কিন্তু এই

সাগরের আর একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য যার পর নাই আনন্দকর। অন্ধকার রাত্রে ইহার জল আলোক রাশির ন্যায় জ্বলিতে থাকে। রাত্রে অন্যত্র সমুদ্রোপরি জাহাজ চলিলে তাহার চারি পাশের জল চক্ চক্ করে বটে, এবং সমুদ্র তরঙ্গের উপর জ্যোৎস্না পড়িলে রূপার বা সোণার চাঁদরের মত দেখায় বটে, কিন্তু তাহা জলের গতির জন্য; লোহিত সাগরের জল স্থির অবস্থাতেও এত উজ্জ্বল যে সচরাচর আর কোথাও সমুদ্রজল সেরূপ নহে। এই জলে এক গাছি দড়ী ডুবাইয়া যদি তোলা যায়, এক ছড়া হীরক গ্রথিত হারের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। এই হারের হীরক এরূপ সজীব, উজ্জ্বল ও গতিশীল, যে তাহার নিকট সামান্য হীরকের সৌন্দর্য্য হারি মানিয়া যায়। সমুদ্র জলের এরূপ উজ্জ্বলতার কারণ কি? ইহার বিষয়ে অনেক লোকে অনেক প্রকার অনুমান করেন। ভ্রমণকারীগণ কিন্তু বারংবার পরীক্ষাতে দেখিয়াছেন, এই উজ্জ্বলতা মৎস্যের ডিম পাড়িবার সময় অর্থাৎ পৌষ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহা দ্বারা এক প্রকার স্থির হইতেছে যে মৎস্যের ডিমই এইরূপ আলোকময় দেখায়। এই জলে এক প্রকার কীটাণুও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাস করে; তাহা হইতেও ফস্ফোরস বাষ্প নির্গত হওয়া সম্ভব।

রাঢ় দেশীয় দস্যু কন্যা।

বর্দ্ধমান অঞ্চলের কতক স্থানকে রাঢ়দেশ বলে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান যেরূপ ভয়ানক ছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। এই অঞ্চলে ৮ কোশী ১০ কোশী এক একটী মাঠ, যাইবার রাস্তা নাই, মাঠের মধ্যে উচ্চ পাড় বিশিষ্ট এক একটী পুষ্করিণী এবং তাহার তীরে দুই একটী বৃক্ষ। এই মাঠ পথে যাইতে পথিকদের অত্যন্ত কষ্ট হয় বিবেচনা করিয়াই দয়াশীল ধনী মনুষ্যগণ ঐ সকল পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সকলই নর রাক্ষসদিগের নৃশংসতা সাধনের অনুকূল স্থান হইয়াছিল। ২।৪ জন দস্যু এইরূপ স্থানে শিকারের অপেক্ষায় থাকিত, কোন পথিক দুর্গম পথভ্রমণে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যে সময় বৃক্ষতলে একটু বিশ্রাম করিতে বসিত বা সরোবরে জল পান করিতে যাইত, দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডেরা

সেই সময় লাঠির আঘাতে নির্দ্দোষ লোকদিগের প্রাণবধ করিত। তাহারা অর্থলোভে এইরূপ জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু পথিক আপনার সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত হইলেও তাহারা তাহার প্রাণরক্ষা করিত না। পাছে তাহাদিগের দুর্ব্ব্যবসায়, গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হয়, এই ভয়েই তাহারা হতভাগ্যকে প্রাণে বধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইত। অনেক সময় তাহারা একটী নর হত্যা করিয়া হয়ত কেবল একখানি ছিন্ন বস্ত্র পাইয়াছে! এই কৃতান্তের সহোদরদিগের করাল হস্তে কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে অকস্মাৎ অবঘাত মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। এই দুরাত্মারা মাঠের ধারে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াও থাকিত, সন্ধ্যাগমে কোন পথিক অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া এই গৃহে অতিথি হইত। তাহারা আদর পূর্ব্বক অতিথি সেবা করিত, শেষে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিত।

রাঢ়দেশীয় লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের লোকেরা বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু রাঢ়দেশে যাহারা ভদ্রলোক বলিয়া খ্যাত, তাহাদিগেরও দস্যুর ব্যবসায় ছিল। তাহাদিগের দেশে যখন কোন বিদেশী ব্যক্তি বিবাহ বা কুটুম্বিতা করিতে আসিত, তাহারা নিজে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিত, নতুবা বিদেশীয়েরা আপনারা আসিলে প্রায় নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইত। এরূপ শুনা যায় যে অধিক টাকার লোভ বা দস্যু ব্যবসায় প্রকাশের ভয় উপস্থিত হইলে এই ভদ্রলোকেরা আপনাদিগের আত্মীয় কুটুম্বগণকেও হত্যা করিতে ছাড়িত না। এই প্রদেশে 'জামাই মারী' নামে একটী স্থান আছে, তথায় এক সময় যে ঘটনা হয়, তাহা আমরা এস্থলে বর্ণন করিতেছি।

এক ব্রাহ্মণ বিদেশে চাকরী করিয়া নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাইতেছিল। পথে শ্বশুর বাড়ী নিকট বলিয়া একবার তথায় দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার ইচ্ছা করিল। নৌকা ঘাটে লাগাইয়া ব্রাহ্মণ শ্বশুর বাটীতে আসিল। শ্বশুর বাটীতে তখন পুরুষেরা ছিল না, স্ত্রীলোকেরা জামাইকে সমাদর করিয়া বসাইল। ক্ষণেক পরেই তাহার শ্বশুর ও সম্বন্ধীগণ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ নৌকা হইতে উঠিবার পরক্ষণেই ইহারা নৌকাখানি

আক্রমণ করে, দাঁড়ী মাজিদিগকে ও এক ভৃত্যকে ঠেঙ্গাইয়া মারে এবং নৌকার সকল জিনিষ পত্র লুঠিয়া লইয়া আইসে। তাহারা বাটীতে 'জামাই' আসিয়াছে শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে একখানি ভাল গালিচা ছিল, তাহাই পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল, একটী নূতন রূপার হুঁকা ছিল তাহাতে তমাক সাজিয়া তাহাকে খাইতে দিল। জামাই আপনার জিনিষ সকল দেখিয়া অবাক্। পরে নৌকায় তাহার ভৃত্যের অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়া শুনিল, নৌকা মারা গিয়াছে এবং ভৃত্যও জীবিত নাই। তখন ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ হইল ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল—বুঝিতে পারিল তাহার শ্বশুর ও সম্বন্ধীদিগেরই এই কাজ। তাহারাও জামাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছে বুঝিয়াছে, কিন্তু এখন জামাইকে মারিয়া আপনাদিগের সকল পাপ গোপন করিয়া ফেলিবে, পরামর্শ স্থির করিল। সম্বন্ধীরা তাহাদিগের ভগিনীর নিকট গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল এবং তাহার স্বামীকে না মারিলে তাহাদিগের বাঁচিবার উপায় নাই, বুঝাইবার চেষ্টা করিল। স্ত্রীলোকটী বুদ্ধিমতী, তাহাদিগের কথায় উচ্চবাক্য না করিয়া বলিল "আপনার যাহা ভাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই হইবে। তবে বহুদিনের পর স্বামী আসিয়াছেন, আমি তাঁহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া লইব। আমার কথা শেষ হইয়া গেলেই আপনাদিগকে ডাকিয়া দিব।" তাহারা বিশ্বস্ত হইয়া জামাইকে আহারাদি করাইতে গেল এবং লোকজন দিয়া পথ ঘাট বন্দ করিয়া রাখিল। স্বামী গৃহে আসিবা মাত্রই দস্যু কন্যা দ্বার রুদ্ধ করিল। কিন্তু সে তাঁহাকে আর কি কথা বলিবে? তাহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের পরামর্শ তাঁহাকে জানাইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণ রক্ষার উপায় করিতে বলিল। ব্রাহ্মণ বলিল কি করিব, পলাইবার কি পথ আছে? স্ত্রী বলিল, যে পুরীর মধ্যে আসিয়াছ, পলাইয়া বাহির হইয়া যাইবার উপায় নাই। তবে একটী কার্য্য যদি করিতে পার, বাচিলে বাঁচিতে পার। ব্রাহ্মণ ভয়ে কাষ্ঠবৎ, শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, কি উপায়? স্ত্রীলোক বলিল এই ঘটী লও এবং বহির্দ্দেশ যাইবার ছলে এই খিড়কী দিয়া বাহির হও। এদিকে বেঁতের আকাট জঙ্গল আছে, তাহা পার হইয়া অমুক দিকে অনেকটা দূরে এক বৃহৎ খাজুর গাছ আছে, তাহা মাথাইয়া যদি রাত্রিটা কাটাইতে পার, দিন হইলে তোমার আর ভয়

নাই। কিন্তু ঘটীটা জঙ্গলের ধারেই ফেলিয়া যাইও, নতুবা আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারিব না।” ব্রাহ্মণ কি করিবে? প্রাণের দায়। আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ঘটী হাতে বাহির হইল এবং ঘটী জঙ্গলের ধারে ফেলিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বেঁতের কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া রক্তপাত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণের হুঁস নাই, জঙ্গল পার হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নির্দ্দিষ্ট খাজুরগাছ দেখিতে পাইল এবং তাহার মাথায় উঠিয়া কাপড়ের সহিত গাছের ডগা বাঁধিয়া রহিল। এ দিকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহার সম্বন্ধীগণ ভগিনীর ঘরের কবাট খুলিবার সঙ্কেত করিল। ভগিনী বলিল, আর একটু পরে। তাহার পূর্ব্বে সে স্বামীকে বাহির করিয়া দিয়াছে। দস্যুগণ অল্পক্ষণ পরে আসিয়া দ্বার খুলিতে বলিল। স্ত্রীলোকটী বলিল, স্বামী বহির্দ্দেশে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন। তাহারা একটু বিলম্ব করিল, পরে দেখিল ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসে না। তখন সে পলাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছে সন্দেহ করিল। কিন্তু পলাইতে পারিবে না, নিশ্চয় জানিয়া তাহারা কতকগুলি মশাল জ্বালিল এবং পাড়ার আর সকল দস্যুকে ডাকিয়া চারিদিক্ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোকটীও সেই সঙ্গে খুঁজিতে বাহির হইল। সকলে খিড়কীর দিকে আসিয়া দেখিল, ঘটীটী পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সে বেঁত বনে নিশ্চয় আছে অনুমান করিয়া বন ঠেঙ্গাইয়া ঠেঙ্গাইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। অন্যান্য লোকে বাটীর চারিদিক্ ও মাঠ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া আসিল। কিন্তু কেহ কোথাও পলায়িত ব্যক্তির অন্বেষণ পাইল না। স্ত্রীলোকটী গোলমালের মধ্যে সরিয়া ২।৩ ক্রোশ পথ দূরে এক পুলিস থানা ছিল, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং ক্রন্দন করিতে করিতে সবিস্তার বিবরণ তাহাদিগকে বলিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষার প্রার্থনা করিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল “তোমার স্বামী এখন কোথায়?” সে বলিল, আমি তাঁহাকে এইরূপে পলাইয়া একটী গাছের উপর থাকিতে বলিয়াছি, কিন্তু তিনি আছেন কি নাই তা জানি না। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র পুলিস নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের দলবল জড় করিয়া এবং স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে লইয়া দস্যুদিগের বাটী গিয়া ঘেরিল এবং তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া ফেলিল।

পরে পুলিসের লোকেরা বেঁতবন অন্বেষণ করিতে করিতে কেবল মড়ার মাথা দেখিতে পাইল। সেখানে ব্রাহ্মণের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া মাঠ-পারে নির্দ্দিস্ট বৃক্ষের নিকটে গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সেটী অতি বৃহৎ বৃক্ষ; এক ব্যক্তি তাহার মাথা পর্য্যন্ত উঠিয়া দেখিল, "রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত শরীর এক ব্যক্তি মড়ার মত গাছে বাঁধা রহিয়াছে। বন্ধন খুলিয়া তাহাকে নামাইল, তাহার চেতনা নাই; সকলে মনে করিল, মারা গিয়াছে। অনেক সেবা শুশ্রুষার পর ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল। পুলিস সস্ত্রীক ব্রাহ্মণকে তাহার দেশে পাঠাইল এবং দস্যুদিগকে চালান করিয়া দিল। বিচারে দস্যুগণ দ্বীপান্তরিত ও দীর্ঘকাল কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইল। সেই অবধি সে স্থান শাসিত হইয়া গেল। এখন যদিও রাঢ়দেশে আর এ প্রকার উপদ্রব নাই, কিন্তু পতির প্রাণরক্ষার্থ এই দস্যু কন্যা যেরূপ আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়াছে, তাহার গল্প প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

দস্যু কন্যা পতির প্রাণরক্ষার্থ আপনার পিতৃকুলের সর্ব্বনাশ করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না, এই প্রশ্ন পাঠিকাগণের মনে উদয় হইতে পারে। আমরা বলি তিনি সর্ব্বাংশেই ভাল করিয়াছেন। জগতের মঙ্গলের জন্য দুরাত্মা আত্মীয়গণকে যদি ন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত করা যায়, তাহাতে পুণ্য বই পাপ নাই। আর আত্মীয়গণ সেই পাপবৃত্তি দ্বারা নরকে ডুবিতে ছিল, তাহা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া স্ত্রীলোকটী তাহাদিগেরও প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। দস্যু গৃহে যে এরূপ সাধ্বী ও সংপ্রকৃতি রমণী জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, ইহাই পরম আনন্দের বিষয় ও স্ত্রীজাতির গৌরবের স্থল।

নূতন সংবাদ।

১। বরদার মহারাজা মহ্লার রাও গুইকুমার সিংহাসনচ্যুত ও স পরিবারে মান্দ্রাজে রাজ কয়েদীরূপে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিচারে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ না হইলেও তিনি কুচরিত্র, শাসন কার্য্যে অক্ষম এবং রাজ্যের উন্নতি সাধনে বিমুখ বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট দণ্ডিত হইলেন। এই কার্য্য দ্বারা আমাদিগের প্রিয় গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুকের অত্যন্ত অপযশ হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। মহ্লার

রাওর মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খন্দি রাওর যমুনা বাই নাম্নী এক পত্নী ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহা দ্বারা একটী পোষ্য পুত্র মনোনীত করিয়া রাজ্য শাসন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২। বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী বিলাত ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তথায় গিয়া খৃস্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাঁর স্বামী এখনও খৃষ্টান হন নাই।

৩। মহারাণী স্বর্ণময়ী কৃষ্ণনগর কলেজে বিএ শ্রেণী স্থাপনার্থ ৭০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাঁর সৎকার্য্যের দানকে ধন্যবাদ।

৪। হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছেন কলিকাতা ও ইহার উপনগরে ৬৮৪৫ টী বেশ্যা বাস করে। নিজ কলিকাতায় বেশ্যা সংখ্যা ৫৪০৫, তন্মধ্যে হিন্দু ৫৬৩৮, মুসলমান ১০৭৪, ফিরিঙ্গি ৫৩, ইংরাজ ৯ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ৭১ জন। এই হতভাগ্যা পতিতা রমণীদিগের দ্বারা অশেষ পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাদিগের উদ্ধারার্থ সদাশয় ব্যক্তিগণ কি কোন প্রকার চেস্টা করিতে পারেন না?

৫। জাপানের রাজ্ঞী যুবতী স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ৫০০০ ডলার মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

৬। মোরাদাবাদে পঞ্চদশবর্ষীয়া একটী বালিকা অলঙ্কার লোভে একটী বালককে বধ করিয়াছিল, এজন্য তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অল্প বয়স্ক অপরাধীদিগকে ফাঁসী না দিয়া দ্বীপান্তরে প্রেরণ ও সংশোধন চেস্টা করিলে ভাল হয়।

৭। দেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ যাহাতে মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারেন, তজ্জন্য এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্র লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করেন। আমরা শুনিয়া সন্তুস্ট হইলাম, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ অর্পণ করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

নব বর্ষ।

গত হল আজ বর্ষ পুরাতন
আর কি আসিবে থাকিতে জীবন
শত স্বর্ণ দানে, কে ফিরায় আনে,
যে বৎসর গত হয়েছে?
জীবনের এক বর্ষ চলিগেল!
নিকটে শমন আসিছে।

সহাস্য বদনে বিদায় প্রদানে
ইচ্ছা কেন জানি নাহি হয় মনে
নূতনের সনে, প্রেম আলিঙ্গনে
কত ভয় মনে হয় রে;
নাহি জানি এর স্বভাব কেমন?
কোন্ জনে নিয়ে যায়রে।

কিন্তু আছে মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস
নব বর্ষ যিনি করেন প্রকাশ
তিনি দয়াময়, মঙ্গল-আলয়
নবসুখ দিতে সন্তানে;
বর্ষ পুরাতন করিয়ে হরণ
পাঠালেন আজ নূতনে।

অবিচার তাঁর রাজ্যে কভু নাই
মঙ্গলের জন্যে যাই হয় তাই
ভয়ের বিষয়, তাই কিছু নয়,

যাও গতবর্ষ চলিয়ে ;
বল বঙ্গবালা-দুঃখের বিষয়
পিতার নিকট যাইয়ে।

ওহে গত বর্ষ! যিনি অনুক্ষণ
করেছেন তোমা কার্য্যেতে ক্ষেপণ
তাঁর মনে আজ, নাহি কিছু লাজ,
তোমাকে বিদায় করিতে ;
আমি অভাগিনী পীড়িতা হইয়ে
অর্দ্ধ বর্ষ আছি শয্যাতে।

ওহে বর্ষরাজ! নীরোগ থাকিলে
কখনও দিন যেত না বিফলে
করি প্রাণপণ, লভি বিদ্যা ধন,
আজ সুপ্রসন্ন বদনে
তোমাকে বিদায় করিতাম আমি
আলিঙ্গিয়া সুখে নূতনে।

কি হইবে আর সে কথা বলিলে
গেছে দিন আর পাব না ভাবিলে
ঐকান্তিক মনে, পিতার চরণে
করি আজি এই কামনা,
রোগের শয্যায় গত বর্ষ প্রায়
এ বৎসর যেন যায় না।

নব সাজে সেজে নবীন ভুপতি
আসিয়াছ, শুন বালার মিনতি,
দুঃখিনী ভারতে, ব্যথা দিয়ে চিতে,
সুত রত্ন তাঁর হয় না ;
যে সকলে নিয়ে ভারতের আশা
সে আশা প্রসুন ছিঁড়না।

আর নিবেদন শুন মন দিয়ে
ভারতবাসীর প্রাণ অন্ন নিয়ে
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসে, যেন নাহি আসে
তোমার নূতন শাসনে ;
শস্য ক্ষেত্রগুলি বঙ্গের জীবন
পূর্ণ কর শস্য রতনে।

আর বঙ্গ বালা চির পরাধীনা
নাহি বিদ্যা বুদ্ধি বড় জ্ঞানহীনা
পশুর মতন, আছে অনুক্ষণ
গৃহ পিঞ্জরেতে পড়িয়ে ;
তাদের উন্নতি করহে বিধান
রাজ্ঞার সমীপে বলিয়ে।

বালা বিদ্যালয় হউক সর্ব্বত্র
বিদ্যা শিখে বালা হউক পবিত্র
সভ্য ভ্রাতৃগণ, করিয়ে যতন,
জ্ঞান বিদ্যা দান করিয়ে ;
বঙ্গ বামাদের দুঃখের রজনী
দূর কর ত্বরা করিয়ে।

ওহে [illegible]র ভুপ! কৌলীন্য কুপ্রথা
খাইছে সর্ব্বদা বঙ্গ-বাসী মাথা
দূর কর পাপ, ঘুচুক সন্তাপ
শিক্ষিত গণেরে বলহে
নব উৎসাহেতে হইয়ে উৎসাহী,
দূর কর বাল্য বিবাহে।

হে বঙ্গবাসিনী প্রিয় ভগ্নীগণ!
নব উৎসাহেতে পূর্ণ করি মন
বিদ্যার সাধনে, এস প্রাণপণে
জীবন করি সমর্পণ ;
এ দুর্দ্দশা তবে অবশ্য ঘুচিবে
সার্থক হইবে জীবন।

নবীন বর্ষের প্রেরয়িতা যিনি
তাঁহার চরণ পূজিব ভগিনী,
প্রেমের প্রসুন, ভক্তির চন্দন
নিয়ে এস সবে যতনে ;
ভ্রাতা ভগ্নী মিলে এস কুতুহলে
দেই দয়াময় চরণে।

১ লা বৈশা
১২৮২ সন
ঢাকা } শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৪২ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৮২। | ১১ শ ভাগ

বিপদ্কালে ধৈর্য্যশীল হইবে।

ঈশ্বরে যাহার মন সমভাবে রয়,
রোগে শোকে বিপদেতে কিবা তার ভয় ?

এই পৃথিবী বিপদের আলয়। রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য মানুষের জীবনকে গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই বিপদ্ সকলের এক একটী আবার কত শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে! যে ব্যক্তি মূর্খ ও অসাবধান, সেত সর্ব্বক্ষণ বিপদাপন্ন হইবে। কিন্তু যিনি জ্ঞানী ও সতর্ক, তিনিও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া জীবন যাপন করিতে পারেন না। চক্রবৎ সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে। যিনি দুঃখী আছেন, তিনি সুখী হইবেন যেমন সত্য; যিনি সুখী আছেন, তিনি দুঃখে পড়িবেন তেমনি সত্য। যাহারা সুখের অবস্থায় থাকিয়া মনে করে, আমাদের দুঃখ কখনই হইবে না তাহারা মূর্খ। ঈশ্বর এই পৃথিবীকে কেবল সুখের স্থান করেন নাই এবং সেটী মানুষের মঙ্গলেরই জন্য। চিরকাল সুখভোগ করিতে পাইলে মনুষ্য পশুর ন্যায় হইয়া যাইত, কিছু ভাবনা চিন্তা করিত না, নিশ্চিন্ত হইয়া পাপ করিত এবং ঈশ্বর ও পরকালকে স্মরণ করিত না। বিপদ্ মনকে চিন্তাশীল করে;

অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেয়, পাপ প্রবৃত্তি সকল দমন করে এবং ঈশ্বর সাধনে মনের প্রবৃত্তি বিধান করে। সংসারে আমার সুখ নাই, এ বোধটী একবার না একবার মনে উদয় না হইলে ঈশ্বরকে আপনার জন বলিয়া হৃদয় গ্রহণ করিতে পারে না এবং চিরসুখ শান্তি লাভের উপায় দেখিতে পায় না। অতএব বিপদের প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর সংসারকে ধর্ম্ম শিক্ষার একটী বিদ্যালয় করিয়া বিপদ্‌কে 'কঠোর গুরু' করিয়া দিয়াছেন। বিপদ্ তাহার শাসনে আমাদিগের মনকে বিনয়ী ও অন্যের দুঃখে সমদুঃখী করিয়া সকল সদ্‌গুণে ভূষিত করে এবং ঈশ্বরকে 'হৃদয় বন্ধু ও একমাত্র জীবন সহায়' বলিয়া দেখাইয়া দেয়। বিপদের ন্যায় বন্ধু তবে কে আছে?

আমরা দেখিলাম (১) জীবন পথে বিপদ্ অনিবার্য্য অর্থাৎ ইহাকে কিছুতেই নিবারণ করিবার উপায় নাই; (২) ইহা পরম বন্ধু অর্থাৎ যাহাতে আমাদিগের চিরকালের মঙ্গল হয় তাহার সহায়তা করে। যাহা অনিবার্য্য জ্ঞানী লোকেরা তাহার জন্য অগ্রে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। দুই প্রহর বেলায় গৃহের বাহির হইতে হইলে প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ সহ্য করিতেই হইবে, এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি ছত্র দ্বারা আপনার মস্তককে আচ্ছাদন করেন, সমুদায় পৃথিবী উত্তপ্ত হইলেও তাঁহার মস্তক শীতল থাকিবে। বিপদ্ সূর্য্যের কিরণ দুঃসহ হইলেও ধৈর্য্যরূপ ছত্র আমরা ব্যবহার করিতে পারি। বিপদ্ আসিবে জ্ঞানী লোকেরা অগ্রে জানিয়া ধৈর্য্য শিক্ষা করেন। পণ্ডিতেরা ধৈর্য্যকে বর্ম্ম বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন। বীরেরা যখন রণক্ষেত্রে যান, তখন বর্ম্ম অর্থাৎ লৌহনির্ম্মিত এক প্রকার অভেদ্য পরিচ্ছদে শরীরকে আবৃত করিয়া যান, তাহার উপরে বাণাঘাত, খড়্গাঘাত অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন। সংসার একটী রণক্ষেত্র, দুঃখ, রোগ ও শোক বাণ সর্ব্বক্ষণই আমাদিগের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ধৈর্য্য দ্বারা মনকে যদি দৃঢ় করিয়া রাখি, তাহা হইলে তত কাতর হইতে হয় না। এমন বিপদ্ কিছুই নাই, যাহা ধৈর্য্য দ্বারা দমন না হইতে পারে। যে রোগের ঔষধ নাই, ধৈর্য্য তাহার মহৌষধ। যে শোকের সান্ত্বনা হয় না, ধৈর্য্য দ্বারা তাহা শান্ত হয়। যে দারিদ্র্য দেহের অস্থি পর্য্যন্ত পেষণ করিতে থাকে, ধৈর্য্য দ্বারা তাহাও সহ্য করা যায়। জ্ঞানী লোকের মনে ধৈর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে

আশার আলোক জ্বলিতে থাকে। উপস্থিত বিপদ্ সহ্য করি, যেমন রাত্রির পর দিবস আসেই আসে, সেইরূপ দুর্দিনের পর সুদিন আসিবেই আসিবে, এই আশায় তিনি মনকে প্রফুল্ল রাখেন।

দ্বিতীয়তঃ বিপদ্‌কে বন্ধু বলিয়া চিনিলে তাহা সুমিষ্ট বোধ হয়। যে করুণাময় ঈশ্বর সুখ প্রেরণ করেন, তাঁহারই হস্ত হইতে দুঃখ আসিতেছে, ইহাতে মঙ্গল হইবে এ বিশ্বাস থাকিলে বিপদ্ কখন ভয়ানক বোধ হয় না। আগুণে স্বর্ণ গলিয়া আরো বিশুদ্ধ হয়, বিপদ্ আগুণে মন গলিয়া পবিত্র হইতে থাকে। বিপদের সময় বিপদ্ ভঞ্জন ঈশ্বরকে মনে পড়িলে প্রত্যেক অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেমের ছবি দেখা যায়। যত বিপদ্ পিষিতে থাকে, যত সংসারে নিরুপায় হওয়া যায়, ততই ঈশ্বরের চরণ দৃঢ়রূপে ধরিতে পারা যায় এবং তিনি ভিন্ন গতি নাই বুঝিয়া মন তাঁর শান্তি সাগরে নিমগ্ন হয়। বিপদে তিনি অভয় দান করেন, তাঁর শরণাপন্ন হইলে তিনি সন্তানকে আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করেন। মাতা সন্তানকে পাইয়া আনন্দিত হন, সন্তানও মাতাকে পাইয়া জীবনের সকল দুঃখ শোক ভুলিয়া পরম আরাম লাভ করেন। বিপদ্ এইরূপে পরম মাতার সহিত আমাদিগের সম্মিলন সাধন করিয়া দেয়।

অজ্ঞান লোকে বিপদে এত কাতর হইয়া পড়ে, তাহার কারণ এই তাহারা অধৈর্য্য। সুখের সময় মনে করে না যে দুঃখ আসিবে, সুতরং দুঃখ আসিয়া পড়িলে এককালে অন্ধকার দেখে। যে রজনী উপস্থিত হইল, মনে করে ইহার আর শেষ হইবে না, এই জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি দুঃখে যত অধৈর্য্য হয়, দুঃখ তাহাকে তত পীড়ন করে। এই জন্য একটু রোগ, একটু শোক, একটু দুঃখ অজ্ঞানী লোকের পক্ষে অসহ্য হয়। যখন দুঃখ না আইসে, দুঃখের ভয় ও আশঙ্কা তাহার প্রাণকে আকুল করিতে থাকে। প্রচণ্ড রৌদ্রে ছত্রহীন মস্তকে তাহাকে পর্য্যটন করিতে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অনাবৃত দেহ রিপুদিগের বাণে ক্ষত বিক্ষত হয়। বিপদে ধৈর্য্যশীল হইলে যেমন ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়া আমরা ঈশ্বরের চরণাশ্রয় লাভ করিতে পারি, অধৈর্য্য হইলে সেইরূপ দুর্ম্মতি দ্বারা পাপের কূপে ডুবিতে পারি। বিপদ্ সহ্য করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া কত

লোক আত্মহত্যা করিয়াছে, কত লোক ঘোরতর দুষ্কর্ম্মে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছে। বিপদে যাঁহারা অধৈর্য্য হন, এইরূপে তাঁহারা ইহকালে দারুণ কষ্ট ভোগ করেন, পরকালের জন্যও পাপভার সঞ্চয় করিয়া লইয়া যান। তাঁহারা কেবলই আগুণে জ্বলিয়া মরেন, জুড়াইবার স্থান পান না।

আমাদিগের দেশের রমণীগণ ধর্ম্ম কার্য্যে চিরকাল দৃঢ়ব্রত ও ধৈর্য্যশীল বলিয়া বিখ্যাত। ধর্ম্মরক্ষার জন্য যাঁহারা সকল কষ্ট সহ্য করেন, ও মৃত পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় যাঁহারা আনন্দমনে আপনাদিগকে দগ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের ধৈর্য্যের তুল্য দৃষ্টান্ত আর কোথায় দর্শন করা যাইবে? কিন্তু আর এক দিকে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের অধৈর্য্য ভাব দেখিয়া আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখিত হইতে হয়। সংসারে একটু শোক দুঃখ উপস্থিত হইলে তাঁহারা অগ্রে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। একটু ভয় ভাবনা উপস্থিত হইলে তাঁহারা হাল দাঁড় ছাড়িয়া দেন। এই কারণে অকারণ তাঁহারা অনেক দুঃখ ক্লেশ ভোগ করেন, আপনাদিগের কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা করেন, অন্যের মনকে দুর্ব্বল করেন এবং ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়া সংসারের মায়ামোহে ডুবিয়া যান। তাঁহারা যদি আপনাদিগের মঙ্গল ও পরিবারের মঙ্গল চান, বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন, অধৈর্য্য হইয়া পড়িবেন না। যদি সাংসারিক কষ্ট যন্ত্রণা অসহ্য হয়, অচলা ভক্তির সহিত ঈশ্বরের অভয় চরণে মতি স্থির রাখিবেন এবং নির্ভয়ে এই কথা বলিবেন "ঈশ্বরে যাহার মন সমভাবে রয়, রোগে শোকে বিপদেতে কিবা তার ভয়?"

ব্রহ্মদেশীয় শ্বেত হস্তী।

শ্বেতবর্ণের হস্তী ব্রহ্মদেশে ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। ব্রহ্মদেশেও ইহা অতি বিরল। যখন একটী শ্বেত হস্তী ধৃত হয়, লোকদিগের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। তাহারা ইহাকে দেবতা জ্ঞানে অতি যত্নে ও আদরে রক্ষা করে এবং বিবিধ আয়োজনে পূজা করিয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশের রাজার বাটীতে শ্বেত হস্তী আছে,, রাজার ন্যায় তাহার সেবা শুশ্রূষা হইয়া থাকে। কাপ্তেন ইয়ুল ১৮৫৫ সালে অমরাপুর নগরে যে শ্বেত হস্তীটী দর্শন করেন তাহার এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেনঃ—

শ্বেত হস্তী একটী রাজা বিশেষ। তাঁহার পৃথক্ রাজবাটী আছে, এক জন রাজমন্ত্রী ও ৩০ জন অনুচর আছে। স্বর্ণ মণ্ডিত শুভ্রবর্ণ ছত্র রাজাভিন্ন আর কেহ ব্যবহার করিতে পারে না, হস্তিরাজের সেইরূপে ৪ টী ছত্র আছে। তাঁহার রাজভোগের জন্য একটী প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা 'হাতী থানা' নামে আখ্যাত। তাঁহার রাজ পরিচ্ছদও অতি মূল্যবান্। দুই হস্ত দীর্ঘ একটী অঙ্কুশ আছে, তাহা খাঁটি স্বর্ণে নির্ম্মিত, তাহার বাঁট মুক্তা কলাপে ভূষিত, মুক্তা সকলের মধ্যে মধ্যে সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণিখণ্ড দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার মস্তকাবরণ একখানি সুন্দর লোহিত বর্ণ বস্ত্র,নানা-বিধ রত্ন দামে শোভিত, তাহার ধারে ধারে হীরকের ঝালর। হস্তীর মস্তকের দুই পার্শ্বের দুইটী কুম্ভ,৯টী রত্নে গ্রথিত এক এক ছড়া রত্নহারে বেষ্টিত, ইহা থাকাতে হস্তীর উপর কেহ গুণ করিতে পারে না, ব্রহ্ম দেশীয়লোকদিগের এইরূপ বিশ্বাস। রাজা এবং রাজবংশীয় লোকের যেমন কপালে সোণার চাক্তি থাকে, তাহাতে তাঁহাদের মানমর্য্যাদা প্রভৃতি লিখিত হয়, হস্তিরাজে-রও সেইরূপ আছে। তাঁহার দুই চক্ষের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় আর একখানি স্বর্ণফলক আছে, তাহা বড় ২ মণিখণ্ডে বেষ্টিত। কর্ণের সম্মুখে বড় ২ রৌপ্য পদক দোদুল্যমান আছে।

বর্ত্তমান শ্বেত হস্তীটী ১৮০৬ সালে ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ ইতিপূর্ব্বে একটী শ্বেত হস্তিনী ধরিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা এক বৎসর থাকিয়া মরিয়া যায়। এক্ষণকার হস্তীটী অতি বৃহদাকার, উচ্চে ১০ ফিট, তাহার মস্তক ও দন্তদ্বয় অতি সুগঠিত। কিন্তু তাহার শরীর লম্বা ও কৃশ। হস্তীটি অতি রুগ্নস্বভাব, বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রায় পীড়াক্রান্ত থাকে। তাহার সমুদায় শরীরটী সমান শুভ্রবর্ণ; তবে তাহা দুগ্ধের মত নয়, পাংশুর ন্যায় ঈষৎ মলিন। তাহার চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ, ধারে লাল রেখা এবং মধ্যস্থলে একটী ছোট কাল তারা। তাহার দৃষ্টি কিছু চঞ্চল, এইজন্য মাহুতেরা তাহার শান্ত প্রকৃতির উপর বিশ্বাস করে না। যতবার আমরা তাহার

মস্তকের নিকট ঘেঁশিয়া গিয়াছি, ততবার নিবারিত হইয়াছি। তাহার চক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিতে এরূপ উজ্জ্বল ও সুন্দর, যেন ৯টী রত্ন গ্রথিত হার স্থাপিত রহিয়াছে। হস্তিরাজকে সকলে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে এবং তাঁহার ভবনে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খুলিয়া যায়।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

" অবস্থানুগতা চেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কার্য্যং সমাচরেৎ ॥"

যথোচিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, এখন না হয় কিছু পরে, আজ না হয় কাল, এ কার্য্য সম্পাদন করা যাইবে, এইরূপ করিলে কার্য্য যথোচিত কালে অথবা কখনই সম্পাদিত হয় না। যে সময়ে যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য তাহা তৎকালেই করিবে। যথোচিত কালে কার্য্য সম্পাদিত না হইলে তাহার ফল নাই। কার্য্য মাত্রেরই এইরূপ নিয়ম; কিন্তু সাংসারিক কার্য্য বিষয়ে সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। এত প্রকার সাংসারিক কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে তিনি কখন্ কি করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিলে, ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। অতএব প্রথমতঃ আপন ২ কার্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্যের সময় স্থির করিবেন, পরে নিয়মিত সময়ানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

যত প্রকার কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করা যায়, সে সমস্তই যে গৃহিণীকে আদ্যোপান্ত স্বহস্তে করিতে হইবে ইহা ঠিক্ নহে। যাহাদিগের দাস দাসী যথেষ্ট থাকে তাহাদিগের স্বহস্তে কিছুমাত্র না করিয়া শুদ্ধ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিলেই চলে। কিন্তু দাস দাসী যথেষ্ট না থাকিলে অনেক কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হয়, এবং অন্যের কোন সাহায্য না পাইলে স্বয়ংই সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। অতএব অবস্থা এবং সময় উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করিবে।

কত প্রকার কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য, কোন্ ২ কার্য্য প্রত্যহ, কোন্ ২ কার্য্য নিয়মিত কালান্তরে এবং কোন্ ২ কার্য্য আবশ্যক মতে করিতে হয়, সে

সমুদায় গণনা করিয়া দেখিলে গৃহিণী দাস দাসীর সাহায্য ব্যতিরেকে কি করিবেন ইহা স্থির করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিবেন যে দাস দাসী না থাকিলেও যে সংসারে অধিক লোক সেই সংসারেই অধিক কর্ম্ম, অতএব অধিক লোক থাকিলে তাহাদিগের দ্বারাই অধিক কার্য্যও সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সেই সকল লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশ অশক্ত হইলে আপনাকেই কার্য্য ভার অধিক বহন করিতে হয় বটে, কিন্তু প্রণালীবদ্ধরূপে কার্য্য করিলে কোন কার্য্যই ভারবহ বোধ হয় না, বরং অভ্যাস দ্বারা কার্য্য সকল কাল ক্রমে অনায়াস সাধ্য হইয়া যায়।

সাংসারিক কার্য্য অধিক হইলেও তাহাতে অধিক কষ্ট নাই, কেন না আপন ইচ্ছাধীন কার্য্য সম্পাদন করিতে পাইলে কষ্ট বোধ না হইয়া বরং স্বভাবতঃ উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আপনি স্নানাহার করিতে যেমন কষ্ট বোধ হয় না, সাংসারিক কার্য্য করিতেও তদ্রূপ, এবং সন্তানাদির প্রতি যত্ন করা মাতার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ ও আনন্দকর। মনুষ্যের স্বাভাবিক এই কার্য্যপ্রবৃত্তির অনুগামিনী হইয়াই গৃহিণীর গৃহ কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে কেবল কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সময়ের নিয়ম না রাখিতে পারিলে সাংসারিক কার্য্য সমুদায় যথোচিতরূপে সম্পাদিত হয় না। কিন্তু যে সকল গৃহিণী উক্ত শৃঙ্খলা ও নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যকে কদাচ কষ্টকর বোধ করেন না, তাহাদের পক্ষে তাহা অনায়াস সাধ্য। বস্তুতঃ সাংসারিক কার্য্য করিতে ২ তাহাতে শুদ্ধ অভ্যাস হইলেই তাহা সহজ বোধ হয় এমন নহে; যেমন আপন শরীর অপরিষ্কার থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় এবং তাহা করিতে কষ্ট বোধ না হইয়া তাহাতে স্বভাবতঃ উৎসাহ হয় এবং পরিশ্রমকে পরিশ্রমই জ্ঞান হয় না, উত্তম গৃহিণীর পক্ষে সাংসারিক সমস্ত কার্য্যও সেইরূপ বোধ হয়।

বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাংসারিক কার্য্য নানাবিধ হওয়াতেই কষ্টকর হয় না, কেন না এক বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া বিষয়ান্তরে পরিশ্রম করিতে হইলে শ্রমের লাঘব বোধ হয়। সুতরাং সাংসারিক কার্য্যের যত পরিশ্রম কল্পনা করা যায় বাস্তবিক তত হয় না। আর একটী কথা এই যে কোন ব্যক্তি অর্থের জন্য অপর লোকের কোন কার্য্যে নিযুক্ত

হইলে তাহাতে কষ্ট বোধ হইতে পারে, কিন্তু আপন কার্য্যে কাহার না যত্ন হইয়া থাকে ? ফলতঃ যথেষ্ট দাস দাসী থাকিলেও গৃহিণী অনেক কার্য্য স্বয়ং না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তিনি নিষ্কর্ম্মা থাকিতে কষ্ট বোধ করেন।

দাস দাসী থাকিলেও তাহাদিগের উপর কার্য্য ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে কেহ কার্য্য সমাধা করুক গৃহিণী তাহার কর্ত্রীস্বরূপা। যেমন রাজা স্বয়ং কার্য্য না করিয়াও মন্ত্রীদিগের কার্য্যের দোষগুণভাগী হয়েন, তদ্রূপ গৃহিণী তাবৎ সাংসারিক কার্য্যের গুণ দোষভাগী, অতএব দাস দাসীর সমস্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করা তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। দাস দাসীরা প্রথমতঃ তাহাদিগের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে সক্ষম হয় না, অতএব তাহাদিগকে যথা-কালে যথোচিত কার্য্যে নিয়োগ করা ও সেই কার্য্য যথাবিহিতরূপে সম্পাদন করিতে আদেশ করা গৃহিণীর অতীব কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ তাহারা তাহাদিগের কার্য্যের ফলভোগী নহে, তাহারা বেতনভোগী মাত্র, এই বিবেচনায় তাহারা কর্ম্মে যথেষ্ট যত্নশীল থাকে না। সুতরাং তাহাদিগের উপর যে পরিমাণে দৃষ্টি রাখিবে সেই পরিমাণেই কার্য্য পাইবে, তাহা না করিতে পারিলে কার্য্য হানির সম্ভাবনা।

গৃহিণী শুদ্ধ আপনি সময়ের নিয়ম করিয়া লইলেই যথেষ্ট হয় না, দাস দাসী ও অপর সকলের কার্য্যের নিয়ম ও সময় স্থির করিতে হয়, তাহা না হইলে কার্য্য সমাধা হয় না। একজন একবার আসিয়া খাবার চাহিল, একজন আসিয়া কাপড় চাহিল, এইরূপে কার্য্যের শেষ হয় না। কার্য্যের অনেক লোক থাকিলে কিন্তু শৃঙ্খলা না থাকিলেও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। যে কার্য্য যে সময়োচিত নহে, তাহা লইয়াই সকলে ব্যস্ত থাকিলে এবং সময়োচিত কার্য্যে কেহ মনোযোগী না হইলে কার্য্যের ফল কি ? অতএব দাস দাসীর কার্য্যের ও সময়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গৃহিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। শুদ্ধ তাহা হইলেও যথেষ্ট হয় না। সন্তানাদির সংসারের অপরাপর সকল লোকের আহারাদি কার্য্যের সময় নির্দ্ধারিত থাকা উচিত, তাহা না থাকিলে অনিয়ম হেতু গৃহিণীর সমস্ত কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ গৃহিণীর

সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে তৎপর থাকা উচিত। অনেকের এমনি কদর্য্য অভ্যাস যে তাঁহারা নিজের ইচ্ছায় কার্য্য সম্পাদন না করিয়া কার্য্যের প্রয়োজন বশতঃ তাহা সম্পাদন করিতে বাধ্য হন, এরূপ কার্য্য করিলে লোককে কার্য্যের দাস বলা যায়, কার্য্যকর্ত্তা বলা যায় না। গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে তিনি সময় বুঝিয়া ও সকলের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্য স্বয়ং সমাধা করিবেন অথবা লোক দ্বারা সমাধা করাইয়া লইবেন। সামান্যতঃ গৃহিণীর প্রাত্যহিক কার্য্য পশ্চাল্লিখিতরূপে লিখিত হইতেছে।

গৃহিণী অতি প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিবেন, তাহা হইলে দাস দাসী ও সন্তানাদি সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। প্রত্যূষে উঠিয়া শয্যা নিয়মিত স্থানে রাখিয়া যথোচিতরূপে বাটীর সমস্ত স্থান পরিষ্কার করা প্রথম কর্ত্তব্য। পরে বাহ্য শৌচ ক্রিয়া সমাপন করিলে শিশুদিগেরও বাহ্য শৌচ স্নানাদির তত্ত্বাবধান করা উচিত। পরে আহ্নিক পূজাদি সমাপনানন্তর আহারের আয়োজনাদি করিতে হয়। কিন্তু তৎকাল মধ্যেই শ্বশুরাদি কোন গুরুলোক থাকিলে তাঁহাদিগেরও আবশ্যক মত প্রাতঃক্রিয়াদি কার্য্যের উপকরণ প্রদান করিতে এবং শিশু সন্তানাদি থাকিলে তাহাদিগেরও অগ্রে আহার দিতে হয়। গৃহস্বামীর কার্য্যানুসারে এবং বালকদিগের বিদ্যালয় গমনোচিত সময়ানুসারে প্রায় আহারের সময় স্থির রাখিতে হয়। কিন্তু তদ্রূপ কারণ না থাকিলেও আহারের সময় স্থির রাখা কর্ত্তব্য; অতএব তৎকাল লক্ষ্য করিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময়টীতে গৃহিণীরা অতিশয় ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং কোন ২ স্থলে প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমতঃই আহারাদির আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং প্রাতঃকালোচিত অনেক কার্য্য মধ্যাহ্ন কালে করিবার নিমিত্ত রাখিয়া দেন। লোকাভাবে ও কার্য্যবাহুল্য সত্ত্বে অগত্যা তাহা করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উঠিলে যদি সমস্ত কার্য্য যথোচিত কালে সম্পাদিত হয় তাহা হইলে তাহাই করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, সকলের আহারাদি সমাপনান্তে গৃহিণী সুস্থির হইয়া অসম্পাদিত কর্ত্তব্য সমস্ত সম্পাদন করিবেন। স্নানাগার, রন্ধনশালা, আহারগৃহ ও ভোজনপাত্রাদি সমস্ত পরিষ্কার করিয়া যথোচিত স্থানে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া ভাণ্ডার গৃহ, সজ্জাগৃহ ইত্যাদি

স্থান ও তত্রত্য বস্তু সকল যথোচিতরূপে পরিষ্কার করিবেন। কিন্তু যাহাই করুন, শিশু সন্তান অথবা অশক্ত বৃদ্ধ গুরু লোক থাকিলে তাহাদিগের প্রয়োজন বুঝিয়া নিয়মিত সময়ে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান অগ্রে করিবেন। এ সকল প্রাত্যহিক কার্য্য যথোচিতরূপে সম্পাদন করিয়া অবকাশ প্রাপ্ত হইলে গৃহিণী সকলের পরিধেয় বস্ত্রাদি যথাস্থানে আছে কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, সূচীকার্য্য বা কোন প্রকার সাংসারিক প্রয়োজনীয় কার্য্য থাকিলে তাহা করিবেন, অথবা স্বয়ং অধ্যয়ন করিবেন কিম্বা শিক্ষা দিবার পাত্র বা পাত্রী থাকিলে শিক্ষা প্রদান করিবেন। ক্রমশঃ বালকদিগের বিদ্যালয় হইতে অথবা গৃহস্বামীর কার্য্য স্থান হইতে প্রত্যাগমন কাল উপস্থিত হইলে, তাহাদিগের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আয়োজন করিবেন এবং শয্যাদি প্রস্তুত ও আলোর আয়োজন করিয়া পুনরায় আহারাদির আয়োজন করিবেন। আহারাদি সমাপনান্তে যেরূপ পরিষ্কার করণাদি কার্য্য আবশ্যক তাহা অনেক স্থলে রাত্রিতে সম্পাদিত না হইয়া প্রাতে সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাধ্য সত্বে রাত্রিতেই কার্য্য শেষ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে নীতিগর্ভ গল্প দ্বারা শিশুদিগের মনোরঞ্জন করিয়া অথবা অধ্যয়নাদি করিয়া যথাকালে নিদ্রাগত হইবেন।

মিসর দেশের পিরামিড।
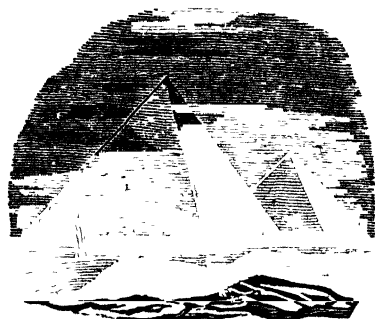
পৃথিবীর মধ্যে মানুষের যে সাতটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ আছে, মিসর দেশের পিরামিড তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য। ইহা একটী বৃহৎ

স্তুভাকার ত্রিকোণ মন্দির; নিম্নে প্রায় ৬০। ৬৫ বিঘা ভূমি যুড়িয়া আছে এবং ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া একটী সুক্ষ্ম চূড়াতে শেষ হইয়াছে। ইহার উচ্চতা ৩২০ হস্ত অর্থাৎ ৩০ বা ৪০ তালা গৃহ যদি নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার সমান হইবে। লোকে চিরকালই ইহা দেখিতেছে, কিন্তু আজিও ইহা যেন নূতন রহিয়াছে। এই বৃহৎ ব্যাপার কে, কোন্ সময়ে, কি জন্য নির্ম্মাণ করিল তাহা নিশ্চয়রূপে নিরূপণ করিবার উপায় নাই। পিরামিড ৩ টী আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পিরামিডটী চিয়প্সের মন্দির বলিয়া বিখ্যাত, এই কারণে অনুমান করা হয় চিয়প্স নামে মিসর দেশের কোন প্রাচীন রাজা ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুরাবৃত্তবিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ের অন্ততঃ ৩২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই পিরামিড নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটী উক্ত রাজার বা তাঁহার পরিবারবর্গের সমাধি জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাও সহজে প্রতীয়মান হয়। মিসরদেশে প্রায় কখন বৃষ্টি বাত্যাদির উপদ্রব নাই, নীল নদের জলপ্লাবনে তথাকার ভূমি উর্ব্বরা হইয়া প্রচুর ফল শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে, এই কারণে মন্দিরটীর কোন অংশ ভগ্ন বা মলিন হয় নাই, ইহা নূতনবৎ রহিয়াছে। এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, যে লক্ষ লোক ২০ বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া ইহা সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাদিগের ভোজ্য পলাণ্ডু ও অন্যান্য ফলমূলে ৪০ লক্ষটাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সমুদায় মন্দিরটী নির্ম্মাণে যে কত কোটী কোটী মুদ্রা নিঃশেষিত হইয়াছে, ইহা হইতে অনুমান করা যায়। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করেন, কোন ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়ে লোক জন সুলভ মূল্যে পাইয়া তৎকালীন মিসর রাজ এই অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন রাজার এত ধন নাই যে এত বড় কাণ্ড সমাধা করিতে সাহসী হন।

পিরামিড স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে যে সকল শূন্য স্থান রাখা হইয়াছে তাহা অতি মসৃণ প্রস্তর খণ্ড দিয়া বাঁধান ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরামিডে আজিও ইহা দেখা যায়।

পিরামিডের ভিতরে কি আছে, আজিও তাহা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা এরূপ দুরূহ ও বৃহৎ ব্যাপার যে কোন কালে যে সম্পূর্ণরূপে

আবিষ্কৃত হইবে বোধ হয় না। যাঁহারা জনসনের রাসেলাস পুস্তক পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন রাজকন্যা নিকায়ার সহচরী পেকুয়া ভূতের ভয়ে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হন নাই। বস্তুতঃ এখানে বহু কালাবধি ভূতের ভয় প্রসিদ্ধ ছিল, এবং সেই কারণে অত্যন্ত সাহসপরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন কেহ ইহার ত্রিসীমায় আসিতে পারিতেন না। ইহার মধ্যে অন্ধকারময় নানা পথ ও গৃহশ্রেণী আছে, মধ্যাহ্ন সময়েও আলোক না জ্বালিয়া তাহার ভিতর কিছুই দেখা যায় না। ইহার ভিতরের স্থূল স্থূল যে যে বিষয় জানা গিয়াছে তাহা এইঃ—

চিয়প্স মন্দিরের বনিয়াদের ৫০ ফিট উপরে সমচতুষ্কোণ ৩॥ ফুট একটী দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। দ্বারদেশ হইতে ৭৩ ফুট দীর্ঘ একটী পথ ক্রমে নিম্নদিকে বেঁকিয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া চলিয়া ১০৯ ফুট দীর্ঘ আর একটী পথে প্রবেশ করা যায়, এই পথ নিম্ন হইতে ক্রমে উচ্চে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শেষ সীমায় একটী গৃহ আছে, তাহাতে একটী কূপের মুখ দেখা যায়। এই কূপ পিরামিডের গাত্রে খনিত, ইহার ১৪৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীরতা মাপা হইয়াছে। এই স্থান হইতে আর একটী গলি দিয়া 'রাণী গৃহ' নামে একটী ঘরে প্রবেশ করা যায়। এই গলি ক্রমে উচ্চ হইয়া ১৩২ ফুট গিয়াছে এবং 'রাজ গৃহ' নামে আর একটী ঘরে শেষ হইয়াছে। সেখানে রক্ত প্রস্তর গ্রথিত একটী কবর আছে, তাহাতে চিয়প্সের দেহ সমাহিত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা হয়। আরো অনেকগুলি গৃহ ও পথ মধ্যে লোকে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ এখনও অগম্য হইয়া আছে।

পিরামিড সমাধি জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা হয় বটে, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরের যেরূপ গঠন প্রণালী তাহাতে কবর দেওয়া ইহার কেবল একমাত্র উদ্দেশ্য বোধ হয় না। পিরামিডের কয়েকটী পার্শ্ব কম্পাসের ৪ টী কাঁটার ন্যায় ঠিক্ এক এক দিকে অভিমুখীন। দিক্ সকল এরূপ গড়ানে যে নভোমণ্ডলের কেন্দ্রের অভিমুখীন। এরূপ অনুমান হয় যে ড্রেকনিস্ নায়ক তারা চিয়প্সের সময়ে ধ্রুব তারা বলিয়া গণ্য ছিল এবং পিরামিডের মধ্য হইতে ২৪ ঘণ্টা অন্তর দৃশ্যমান্ হইত। এই সকল কারণে

পিরামিড যে জ্যোতির্বিদ্যা ও ধর্ম্ম কার্য্যের উদ্দেশেও নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাও সম্ভব বোধ হয়। যাহা হউক পিরামিডটী এরূপ শিল্পকৌশলে রচিত হইয়াছে, যে পৃথিবীর সহিত সমকাল ব্যাপী হইতে পারে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, যে ভৌতিক উৎপাতে পিরামিডের পতন হইবে, তাহাতে ভূমণ্ডলেরও ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। পিরামিড এত বড় অদ্ভুত ও প্রকাণ্ড ব্যাপার হইলেও ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে যে কালের দুর্জয় হস্তে এক দিন সূর্য্য চন্দ্রও নিপাত হইবে, তাহার হস্তে এই নর হস্ত নির্ম্মিত পিরামিডও চূর্ণ হইয়া ধূলা রাশি হইবে ইহা কোন্ বিচিত্র কথা?

আশ্চর্য্য ঘটনার সমন্বয়।

মেটিল্ডা নাম্নী ইটালী দেশীয় এক স্ত্রীলোকের নেপল্স দেশীয় এক অসাধারণ গুণসম্পন্ন ধনী লোকের সহিত বিবাহ হয়। মেটিল্ডার বয়স যখন ১৫ বৎসর, তখন তাঁহার একটী পুত্র হয় এবং তিনি বিধবা হন। ভল্টর্ণা নদীর ধারেই তাঁহার আবাস গৃহ ছিল। এক দিন তিনি খোলা জানালার ধারে পুত্রটীকে লইয়া আদর করিয়া নাচাইতেছেন, হঠাৎ পুত্রটী তাঁহার হাত হইতে পিছলাইয়া জলে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ স্রোতে অদৃশ্য হইল। মাতা কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া তাহার উদ্দেশে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। কিন্তু সন্তানকে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তিনি নিজে মৃতপ্রায় হইয়া অতি কষ্টে নদীর অপর পারে গিয়া উঠিলেন। এই সময়ে কতকগুলি ফরাসী সৈন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা রমণীটীকে বন্দী করিয়া লইল।

তখন ফরাসী ও ইটালীয়দিগের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল। পরস্পর পরস্পরের উপর ভয়ঙ্কর বৈর নির্যাতনে নিযুক্ত ছিলেন। ফরাসী সৈন্যগণ এই ইটালীয় অবলার প্রতি অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে একটী ভদ্র সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে দুর্বৃত্ত হইতে নিবৃত্ত করিলেন, শত্রুদল পশ্চাতে তাড়িয়া আসিতেছে তথাপি ঐ যুবা স্ত্রীলোকটীকে আপনার অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া

নিরাপদে স্বদেশে উপনীত হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে যুবার চক্ষু মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার গুণে তিনি আরো বশীভূত হইলেন। উভয়ের বিবাহ হইল, যুবার উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা একত্রে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সামরিক কর্ম্মচারীর সুখ কখনও চিরস্থায়ী নহে। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল একটী যুদ্ধে পরাজিত হয়, তিনি সসৈন্যে পলায়ন করিয়া একটী নগরের আশ্রয় লন। শত্রুগণ নগর অবরোধ করিয়া অবশেষে হস্তগত করে। এই সময় ফরাসী ও ইটালীয়েরা পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্য ও নৃশংসাচরণ করিতেছিল, সেরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। এখন জয়কারীরা স্থির করিল সমুদায় ফরাসী সৈনাগণকে হত্যা করিতে হইবে। অভাগিনী মেটিল্ডার স্বামীর বিক্রমে শত্রুগণ অধিক ক্লেশ পাইয়াছিল, এই জন্য তাহাকেই প্রথমে বধ করিবার সঙ্কল্প করিল। যেমন সঙ্কল্প, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাহারা প্রবৃত্ত হইল। বন্দী সেনাপতি বধ্যভুমিতে আনীত হইলেন, ঘাতক শাণিত খড়্গহস্তে প্রস্তুত, চারিদিকে দর্শকমণ্ডলী নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। বিচারকর্ত্তার একটী অনুজ্ঞা পাইবার কেবল অপেক্ষা। এই সঙ্কট সময়ে মেটিল্ডা তাঁহার স্বামী ও প্রাণরক্ষকের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং এই হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখিবার জন্য বাঁচিয়া না থাকিয়া ভল্টর্ণার স্রোতে যখন পড়িয়াছিলেন, তখন কেন মরিলেন না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত্রুদিগের সেনাপতি একটী অল্পবয়স্ক যুবা পুরুষ, তিনি রমণীর আকৃতি ও দুরবস্থা দেখিয়া ব্যথিতহৃদয় হইলেন, বিশেষতঃ তাঁহার গত জীবনের বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার মন মুগ্ধ হইল। এই ব্যক্তি ঐ রমণীর পুত্র, তিনি ইহারই জন্য নদীজলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। যুবা পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিলেন। ইহার পর কি হইল সকলেই বুঝিতে পারেন। বন্দী তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইলেন এবং বাৎসল্য, ভক্তি ও প্রণয়ের আনন্দ একত্র হইয়া সকলের হৃদয়কে সুখস্রোতে প্লাবিত করিল।

ইংরাজী প্রবচন।

২ য় অধ্যায়।

১। একবারে না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে ভাল।

২। কুসংসর্গে থাকা অপেক্ষা একা থাকা ভাল।

৩। কাজ করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা করা ভাল।

৪। চাওয়া কাপড় ঠিক্ খাটে না।

৫। অন্যের দোষ দেখিয়া জ্ঞানী লোকে আপনাদের দোষ শুধরান।

৬। ছায়া ধরিতে গিয়া জিনিষ হারাইও না।

৭। দয়া গৃহ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সেখানে শেষ হয় না।

৮। অধিক উচ্চে উঠিলে পতন অধিক ভয়ানক।

৯। দোষ স্বীকার করিলে অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

১০। বিবেক ন্যায় বিচারের আলয়।

১১। বিবেকের নিকট সকলেই ভীরু।

১২। সর্ব্বদা কাজে থাকিলে প্রলোভন আসিতে পারে না।

১৩। সন্তোষই যথার্থ পরশ পাথর।

১৪। অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব।

১৫। মৃত্যু কাল, কোন ওজর শুনে না।

১৬। ঋণ সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর দারিদ্র্য।

১৭। গভীর নদী সকল নীরবে চলে, অল্প জলস্রোতেই কল কল রব।

১৮। বিলম্ব করা বিপদজনক।

১৯। আস্তে ভাব, সত্বর কাজ কর।

২০। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিওনা, চরিত্রের উপরে নির্ভর কর।

২১। কার্য্য সাধনের উপযুক্ত হও, কার্য্য পাইবে।

২২। পরিশ্রম কার্য্যসিদ্ধির হৃদয় বন্ধু।

২৩। সুখ ভোগ করিতে গেলে পীড়া ভোগ তাহার সুদ স্বরূপ।

২৪। অন্যের নিকট যেমন চাও, অন্যের প্রতি তেমনি আচরণ কর।

২৫। যা উচিত তাই কর, যা হয় হইবে।

২৬। সকাল সকাল শয়ন ও উত্থান করিলে মনুষ্য সুস্থ ধনী ও জ্ঞানী হয়।

২৭। শূন্য পাত্রে শব্দ অধিক।

২৮। মান পাইলে নম্র হও, বিপদ্ আসিলে সহিষ্ণু হও।

২৯। যত খাই, তত হাঁকাই।

৩০। সাজার কাজ কাহারও নয়।

৩১। প্রত্যেকে আপনি আপনার ভাগ্যগঠনকারী।

৩২। প্রত্যেকে আপনার জন্য, ঈশ্বর সকলের জন্য।

৩৩। সকল বিষয়েরই সময় আছে।

৩৪। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তে অধিক শিক্ষা হয়।

৩৫। ভুক্তভোগী হইয়া মূর্খেরা শিখে।

৩৬। মিষ্ট কথায় মূর্খ ভোলে।

৩৭। কপট বন্ধু অপেক্ষা স্পষ্ট শত্রু ভাল।

৩৮। অধিক কষ্টে ও বেশী দামে কিনিতে পারিলে স্ত্রীলোকেরা সুখী হন।

৩৯। অনেক দিন বাঁচিতে অনেকের ইচ্ছা, কিন্তু ভালরূপে বাঁচিতে অল্প লোক চায়।

৪০। আগুণ ও জল ভাল ভৃত্য, কিন্তু অপকৃষ্ট প্রভু।

৪১। সুখ হইতে দূরে যাও, সুখ সাধিয়া তোমার নিকট আসিবে।

৪২। নির্ব্বোধেরা ভোজ দেয়, জ্ঞানীরা আহার করেন।

৪৩। পরস্পরের দোষ ক্ষমা কর, এবং ভুলে যাও।

৪৪। চরকা ও নাটাই তৈয়ার করিয়া রাখ, ঈশ্বর তুলা দিবেন।

৪৫। যাহারা আপনাদের সাহায্য করে, ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য করেন।

৪৬। সদুপদেশ অমূল্য।

৪৭। এক কালে সকল ধরিতে গেলে, সকলি হারাইতে হয়।

৪৮। যে অল্প বয়সে আপনার দোষ জানে, সেই সুখী।

৪৯। দুবার শুন, একবার বল।

৫০। যিনি সময়ে দান করেন, তিনি দ্বিগুণ দান করেন।

গৃহ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ।

৩৫। তুলসী—ছোট ছেলেদের ঘড় ঘড়ি কাশী হইলে তুলসীর পাতার রস একটু একটু খাওয়াইয়া দিলে উপকার দর্শে।

৩৬। তেঁতুল—বহুদিনের শিরঃপীড়ায় পুরাতন তেঁতুল খানিকটা দধি মিশ্রিত করিয়া কপালে ও মাথায় লাগাইলে ক্রমে মাথাধরা রোগ ছাড়িয়া যায়।

পুরাতন তেঁতুল আমাশয় রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। তেঁতুলের সরবৎ পিপাসার পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট তৃপ্তিকর পানীয়। ইহা তরুণ একেজ্বরি অবস্থাতে ও পেটের গোলযোগ থাকিলে পান করা যাইতে পারে। পুরাতন তেঁতুল ও একটী জবাফুল বাটিয়া ফোঁড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফাটিয়া যায়, প্রায় অস্ত্র করিতে হয় না।

৩৭। তিসি—ইহা পুল্‌টিস রূপে ব্যবহার হয়। ইহা ভাল করিয়া পিষিয়া পরে আগুনে ফুটাইয়া লইতে হয়। ফোড়া, পৃষ্ঠব্রণ, ঘা প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। ইহার খোলে পুল্‌টিসের কার্য্য আরও সুন্দররূপে চলে।

৩৮। দাদমার্জ্জনী—ইহার পাতা বা পাতার রস দাদে ঘষিলে আরাম হইয়া থাকে।

৩৯। দারুচিনি—অজীর্ণ, পেট বেদনা ও পেট ফাঁপিলে ইহা সিদ্ধ করিয়া একটু একটু খাইলে উপকার দর্শে।

৪০। ধুতুরা—অতিশয় কষ্টকর হাঁপানিতে ইহার শুষ্ক পাতা চুরটের ন্যায় পাকাইয়া আগুন ধরাইয়া টানিলে বিশেষ উপকার দর্শে এবং প্রতি দিন নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ইহার চুরট টানা হইলে ক্রমে হাঁপানি কম হইয়া পড়ে। পুরাতন অতিরিক্ত গলাঘুসীতে ইহার চুরট বিশেষ উপকারী। বাতে ধুতুরার পাতা দিয়া সিদ্ধ জলের উত্তাপ দিলে বা ইহার পাতা বেদনা স্থানে বাঁধিলে বা পুল্‌টিস করিয়া লাগাইলে উপকার দর্শে।

ধনুষ্টঙ্কারে বা দাঁতে,দাঁত লাগিলে ধুতুরার আরোক সেবন ব্যবস্থা।

৪১। নাটা—ইহা পুরাতন পালাজ্বরের পক্ষে উপকারী। নাটার বিচি

খোসা ছাড়াইয়া গুঁড়া করিয়া এক /০ আনা ভোর ওজনে ৩ বার করিয়া সেবন ব্যবস্থা।

৪২। নিম—অধিক দিনের নিম গাছের শিকড় হাঁপানির পক্ষে বিশেষ উপকারী। এক অঙ্গুলি প্রমাণ ২ টী শিকড় ৭ টা জিরের সহিত ঘসিয়া খালি পেটে স্নান করিয়া সেবন করিলে প্রায় আর হাঁপানি হয় না। সুদ্ধ তামাক খাওয়া বা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। নিমের ছাল সিদ্ধ পুরাতন জ্বরের একটী সহজ ঔষধ। পুরাতন ঘায়ে নিমের পাতা বাটিয়া পুল্টিস লাগাইয়া ক্রমে উপকার দর্শে। নিমের পাতা দিয়া জল গরম করিয়া প্রতি দিন অন্যূন দুইবার করিয়া ঘা পরিষ্কার করা বিধেয়।

৪৩। নিসেদল—চারি আনা ভোর নিসেদল আধসের আন্দাজ জলে গুলিয়া নেকড়া দ্বারা সর্ব্বদাই ঠুনক ভিজাইলে কষ্ট ও যন্ত্রণার শীঘ্রই উপশম হয়।

৪৪। পলাস—ইহা ও গঁদ উদরাময় ও আমাশয় পীড়ার পক্ষে উপকারী। একটুখানি দারুচিনি আধ আনা গঁদ একত্র মিশাইয়া সেবন ব্যবস্থা!

৪৫। পেঁপে—কাঁচা পেঁপের আটা ক্রমীর পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট ও প্রধান ঔষধ। এক চামচ পেঁপের আটার সহিত একটুখানি মধু ও এক ছটাক উষ্ণ জল একত্র করিয়া শীতল হইলে সেবন করা ব্যবস্থা। পরে আধ ছটাক আন্দাজ ভাল পরিষ্কার রেড়ির তেল এক চামচ লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন বিধেয়। এইরূপে ২। ৩ দিন সেবন করিলে সমস্ত ক্রমী নষ্ট হইয়া যায়। ৬। ৭ বৎসরের ছেলেদিগের পক্ষে ইহার অর্দ্ধেক মাত্রায় সেবন ব্যবস্থা। ২। ১ বৎসরের শিশুদিগের পক্ষে ঝিনুকের এক ঝিনুক ব্যবস্থা।

৪৬। পান—শিশুদিগের ঘড়ঘড়ি কাশিতে পানে তেল মাখাইয়া গরম করিয়া বুকে বসাইয়া দিলে কাশি সহজে দমন হয়।

শর্দ্দী হেতু গলাভার ও গলার বেদনা হইলে এবং মাথা ধরিলে পানে চূণ লাগাইয়া গরম করিয়া গলায়, এবং মাথার দুই রগে, লাগাইয়া দিলে গলা বেদনা ও ভার এবং মাথাধরা, শীঘ্রই দমন হয়।

যদি স্ত্রীলোকদিগের স্তনদুগ্ধ বন্ধ করিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে পান গরম করিয়া স্তনের উপর বসাইয়া দেওয়া ব্যবস্থা।

শিশুদিগের কোষ্ট বন্ধ হইলে পানের বোঁটায় একটু ঘি মাখাইয়া মল দ্বারে লাগাইয়া দিলে শীঘ্রই দাস্ত হইয়া থাকে।

৪৭। পুরাতন ঘৃত—হাত পায়ের খেঁচুনি হইলে ইহা মালিস করা বিধেয়।

শর্দ্দী হেতু নাক বন্ধ হইলে ইহা নাকের উপর মালিস করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

৪৮। ফট্‌কিরি—চোখ উঠিলে ইহার জল সর্ব্বদা চোখে দেওয়া বিধেয়।

নাকদিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে ইহার জলের নাস লইলে রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়।

৪৯। বচ—পুরাতন জ্বরে, চিরেতার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা ব্যবস্থা।

৫০। বকুলের বিচি—শিশুদিগের কোষ্ট বন্ধ হইলে বকুলের বিচি বাটিয়া মল দ্বারে লাগাইলে অতি সহজে ও শীঘ্র দাস্ত পরিষ্কার হয়।

৫১। বাবলা—ইহার গঁদ আমাশায় রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

৫২। বেল—বেলের সরবৎ, বেলের মোরব্বা ও বেল পোড়া ও পাকা বেল খাওয়া পুরাতন উদরাময়ের পক্ষে উপকারী।

৫৩। মধু—শিশুদিগের কাশির পীড়া হইলে মধ্যে মধ্যে একটু একটু মধু চাটিতে দেওয়া ভাল।

ময়ুরের পুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে ঘড়ঘড়ি কাশির বিশেষ উপকার হয়।

৫৪। মাছের তেল—কডলিবার অয়েল যক্ষ্মা কাশির একটী প্রধান ঔষধ। এখন যত প্রকার মাছের তেল বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে মোলার সাহেব কৃত তেল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা সেবন করিলে কাশি দমন পড়ে, শরীর বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় এবং চেহারা ফেরে।

এটী আমাদের দেশীয় ঔষধ নহে; এজন্য ইংরাজী ঔষধ বিক্রেতাদিগের

নিকট ইহা পাওয়া যায়। মূল্য সচরাচর ১৲ টাকার অধিক নহে। বর্ণ উজ্জ্বল পীত।

৫৫। মাজুফল—পুরাতন দীর্ঘকাল স্থায়ী উদরাময় ও আমাশয়ে ইহা ব্যবস্থার হইয়া থাকে।

শিশুদিগের দাস্তের সহিত বলি বাহির হইলে ইহা সিদ্ধ করিয়া সেই জলের পিচ্‌কারী লইলে উপকার দর্শে।

কুচলে, ধুতুরা, আফিং, ও কাঠবিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা সিদ্ধ করিয়া ১০। ১৫ মিনিট অন্তর একটু একটু সেবন ব্যবস্থা।

৫৬। মাদার—ইহা কুষ্ঠ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

বালুকাময় ভুমিতে যে মাদার বৃক্ষ জন্মে, সেই বৃক্ষের শিকড় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সংগ্রহ করিয়া ইহার ছাল ধৌত করতঃ কেবলমাত্র বায়ুতে শুষ্ক করান বিধেয়। পরে গুঁড়া করিয়া ১ বা ২ রতি প্রমাণ মাত্রায় অধিক দিন পর্য্যন্ত সেবন ব্যবস্থা।

ইহা দ্বারা আমাশয়ে ও পুরাতন বাতে উপকার দর্শে।

৫৭। মিছিরি—ইহার সরবৎ লেবুর সহিত পান করিলে পেট শীতল হয়।

পেট গরম হইলে, অতিশয় পিপাসা পাইলে, প্রস্রাব বন্ধ হইলে অল্প অল্প মাত্রায় ইহা সেবন বিধেয়।

৫৮। মুক্তবড়সী—ইহার পাতা বাটিয়া শিশুদিগের মল দ্বারে লাগাইয়া দিলে কোষ্টবদ্ধ দূর হয়।

৫৯। মুসব্বর—ইহার সেবনে দাস্ত পরিষ্কার রাখে।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর গোলযোগ হইলে এটী ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

৬০। মেদী—হাত পায়ের জ্বালা নিবারণের পক্ষে এটী বিশেষ ঔষধ। কতকগুলি পাতা বাটিয়া তাহাতে একটু লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া হাতে পায়ে লাগান ব্যবস্থা।

৬১। মৌরীর আরোক—অজীর্ণ, পেট বেদনা, ও উদরস্ফীত হইলে,

৮। ১০ ফোঁটা মৌরীর আরোক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন ব্যবস্থা।

৬২। যষ্টিমধু—এটী কাশির প্রসিদ্ধ ঔষধ। শর্দ্দীজনিত স্বরভঙ্গ হইলে ইহা সিদ্ধ করিয়া ইহার ক্বথ একটু মিছিরীর সহিত পান করা ব্যবস্থা।

৬৩। রাংচিতে—ঘা করিবার আবশ্যক হইলে, ইহার আটা এবং চিতের শিকড় বেটে, লাগাইলে ঘা হয়।

নাইনিতাল বর্ণনা।

নিসর্গ আসন—তুঙ্গ সুচারু শেখর,
পবিত্র তীর্থের স্থান অতি মনোহর;
না দেখেছে নাইনী তালেরে যেই জন,
সেই ভাবে স্বর্গ-পুরী সুরম্য সদন।
কি ছার সে বৈজয়ন্ত—বাসব নিবাস,
হেন পুরী গিরি পদে কতই বিকাশ।
চারিদিকে শোভে লতা পাদপ মণ্ডল;
গন্ধে মোহি গন্ধবহ বহে সুবিমল;
বনমৃগ দিবানিশি সুখে কেলি করে;
কলকলে পাখি কুল সুমধুর স্বরে;
গুঞ্জরে মধুপ দল সেবি পরিমল;
কুহুরবে পিকবর গায় অবিরল।
মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ ঝিরি ঝিরি করি,
ঝরিছে ঝরণাবলি সুরবে, আমরি!
নিকুঞ্জ-কানন কত আছে ভব তলে,
হেন শান্তরস সুখ নাহি কোন স্থলে।
অকাল জলদোদয় দিবানিশি হয়,
যোগী যজ্ঞ ধূম যেন নিয়তই বয়।

শীতেতে হিমানী কিবা রম্য শোভা ধরে,
অমৃতে আবৃত যেন করে ধরাধরে।—
মাঝে মাঝে বাঁঝ ফুল সুষমা বিকাশে,
শ্বেতাম্বর সজ্জতরু যেন সুখে হাসে;
দিবাকর অতঃপর হইলে উদয়,
ধবল জীমূত যেন হয় অগ্নিময়!
থাকি থাকি কাদম্বিনী নানা রূপ ধরে,
আদরে রেখেছে গিরি তাই শিরোপরে।
একাধারে কত শোভা কে পারে বর্ণিতে,
মিঠে না নয়ন আশ দেখিতে দেখিতে।
থাকি সে পাহাড়ে সুখে দেখি শুনি কত,
মুহূর্ত্তে উপজে মনে ভাব শত শত।

প্রভাত হইল যাম গাইল বিহগ; *
বালার্ক বিভায় কিবা ছাইল বিহগ! †
ক্রমে ক্রমে দেখ অই উদিল বিহগ, ‡
হানিল নলিনী তারে কটাক্ষ-বিহগ। §
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হাসিছে তপন;
করকোলে কান্তারে দিতেছে আলিঙ্গন।
বহিছে প্রেমিক বায়ু স্নিগ্ধ ধীরে ধীরে,
গতি তার অবরোধে—সরসীর নীরে।
হাসিমুখ বীচি-কুল অধীর লজ্জায়,
একে একে ধায় অই দেখ কে কোথায়।

হেথায় প্রসার সানু (১) কমনীয় অতি,
বিশাল সরসী তটে চণ্ডী মূর্ত্তি মতী।
হেরিলে সে সরোবরে হেন জ্ঞান হয়,
কল্লোলে কালিন্দী যেন কল কলে বয়।

* পক্ষী। † মেঘ। ‡ সূর্য্য। § বাণ।
(১) পর্ব্বতের সমতল ভাগ।

ভয়ঙ্কর সরোমূর্ত্তি অগাধ অতল,
জলপতি পাশী যেন করে টল টল।
অদ্যাবধি কতজন করিয়া যতন,
গভীরতা পরিমাণ পায়নি কখন।
নানাজাতি মীন বাস সরাসী হৃদয়,
হাঙ্গর কুম্ভীর কভু দৃষ্টিচর নয়।
বিচিত্র স্বভাব-ভাব-সরস সুন্দর,
শোভিত করেছে সানু—শোভার আকর।
পর্ব্বত-প্রাকারে ঘেরা চৌদিক ভীষণ,
মাঝে মাঝে হর্ম্ম্য সারি অতি সুশোভন।
সতত গম্ভীর মূর্ত্তি অটল অচল,
সুখের আকর এই অপরূপ স্থল।
তল্লীমল্লীতাল দুই কাসারের ধার,
দুই ধারে আছে দুই অপূর্ব্ব বাজার।
বিবিধ বিপণি কত ব্যাপারীর দল,
জগতের সর্ব্বদ্রব্য আছে সেই স্থল।
রাজ কর্ম্মচারী, ধনবান্ কত জন,
বসতি করিছে তথা হয়ে হৃষ্টমন।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক।

গত ২৭ শে মে ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী ও বালিকা বিদ্যালয়ের চতুর্থ সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত গৃহ হরিদ্বর্ণ পত্র ও পতাকা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। অনেকগুলি ইউরোপীয় এবং দেশীয় ভদ্র মহিলা সভা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেবের পত্নী কোন কারণ বশতঃ অনুপস্থিত হওয়ায় মাননীয় বিবি রেনল্ড সভাপতির আসন

গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী হারমোনিয়ম বাদ্য যন্ত্র সহকারে মধুর স্বরে নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটী গান করেনঃ—

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

কর ধন্যবাদ তাঁরে, প্রীতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে। যাঁর গুণে হলাম সুখী জ্ঞানালোক নিরখিয়ে।

তিনি সর্ব্বমূলাধার, পরমমঙ্গলাকর, তাঁহার মহিমা গাও সবে কৃতাঞ্জলি হয়ে।

সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁর গুণ, রহিয়াছে বর্ণন, করি জ্ঞান উপার্জ্জন থেক না তাঁরে ভুলিয়ে; বিদ্যা বিনয় ভূষণে, দয়া ভক্তি পুণ্য প্রেমে, ভূষিত হয়ে সকলে থাক তাঁহারই আশ্রয়ে।

তৎপরে প্রথম শ্রেণীর কয়েকটী ছাত্রীকে "লেথব্রিজ সিলেক্শন" নামক ইংরাজী পুস্তক হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে ছাত্রীদিগের লিখিত কয়েকটী রচনা পঠিত হয়। অনন্তর বিদ্যালয়ের বিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে মাননীয়া বিবি রেনল্ড পারিতোষিক বিতরণ করেন। পরিশেষে শিক্ষা বিভাগের সুবিখ্যাত উড্রো সাহেব সময়োচিত একটী বক্তৃতা দ্বারা সংক্ষেপে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শ্রোতা ও শ্রোত্রীবর্গকে বুঝাইয়া দিয়া যাঁহাদিগের যত্ন পরিশ্রম ও উৎসাহে এমন বিদ্যালয়ের উন্নতি হইতেছে, তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ করিলেন এবং উৎসাহকর, ও আনন্দজনক বাক্য দ্বারা বিদ্যালয়ের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ও যত্ন প্রকাশ করিলেন।

নিম্ন লিখিত ছাত্রীগণকে নিম্ন লিখিত রূপ পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

১ম শ্রেণী।

রাধারাণী লাহিড়ী—রৌপ্য টেঁক ঘড়ী ও পুস্তক।

রাজলক্ষ্মী সেন—ইংরাজী বই ৭।৮ টাকা মূল্যের।

অন্নদায়িনী সরকার—ইংরাজী ৫ খানি পুস্তক।

মোহিনী কান্তগিরি—(সঙ্গীতের বিশেষ পারিতোষিক) ৩।৪ টাকার বই, রাইটিং কেস ও আনবন।

২য় শ্রেণী।

মহামায়া বসু—(শিক্ষা দানের বিশেষ পারিতোষিক) রাইটিং কেস ও আনবম।

৩য় শ্রেণী।

কুমারী সিংহ—রাইটিং বক্স (কলম কাগজ প্রভৃতি সহিত, পুস্তক।

বরদাসুন্দরী চট্টো—(রচনা ও শীলতার পুরস্কার) ভাল রাইটিং বাক্স (কাগজ কলম প্রভৃতি সহিত), ক্যাস বক্স, বই।

শরৎকুমারী বসু—(রচনার ২য় পারিতোষিক) রাইটিং বাক্স (কাগজ প্রভৃতি সমেত), বই।

ক্ষান্তমণি দত্ত—৪।৫ টাকার বই, শিক্ষাদানের পুরস্কার নগদ ৫৲ টাকা।

কুসুম—পুস্তক।

বালিকা শ্রেণী।

১ম—কামিনী ঘোষ—রাইটিং বাক্স (কাগজ কলম প্রভৃতি সহিত।)

এতদ্ভিন্ন অনেক টাকার খেলনা প্রভৃতি অন্যান্য বালিকাদিগকে প্রদত্ত হয়। সমুদায়ে প্রায় ১৫০ টাকার পারিতোষিক বিতরণ হয়।

শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেব, তাঁহার পত্নী, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম এ এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ সন্তোষজনক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ১ম শ্রেণীর ছাত্রীদিগের বাঙ্গালা রচনা পরীক্ষা করিয়া এইরূপ নম্বর দিয়াছেন। পূর্ণ সংখ্যা ১০। তন্মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী ৯, শ্রীমতী অন্নদায়িনী সরকার ৭, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন ৭, কুমারী মনোমোহিনী কান্তগিরি ৬ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১ম শ্রেণীর এবং অন্যান্য শ্রেণীস্থ ছাত্রীগণের রচনা সকল বামাবোধিনীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এবার একটী রচনা বামারচনাস্থলে গৃহীত হইল।

১৮৭১ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল এই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। দেশীয় বয়ঃস্থা ভদ্র মহিলাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার অন্তর্গত একটী বালিকাবিদ্যালয় আছে, তাহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালার প্রথম শিক্ষা প্রদত্ত হয়। বয়ঃস্থা ছাত্রীরা বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া শিক্ষা দান কার্য্য অভ্যাস করেন। গত বৎসর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে ১৬ এবং বালিকা বিভাগে ২৭, সমুদায়ে ৪৩ টী ছাত্রী ছিলেন। গত বর্ষের আয় সমুদায়ে প্রায় ৩৭২৪৲ টাকা, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ১৫৩৭৸৵০ এবং অবশিষ্ট টাকা নিয়মিত ও এককালীন দান হইতে সংগৃহীত। মহারাজা পাতিয়ালা ৫০০৲, সার সেলার জং বাহাদুর

৫০০, মহারাজা হলকার ৫০০, রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর ২০০ টাকা বিদ্যালয়ে গত বর্ষে দান করিয়াছেন এবং বেতিয়ার রাজকুমার ও বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত ছাত্রীদিগের বৃত্তি দানার্থে যথাক্রমে ১০০ ও ৬০ টাকা প্রদান করেন।

বিবি মিস নিকল্‌সন্ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধায়িকা এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন; কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্রীমতী মহামায়া বসু এবং শ্রীমতী ক্ষান্তমণি দত্ত শিক্ষক।

প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক—"লেথব্রিজ সিলেক্সন" ইংরাজী রচনা, ব্যাকরণ, অঙ্ক, প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা সহিত উপদেশ এবং বাঙ্গালা সাহিত্য, অলঙ্কার, মানচিত্র অঙ্কন, সূচের কার্য্য ও সঙ্গীত বিদ্যা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর—সাহিত্য মঞ্জুরী, ব্যাকরণ, ভূগোল, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা সহিত উপদেশ, মরাল ক্লাস বুক, চেমবার্স রুডিমেণ্টস্ অব নলেজ এবং সূচের কার্য্য।

তৃতীয় শ্রেণীর—সীতার বনবাস, পদ্যপাঠ, ভূগোল, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা সহিত উপদেশ, চেমবার্স রুডিমেণ্টস্ অব নলেজ, সরকারের ফাষ্ট বুক অভ রিডিং এবং সূচের কার্য্য।

বালিকা বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক—চারুপাঠ ২য় ভাগ, পদ্যপাঠ ২য় ভাগ, ব্যাকরণ, ভূগোল, অঙ্ক, সরকারের ফাষ্ট বুক অব রিডিং এবং সূচের কার্য্য।

২য়, ৩য় ও ৪র্থ, শ্রেণীতে কথামালা ব্যাকরণ, অঙ্ক, বস্তুবিচার, বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, সূচের কার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা হয়।

ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৫ বৎসর চলিতেছে এবং এখানে যতগুলি বয়স্কা হিন্দু ছাত্রী অধ্যয়ন করে, বঙ্গদেশের আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না। অধিক বয়স্কা শিক্ষার্থিনী ভদ্র রমণীগণের থাকিবার জন্য ভারতাশ্রম উপযুক্ত স্থান সমাবেশ করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা যে ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন করেন, ইহার ছাত্রীরাও তাহাই করিতেছেন। এরূপ বিদ্যালয়ের উৎসাহ দান করা সাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পথিক বন্ধু বৃক্ষ।

আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে মাদাগাস্কার নামে একটী বৃহৎ দ্বীপ আছে। উষ্ণ প্রধান স্থান এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া এখানে উদ্ভিদ্ রাজির যেরূপ শ্রী সৌন্দর্য্য পৃথিবীর অতি অল্প স্থানে সেরূপ দেখা যায়। এখানে নানা-বিধ আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে পথিক বন্ধু একটী চমৎকার সৃষ্টি। এই বৃক্ষের ছবি এখানে অঙ্কিত হইল। ইহা দেখিতে কদলী বৃক্ষের ন্যায়। বস্তুতঃ ইহা কদলী জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ। কিন্তু কদলীর সহিত ইহার অনেক প্রভেদ আছে। কদলীর ন্যায় ইহার লম্বা দেহ, কিন্তু গুঁড়িতে শক্ত

কাষ্ঠ হয়। এই গুঁড়ি দীর্ঘে কখন কখন ২০। ৩০ হাত হইয়া থাকে। ইহার নীচের পাতা সকল ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া পড়িয়া যায়। ইহার স্কন্ধ-দেশ হইতে প্রায় এক কুড়ি পত্র বহির্গত হয়, কিন্তু কদলীর ন্যায় তাহা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে না, দুই বিপরীত দিকে পাখার ন্যায় সজ্জিত হইয়া থাকে। এক একটী পত্রের বাঁট ৪। ৫ হাত এবং ফলা ৩। ৪ হাত। পাতাও এরূপ শক্ত যে তদ্দ্বারা ঘর সকল ছাওয়া হইয়া থাকে। পত্রের বাঁটে কুটির সকলের বেড়া হয়। ইহার ফল এক কালে ৩। ৪ কাঁদি ফলিয়া থাকে। ফলের খোসায় অতি সুন্দর ধূমল বর্ণ রেশম প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক ফলে ৩০। ৪০ টি করিয়া বীচি থাকে। সমুদায়ে ধরিলে এ বৃক্ষটী দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদিগের কদলী বৃক্ষ রূপান্তর ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে।'

এই বৃক্ষ যে বিশেষ গুণের জন্য 'পথিক বন্ধু' নাম ধারণ করিয়াছে, এক্ষণে তাহার বিষয় বলা আবশ্যক। ইহার প্রতি পত্রের মূল দেশে এক একটী জলাধার আছে, তাহাতে অতি বিশুদ্ধ প্রায় /১ এক সের জল জমিয়া থাকে। পৃথিবী যত উষ্ণ ও শুষ্ক হউক, ইহার জলাধারে এই জলের অভাব হয় না। বালুকাময় ভূমি দিয়া পথিকগণকে যখন পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চলিতে হয়, তখন এইরূপ একটী বৃক্ষ কি উপাদেয়! জলাধারে পথিককে কেবল একটু খোচা মারিতে হয়, আর স্নিগ্ধ নির্ম্মল জল-ধারা পড়িতে থাকে, পথিক তাহা পান করিয়া কণ্ঠ ও উদর শীতল করিয়া থাকে। বিশ্ববিধাতা জগদীশ্বর কোন্ স্থানে যে কিরূপ আশ্চর্য্য কৌশল স্থাপন করিয়া তাঁহার অপার করুণার পরিচয় দিতেছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিবে! শিশু সন্তানের কণ্ঠ শুকাইয়া পাছে মৃত্যু হয় এই জন্য যেমন তিনি জননীর স্তন দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ নির্জ্জল অরণ্য ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণায় পথিকের পাছে প্রাণ-বিয়োগ হয় এই জন্য নির্ম্মল জল পূর্ণ এই আশ্চর্য্য বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়া-ছেন। ছবিতে দেখ, দুইজন পথিকের এক জন বৃক্ষের স্কন্ধদেশে খোঁচা মারিতেছে, আর এক জন পান পাত্র ধরিয়া আছে, জলধারা পড়িতেছে, ইহারা তৎপ্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। কি দেখিতেছে? ঈশ্বরের

করুণার স্রোত এই জলের সহিত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, বোধ হয় তাহাই যেন দেখিতেছে।

নূতন সংবাদ।

১। আজি কালি কি কলিকাতায় কি মফঃস্বলে মাছের বসন্ত হইয়াছে বলিয়া মহা গোলযোগ হইয়াছে। এ গোলযোগ যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা নহে। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক টনিয়ার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কালবসু মাছে বসন্তের ন্যায় এক প্রকার চর্ম্ম রোগ হইয়াছে। অনেক প্রকার মৎস্যের মধ্যেও পোকা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছেন এই পোকা মৎস্য শরীরে বরাবর থাকে, এ বৎসর কিছু বড় ও অধিক সংখ্যক হইয়াছে মাত্র। তাঁহার মতে কালবসু ভিন্ন অন্য মাছ ভাল করিয়া ধৌত ও সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে কোন হানির সম্ভাবনা নাই।

২। ধাত্রী সকল ভিন্ন রোগীর সেবা ভালরূপ হয় না। স্ত্রীলোকের কোমল প্রকৃতি রোগীদিগের দুঃখে যেমন দুঃখ বোধ করিতে ও তাহাদিগের উপকারার্থ কষ্ট বহন করিতে পারে, এমন আর কেহ পারে না। এই বিবেচনায় কলিকাতার লর্ড বিশপ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ মেডিকেল কলেজ হস্পিটালে ৪ টী ধাত্রীর জন্য ৫০,০০০ টাকা তুলিতেছেন। হস্পিটালে ১৪ টী ধাত্রী ১৪ টী ঘরে আছেন, আর ৪ জন হইলেই অবশিষ্ট রোগীদিগের ক্লেশ দূর হয়। এ দেশে ইউরোপীয় বিধিরাই ধাত্রীর কার্য্য করেন, কবে দেশীয়া হিতৈষিণী রমণীগণও এই ব্রতে ব্রতী হইবেন ?

৩। কলিকাতা হাইকোর্টে গার্থ নামক এক সাহেব চিফ্ জষ্টিস বা প্রধান বিচারপতি হইয়া আসিয়াছেন।

৪। গঙ্গার সেতুর জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য আর ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৫। সম্প্রতি অযোধ্যাতে একটী হিন্দুরমণী সহমরণ গিয়াছেন। যাহারা তাঁহার আত্মহত্যার সাহায্য করে, তাহাদিগের ১০।৭।৫।৩ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

৬। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড হোবার্টের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার পত্নী লেডী হোবার্ট গবর্ণর সাহেবের বক্তৃতা সকল একত্র করিয়া ছাপাইয়াছেন। স্বামীর প্রতি ভক্তি থাকিলে স্ত্রী নানা উপায়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেন।

৭। ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের যুদ্ধের সম্ভাবনা হইয়াছে। ফরসিথ সাহেব রাজদূত হইয়া ব্রহ্মরাজের নিকট গিয়াছিলেন, তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। চিনেরা ব্রহ্মরাজের

সহায় হইবে শুনা যাইতেছে, ইহা হইলে যুদ্ধটী বড় ভয়ঙ্কর এবং ভারতবর্ষের পক্ষে হানিকর হইবে। জগদীশ্বর এ বিপদ হইতে আমাদিগকে ও গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করুন্।

৮। হিন্দু পারিবারিক বৃত্তি সংস্থান (Hindoo family annuityFund) ফণ্ডের তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ১৯৭ জন হিন্দু সভ্য হইয়াছেন। এই ফণ্ডে মহারাণী স্বর্ণময়ী কয়েক সহস্র টাকা দেন এবৎসর রাণী শরৎ সুন্দরী ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ফণ্ডে প্রায় ৪০ হাজার টাকা জমিয়াছে। যাঁহারা সভার সভ্য হন, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের বিধবা স্ত্রী প্রভৃতি ইহা হইতে ভরণপোষণোপযোগী বৃত্তি পান। এ ফণ্ডটী স্ত্রীজাতির বিশেষ উপকারী হইয়াছে।

৯। কুমারী কলেট নাম্নী এক বিবী বিলাত হইতে আসিয়া আমেদাবাদের শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীলোকের অবশ্য শিক্ষণীয় কি ?

নারীজাতির শিক্ষণীয় যত বিষয় আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে গার্হস্থ্য কার্য্যই (সংসার সম্বন্ধীয় যত কর্ত্তব্য) সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। স্ত্রীলোক যে পরিমাণেই বিদ্যালাভ করুন না কেন, অন্য যে কোন বিষয় শিক্ষা করুন না কেন, সুন্দররূপে গৃহ কার্য্য না শিখিলে কিছুতেই তাঁহার গৌরব নাই। গৃহিণী অন্য সহস্র বিষয়ে সুনিপুণ হইয়াও গৃহ কার্য্যে অপটু হইলে সে গৃহের বিশৃঙ্খলার শেষ থাকে না। যেমন স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, সেইরূপ তাঁহাদের কার্য্যও যে বিভিন্ন ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সংসারে দুই প্রকার বিভিন্ন কর্ত্তব্য সাধন করিবার নিমিত্তই এই উভয় জাতি বিভিন্ন উপকরণে গঠিত হইয়াছে। এক দিকে পুরুষ জাতির যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দৃঢ় অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ দেখা যায় ; অন্য দিকে স্ত্রীজাতিরও সেইরূপ প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি কোমল ভাব দৃষ্ট হয়। উভয় জাতির এই ভিন্ন ভাব দর্শন ও আলোচনা করিয়া দেখিলে কাহার জীবন কোন্ কার্য্য পরিপালনে সৃজিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে। হৃদয় সম্বন্ধে যখন নারীজাতি প্রধান, তখন তাহার পরিচালনই যে তাঁহাদের প্রধান কার্য্য এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যে কার্য্যে সেই মনোবৃত্তি সম্যক্ স্ফুরিত হয়, তাহাই নারীজাতির অবশ্য ও এক মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়। নারীজাতি গৃহ কার্য্যে সুনিপুণ হইবেন বলাতে ইহা বলা হইতেছে না যে তাঁহারা

আর কোন বিষয় শিক্ষা করিবেন না। বিদ্যা শিক্ষা পুরুষের ন্যায় নারীরও অতীব প্রয়োজনীয়। নারী-জাতি সম্পূর্ণ শিক্ষিত হইয়া আপনার কোমল ভাবকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করেন ইহাই অভিপ্রেত। সুশিক্ষিতা মাতা সংসারের যত উপকার করিতে পারেন এমন আর কাহারও সাধ্য নাই। পুণ্যবতী সুশিক্ষিতা নারী অপেক্ষা জগতে আর সুন্দর পদার্থ কি আছে?

বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই মীমাংসা হইতে দেখা যায় না। কাহারও মতে নারীজাতিকে কঠোর বিষয় সকল শিক্ষা দিয়া সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ করিতে চেষ্টা করা উচিত বলিয়া স্থির হইতেছে। কাহারও মতে স্ত্রীলোককে অল্প শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাঁহারা বলেন অধিক জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে কোমল নারী-প্রকৃতি কঠোর হইয়া যাইবে এবং সংসারের প্রতি তাহারা উদাসীন হইবে। প্রথমোক্ত মত দ্বারা পরি-চালিত হইয়া আমেরিকার কোন কোন স্থানের নারীগণ সম্পূর্ণ অস্বা-ভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছেন এবং শেষোক্ত মতাবলম্বনেও কোন বি-শেষ অনিষ্ট না হউক নারীগণের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, যে প্রকৃত শিক্ষা পাইলে নারীগণ ধর্ম্ম ও সংসারের প্রতি উদাসীন না হইয়া বরং তৎ-প্রতিপালনে অধিক যত্নবতী হই-বেন। কর্ত্তব্য জানিলে পালন ক-রিতে যত ব্যগ্রতা জন্মে, না জানিলে সেরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বিদ্যা নারীগণের প্রকৃতিকে কঠোর না করিয়া তাহাকে অধিকতর কো-মল ও সুন্দর করে।

মাতা উত্তমরূপ শিক্ষিত হইলে সন্তান প্রতিপালনে যেমন উপযুক্ত হইতে পারেন এমন আর কিছুতেই নহে। পৃথিবীতে যত মহৎ লোক দেখা যায় তাহার অধিকাংশই প্রায় মাতার গুণে। স্ত্রীলোকের সন্তান পালনের ন্যায় শিক্ষণীয় বিষয় অতি অল্পই আছে। একটী সন্তান প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলে সংসারের কি মহৎ কার্য্য সাধন করা হয় তাহা বলা যায় না। থিয়োডোর পার্কার, ওয়াসিংটন প্রভৃতি মহাত্মারা যে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন ভাবিয়া দে-

খিলে তাঁহাদের গুণবতী মাতারাই তাহার মূল কারণ। মাতা সন্তানের মনে যে বীজ বপন করেন কালে তাহাই বর্দ্ধিত হইয়া ফল প্রদান করে। সুতরাং স্ত্রীলোকের হস্তে যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ ও আলচোনা করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিলেই তাঁহাদের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করা হয়।

কথিত আছে দিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডারের সভায় তাঁহার কোন সভাসদ কোন একটী স্ত্রীলোকের বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময় আলেক্জাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন স্ত্রীলোকটী অন্যান্য বিষয়ে সুনিপুণ শুনিতেছি কিন্তু তিনি কি চরকায় সুতা কাটিতে পারেন?

ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে স্ত্রীলোক যে পরিমাণে বিদ্যা প্রভৃতি উপার্জ্জন করুন না কেন, গৃহ কার্য্যে সুনিপুণা না হইলে প্রকৃত নারী হওয়া যায় না। নারী জাতি নারীজাতির কার্য্য করিবেন অর্থাৎ সন্তান পালন পরোপকার, ধর্ম্ম দান প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ইহাই তাঁহাদের শিক্ষণীয় ও ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। স্ত্রীলোক অস্ত্র বিদ্যায় সুনিপুণা হইয়া যুদ্ধ করিবে ইহা স্বাভাবিক নয়। শুদ্ধ অস্বাভাবিক কেন ইহা নারী প্রকৃতির অবমাননা স্বরূপ। স্ত্রীলোক সকলকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, শোকসন্তপ্ত মনে শান্তি সলিল সেচন করিয়া শোকী ব্যক্তির সকল সন্তাপ দূর করিবেন, স্বকীয় পুণ্য প্রভাবে পাপকে বিনাশ করিয়া জগৎকে পুণ্য ও শান্তির আলয় করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইবে। তাহা হইলে যে ভাবেই ও যে পরিমাণেই বিদ্যা উপার্জ্জিত হউক না কেন, তাঁহার শিক্ষার ফল বিকৃত ভাব ধারণ করিবে না।

'পরোপকার নারীর ভূষণ এবং ধর্ম্মই নারীর জীবন' এই দুই বাক্যকে হৃদয়ে নিহিত করিয়া নারী শিক্ষিত হউন, কখনই সুফল ভিন্ন মন্দ ফল উৎপন্ন হইবে না। বরং কম্পাসের কাঁটার ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া ঈশ্বরানুমোদিত কর্ত্তব্যে ও জীবনের প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ে দৃঢ়তর থাকিবেন। কিছুতেই বিচলিত হইবে না।

কুমারী * লাহিড়ী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৪৩ সংখ্যা । আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৮২ । ১১ শ ভাগ

ত্যাগ স্বীকার।

ত্যাগস্বীকার—একটী গুণের কথা আমাদিগের পাঠিকাগণ কি শুনিয়াছেন? শুনুন না শুনুন, তাঁহাদিগের অনেকে কাজে যে এ গুণের পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা আমরা জানি। পরের সুখের জন্য অথবা কোন সৎকর্ম্মের জন্য আপনার সুখ ত্যাগ করা ও কষ্ট স্বীকার করাকে ত্যাগ স্বীকার বলে। আমি আপনি না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইব, আপনি কষ্ট সহ্য করিয়া অন্যকে সুখী করিব, ধর্ম্মব্রত পালন করিবার জন্য কঠোররূপে জীবন ধারণ করিব ইহারই নাম ত্যাগ স্বীকার। আমাদিগের রমণীগণ যখন সন্তান পালন করেন, স্বামি সেবা করেন অথবা পরিবার ও আত্মীয়দিগের সুখ সাধন ও দুঃখ মোচন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন এই ত্যাগ স্বীকারের শত শত দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে পতিত হয়। কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চতর ত্যাগ স্বীকারও তাঁহাদিগের জীবনে আছে। পর-লোক গত স্বামীর উদ্দেশে যে সকল বিধবা নারী সর্ব্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্ম-চর্য্য আচরণ করেন অথবা কেবল পুণ্য সঞ্চয় হইবে বলিয়া উপবাস ও অন্যান্য কষ্ট বহন করেন তাঁহাদিগের জীবনে স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়। প্রাচীনা হিন্দু রমণীগণের মধ্যে এই ভাব আরো জাজ্বল্যমান। তাঁহাদিগের

অনেক অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার আছে বটে এবং সেই জন্য অনেক স্থলে তাঁহারা ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলেন; কিন্তু পরোপকার ও ধর্ম্ম সাধন জন্য স্বার্থ ত্যাগের যে অনন্ত ফল তাহা তাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন।

ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন কোন ধর্ম্ম সাধন হয় না। মানুষের মনে কাম, ক্রোধ, লোভ অহঙ্কার প্রভৃতি প্রবৃত্তি সকল অত্যন্ত প্রবল, তাহারা মনকে সর্ব্বক্ষণ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত করে। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বশে চলে, সে আপনার হিতাহিত বুঝিতে পারে না, ক্ষণিক সুখ পাইবার লোভে তৎক্ষণাৎ কুকর্ম্ম করিয়া ফেলে। প্রবৃত্তি সকল যত প্রবল হয়, মন তত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মানুষ তত পাপ অভ্যাস করিতে থাকে। যে ব্যক্তি রাগে অধৈর্য্য হইয়া কাহারও মস্তক ছেদন করিল, যে ব্যক্তি লোভে পড়িয়া অন্যের সর্ব্বস্ব হরণ করিল, যে ব্যক্তি অহঙ্কারী হইয়া গুরুজনকে অপমান করিল, সে কেবল প্রবৃত্তির বলে এইরূপ কুকাজ করিয়া ফেলিল। এই জন্য প্রবৃত্তি সংযম বা দমন করা পরম ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দেন। কিন্তু প্রবৃত্তি সংযম বা দমন করিবার মূল মন্ত্র কি? ত্যাগ স্বীকার করা। যাহার রাগ বড় প্রবল, সে যদি মনে রাগ আসিবা মাত্রেই তাহা বুঝিয়া মুখ বন্দ করে, এক হস্ত অন্য হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে অর্থাৎ রাগ প্রকাশ করিলে মনে যে সুখ হইবে তাহা পরিত্যাগ করে, তাহার রাগ দমন হইয়া যায়। এক ব্যক্তির কোন বস্তুতে অত্যন্ত লোভ, সে যদি সেই বস্তু পাইয়া যে সুখ হয়, তাহা গ্রহণ করিতে না চায় এবং সে বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহার লোভ অনেক কমিয়া যায়। যে ব্যক্তি এমন ঘোর স্বার্থপর যে সকলের ক্ষতি করিয়া আপনার লাভ করিতে চায়, সে যদি পরের সুখের জন্য আপনার লাভ ছাড়িতে অভ্যাস করে, তাহার স্বার্থপরতা চলিয়া যায়। এইরূপ ত্যাগ স্বীকারের মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কামী ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয়, রাগী ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, লোভী ব্যক্তি নির্লোভ, অহঙ্কারী ব্যক্তি বিনয়ী ও স্বার্থপর ব্যক্তি দয়াশীল হইয়া থাকে। যার মন অত্যন্ত সংসারে আসক্ত, ত্যাগ স্বীকার দ্বারা তাহার মনও ঈশ্বরপ্রেমী হইয়া থাকে।

বিলাসিতা ত্যাগস্বীকারের বিপরীত ভাব। আমি আপনি ভাল খাইব,

ভাল পরিব, অন্যকে ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব দেখাইব; পরে কষ্ট পায় পাউক, বাঁচে বাঁচুক মরে মরুক্ দেখিয়াও দেখিব না এবং আপনার শরীর ও মনকে কখন কোন কষ্ট দিব না; এইরূপ ভাব স্বার্থপরতা ও পশুর ভাব। এখন আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহাতে অনেকটা এই ভাবেরই পরিচয় দেয়। ইহাকে অনেকে উন্নতি বলেন, কিন্তু আমরা অধোগতি মনে করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় নব্যা রমণীগণের মধ্যে এই স্বার্থ সুখের ভাব অধিকতর প্রবেশ করিতেছে। প্রাচীন কালের একজন হিন্দু রমণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত, তুমি কিরূপ হইতে চাও? তিনি বলিতেন, "আমি যেন পতিব্রতা হই, ধর্ম্মনিষ্ঠা হই এবং স্বামী পুত্র সকলকে সুখে রাখিয়া আগে মরিতে পারি, তা হইলে পরকালে ভাল হবে, পরকালে সুখে থাকিব।" সেকালের মৈত্রেয়ী নাম্নী একটী ঋষিপত্নীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ধনেতে পরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বরী হইতেও তিনি ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন, "এ সকলে আমার প্রয়োজন নাই, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।' যদ্দ্বারা আমি অমর অর্থাৎ নিত্য সুখের অধিকারিণী হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? এখনকার নব্যা রমণীগণের রুচির সহিত এ সকল কথা কতদূর সংলগ্ন হয় আমরা বলিতে পারি না; তাঁহারাই ভাবিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু আমরা এইটী দেখিতে পাই, ইহলোকের সুখের জন্য তাঁহাদিগের ইচ্ছা বাড়িতেছে। এখনকার একজন রমণী স্বামীকে সেবা করিতে চান না, স্বামীর নিকট সেবা চান; ধর্ম্মব্রত পালন করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করিতে চান না, বিনা ক্লেশে সুখে সুখে যতদূর হয় চেষ্টা দেখেন অথবা যদি ক্লেশ সহ্য করিতে হয় অনিচ্ছা পূর্ব্বক ঔষধ ভক্ষণের ন্যায় করিয়া থাকেন। এক্ষণে অনেকের জীবনের আদর্শ এই, সাজ গোজ করিয়া বিবীর মত হইব, গৃহ কার্য্য নীচ কার্য্য, তাহা করিব না এবং অর্থের সংস্থান থাকুক, না থাকুক, বড় মানুষের স্ত্রীদিগের ন্যায় বিলাসিনী হইয়া থাকিব।"

সুখের জন্য লোকের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে বটে, এই জন্য লোকে সুখের জন্য এত লালায়িত হইয়া থাকেন। কিন্তু সুখেচ্ছা চরিতার্থ করা

অপেক্ষা তাহা দমনে যে অধিক সুখ, ইহা অল্প লোকে জানে। অন্যের সুখের জন্য আপনার সুখ পরিত্যাগে যে অধিক মহত্ত্ব তাহা অল্প লোকে অনুভব করিয়া থাকে। স্বামী অন্ধ বলিয়া গান্ধারী দর্শন সুখ পরিত্যাগ করেন। সার ফিলিপ সিডনি নামে একজন ইংরাজ সেনাপতি যুদ্ধে মৃতপ্রায় হইয়া একটু জলপান করিতে যাইতেছিলেন, দেখিলেন একজন সামান্য সৈন্য পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপাত্রের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে। অমনি হাতের পাত্র তাহার মুখে দিয়া বলিলেন "Thy necessity is greater than mine" আমার অপেক্ষা তোমার জলপান করা অধিক আবশ্যক এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। এ প্রকার ত্যাগ স্বীকার যে অতি মহৎ গুণ, তাহা কাহার না হৃদয়ঙ্গম হয়?

এ দেশের নারীজাতি অতি দুর্ভাগ্য বটেন, কিন্তু ত্যাগস্বীকার গুণ অভ্যাস করিবার তাঁহাদিগের যেরূপ সুযোগ আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে সৌভাগ্যবতী বলিতে হয়। আমাদিগের সমাজে পুত্র অপেক্ষা কন্যার, ভ্রাতা অপেক্ষা ভগিনীর, স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর সমাদর ও অধিকার অধিক, এজন্য নারীজাতিকে অনেক সময় অনেক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। নারীগণের সমাদর ও অধিকার পুরুষগণের তুল্যানুরূপ হইয়া কবে যে তাঁহাদিগের প্রতি ন্যায়ানুরূপ ব্যবহার করা হইবে কে বলিতে পারে? কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় নারীগণ অধিকতর জ্ঞানাপন্ন ও সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া ত্যাগস্বীকার ধর্ম্ম অধিক শিক্ষা করিতে পারেন। ভ্রাতার সুখে ভগিনী যদি সন্তুষ্ট হন, স্বামীর সেবাতে স্ত্রী যদি সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তাহাতে ধর্ম্মতঃ তাঁহাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না এবং মনের সুখ বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না। আপনি কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া অন্যের সুখবর্দ্ধন করিব, প্রাচীন হিন্দু নারীগণের এইরূপ আশ্চর্য্য সদ্ভাব দেখা যায়। ইহা আমরা যত আলোচনা করি, ততই মুগ্ধ হই। যে রমণী ক্ষুধার্ত্ত অতিথি গৃহে আসিলে আপনার গ্রাসের অন্ন তাহাকে দেন, পীড়িত আত্মীয়ের সেবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ করেন, আপনার বস্ত্রালঙ্কার দিয়া দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করেন এবং মৃত স্বামীর স্মরণার্থ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন, মানবজাতির মধ্যে তাঁহাকে

দেবতা বলিয়া তাঁহার চরণে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। নব্যাগণ বিলাস-প্রিয়া না হইয়া প্রাচীনাদিগের ত্যাগ স্বীকার ধর্ম্মে ভূষিত হন এবং অন্যকে সুখী করিয়া পুণ্যবতী ও সুখী হইতে চান, এইটী দেখিতে আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ।

ইন্দুমুখীর নিকট হেক্তরের বিদায়।

(২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

নীরবিলা সুবদনী! বীণা-ধ্বনি যথা
নীরবে ছিঁড়িলে তার! স্ফুরিল না কথা
শোকাবেগে মুখে আর! চির কুহরিয়া
থামিলা বিশ্রাম হেতু কলকণ্ঠ-প্রিয়া!
মৃদু মন্দ ওষ্ঠাধর কাঁপিল চঞ্চল—
কাঁপে যথা গোলাপের সুকোমল দল
সুমন্দ বসন্তানিলে; অথবা কাঁপিয়া
নাচি নাচি বীচি মাঝে, হেলিয়া দুলিয়া
চমকে চারুনালক!* সজল নয়ন
প্রকাশিলা মনোভাব করি বরিষণ!
যতনে মুছায়ে অশ্রু বীরেন্দ্র বসনে
উত্তরিলা মৃদু হাসি প্রকাশ নয়নে
অন্তর-উচ্ছ্বাস ভাব,—" পালনীয় চির
তব বাক্য, প্রিয়ে! আমি রক্ষিব প্রাচীর।
কেবল প্রাচীর কেন? ভার মম প্রতি
সংগ্রামের সমুদায়, আমি সেনাপতি।
সমস্ত করিব রক্ষা, ভাবনা কি, প্রিয়ে!
কেন এত শোকাকুল, কিসের লাগিয়ে?
বীরপত্নী হ'য়ে হেন বলিলে কেমনে?
কাপুরুষ মত র'ব নগরে, ললনে?

* পদ্ম।

বাহিরে বাহিনীগণ আমার কারণ
সমর অনলে দিবে আহূতি জীবন ?
কুতূহলে বসি আমি ইলিয়ানোপরে,
দেখিব সকল ? প্রাণ বলিতে শিহরে !
বীর প্রসবিনী ত্রয়—যা'র সুত-গণ,
অদ্বিতীয় যোধ, বলী, এক একজন—
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ, নিপুণ পণ্ডিত,
ভুবনে যা'দের কীর্ত্তি বিশেষ বিদিত !
এ হেন সেনার হয়ে সেনানী প্রধান,
ত্যজিয়া সমর-ক্ষেত্র—গৌরবের স্থান,
কাপুরুষ ভীরু মত সভয় অন্তরে,
বন্দীভাবে বদ্ধ র'ব নগর.ভিতরে?
কি বলিবে বীরগণ করিয়ে শ্রবণ ?
কি ক'বে দেশের লোক ? পৌরাঙ্গনাগণ—
যাহাদের সহিত করিব অবস্থান,
তাহারাই কি বলিবে ? নাম, ডাক, মান,
পূর্ব্বতন কীর্ত্তি যত হ'বে কলঙ্কিত !
অপযশ অগ্রে, প্রিয়ে ! মরণ বিহিত।
যৌবন প্রারম্ভাবধি দীক্ষিত সংগ্রামে
সদত উন্মাদ চিত্ত সংগ্রামের নামে,
পরম আনন্দ যা'র পাইলে সমর—
আজি কি সে বদ্ধ র'বে নগর ভিতর ?
আজি—যবে শত্রুকুলে ফুলে অহঙ্কারে
ঘেরিয়াছে রাজধানী, আঘাতিছে দ্বারে ;
দম্ভ-ভরে উচ্চৈঃস্বরে যাচিতেছে রণ,
কোন্ বীর রবে স্থির, করিয়ে শ্রবণ ?
দুয়ারে দাণ্ডা'য়ে শত্রু করিছে আহ্বান !
কার প্রাণে সহিবেক এত অপমান ?

ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু-শর নিশিত প্রখর
নির্ভয়ে কাটিছে মম কটক-নিকর!
কাটিছে অন্তর প্রিয়ে! বলিব কি আর!
প্রতি শর-ফলা বিদ্ধ হৃদয়ে আমার!
হের দেখ, সৈন্য মম ভাঙ্গিল সকল,
পড়িয়াছে বড় বড় বীর মহাবল!
বীরশূন্য হৈল ত্রয়, কহিতে সরম!
ধিক্ মম বল বীর্য্য! ধিক্ পরাক্রম!!
এখনো জীবিত আমি! মম বিদ্যমানে
দেশের দুর্দ্দশা হেন সহ্য হয় প্রাণে?
এখনি ইহার শোধ করিব প্রদান,
নতুবা সমরানলে আহূতিব প্রাণ!
এমন সুযোগ আর হ'বে কি কখন?
স্বদেশ রক্ষণে প্রাণ করিব বর্জন?
বিনাশিয়া দেশ-বৈরী সম্মুখ সমরে
পড়ি যদি প্রাণ-প্রিয়ে! অমর নগরে
চড়িয়া বিমান দিব্য করিব গমন!
এমন সুযোগ আর হ'বে কি কখন?
বাঁচি যদি আর, কিম্বা এ মহা সংগ্রামে,
পৃথিবী হইতে লুপ্ত করি গ্রীশ নামে;
সমূলে নির্মূল করি দেশ বৈরী কুল,
লভিব "বিজয়" নাম অক্ষয় অতুল!
ভুবন ভরিয়া যশ ঘোষিবে সকলে,
ধরিত্রী হইবে ধন্যা ত্রয়ের কুশলে!
উজলিবে পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি-চয়,
হেক্টরের "কীর্ত্তি স্তম্ভ" রহিবে অক্ষয়!"
বলিতে বলিতে বীর উঠে শিহরিয়া
সাহসে বিশাল বক্ষ পুড়ে চিতাইয়া;

বিদ্যুৎ সংযোগ মত উর্দ্ধোন্নত কেশ,
রাগেতে পাকল আঁখি রক্তিম বিশেষ।
উৎসাহে উন্নত দেহ দৃঢ় আশা ভরে
বিপক্ষে নিরীক্ষে বীর অস্থির অন্তরে!
মুহূর্ত্তে মনের ভাব করিয়া গোপন
ইন্দুমুখী মুখইন্দু করেন দর্শন।
কাঁপিলা অন্তরে রামা বুঝিয়া সকল,
মৃদু মন্দ ভাষে কন, আঁখি ছল ছল!—
"প্রাণ নাথ! স্থির পণ বুঝেছি তোমার!
অবলা অবোধ আমি কি বলিব আর!
কি বা জানি? সমুদায় তোমাতে বিদিত!
তোমাকে বুঝা'বে হিত, কে হেন পণ্ডিত?
তবু চরণের দাসী, চরণে তোমার
করে নিবেদন নাথ, শুন একবার!
তোমা হ'তে জ্ঞান তার—তায় তব বিভা
ফলিত বিম্বের গুণ—দর্পণের কিবা!
কহ, নাথ, কি কারণে সৃষ্টি এ রণের?
কেন হেন দুরবস্থা তোমার ত্রয়ের?
কোন্ কার্য্য তরে এত সেনার নিধন?
ত্রয় উপকূলে নাথ, কেন গ্রীকগণ?
কোথাকার গ্রীক? তারা কোন্ দেশবাসী,
কি কারণে লঙ্ঘিয়া অলঙ্ঘ্য জল-রাশি?
আসিয়া তোমার পুরী করেছে বেষ্টন?
লোলুপ কি তারা, চায় তব রত্ন ধন?
রাজ্য লোভে তারা কি প্রবৃত্ত এই রণে?
দেশ-বৈরী তবে, প্রভু, বল কি কারণে?
ভুবন বিজয়ী যত, ত্রয়-সুতগণ,
আজি তারা হীনবীর্য্য কিসের কারণ?

কোন্ পাপে তাহাদের এ হেন দুর্গতি ?
কোন্ পাপে মজে ত্রয়, কহ ত্রয়পতি ? (ক্রমশঃ)

পুরীর জগন্নাথ দেব।

পুরীর প্রসিদ্ধ দেবতা জগন্নাথের বিষয় আমরা সবিস্তার লিখিব, ইতিপূর্ব্বে পাঠিকাগণকে বলিয়াছিলাম। কিরূপে ইনি পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তদ্বিষয়ের যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু তদ্বিষয়ের আশ্চর্য্য পৌরাণিক উপাখ্যান ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা লিখিতেছি, ইহার কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ কল্পিত, পাঠিকাগণ একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক সময় বিষ্ণু পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হন এবং তাঁহার অন্বেষণে লোক সকল সমুদায় ভূমণ্ডল ভ্রমণ করে, কিন্তু কোথায় কেহ তাঁহার অনুসন্ধান পায় না। মালোয়াধিপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার অনুসন্ধানার্থ দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটী ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। অনেক দিন গত হইল দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা ফিরিলেন, কোথায়ও বিষ্ণুর কোন সন্ধান পাইলেন না; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব দিকে গিয়াছিলেন, তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না। এই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাঞ্চলের জঙ্গলে বহুদূর প্রবেশ করিয়া বাসু নামক এক শবর বা ব্যাধের বাটীতে উপনীত হইলেন। ব্যাধ আদরের সহিত তাঁহার অতিথি সৎকার করিল, কিন্তু তাহার কন্যা ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিবার জন্য একান্ত প্রার্থিনী হইল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে গ্রহণ করিয়া নীচ হইয়া যাইবেন, এই ভাবিয়া বিবাহে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অস্বীকার করিলে তাঁহার প্রাণ সংহার হইবে, বাসু এই ভয় প্রদর্শন করাতে কাজে কাজেই শবর কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া এক প্রকার কারাবদ্ধ হইলেন, আর শ্বশুর গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পান না। ব্রাহ্মণ কিছু দিন থাকিয়া দেখিতে পান, বাসু ফল পুষ্প লইয়া প্রতিদিন প্রাতে গৃহ হইতে চলিয়া যায় এবং দিবাবসানে ফিরিয়া আইসে। স্ত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে সে বলিল, তাহার পিতা প্রতিদিন ফল ফুল দিয়া জগন্নাথ দেবের পূজা করিয়া আইসেন। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং তিনি বাসুর সঙ্গে যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাসু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকার পায় না, পরে কন্যার অনেক কাকুতি মিনতিতে স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণ পাছে পথ চিনিতে পারে, এই ভয়ে শবর তাঁহার চক্ষে সাত পুরু কাপড় বান্ধিয়া লইয়া যায়। তিনি স্ত্রীর পরামর্শে এক থলিয়া শর্ষপ সঙ্গে লন এবং তাহা পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যান। শবরের আদেশে চক্ষু খুলিলে দেখেন, সম্মুখে একখানি নীল পাথর অক্ষয় বট বৃক্ষ-তলে রহিয়াছে। এই প্রস্তরের নাম নীলমাধব ছিল। শবর ব্রাহ্মণকে নীল-মাধবের নিকট রাখিয়া একটু অন্তরে গেল। ব্রাহ্মণ মনের সাধে সেই প্রস্তর খণ্ডকে পূজা করিতে লাগিলেন। এমন সময় বৃক্ষশাখায় এক কাক বসিয়াছিল, হঠাৎ পড়িয়া গেল এবং দিব্য মূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আপনি সেইরূপ বৃক্ষ হইতে পড়িতে গেলেন, কিন্তু দৈববাণী হইল, "আগে রাজার নিকট আমার সংবাদ দেও।" ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলেন। শবর ফল ফুল দিতে আসিলে নীলমাধবকে দেখিতে পাইলেন না। দৈববাণী হইল "আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি আর জঙ্গলে থাকিতে পারি না, রাঁধা ভাত খাইতে চাই। অতঃপর আমার নাম জগন্নাথ হইবে।" ব্যাধ দুঃখিত হৃদয়ে জামাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে ফিরিয়া গেল, আর নীলমাধবকে দেখিতে পাইল না।

ব্রাহ্মণের জন্য ব্যাধের এই দুর্দ্দশা ঘটিল, এই জন্য ব্যাধ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চায় না, পরে কন্যা জিদ করিয়া বলাতে তাহাকে বিদায় করিল। ব্রাহ্মণ মালোয়াতে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে সুসংবাদ দিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ ১৩ লক্ষ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কাঠুরিয়া সঙ্গে করিয়া জঙ্গল কাটাইতে লাগিলেন। ৪০০ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা বড় গর্ব্বিত হইয়া 'আমার কি সৌভাগ্য, আমি জগন্নাথ দেবকে বাহির করিয়াছি' এই বলিয়া আত্মশ্লাঘা করাতে দেবতা রাগান্বিত হইয়া দৈববাণী করিলেন "তুমি আমার মূর্ত্তি গড়িবে,
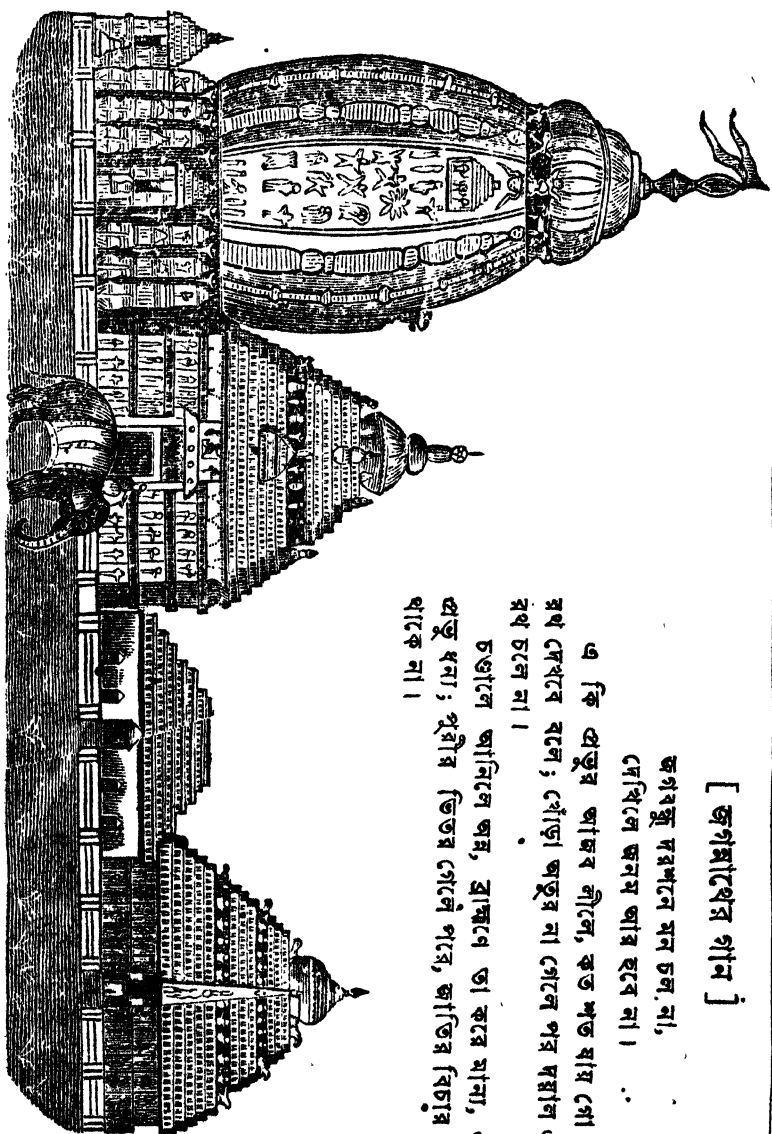
জগন্নাথের পুরী।

[জগন্নাথের গান]

জগবন্ধু দরশনে মন চল.না,
দেখিলে জনম আর হবে না।

এ কি প্রভুর আজব লীলে, কত শত যায় গো চলে, রথ দেখবে বলে; খোঁড়া অতুর না গেলে পর দয়াল প্রভুর রথ চলে না।

চণ্ডালে আনিলে অন্ন, ব্রাহ্মণে তা করে মান্য, এ কি প্রভু ধন্য; পুরীর ভিতর গেলে পরে, জাতির বিচার আর থাকে না।

কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইবে না।" অতঃপর নীলমূর্ত্তি পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু জগন্নাথকে পাইলেন না। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য বিশুদ্ধ চরিত্র ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পৃথিবীতে উপযুক্ত পুরোহিত না পাইয়া স্বর্গ হইতে ব্রহ্মাকে আনিতে গেলেন। ব্রহ্মা তৎকালে তপস্যাতে নিমগ্ন ছিলেন, রাজাকে তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। ইতিমধ্যে অনেক বৎসর গত হইয়া যায় এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের সিংহাসনে অনেক রাজা রাজত্ব করেন, মন্দিরটীও মাটীর মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে পুতিয়া যায়, তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যিনি তৎকালীন রাজা, তিনি সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঘোড়াশুদ্ধ পড়িয়া গেলেন এবং ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে মন্দিরের চূড়া বাহির হইল। রাজা পরে ভূমি খনন করিয়া দিব্য মন্দির রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন এবং নিজের বলিয়া অধিকার করিলেন। এই সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া যেখানে মন্দির ছিল, তথায় উপনীত হইলেন। মন্দির কাহার, এই বিষয় লইয়া দুই রাজায় বিবাদ হইল। অক্ষয় বটবৃক্ষে ভুষণ্ডী কাক ছিল, ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, "আমি ব্রহ্মা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, মন্দির কাহার, তুমি ইহার যথার্থ সাক্ষ্য দান কর।" কাক বলিল "তুমি কোন্ ব্রহ্মা?" ৫ দিন হইল সহস্র মুখ ব্রহ্মা দেখিয়াছি, তুমি চতুর্ম্মুখ কল্য বিষ্ণু দেহ হইতে না উৎপন্ন হইয়াছ? ব্রহ্মা বিনীত হইয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলে কাক বলিল, "রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দিরের যথার্থ নির্ম্মাণকর্ত্তা ও অধিকারী।" মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে জগন্নাথকে পাইবার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। পরে জগন্নাথ যেখানে একখণ্ড কাষ্ঠ হইয়া ছিলেন, স্বপ্নে রাজাকে বলিয়া দিলেন। রাজা ৫০০ হাতী ও অসংখ্য লোক জন লইয়া গেলেন, পরে রক্তবর্ণ কাছী বাঁধিয়া কাষ্ঠখণ্ড টানিবার আদেশ দিলেন, কিন্তু সকলে মিলিয়া টানিয়া তাহা এক চুলও সরাইতে পারিল না। তখন বাসুকে ডাকিবার জন্য দৈববাণী হইল, বাসু আসিয়া ধরিবামাত্রই কাষ্ঠ উঠিয়া চলিল। সেই কাষ্ঠে ভাল করিয়া বিষ্ণু মূর্ত্তি গঠন করিবার

জন্য রাজা যত দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারীকর আনয়ন করিলেন এবং তাহাদিগকে অনেক ভূমি ও টাকা দিয়া স্বরাজ্যে বসাইলেন। কিন্তু কারীকরেরা যে অস্ত্র দিয়া কাষ্ঠ কাটিতে যায়, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে বিষ্ণু স্বয়ং এক বৃদ্ধ সূত্রধারের বেশ ধারণ করিয়া রাজার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন "২১ দিনের মধ্যে আমি মন্দিরের ভিতর বসিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া দিব, কিন্তু ইতিমধ্যে কেহ মন্দিরের দ্বার খুলিতে পারিবে না।" 'তাই হইবে' বলিয়া রাজা তাঁহাকে একাকী মন্দিরের মধ্যে চাবি দিয়া গড়িতে আদেশ করিলেন। ইতিমধ্যে রাণী পুত্রকামনায় জগন্নাথের মুখ দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হন এবং একবার দ্বার খুলিবার জন্য রাজাকে উপরোধ করিয়া ধরেন। রাজা মহিষীর উপরোধ কোনরূপে ছাড়াইতে না পারিয়া দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তিনটী মূর্ত্তি কোমর পর্য্যন্ত খোদিত হইয়াছে। জগন্নাথ বলরামের হাতের কুনুই পর্য্যন্ত হইয়াছে, সুভদ্রার হাত মূলেই হয় নাই। মূর্ত্তি গঠন সেই পর্য্যন্তই বন্দ হইল। রাজা তখন অত্যন্ত দুঃখে কাতর হইলে জগন্নাথ দেব দৈববাণীতে বলিলেন, তুমি এখন বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন, "আমি এই চাই যেন দিবারাত্রির মধ্যে কোন সময় দেবতার ভোগ আসা বন্দ না হয় এবং প্রাতঃকাল হইতে দুপর রাত্রি পর্য্যন্ত সকলের মুক্তির জন্য মন্দিরের দ্বার খোলা থাকে।" তাঁর নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলে বলিলেন "আমি যেন বংশের শেষ রাজা হই, আর কেহ যেন 'জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিল, জগন্নাথের নাম ডাকিতে শিখাইল; একথা বলিতে না পারে।" তিনি যে যে বর চাহিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল।

জগন্নাথের পৌরাণিক বৃত্তান্ত যাহা হউক, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা যে এই বিগ্রহ ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে দুইটী রাজা ছিলেন বোধ হয়। একটী কেশরী বংশীয়, তিনি যবনদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া জঙ্গল হইতে জগন্নাথকে উদ্ধার করেন। ৩১৮ সালে যবনেরা উড়িষ্যা দেশ অধিকার করে, সেই সময় পুরোহিতেরা জগন্নাথকে লইয়া জঙ্গলে পলাইয়া যান। জগন্নাথ

জঙ্গলে প্রায় ১৫০ বৎসর ছিলেন। বাসু এই জগন্নাথকেই পূজা করিত। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা মন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠা হইতে না হইতে তিনি মরিয়া যান। দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন ১১৯৮ সালে মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে যবন সেনাপতি কালাপাহাড় পুরীর সকল দেব মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া জগন্নাথকে লইয়া যায় এবং গঙ্গার ধারে চিতা করিয়া পোড়ায়। অর্দ্ধ, পোড়া জগন্নাথকে এক ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। গঙ্গা তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যান, পরে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করে। কথিত আছে, কালাপাহাড় জগন্নাথকে অপমান করিয়াছিল বলিয়া হাত পা খসিয়া মরিয়া যায়।

জগন্নাথ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধেরা বর্ত্তমান সময়ের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই দেবতা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন এইরূপ অনুমান হয়। বৌদ্ধেরা যখন ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হন, তখন তাহাদিগের শাস্ত্র পুরীতে রক্ষিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধের এক স্বর্ণদন্তও এখানে ছিল। উৎকল সর্ব্বতীর্থ স্থান, সর্ব্ব পাপহর দেশ কপিল সংহিতাতে এই বলিয়া ইহার অনেক গুণব্যাখ্যা আছে। উৎকলে বৌদ্ধদিগের প্রতিষ্ঠিত এত মঠ আছে যে তাহার বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকা। সকলেই জানেন পুরীতে জাতি বিচার নাই, সেখানে একজন চণ্ডালও ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলিয়া দিলে তাঁহাকে সচ্ছন্দচিত্তে ভোজন করিতে হয়। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বলিয়া যাহা বিক্রীত হয়, তাহা শুষ্ক অন্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কথিত আছে এক রাজা এই মহাপ্রসাদ খাইতে অবজ্ঞা করাতে মহাব্যাধিগ্রস্ত হন এবং কুক্কুরের মুখ হইতে মহাপ্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক খাইয়া পরে আরোগ্য লাভ করেন। জাতিবিচার না করিয়া ছত্রিশ জাতির ছোঁয়া অন্ন ভোজন করা বৌদ্ধদিগেরই মত, সেই মত হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য এই কৌশল করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের নিরাকার মূর্ত্তি যত সংক্ষেপে প্রকাশ হইতে পারে, সেই উদ্দেশে হস্ত পদ হীন 'জগন্নাথ মূর্ত্তি' নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বহিংসা পরিত্যাগ কর, বিনীত হও, বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্রধান মত সকলও জগন্নাথ তীর্থের উপদেশ। আর 'জগন্নাথ' যে নাম

তাহাও কোন পৌত্তলিক দেবতার নাম নহে, সকল জগতের অধিপতি এক ঈশ্বরের নাম। এই জন্য জগন্নাথ পূজা সাধারণ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক উন্নত। কিন্তু পুরীতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। পুরীতে তেত্রিশ কোটী দেবতার কাহারও মূর্ত্তি ও পূজার অভাব নাই, অথচ হিন্দুধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ মত সকলও ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত অনুসরণ করা হইয়া থাকে।

আশ্চর্য্য বিবাহ প্রথা।

কয়েকটী আমেরিক যুবতী অসভ্য ফিজি জাতির রাজাকে বিবাহ করিতে চান, তাহাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "যে স্ত্রীলোকেরা যাচিয়া পুরুষকে বিবাহ করিতে যায়, তাহারা নির্লজ্জা, আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করি।" এই বলিয়া রাজা তাহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। বস্তুতঃ পুরুষই স্ত্রীলোককে অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করিবে, স্ত্রীলোক উপযাচিকা হইয়া পুরুষের পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলে শীলতা ও ভদ্রতার বিরুদ্ধ বোধ হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে পুরুষগণই বিবাহার্থী হইয়া আসিতেন, কন্যা মনোমত পতিকে বরণ করিয়া লইতেন। কোন রমণী উপযাচিকা হইয়া বিবাহ করিতে গেলে হিন্দুগণ তাহাকে পুংশ্চলী বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু সভ্য দেশীয় নারীগণ ক্রমশঃ নির্লজ্জতারই পরিচয় দিতেছেন। ফ্রান্সের অন্তর্গত ফিনিষ্টার বিভাগে বিবাহার্থিনী কন্যার বাজার বসিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তথায় যে প্রথা আছে, তাহা অবগত হইয়া পাঠিকাগণ অবশ্যই আশ্চর্য্য হইবেন।

ফরাসী রমণীগণ বিবাহার্থিনী হইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট দিন ঘোষণা করিয়া দেন এবং সেই দিন গ্রামস্থ সেতুর উপরে দলবদ্ধ ও সুসজ্জিত হইয়া বরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। নানা প্রদেশের কন্যাগণ নানা প্রকার বেশ ভূষা করিয়া সমাগত হন। সেণ্ট পোলিয়ারের কৃষক কন্যা অলক্তলাঞ্ছিত বদন মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বুটী তোলা কাপড়ের ঘেরা দিয়া বসেন, ঘেরাটী কালী প্রতিমার ছটার মত দেখায়। তাঁহার নিকটে স্থূলাঙ্গী

টুলাইসিনী রমণী বৃহৎ ঘাঘরার বাহার দিয়া বসেন। লেওনার্ডের রমণী নানাবর্ণ রঞ্জিত সুইস পরিচ্ছদ পরিয়া শোভা প্রকাশ করেন, তাঁহার নিকটে সন্ন্যাসিনীপ্রায় (নন) বেশধারিণী সেণ্ট থিওগনেক প্রদেশের কন্যা নম্রবেশে উপবেশন করেন। এইরূপ বিবিধ রুচি ও আচার সম্পন্ন কামিনীগণ বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেতুটীকে অপূর্ব্ব শোভায় সজ্জিত করিয়া থাকেন। সেতু নিম্নস্থ হ্রদ অতি স্থির, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতিবিম্ব অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয়। বস্তুতঃ শোভা সৌন্দর্য্য ও আমোদ প্রমোদের এরূপ ছবি প্রায় সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিবাহার্থী যুবকেরা পিতামাতা ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে সেতুর উপরে উপনীত হন। তাঁহারা আসিলেই বিবাহার্থিনী রমণীগণ সকল কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ নিঃশব্দ হন। তাঁহারা সেতুর দুই আলসের উপরে সারি গাঁথিয়া বসিয়া থাকেন। বরেরা আগমন করিয়া গম্ভীরভাবে সেতুর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বারংবার পাইচাড়ি করিয়া বেড়ান, এবং উভয় পার্শ্বস্থ রমণীগণের বদনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। যাঁহার মুখ যে বরের মনোনীত হয়, সেই বর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করেন এবং তাঁহাকে আলসে হইতে নীচে নামাইয়া লন। সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে সাদর সম্ভাষণ হয় এবং পরস্পরে পরস্পরের প্রশংসা করিতে থাকেন। যুবক কতকগুলি ফল লইয়া তাঁহার মনোনীত কন্যার হস্তে প্রদান করেন, তিনি স্থিরভাবে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বর কন্যার পিতা মাতা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্তানদিগের বিবাহের কথাবার্ত্তা হন। উভয় পক্ষ সম্মত হইয়া পরস্পরের কর সঞ্চালন করেন এবং তাহাতেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। তৎপরে সমারোহ পূর্ব্বক উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সভ্যদেশীয় স্ত্রীলোকগণ উপযাচিকা হইয়া বিবাহ করিবার আর এক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংবাদ পত্রে আপনাদিগের রূপ, গুণ, বয়স, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির পরিচয় এবং কিরূপ স্বামী চান তাহারও বর্ণনা বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করেন। ইহাতে তবু অনেকটা সম্ভ্রম রক্ষা হয়, কিন্তু কন্যার বাজার বসান যার পর নাই হাস্যকর।

নারী চরিত।

আনা লেটিসিয়া বারবলড

ইংলণ্ডীয় বিদ্যাবতী রমণীদিগের মধ্যে আনা বারবল্ড একজন প্রধান ছিলেন। তিনি গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনা দ্বারা ইংরাজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং ইংরাজ জাতির বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি সাধন করেন। তিনি তাঁহার সুকোমলপ্রকৃতি হেতু শিশুগণের বন্ধু বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আন্য বারবল্ড রেবরণ্ড জন একেন্ ডি ডির একমাত্র কন্যা ছিলেন। লিষ্টার সায়ারের অন্তঃপাতী কিবওয়ার্থ হারকোর্ট নামক স্থানে ১৭৪৩ সালের ২০ এ জুন ইহাঁর জন্ম হয়। এই সময় তাঁহার পিতা উক্ত স্থানের একটী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেন এবং তাঁহার পিতা মাতা যত্ন সহকারে তাঁহার সুশিক্ষা বিধানের উপায় করেন। ১৭৭৩ সালে তাঁহার রচিত পদ্য সকল একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকখানির এরূপ সমাদর হয় যে সেই বৎসরেই ইহা উপর্য্যুপরি চারিবার মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। এই বৎসরেই তিনি তাঁহার সহোদর ডাক্তার একেনের সহিত মিলিত হইয়া গদ্যে 'বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ' বলিয়া একখানি পুস্তক প্রচার করেন। ১৭৭৪ সালে ইনি রেবরণ্ড রচমণ্ট বারবল্ড নামে একজন ধর্ম্মযাজকের পাণিগ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট বংশোদ্ভব ছিলেন, কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ধর্ম্মের সকল মত মানিতেন না। রেবরণ্ড বারবল্ড সফোক সায়ারের পালগ্রেভ নামক স্থানের ধর্ম্মমন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন, তথায় বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিলেন। বিবী বারবল্ডের যত্ন ও পরিশ্রমেই এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়। এই রমণী যে কয়েকটী বালককে সম্পূর্ণরূপে আপনার শিক্ষাধীনে গ্রহণ করেন, তাহাদিগের মধ্যে লর্ড ডেনহাম একজন, ইনি পরে ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি হন। সার উইলিয়ম জেল আর একজন। এই সকল বালকের জন্য তিনি গদ্যে 'স্তোত্র' রচনা করেন। ১৭৭৫ সালে তিনি ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ বলিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, ইহাতে ডেবিডের স্তোত্র হইতে কতকগুলি স্তোত্র সংগৃহীত হয় এবং তৎসঙ্গে

ঈশ্বরভক্তি সম্বন্ধে রুচি এবং সম্প্রদায় ভেদ বিষয়ক মত আলোচিত হয়। এই বৎসরে তিনি প্রথম শিক্ষা বিষয়ে 'Early Lessons' নামক এক পুস্তক প্রচার করেন, শিশুশিক্ষার উপযোগী পুস্তক সকলের মধ্যে ইহা অদ্যাপি অদ্বিতীয় বলিয়া বিখ্যাত।

১৭৮৬ সালে বিবী বারবল্ড পতি সমভিব্যাহারে ইউরোপ খণ্ড ভ্রমণ করিয়া হামস্টেড নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তথা হইতে সময়োচিত বিষয়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন, সে সকলে তিনি হুইগ বা সাধারণ লোকের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার পিতা "Evenings at Home" সায়ংকালীন গল্প নামে কতকগুলি অতি সহজ ভাষায় লিখিত সুন্দর প্রবন্ধ প্রচার করেন, ইহার প্রণয়ন বিষয়ে তিনি পিতার সহকারিতা করেন। তিনি কবি আকেনসাইড ও কলিন্সের লেখার উপর সমালোচনা করিয়াও তাঁহাদিগের কাব্য পুনর্মুদ্রিত করেন। ১৮০২ সালে বারবল্ড সাহেব লণ্ডনের সন্নিহিত নিউইংটন গ্রীণের উপাসক মণ্ডলীর যাজক পদে নিযুক্ত হন। ইহাতে তাঁহাদিগকে হাম্পস্টেড পরিত্যাগ করিয়া নিউইংটন গ্রীণে বাসস্থাপন করিতে হয়। ১৮০৩ সালে বিবী বারবল্ড স্পেক্টেটর, টাট্লার এবং গার্ডিয়ান হইতে প্রস্তাব সকল সঙ্কলন করিয়া একটী দীর্ঘ ভূমিকার সহিত মুদ্রিত করেন, তৎপর বৎসর উপন্যাস লেখক রিচার্ডসনের পত্রাদি একত্র করিয়া মুদ্রিত করেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার একটী অতি উৎকৃষ্ট জীবনচরিত লিখিয়া দেন।

১৮০৮ সালে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। বিবী বারবল্ড তাঁহার স্মরণার্থ একটী গানে এবং তাঁহার ১৮১১ সালের কাব্যে স্বীয় শোকভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য আলোচনা দ্বারা শোকাবেগ নিবারণের মানসে তিনি ব্রিটিষ উপন্যাস রচকদিগের লেখা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং তৎসঙ্গে ভূমিকা, জীবনী ও সমালোচনা প্রচার করেন। ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া এই গুণবতী ও সাধ্বী রমণী ১৮২৫ সালের ৯ ই মার্চ্চ পরলোক যাত্রা করেন। বিবী বারবল্ডের কতকগুলি সঙ্গীত অনর্গল ও সুমিষ্ট। তাঁহার বসন্তের গান কলিন্সের অতি উৎকৃষ্ট অনুকরণ। তিনি অমিত্রাক্ষরেও কতকগুলি কাব্য লেখেন, সে গুলিতে গম্ভীর কোমলতা ও উচ্চ চিন্তার পরিচয় পাওয়া

যায়। তাঁহার ভ্রাতস্পুত্রী কুমারী লুসি একিয়েন তাঁহার বিষয়ে এইরূপ বলেন, তাঁহার প্রথম লেখাতে যেমন, শেষ লেখাতেও তেমনি তাঁহার সুন্দর চিত্রকারিতা ও ঐতিহাসিক বর্ণনার প্রাচুর্য্য দেখিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যৌবনকালে তাঁহার কল্পনাশক্তি প্রখর বুদ্ধিশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার লেখনী দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই নিষ্ফল হয় নাই। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার বুদ্ধির তেজস্বিতা কমিয়া যায় এবং কল্পনাশক্তির আধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।" চার্লস জেম্‌স ফক্স বিবী বারবল্‌ডের সঙ্গীত সকলের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বিরচিত পুস্তক সকলে তাঁহার মানসিক অসাধারণ তেজস্বিতা, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার প্রতি প্রবল স্পৃহা এবং প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বিবী বারবল্‌ড অনেক হৃদয়ে গভীর, সুদৃঢ় এবং স্থায়ী ভাব সঞ্চারিত করিয়া তাহার ভাবী ধর্ম্মোন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, তাঁহার কবিত্ব পূর্ণ লেখা ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেল ভিন্ন আর কোন পুস্তকের লেখা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে তাঁহার প্রকৃতি বর্ণনা পাঠ করিয়া প্রকৃতির সহিত একতান হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গুণানুকীর্ত্তন না করিয়া কেহ নিরস্ত থাকিতে পারে না:—

প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকাল শিক্ষিত বিবী বারবল্‌ডের সরল লেখা মনে পড়ে এবং স্বভাবের বিচিত্রতা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিতে হয় "কেমন প্রত্যেক বৃক্ষ তাহার মুকুলোদ্‌-গমের সময় জানে! তাহারা সেনাগণের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া সজ্জিত; প্রত্যেকে তাহার যথানির্দ্দিষ্ট স্থান চিনে এবং আপনার স্থানে দণ্ডায়মান হয়।"

"সুন্দর কুসুম সকল ভূমি ভেদ করিয়া ত্বরাত্বরি মুখ তুলিতে থাকে। যখন বসন্তাগম হয়, তখন তাহারা বলে, আমরা এখানে আছি।" এইরূপ কবিত্বপূর্ণ চিত্র দ্বারা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে "প্রত্যেক শস্য ক্ষেত্র এক একখানি গ্রন্থ এবং প্রত্যেক চিত্র বিচিত্র পুষ্প হইতে এক একটী পাঠ শিক্ষা করা যায়। প্রত্যেক স্রোতস্বতী উপদেশ দান করে এবং প্রত্যেক বায়ু

হিল্লোল কথা কহিতে কহিতে চলিতে থাকে। এই সকল পদার্থ সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ গান করে, তাহারা সকলেই বলে তিনি মঙ্গলময়।” তাঁহার শিশু-শিক্ষার পুস্তক সকল এইরূপ কোমল ও পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ। বালক বালিকাদিগের সুকুমার হৃদয়ে ইহা দ্বারা নীতি ও ধর্ম্মের বীজ সকল অঙ্কুরিত হয় এবং তাহাদিগের ভাবী জীবনের অশেষ কল্যাণের কারণ হইয়া থাকে।

কুমারী লুসী একেন নিজে একজন অসাধারণ বিদ্যাবতী রমণী ছিলেন। বিবী বারবল্ডের বিষয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

“পবিত্র ও উন্নতচিত্ত বলিয়া বিবী বারবল্ডের প্রশংসা করা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার শিক্ষা, সংসর্গ, জীবন প্রণালী এবং তাঁহার লেখার সমগ্র ভাবই তাঁহার এইরূপ প্রকৃতির সাক্ষ্য দান করিতেছে। অন্য ভগিনীর, বিশেষতঃ যাঁহারা সমকক্ষ তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ শুনিয়া আনন্দিত হওয়া স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে একটী উচ্চতর ও অসাধারণ গুণ, বিবী বারবল্ড এই গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি সমকালবর্ত্তিনী প্রায় সমুদায় গ্রন্থকর্ত্রীর সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি কথোপকথন, পত্রালাপ বা গ্রন্থ রচনা কালে এই সকলের কাহার প্রতি ভক্তি, সম্মান অথবা স্নেহ প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইতেন না। সামান্য লেখিকাগণ তাঁহার নিকট উপদেশ বা সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি আগ্রহ সহকারে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তিনি শিশুদিগকে বিশেষতঃ বালিকাদিগকে স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহাদিগের সঙ্গ ভাল বাসিতেন এবং কখন কখন তাহাদিগকে আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দুই এক সপ্তাহ বা দুই এক মাস রাখিতেন। তাহাদিগকে আপনার বাটীতে আনিয়া নানা প্রকারে আমোদিত করিতে ও শিক্ষা দিতে কোন চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না এবং তাহারা গৃহে ফিরিয়া গেলেও মধ্যে মধ্যে চিটী লিখিয়া বা উপঢৌকন পাঠাইয়া আপনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন।

দাম্পত্য ধর্ম্ম পালনে তিনি প্রণয় এবং কর্ত্তব্যের উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তাঁহার ভ্রাতার প্রতিও এরূপ অনুরাগ ছিল যে শত সহস্র প্রকারে তাহার পরিচয় দিতে ব্যস্ত থাকিতেন। কেবল তাঁহার

ভ্রাতা নয়, ভ্রাতার আত্মীয় পরিবার সকলে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া স্নেহ, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

বিবী বারবল্‌ডের মৃত্যুর পর তাঁহার লেখা সকল সংগৃহীত হইয়া তিন খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অতি সমাদরে অধীত হইয়া থাকে।

বাবিলনের শূন্যস্থ উদ্যান।

শূন্যের উপর কি কখন উদ্যান থাকিতে পাবে? কিন্তু বাবিলনে একটী উদ্যান এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে দূর হইতে ইহা শূন্যোপরি ঝুলিতেছে বোধ হইত। বস্তুতঃ এটী একটী যার পর নাই অদ্ভুত ব্যাপার, সেইজন্য মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত সাতটী আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে ইহাও একটী প্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাবিলন মহানগর এক সময়ে পৃথিবী মধ্যে অসীম গৌরবান্বিত ও অপরিমেয় সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। নিবাজর নামক ইহার এক সম্রাট্ আমিটিস্ নাম্নী মিডিয়ারাজ আষ্টিয়াজিসের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। মিডিয়া প্রদেশ পর্ব্বত উপত্যকা প্রভৃতি স্বাভাবিক দৃশ্যে সুশোভিত, কিন্তু বাবিলনের সর্ব্বত্র সমভূমি। রাজ্ঞী বাবিলনের সমতল দৃশ্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া পিতৃরাজ্য মিডিয়া দর্শনার্থ সর্ব্বদা কাতর হইতেন। তাঁহার সন্তোষ সাধনের জন্য সম্রাট্ এই আশ্চর্য্য উদ্যান রচনায় উত্তেজিত হন। তাঁহার আদেশে ২ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন করে। ইহা দেখিলে স্বভাবের কীর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। উদ্যানের প্রত্যেক দিকে ৪০০ ফুট প্রশস্ত ভূমি ছিল। খিলানের উপর থাক থাক হইয়া উদ্যানটী উত্থিত হইয়াছিল এবং তাহার সর্ব্বোপরিস্থ তল নগরের প্রাচীরের সমান উচ্চ ছিল। এক থাক হইতে অপর থাকে যাইবার জন্য ১০ ফুট প্রশস্ত সোপান শ্রেণী নির্ম্মিত ছিল। খিলানের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ২২ ফিট পুরু করিয়া গঠিত হইয়াছিল। সমুদায় খিলানের উপরে প্রথমে ১০ ফুট দীর্ঘ ৪ ফুট প্রস্থ শিলাখণ্ড সকল স্থাপিত হয়, তাহার উপর নানাবিধ গাছ গাছড়া, তদুপরি

দুই সারি ইষ্টক গ্রথিত। সমুদায় ভূমিটী শিলাতে আবৃত। তাহার উপর উদ্যানের জন্য প্রস্তুত ভূমি; ইহা এত গভীর যে বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষ সকলও তদুপরি বদ্ধমূল হইতে পারিত। মাটী যাহাতে শুষ্ক হইয়া না যায়, সেই জন্য জল যোগাইবার কৌশল ছিল। উদ্যানটী ইউফ্রেটীস নদীতীরস্থ, ঐ নদী হইতে আবশ্যক মত জল তুলিবার জন্য একটী জলের কল ছিল সন্দেহ নাই। কলে জল উঠিয়া সমুদায় বাগানের ভূমি সরস এবং তৎসংলগ্ন বায়ু শীতল করিয়া রাখিত। থিলানের মধ্যে মধ্যে অতি মনোহর অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত ছিল, তথায় রাজযোগ্য সজ্জা ছিল এবং তথা হইতে সমগ্র নগর পরিদর্শন করা যাইত। এই উদ্যানে শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষও উৎপন্ন হইত। ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ সকল যথাক্রম এরূপ সুসজ্জিত হইয়াছিল, যে সমুদায় উদ্যানটী একটী সুন্দর ছবির ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

বিখ্যাত কৃষকগণ।

কৃষি ব্যবসায় এ দেশে অতি নীচ এবং ইতর লোকদিগের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু কত বড় বড় লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন অবগত হইলে আশ্চর্য্য মানিতে হয়। বাইবেলের মতে সকল মনুষ্যের আদিপুরুষ আদম কৃষিব্যবসায়ী ছিলেন। বস্তুতঃ সকল মানব পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা সক্রেটিস্ কৃষক ছিলেন, কিন্তু তিনি মনোবিজ্ঞান ও নীতিজ্ঞতায় অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। সিনসিনেটস্ নামক রোমান ডিক্টেটর কৃষক ছিলেন, তিনি ক্ষেত্রে হলচালনা করিতেছিলেন, এমত সময় রোমের প্রধান লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া "সর্ব্বাধ্যক্ষ" পদে নিযুক্ত করেন। তিনি রোমে শান্তিস্থাপন করিয়া দিয়া পুনরায় হলচালনায় নিযুক্ত হন। বরন্স নামক প্রসিদ্ধ কবি কৃষক ছিলেন, ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে করিতে তিনি স্বর্গীয় কবিত্ব রসে উন্মত্ত হইতেন। রোমের কর্ণিলিয়স সিপিও পৃথিবীময় রোমের জয়গৌরব বিস্তার করিয়া শেষে নির্জ্জনে বাস ও কৃষিকার্য্যে আমোদ লাভ করেন। উইলিয়ম রস্কো কৃষক ছিলেন, তাঁহার মতে

স্বহস্তে কোদালপাড়া অপেক্ষা পৃথিবীতে সুখকর কার্য্য আর কিছুই নাই। মহাত্মা ওয়াসিংটন কৃষক ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সকে স্বাধীন করিয়া এবং সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশের অশেষ সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়া অবশেষে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং বিজন বাস ও কৃষক জীবন অবলম্বন করেন। পূর্ব্বকালের কৃষিপ্রিয় আরো অনেক মহৎ ব্যক্তির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু অত দূরতর সময়ে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের মহারাণী বিক্টোরিয়া কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত অনুরাগিণী। ওয়াইট দ্বীপে তাঁহার এক প্রাসাদ আছে, তিনি গ্রীষ্মকাল তথায় যাপন করেন। সেইখানে কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিযন্ত্রের উত্তমরূপ বন্দোবস্ত আছে। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ তথায় গিয়া স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষিকার্য্য কেবল জীবিকার জন্য নয়, শারীরিক সুস্থতা ও চিত্তের প্রফুল্লতা লাভের বিশেষ উপযোগী। আমাদিগের পাঠিকাগণ এ কার্য্যে ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া আপনারা একটু একটু কৃষিকার্য্য করেন এবং সন্তানগণকে ইহার শিক্ষা দেন, ইহা আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

আরবীয় ঝটিকা।

আরব দেশে মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝটিকা উৎপন্ন হয়, ইহাকে দেশীয়েরা সামীল এবং ইংরাজেরা সাইমুম বলিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার উষ্ণ বাত্যা, যে স্থান দিয়া বহমান হয় তথাকার সকল পদার্থ শুষ্ক ও ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা দেশের মধ্যস্থলে প্রায় প্রবাহিত হয় না, আরবের উত্তর সীমায় মেক্কার চতুর্দ্দিকে এবং তুরস্কের বসোরা, বাগদাদ ও আলিপো প্রভৃতির মরুভূমি দিয়া বহিয়া থাকে। সূর্য্যোত্তাপে ভূমি সকল অতিশয় উত্তপ্ত এবং গ্রীষ্ম প্রবল হইলেই এই ঘটনা হয়। আরবেরা প্রায় বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া থাকে, বাত্যা বহিলে এক প্রকার গন্ধকের গন্ধ এবং আকাশের রক্তিম বর্ণ দ্বারা জানিতে পারে। আকাশ মণ্ডল অন্য সময় শান্ত ও পরিষ্কার থাকে, কিন্তু বাত্যা বহিলে ঘোরাল দেখায়; সূর্য্য নিষ্প্রভ

ও পীতবর্ণ হয়; বায়ু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকাকণায় পূর্ণ হইয়া ঘন, উত্তপ্ত এবং শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহের অনুপযোগী হয়। অত্যন্ত শীতল বস্তুও উষ্ণ হয়, মার্ব্বেল লৌহ ও জলে স্পর্শ করিলে হস্ত দগ্ধ হয়। তরল পদার্থ মাত্রেই শুখাইয়া ঘন হয়, শরীরের চামড়া ফাটিয়া যায় এবং একখণ্ড কাগজ জ্বলন্ত উনানের নিকট রাখিলে যেমন ফাটিয়া যায় এখানেও সেইরূপ হয়। এই বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিলে শ্বাসরোধের মত কষ্ট হয়। শ্বাসযন্ত্রে বায়ু এত লঘু হইয়া যায় যে তাহা বহনাবহন করা যায় না, এক প্রকার অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হয় এবং তাহা দ্বারা চেতনা হত ও প্রাণবায়ু বিনির্গত হয়। বজ্রাহত ব্যক্তির শরীর যেমন অচিরাৎ পচিয়া যায়, এই উষ্ণ বায়ু হত ব্যক্তির দেহেও সেইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যৎকালে কোন গ্রাম বা নগরে এই বাত্যা বহমান হয়, তৎকালে রাস্তায় লোকের গমনাগমন বন্দ হয়, সকল লোকে আপনাদিগকে গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখে, এবং সমুদায় স্থান রাত্রির মত নিস্তব্ধ হয়। বালুকারণ্যের পর্য্যটকেরা কখন কখন পর্ব্বতের গহ্বরের মধ্যে আশ্রয় লয়। কিন্তু নিরাশ্রয় হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই বাত্যা ভূমি হইতে একটু উচ্চতর আকাশ দিয়া বহিয়া থাকে, এই জন্য পথিক যদি ভূমির উপর শুইয়া পড়ে এবং যতক্ষণ বাত্যার প্রকোপ থাকে ততক্ষণ না উঠে, তাহা হইলে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। এইরূপে অনেকে পরিত্রাণ পায়। উষ্ট্র প্রভৃতি পশুরা স্বাভাবিক সংস্কারে বাত্যার আগমন বুঝিতে পারে এবং মাথা হেঁট ও বালুকার মধ্যে নাসিকা প্রবিষ্ট করিয়া রক্ষা পায়। আঁধি বহিলেই বিপদ আরো ভয়ঙ্কর হয়। তখন বালুকারাশি এত অধিক পরিমাণে উত্থিত হইয়া দিক্ সকল ছাইয়া ফেলে যে কয়েক হস্ত দূরের স্থানও দৃষ্টিগোচর হয় না। এরূপ অবস্থায় পথিক তাহার উষ্ট্রের পেটের তলে গিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু বালুকা উষ্ট্রের শরীরের সমান উচ্চ হইয়া পড়ে, এই জন্য বালুকাতে পুতিয়া যায় বলিয়া একবার উষ্ট্রকে নীচে ও একবার মনুষ্যকে নীচে গড়াইতে হয়। অনেক সময় দারুণ উত্তাপ, ক্লান্তি, ভয় ও নিরাশায় মনুষ্য উষ্ট্র সহিত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায় এবং ১০।২০ মিনিটের মধ্যে বালুকাতে পুতিয়া যায়। বাণিজ্য

যাত্রী দল কখন কখন বালুকা মধ্যে কবলিত হয়, বৃহৎ সৈন্য দলও এই মরুভূমির বাত্যার গ্রাসে পড়িয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়)

স। মা! পশ্চিমাঞ্চলে না কি এমন একটী স্থান আছে, যেখানে এক জায়গার জল বড় গরম, আপনা-আপনি ফুটে?

সু। জল না কি আবার আপনা-আপনি ফুটিতে পারে? হয় আগুন নয় রৌদ্র লাগিয়া তাহা গরম হইয়া উঠে।

মা। মুঙ্গের সহরের নিকট সীতা কুণ্ড নামে একটী স্থান আছে, তাহার জল স্বভাবতঃ গরম, এমন কি সেই জলে চাউল ফেলিয়া দিয়া ভাত তৈয়ার করাও যাইতে পারে!

সু। মা! এত বড় আশ্চর্য্য, শুধু জলের এমন গুণ! তবে সীতাকুণ্ডে বুঝি সীতা দেবীর কোন আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে?

মা। অজ্ঞান লোকে এইরূপ মনে করে বটে, যে সীতা দেবী সেখানে কোন গুণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা মিথ্যা! সুশীলে! তুমি না এইমাত্র বলিলে যে আগুন কি রৌদ্র না লাগিলে কোন জিনিষ গরম হয় না?

সু। মা! আমি কথার কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু জলের ভিতর এত আগুন কি করে থাকিবে?

মা। তোমরা উষ্ণ প্রস্রবণ কাকে বলে শুনেছ?

স। তা শুনিছি, মাটীর ভিতর হইতে গরম জলের ফোয়ারা উঠে। সীতাকুণ্ডও সেইরূপ একটী উষ্ণ প্রস্রবণ বোধ হয়, কিন্তু ইহা কিরূপে এমন হয়?

মা। তোমরা জান, পৃথিবীর ভিতরটা বড় গরম, যদি সেই ভিতরের উষ্ণতার সঙ্গে কোন কূপ বা হ্রদের জল কোন প্রকারে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে জল চিরকাল গরম থাকে এবং এই প্রকারেই উষ্ণ প্রস্রবণ হইয়া থাকে। ভূমিকম্পে, অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর ভিতরটা অনেক তোলপাড় হইয়া থাকে, সেই সময়ে উষ্ণ প্রস্রবণ উৎপন্ন হয়।

স। ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত, পৃথিবীর ভিতরের গরম তরল পদার্থ উথলিয়া, যে হইয়া থাকে ইহা আমরা পড়িয়াছি, কিন্তু পৃথিবীর ভিতর এত গরম পদার্থ কোথা হইতে আসে?

সু। আমার বোধ হয়, সূর্য্যের উত্তাপ পৃথিবীতে পড়ে তার ভিতরকে গরম করিয়া রাখে।

স। সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবীর পিঠ গরম হয় এবং সে উত্তাপ আবার বাহির হইয়া যায়। আমার বোধ হয়, পৃথিবীর ভিতরে আর কিছু গরম জিনিষ আছে।

মা। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবী আগে একটী বৃহৎ উষ্ণ ও তরল পিণ্ড ছিল, যত দিন যাইতেছে, তত ইহা শীতল হইয়া কঠিন হইতেছে। কিন্তু এখনও পৃথিবীর ভিতরে ভয়ানক অগ্নি সমুদ্র আছে, তাহা না থাকিলে সমুদায় পৃথিবী এত দিনে লৌহপিণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়া যাইত। ভিতরের সেই উত্তাপ পৃথিবীর গর্ভস্থ পদার্থ সকলকেই গলাইয়া ও বিস্তারিত করিয়া মধ্যে মধ্যে পৃথিবীর কঠিন পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে এবং আগ্নেয় পর্ব্বত উৎপন্ন করে। পৃথিবীর ভিতরের যে উষ্ণতা ইহার সহিত সূর্য্যোত্তাপের কোন সম্পর্ক নাই, ইহা ঈশ্বর-প্রদত্ত আদিম তাপ।

সু। পৃথিবীর ভিতরে যদি এত উষ্ণতা আছে, তাহা হইলে রাত্রি কাল এত শীতল হয় কেন?

স। সূর্য্যের তাপে পৃথিবীর পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়, আমরা এই পৃষ্ঠের উপর বাস করি, এই জন্য দিবসে সূর্য্যোত্তাপ পাইয়া গ্রীষ্ম অনুভব করি এবং রাত্রিকালে সূর্য্য হইতে দূরে থাকিয়া শীতল হই।

মা। রাত্রি ও দিবসে শীত ও গ্রীষ্মাধিক্যের কারণ যে সূর্য্য তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা মাটীর মধ্যে যাই, কিঞ্চিৎ নিম্নে কি দিবস কি রাত্রি সকল সময়ে সমান গ্রীষ্ম অনুভব হইবে। সমমণ্ডলে ৪।৫ ফিট নীচে দিবা ও রাত্রিতে গ্রীষ্ম তুল্যানুরূপ।

সু। পৃথিবীর উপরে যেমন গ্রীষ্মকালে অধিক গ্রীষ্ম এবং শীতকালে অধিক শীত হয়, ভিতরে কি সেরূপ হয় না?

মা। পৃথিবীর নীচে দিন রাত্রে যেমন উত্তাপের প্রভেদ নাই, শীত গ্রীষ্মেও সেইরূপ। সমমণ্ডলে ৮০। ৯০ ফিট নীচে গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই এক সমান। পারিস মহানগরে ৯০॥ ফিট নীচে একটী তাপমান যন্ত্র স্থাপিত আছে, তাহাতে একাদিক্রমে ৫০ বৎসর তাপ পরিমাণ সমান দৃষ্ট হইয়াছে। এই স্থানের নীচে যত যাইবে, ততই গ্রীষ্মের আধিক্য।

সু। পৃথিবীর খুব নীচে জল লইয়া গেলে কি হয়?

মা। পৃথিবীর ভিতর যত যাইবে, ততই গ্রীষ্ম। ১০০০০ হইতে ২০০০০ ফিট নীচে লইয়া গেলে জল ফুটিবে। সেইখানকার জলের সঙ্গে পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ জলের যোগ থাকিলে তাহাও ফুটিবে। সীতাকুণ্ডের জল এইরূপ কারণে ফুটিয়া থাকে।

নূতন সংবাদ

১। যে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চিত্র অপর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দুর্লক্ষণ ঘটিয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মন্দিরের গুম্বজ হইতে বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর রত্নবেদীর উপর পড়িয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দুর্ঘটনার সময়ে জগন্নাথ দেব মন্দিরে ছিলেন না, রথোপলক্ষে শশুরালয়ে গিয়াছিলেন। উড়িষ্যাতে এইরূপ জনরব, মন্দিরের একখণ্ড প্রস্তর খসিলেই সমুদায় মন্দির ভূমিসাৎ হইবে। বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ৭ শত বৎসর হইল রাজা অনঙ্গ ভীম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, এই দীর্ঘকাল মধ্যে আদৌ ইহার সংস্কার হয় নাই। শুনা যায় মন্দিরটী মসলা দিয়া গাঁথা নয়, প্রস্তর খাঁজ করিয়া ২ যুড়িয়া গাঁথা। ইহার পুনঃ সংস্কার করিতে হইলে ১৪ বৎসর লাগিবে

২। কালীঘাটের কালীর মন্দিরে ভয়'নক চুরি হইয়া গিয়াছে। কালী ঠাকুরাণীর রক্ষকগণ বুঝি নিদ্রিত ছিল, সেই অবসরে চোর তালা ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সোণার খড়্গ, বাউটী প্রভৃতি অনেক বহুমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। শ্রীক্ষেত্র ও কালীঘাট উভয় স্থানেরই দেবতার মহিমা এবার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা।

৩। পৃথিবীর চারিদিকে জলপ্লাবনে এবার দেশ ভাসিয়া গেল। ফ্রান্সের টুলো নামক স্থানে সহস্র সহস্র লোক গৃহশূন্য ও অনেক প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছে। আমেরিকার মিসিসিপী নদীর বন্যাতে অনেক স্থান জলমগ্ন হইয়াছে। আবার গঙ্গা যমুনা উথলিয়া উঠিয়া কাশী ও প্রয়াগকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে এই দুর্ঘটনায় অনেক গৃহ পতিত ও অনেক জীব বিনষ্ট হইয়াছে।

৪। বিলাতের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ স্ত্রীলোকদিগকে উক্ত

বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছেন। ক্রমে স্ত্রীজাতির ন্যায্য অধিকার সভ্য লোকেরা স্বীকার করিতেছেন।

৫। আমাদিগের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারত শুভাগমনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পার্লেমেণ্ট সভা হইতে ১১,২০,০০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে এই টাকা দেওয়া হইবে। যুব রাজের অভ্যর্থনার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই উদ্যোগ হইতেছে।

৬। বরদার যমুনা বাই তাঁহার সদ্‌গুণ ও শীলতাদ্বারা সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন।

৭। দিনাজপুরের বদান্যা ও দেশহিতৈষিণী শ্যামামোহিনী গবর্ণমেণ্ট হইতে 'মহারাণী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এটী আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত আহ্লাদের সংবাদ। এখন পুটিয়ার অশেষ গুণবতী রাণী শরৎ সুন্দরীর গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকেও 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করিলে আমাদিগের ক্ষোভ দূর হয়।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা।

পুরুষদিগের বিদ্যা শিক্ষা যেমন আবশ্যক, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা করা সেইরূপ কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে স্ত্রী এবং পুরুষ দুই ভাগে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পুরুষদিগকে যেমন বিদ্যা শিক্ষার অধিকার দিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগকেও সেইরূপ দিয়াছেন। যদি কেবল পুরুষ জাতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন, স্ত্রী জাতি শিক্ষিতা না হন, তবে মনুষ্য পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। হিন্দু শাস্ত্রে লেখা আছে মনুষ্য যত দিন স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তত দিন তিনি অর্দ্ধাঙ্গ থাকেন। স্ত্রীজাতি জন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ, যদ্যপি জনসমাজের এক অর্দ্ধাঙ্গ অনুন্নত থাকে, অপর অর্দ্ধাঙ্গ কখনই পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। বিশেষত পরমেশ্বর স্ত্রীলোকদিগকে যে সকল গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা পুরুষদিগের ন্যায় শিক্ষা করিতে না পারেন এমত নহে। পুরুষদিগের যে প্রকার মানসিক গুণ আছে স্ত্রী জাতিরও সেই রূপ আছে। পুরুষ জাতি যে রূপ উচ্চ উচ্চ শিক্ষা করিতে পারেন, স্ত্রী জাতিও সেরূপ পারেন না এরূপ কখনই হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এবং এখনও অন্য অন্য দেশে অনেক

স্ত্রীলোক উচ্চ উচ্চ শিক্ষা করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন পূর্ব্বক অশেষ যশঃ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। এ দেশে লীলাবতী, খনা, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কেবল যে আপনাদের মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন তাহা নয়, জগতের ও অনেক মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যদি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা না পান তাহা হইলে তাঁহারা কোন কার্য্যই উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন না। কিরূপে গৃহ কার্য্য করিতে হয় ও সংসার ধর্ম্ম করিতে হয়, কিরূপে পিতা মাতার সেবা ও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হয়, সন্তান পালন ও তাহাদিগকে সুশিক্ষা দান করিতে হয় তাহা তাঁহারা কিছু মাত্র জানেন না। গৃহই মনুষ্যের বিদ্যালয় স্বরূপ, মাতাই তাহার বাল্যকালের শিক্ষিকা। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে যে এই সব ভাল রূপে সম্পাদিত হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। স্ত্রী জাতির মধ্যে উত্তম শিক্ষা প্রচলিত না হইলে যে তাঁহাদের মধ্যে মন্দ ভাব থাকিবে এবং তাঁহাদের চরিত্র ভাল রূপ সংশোধিত হইবে না ইহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ধর্ম্মের প্রধান সহায় বিদ্যা, ধর্ম্ম ভাব থাকিলে যদি বিদ্যা না থাকে, তবে অনেক কুসংস্কার থাকিতে পারে। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, পরমেশ্বর কি, তাঁহার নিয়ম কি ও তাঁহার উপাসনা কি তাহা তাঁহারা কিছু মাত্র জানিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারা যে কুকর্ম্মে এবং কুসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন তাহার আর বিচিত্রতা কি? শিক্ষা পাইলেই তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরের ভাব ও তাঁহার কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং যথার্থ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারেন, নচেৎ পশু তুল্য ও অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া কুসংস্কারে নিয়ত নিমগ্ন হইয়া অমূল্য জীবনকে বৃথা নষ্ট করেন। ধর্ম্ম ও বিদ্যায় স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার। কবে যে আমাদের দেশের ভগিনীগণ বিদ্যা রস আস্বাদন করিবেন তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের ভগিনীগণের কি শোচনীয় অবস্থা! তাঁহাদের অবস্থা ভাবিলে বাস্তবিকই মনে কষ্ট হয় এবং ইচ্ছা হয় সকল ভগিনী বিদ্যা রস আস্বাদন করিয়া যথার্থ মনুষ্য জন্মের যোগ্য হই। বাস্তবিকই স্ত্রীজাতির প্রকৃত পক্ষে

বিদ্যাশিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। ইউরোপীয় ভগিনীগণ নানা বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া ও বিদ্যারসের আস্বাদন পাইয়া আপনাদের জীবনকে সদ্ব্যবহার দ্বারা যাপন করিতেছেন ও দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন মহোপকারিণী মাননীয়া ভগিনীরা কত সুনিয়ম প্রচলিত করিয়া বঙ্গদেশের মহিলাগণের নিমিত্ত কত প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বঙ্গদেশীয় কুসংস্কারাপন্না ভগিনীদের জ্ঞানার্থে এত যত্ন করিতেছেন।

এখন দেখা গেল বিদ্যা শিক্ষার অভাবে কত অনিষ্ট হইতেছে। কেবল যে নিজেদের হইতেছে তাহা নয়, ইহাতে দেশের অনেক অমঙ্গল ঘটিতেছে। অনেকে বলেন স্ত্রীলোক বিদ্যা শিখিলে বিধবা হয়, আবার অনেকে বলেন স্ত্রীলোকেরা যখন অর্থ উপার্জ্জন করিবে না তখন তাহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা কি? এই সকল কথা যে যৎপরোনাস্তি অমূলক এবং ইহা দ্বারা যে দেশের অশেষ অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। যখন স্ত্রীলোকও পুরুষের মন বিদ্যায় সমান অধিকারী, তখন স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষায় উপকার ব্যতীত অপকার কেন হইবে? বাস্তবিক বিদ্যাশিক্ষায় যে কত সুখ তাহা যাঁহারা এক বার তাহা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন। আমাদের দেশে যে এত অধিক শিশু মরণ দেখা যায় এবং ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ ও নানাবিধ অনিষ্ট হয় একমাত্র স্ত্রীলোকদের শিক্ষা না থাকাই তাহার প্রধান কারণ। যদি তাঁহারা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া কি প্রকারে সন্তান পালন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতে হয় ও পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রাখিতে হয় তাহা জানিতেন, তবে ঐ রূপ দুর্ঘটনা কখনই ঘটিতে পারিত না। এখন দেখা গেল যে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে কোন প্রকারে মঙ্গল নাই। ঈশ্বর করুন আমরা দেশের সকল ভগিনীগণ বিদ্যারত্নে ভূষিতা হইয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করি ও আপনাদের জীবনকে সার্থক করি।

বরদাসুন্দরী

৩য় শ্রেণী—শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়। (১)

(১) এই প্রস্তাব লেখিকা ভারত-সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রী। তিনি যেরূপ অল্প

নারিকেল বৃক্ষ।

যাহারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহাদিগকে উদ্ভিদ কহে। উদ্ভিদ সকল প্রধানতঃ পাঁচ প্রধান ভাগে বিভক্ত; যথা বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ, ও ওষধি। নারিকেল বৃক্ষ বৃক্ষ, কিন্তু স্বভাবতঃ ইহাদিগকে তাল জাতীয় বৃক্ষ কহে। এই প্রকার বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কিছুই নাই, কেবল মস্তকোপরি পত্র সকল ছত্রাকারে পরিবেষ্টিত থাকে। এই বৃক্ষ ১৭। ১৮ হাত উচ্চ হইয়া থাকে; নারিকেল বৃক্ষ উচ্চে যেমন বড় হয়, বেধে সেরূপ হয় না। ইহার পত্র সকল চেরা চেরা। নারিকেল বৃক্ষ তাহার ফলের নামে বিখ্যাত। নারিকেল এই বৃক্ষের স্কন্ধ দেশে কাঁদি কাঁদি ফলিত হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে নারিকেল খাইবার উপযুক্ত হয়। তৎকালে ইহার ভিতর কেবল জল পরিপূর্ণ থাকে; কোন কোনটাতে কোমল শাঁস জন্মে, তখন ইহাদিগকে ডাব কহে। ডাব সকলের জল যেমন খাইতে সুস্বাদ, সেই রূপ উপকারী। নিদাঘ প্রপীড়িত নর গণ যখন অত্যন্ত পিপাসাতুর হয়, তখন একটী ডাব ভাঙ্গিয়া তাহার জল পান করিয়া কত শৈত্য ও আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। ডাবের জল সময়বিশেষে ঔষধের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বসন্ত রোগাক্রান্ত লোকের পক্ষে ডাবের জল মহোপকারী। ভাদ্র আশ্বিন মাসে নারিকেল পরিপক্ক হয়, তখন ইহাদিগকে ঝুনা নারিকেল কহে। এই অবস্থায় নারিকেল দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে। নারিকেল অতি সুস্বাদ ফল। ইহা দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাই অতি সুস্বাদু হয়। নারিকেল দ্বারা নানাবিধ মিস্টান্ন ও সুস্বাদ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশীয়া মহিলাগণ নারিকেল দ্বারা নানাবিধ ফুল ঝাড় ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন। নারিকেল যদিও সুস্বাদ, তথাপি ইহা অল্প পরিমাণ খাওয়া কর্ত্তব্য; কারণ অধিক পরিমাণ আহার করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। হিন্দুগণ নারিকেলকে বিশুদ্ধ ফল জ্ঞান করেন এবং সেই জন্য প্রায় সকল দেব দেবী পূজা করিবার সময় ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখন ফল দ্বারা যাহা

দিন শিক্ষা করিতেছেন তাহাতে তাঁহার এরূপ সুন্দর লেখা দেখিয়া আমরা অতিশয় আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়াছি। বা, বো, স।

যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইহার পত্র দ্বারা ও অনেক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পত্র মধ্যে যে ডাঁটা থাকে, তাহাকে শুষ্ক করিয়া তাহা দ্বারা গৃহ সম্মার্জ্জনী নির্ম্মিত হয়। বৃক্ষ দ্বারা গৃহের থাম, আড়া, বরগা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই জাতীয় বৃক্ষ গ্রীষ্মমণ্ডল ও সমমণ্ডল দেশে জন্মে; লোণা ভূমিতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে বরিশালে অধিক পরিমাণে নারিকেল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় গ্রীষ্মের সময় নারিকেলের জল অতিশয় উপকারী ও শান্তিপ্রদ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই বৃক্ষ আবশ্যক জানিয়া দয়াময় পরমেশ্বর অস্মদ্দেশে প্রচুর পরিমাণ নারিকেল বৃক্ষ সৃজন করিয়াছেন। তিনি কোন বিষয়েরই অভাব রাখেন নাই, আমাদের যাহা আবশ্যক তাহাই আমরা প্রাপ্ত হই। দেখ, শীত প্রধান দেশে নারিকেলের কোন আবশ্যকতা নাই দেখিয়া তিনি তথায় নারিকেল বৃক্ষ সৃজন করেন নাই। তাঁহার সৃজিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ রাজি হইতে যে আমরা কত উপকার প্রাপ্ত হই তাহা বর্ণনাতীত। দূর হইতে নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণী দেখিতে কি মনোহরই হয়! যখন সায়ংকালে মৃদু মৃদু বায়ু হিল্লোলে নারিকেল পত্র সকল নড়িতে থাকে, তখন মনে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়! দয়াময় জগদীশ্বর যে, আমাদের অভাব জানিয়া নারিকেল বৃক্ষ সৃজন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। যদি তিনি এই বৃক্ষ এতদ্দেশে সৃজন না করিতেন তবে এখানকার লোকদিগের যে কত কষ্ট হইত বলা যায় না। গ্রীষ্মের সময় পিপাসাকালে নারিকেলের জল পান করিয়া যে সুখানুভব হয় তাহা হইত না।

শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু।
৩ য় শ্রেণীস্থ ছাত্রী
হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়। (২)

(২) সম্প্রতি কলিকাতার উপনগরস্থ বালিকাবিদ্যালয় সকলের যে বার্ষিক পরীক্ষা হয়, তাহাতে যত ছাত্রী রচনা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে ইহাঁর রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা ও ঈশ্বর বিষয়ে সচরাচর রচনা লিখিয়া থাকেন। কিন্তু 'নারিকেল বৃক্ষ' বিষয়ে উপস্থিত প্রশ্ন পাইয়া যে বালিকা এরূপ সুসজ্জিত ও অভিজ্ঞতা পূর্ণ রচনা লিখিতে পারেন, তাঁহার শিক্ষা ও রচনা দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৪৪ সংখ্যা । শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৮২। । ১১ শ ভাগ

আর্য্যগণের মতে দম্পতীর সম্বন্ধ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ফরাসী দর্শনকার কমতের কোন কোন মত পাঠিকা-গণকে অবগত করিয়াছি। পাঠিকাগণ তাহাতে জানিয়াছেন, পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে আরাধনা করিবে কমতের এই অভিপ্রায়। কিন্তু তাঁহার এ মত নূতন নহে, আমাদিগের দেশে অনেক দিন হইল এইরূপ মত চলিয়া আসিতেছে। শ্লাঘার বিষয় এই যে, কমত যেরূপ অযৌক্তিক পথ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করিতে গিয়াছেন, আর্য্যগণ সেরূপ করেন নাই। তাঁহারা ঐশ্বরিক ভাব লইয়া ঐ মতের অনুসরণ করিয়াছেন। আর্য্য-গণের অভিমত দম্পতীর সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আর্য্যগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে গূঢ় মত কিরূপ, জানা আবশ্যক। তাঁহাদিগের মত ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এস্থলে কেবল সংক্ষেপে তাঁহাদের মত বলিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

সমুদায় জগতের অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর বিরাজমান, এই সত্যটী আর্য্য-গণের সমুদায় ধর্ম্মের সার। এইটী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিতে গিয়া তাঁহারা অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জগতের সকল পদার্থই ঈশ্বর, এই জটিল মতে নিপতিত হইয়াছেন। অদ্বৈতবাদ দ্বিবিধ, একটীতে সমুদায় জগৎ কিছুই

নহে, অজ্ঞানতা বশতঃ ঈশ্বরে জগৎ ভ্রান্তি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টীতে সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের শরীর বা ঐশ্বর্য্য, উহা ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন। প্রথমটী জ্ঞানিগণ, দ্বিতীয়টী ভক্তগণ অনুসরণ করেন। ইহার একটীকে আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ, আর একটীকে জড় অদ্বৈতবাদ বলা যায়। সাধন বলে মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইবেন উভয় মতেই এই উদ্দেশ্য। প্রথমটীতে জ্ঞানে, দ্বিতীয়টীতে ভক্তিতে ঈশ্বরের সঙ্গে একতা লাভ সাধিত হইয়া থাকে।

কোন একটী বিষয় সাধন করিতে গেলেই সাধনের বিষয়কে নিজের আয়ত্ত করা চাই, আয়ত্ত করিতে না পারিলে কিছুই সাধন করা যায় না। অনন্ত ঈশ্বরকে কে নিজের আয়ত্ত করিতে পারে? অনন্তের ভাব আমাদের সকলের মনে আছে সত্য, কিন্তু সেই ভাবকে আমরা মনে ধারণা করিতে পারি না। আয়ত্ত ও চিন্তা করিতে গেলেই, আমরা অকূল সমুদ্রে নিপতিত হই, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখি। এই কারণে আর্য্যগণ অনন্ত ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিবার জন্য সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে বিশেষ বিশেষ স্থানব্যাপী করিয়াছেন। যে স্থানে যে বস্তুতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বিশেষরূপে প্রকাশিত, সেই স্থানকে পবিত্র তীর্থ ও সেই বস্তুকে উপাস্য দেবতা বলিয়া তাঁহারা তাহার সম্মাননা ও উপাসনা করিয়াছেন! প্রথমতঃ আর্য্যগণ দিবা, রাত্রি, মেঘ, বায়ু অগ্নি প্রভৃতি বৃহত্তম আশ্চর্য্য পদার্থ সকলকে ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ স্থান দেখিয়া তাহাদিগের পূজা করিয়াছেন, পরিশেষে যখন সৃষ্টি মধ্যে মনুষ্যকে সর্ব্বোচ্চ অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তখন হইতে মনুষ্য-পূজার বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সাধারণ সকল মনুষ্যেতেই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য প্রতিভাত হইলেও বিশেষ বিশেষ মনুষ্যে তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত, এজন্য মহল্লোকগণ প্রায় সকল দেশেই ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই এক একজন মহল্লোক। ইহাঁদের অনেকে আশ্চর্য্যরূপে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, অন্যকে উপদেশ দান করিয়াছেন, এজন্য পরিশেষে আচার্য্য মাত্রেই ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। আমরা যে প্রস্তাব লিখিতেছি তাহার সঙ্গে আর্য্যগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতের

এই যোগ যে, তাঁহারা পতিকেই স্ত্রীগণের গুরু বা আচার্য্য ("পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং") বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং পতিকে ঈশ্বর রূপে পূজা করিবার বিধান করিয়াছেন। ভাগবতের ৭ ম স্কন্ধের ১১ শ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে,

" যা পতিং হরি ভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে ॥ "

যে স্ত্রী লক্ষ্মীর ন্যায় তৎপরা হইয়া পতিকে হরিভাবে ভজনা করে, সেস্ত্রী হরি সদৃশ পতি সহকারে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর ন্যায় আনন্দ উপভোগ করে।

শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত বিধান করিয়াই আর্য্যগণ ক্ষান্ত হন নাই। পতির মৃত্যু হইলে তাঁহার মূর্ত্তি গঠন করিয়া অর্চ্চনা করিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

" বিধবা স্ত্রীতু যাহিস্যাৎ দৈব যোগাৎ সতী সতি।
তস্যা বক্ষ্যামি যো ধর্ম্মঃ পুরাণোক্তঃ সুমধ্যমে ॥
পতিং সঙ্কল্পয়িত্বা সা চিত্রস্থং বাথ মৃণ্ময়ং।
তস্য পূজাং সদা কুর্য্যাৎ সতাং ধর্ম্ম মনুস্মরেৎ ॥
তত এবাভ্যনুজ্ঞাঞ্চ নিত্যং যাচেত সুব্রতা।
ব্রতকে চোপবাসেচ ভোজনেচ বিশেষতঃ ॥
ভর্ত্তৃ লোকান্ ব্রজত্যেবং নচেদতিক্রমেৎ পতিং।
শাণ্ডিলী সূর্য্যবদ্ভাতি সততং পতিদেবতা ॥

হরিবংশ ১৪০ অধ্যায় ৭৯১৮—৭৯২১ শ্লোক।

হে সতি! যে সতী দৈবযোগে বিধবা হইয়াছে, হে সুমধ্যমে! তাহার সম্বন্ধে পুরাণে যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহা বলিতেছি। চিত্রস্থ বা মৃণ্ময় পতি কল্পনা করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিবে, এবং সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণে রাখিবে। সম্যক ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রতে, উপবাসে বিশেষতঃ ভোজনে সেই মূর্ত্তির নিকটে নিত্য আজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। এইরূপে পতিকে অতিক্রম না করিলে ভর্ত্তৃলোকে গমন করে। পতি দেবতা সেই স্ত্রী শাণ্ডিলী সূর্য্যের ন্যায় নিয়ত শোভমানা হয়।

পাঠিকাগণ এ সকল পাঠ করিয়া কি বলিবেন? অবশ্য তাঁহারা এতাদৃশ কুসংস্কারকে অতিক্রম করিয়াছেন। আমরাও চাই যে এরূপ কুসংস্কার আর ভারতবর্ষে বিদ্যমান না থাকে। কেহ মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিলে আমরা তাঁহাকে অন্যায়াচারী বলির সন্দেহ নাই। কিন্তু গভীররূপে বিচার করিয়া দেখা উচিত আর্য্যগণ এত কাল যাহা বিধিবদ্ধ বলিয়া মান্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহার মধ্যে কি কিছু সত্য নাই?. বিষয়টী ভ্রম-সঙ্কুল হউক, কিন্তু সে ভ্রম সত্যমূলক না হইলে কেনই বা এত দিন মনুষ্য সমাজে আদৃত হইয়া আসিবে? যদি বল স্ত্রীগণকে অজ্ঞান দেখিয়া আর্য্য পুরুষগণ তাহাদিগের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিবার জন্য এরূপ বিধি জাল বিস্তার করিয়াছেন। আমরা বলি, তা নয়। যদি তাই হইত, তবে তাঁহারা সেই জালে আপনারা বদ্ধ হইয়াছেন কেন? আমরা উপরে যে অদ্বৈতবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এ সকল তাহারই চরম ফল। আর্য্য-গণ সেই জন্যই আচার্য্য বা গুরুকে অদ্যাপি ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। আমাদিগের পাঠিকাগণ কি শুনেন নাই, গুরু বাড়ীতে আসিলে ইষ্টদেবের পৃথক্ পূজা নিষিদ্ধ? গুরুর চরণ পূজাতেই ইষ্ট পূজা পর্য্যবসিত হয়। এটী যত ভয়ানক মত হউক না, আমরা তবু বলি ইহার মধ্যে সত্য আছে। সত্য কি না গুরু বা আচার্য্য নিঃস্বার্থভাবে যে উপদেশ দান করেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা বিদ্যমান আছে এবং সেই বাক্য সত্য হইলে তাহা ঈশ্বরেরই বাক্য। কিন্তু তাই বলিয়া গুরু বা আচার্য্য কখন ঈশ্বরবৎ পূজা পাইতে পারেন না। যাঁহারা কৃপায় সত্যের উপদেশ দিলেন তিনিই সেই পূজা পাইতে পারেন, আর কেহ নহে। আর্য্যগণ স্বামীকেই স্ত্রীর আচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং সাধারণতঃ আচার্য্যগণের প্রতি তাঁহাদিগের যে কর্ত্তব্য, স্বামীগণ সম্বন্ধেও তাহাই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

আর্য্যগণের এই মত হইতে বর্ত্তমান কালের উপযোগী দম্পতীর সম্বন্ধ কি প্রকার স্থির করা উচিত, আমরা ভরসা করি পাঠিকাগণ নিজে-রাই তাহা অবধারণ করিবেন। তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ এক এক সময়ে এক এক মূর্ত্তি ধারণ করে। তন্মধ্যে উপ-

দেষ্টা ও উপদিষ্টের সম্বন্ধ আমরা অযুক্ত মনে করি না। ইহা দ্বারা সম্বন্ধ বিশুদ্ধ, গভীর এবং উচ্চ হয়। স্বামীতে যদি এমন উচ্চতর জ্ঞান ধর্ম্ম না থাকে, যাহাতে তিনি স্ত্রীর নিকট উপদেষ্টার পদে বরিত হইতে পারেন, তবে সে স্বামীর স্বামিত্ব ব্যর্থ, এবং স্ত্রী যদি তাঁহাকে স্বামী পদে নিজে বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধি এবং দুর্ভাগ্য। যে স্ত্রী নিজের বিনয় ও বাধ্যতা প্রদর্শন করিয়া স্বামীকে বিনয়ী এবং বাধ্য করিতে না পারেন, তাঁহার জীবন নিষ্ফল এবং তাঁহার স্বামীর জীবন চির দুঃখের আধার। অন্যান্য দেশের যেরূপ প্রথা হউক, স্বামীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এ দেশীয় রমণীগণের স্বাভাবিক গুণ। ইহাতে রমণীগণের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে সুন্দর, নির্ম্মল এবং দেব ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামী-দিগের প্রতি স্ত্রীগণের যেরূপ, স্ত্রীগণের প্রতি স্বামীদিগেরও সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিলে উভয়ের প্রকৃতি আরো উচ্চতর হয়। হিন্দুশাস্ত্রে যাহাতে স্বামী দেবতা বলিয়া বর্ণিত, তাহাতে সে দেবত্ব ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন এতদূর করিতে গেলে স্ত্রীর মনুষ্যত্ব অনেক সময় বিলুপ্ত হয়। আবার এমন শাস্ত্র আছে, তাহাতে স্ত্রীকে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে পূজা করিবার বিধি আছে, তাহাতে পুরুষের মনুষ্যত্ব লোপ হয়। এই উভয় আতিশয্য পরি ত্যাগ করিয়া স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান যাহাতে সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার উপায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব দম্প-তির অন্যতরের মৃত্যুর পরেও যদি স্থায়ী হয় তাহা অতি পবিত্র ও সুন্দর দৃশ্য। যে সমাজে এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তত্রত্য নরনারীর হৃদয় সহজেই পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়।

বানরের সেতু।

পাঠিকাগণ দেখুন, কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! বানরের বুদ্ধির কথা অনেকে শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহারা এরূপ আশ্চর্য্য সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারে ইহা কি কেহ কখন ভাবিয়াছিলেন?

বানরদিগকে শাখামৃগ বলে অর্থাৎ ইহারা বৃক্ষের এক শাখা হইতে অন্য শাখা অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করে। অরণ্যে বৃক্ষ সকল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত থাকে, বানরেরা তাহাদিগের শাখা ধরিয়া ধরিয়া ২। ৩ ক্রোশ পথও চলিয়া যায়, একবারও ভূমিতে পদস্পর্শ করে না। জগদীশ্বর ইহাদিগকে 'আজানুলম্বিত বাহু' ও দীর্ঘাকৃতি অঙ্গুলি সকল প্রদান করিয়াছেন। তাহাদ্বারাই ইহারা বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করিতে পারে। বানরেরা এরূপ শাখা-ভক্ত যে শুনা যায় যখন বানরীরা প্রসব হয়, তখন সদ্যোজাত শাবক সংস্কার বলে লম্ফ দি। একটী শাখা ধারণ করিয়া থাকে। বানরেরা ভূমির সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখে না এবং শাখায় বাস ও শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় বটে; কিন্তু এক এক সময় তাহাদিগকে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়। বনের মধ্যে নদী সকল প্রবাহিত থাকে, বানরেরা বৃক্ষে বৃক্ষে দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ সেই প্রতিবন্ধক দেখিয়া থামিয়া যায়। ইহাতে তাহাদিগের আমোদের ও কার্য্যের অনেক হানি হয়। বানরেরা সাঁতার

কাটিতে পারে না, সেরূপ করিতে গেলে ডুবিয়া মরিবে। তাহারা কাষ্ঠ দিয়া সেতু নির্ম্মাণও করিতে পারে না। রামায়ণের বানরেরা গাছ পাথর দিয়া সেতু বাঁধিয়া ছিল, মহর্ষি বাল্মীকি বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন, সে বানরেরা বাস্তবিক বানর নয়, দাক্ষিণাত্যের অসভ্য জাতীয় লোক। যাহাহউক বানরেরা বনের মধ্যে যে সেতু করিয়া থাকে, তাহা কম আশ্চর্য্য নয়। ইহাতে তাহাদিগের উপস্থিত বুদ্ধি, ব্যায়াম তৎপরতা এবং আশ্চর্য্য কৌশল জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বনের মধ্যে যেখানে নদী থাকে, তাহার উভয় তটেই বৃক্ষ থাকে। কতকগুলি বানর ভ্রমণ করিতে করিতে এক তটের বৃক্ষোপরি উপস্থিত হইয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহারা আপনাদিগের বুলি ছাড়িয়া কিচির মিচির শব্দ করিতে থাকে, বোধ হয় কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শ করিতেছে। দলের মধ্যে একটী গম্ভীরাকৃতি বৃদ্ধ বানর থাকে, সেই অধিক মুখভঙ্গী ও ব্যাপকতা করিতে থাকে। বোধ হয় শেষে তাহারা স্থির করে, যে কোন রূপে হউক, সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

বানরেরা কি দিয়া সেতু করে? তাহাদিগের নিজের শরীর দিয়া। এটী হাসির কথা বটে, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। সেতু নির্ম্মাণের সময় প্রথমে একটী বানর তীরস্থ গাছটী কসিয়া ধরে, তাহার হাত, পা, লেজ তিনটী অঙ্গ দ্বারা প্রাণপণে গাছটী ধরে। দ্বিতীয় বানর প্রথমটীর সহিত আপনাকে যুড়িয়া দেয় এবং তাহার পা ও লেজ কসিয়া ধরে। তৎপরে আর একটা এবং পরে আর একটা এইরূপ কৌশলে ক্রমে ২ যুড়িয়া দাঁড়াইতে থাকে, অবশেষে অপর তটস্থ বৃক্ষের শাখা পর্য্যন্ত বানরের শ্রেণী বিস্তারিত হয়। শ্রেণীর শেষ বানর প্রথমটীর ন্যায় অপর তটস্থ বৃক্ষ শাখা যতদূর সাধ্য জোর করিয়া কসিয়া ধরে এবং সেতুটী সম্পূর্ণ হয়। সেতুটী সচরাচর ৫। ৬ টী বানর দেহেই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। অতঃপর অবশিষ্ট বানরেরা তাহার উপর দিয়া সচ্ছন্দে পার হইয়া যায়। বানরেরা এরূপ দুষ্ট ও কৌতুকপ্রিয় যে পার হইয়া যাইবার সময় গোলমাল করিয়া যায় এবং বিপন্ন ও উপকারী সহচরদিগকে এক আধটু আঁচড় কামড় দিতেও

ছাড়ে না। এ সময় সেতু ভাঙ্গিয়া গেলে যে সকলেরই মৃত্যু তাহা বিবেচনা করে না। যাহাহউক যাহারা সেতু হইয়া থাকে, তাহাদের শরীর পাকা ও শিক্ষিত তাহারা কিছুতেই শিথিল হয় না। অপরাপর বানরেরা চলিয়া গেলে, সেতুর বানরেরা এক সঙ্গে অপর তটের দিকে ঝুলিয়া পড়ে এবং তাহারাও নিরাপদে নদী উত্তীর্ণ হয়। তখন সকল বানরই কোলাহল ও চিৎকার দ্বারা মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইন্দুমুখীর নিকট হেক্তরের বিদায়।

(১৪৩ সংখ্যা ৭২ পৃষ্ঠার পর)

শুনিয়াছি পুরাকালে ভারত ভিতর,
আছিল রাবণ নামে রাক্ষস-ঈশ্বর
মহা দম্ভী, বাহু বলে শাসিত ভুবন,
দাপেতে কাঁপিত ভয়ে দেব; দৈত্যগণ।
সোণার শ্রীলঙ্কা-পুর রাজধানী তার,
ভাসিত ভারতার্ণবে অলঙ্ঘ্য অপার।
অতুল ঐশ্বর্য্য তার, কুবের ভাণ্ডারী
যোড় করে দেবগণ সদা আজ্ঞাকারী।
মালাকার হয়ে ইন্দ্র গাঁথিতেন হার,
আপনি বরুণ বারি যোগাতেন তার,
সদা কাল সদা গতি ব্যজন করিত,
পৌর্ণমাসী নিত্য আসি লঙ্কায় উদিত;
আজ্ঞা বিনা আকাশে ভাস্কর নাহি যায়,
অশ্ব-পাল হ'য়ে কাল বঞ্চিত লঙ্কায়।
এ হেন প্রতাপী রাজা,—কটাক্ষে যাহার
লক্ষ রক্ষ অক্ষৌহিণী কৃতান্ত আকার
অবহেলে ত্রিভুবন করিত শাসন,
এই মহা পাপে হৈল সবংশে নিধন!

শ্রীরাম বনিতা সীতা হরণ করিয়া
রেখেছিল পাপমতি লঙ্কায় আনিয়া
অযোধ্যাধিপতি রাম পাইয়া সন্ধান,
স-সৈন্যে রাক্ষসপুরে করিলা প্রয়াণ!
বান্ধিয়া অলংঘ্য সিন্ধু নির্ম্মাইলা পথ
অবহেলে পার কৈলা কটক তাবত!
বেড়িলা শ্রীলঙ্কাপুর শত পুর করি
করিলা তুমুল যুদ্ধ দশ মাস ধরি,
অবশেষে নগরীর হইল পতন
মরিল রাক্ষসী ঠাট না যায় গণন।
পোড়ায়ে সোণার লঙ্কা কৈলা ভস্মসাত,
সবংশে রাবণ-রাজা হইল নিপাত!
'এক লক্ষ পুত্র তার সওা লক্ষ নাতি
এক জনও না রহিল বংশে দিতে বাতি!'
ভস্ম-রাশি হৈল সব রাম-শরানলে,
মজিল রাবণ রাজা নিজ কর্ম্ম ফলে!
সমস্ত সংহারি রাম সীতা উদ্ধারিয়া
গেলেন পরমানন্দে স্বদেশে ফিরিয়া।
তেমতি জানিবা, প্রভু, নিশ্চয় নিশ্চয়,
পারিশের মহাপাপে মজিবেক ত্রয়।
সমস্ত হইবে ভস্ম গ্রীক বাণানলে;
অধর্ম্মের ফল কালে অবশ্যই ফলে!
দশ বর্ষ ধরি আজি হইতেছে রণ,
কত লোক হত হ'ল কে করে গণন!
শ্রীভ্রষ্টা নগরী যেন পরিত্যক্ত শব,
নাহি আর নৃত্য, গীত, বাদ্য,মহোৎসব!
কত দিন শুনি নাই মঙ্গল-নিনাদ!
ফুরায়েছে বাসিদের আমোদ আহ্লাদ!

পরিবর্ত্তে ঘরে ঘরে বীরাঙ্গনা গণ,
দিবানিশি হাহাকারে পূরিছে গগন!
বাড়িতেছে প্রতিদিন নব নব শোক,
নিরাশায় ভগ্নোদ্যম নিরুৎসাহী লোক।
কে আর করিবে রণ বীর কোথা আর?
বীর ধাত্রী ভয়—আজি শূন্য, কোল তার!

(ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য দর্পণ

(৪২ সংখ্যা ৪২ পৃষ্ঠার পর)

সময়ানুসারে চেষ্টা ও অবস্থানুসারে ক্রিয়া সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কার্য্যের সময় নির্দ্ধারণ বিষয়ে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে অবস্থা বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবশ্যক। যেমন যত লোক তত প্রকার মূর্ত্তি, তেমনি প্রায় যত সংসার তত প্রকার অবস্থা। অতএব যাহার যেমন অবস্থা, তিনি সেই অনুসারে চলিবেন; অবস্থাপেক্ষা উচ্চতর প্রণালীতে চলিতে গেলে দরিদ্রতা উপস্থিত হয় এবং অধিক হীনভাবে চলিলেও নিন্দনীয় হইতে হয়। কিন্তু উভয় বৈপরীত্যের মধ্যে প্রথমটীর প্রতি বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক। কৃপণের ন্যায় আপনার ও পরিজনের সুখ সম্ভোগাদি বঞ্চনা করিয়া অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য নহে, কেননা

"যদধোধঃ ক্ষিতৌ বিত্তং নীচমানমিতম্পচঃ।
তদধো নিলয়ং গন্তুং চক্রে পন্থানমগ্রতঃ॥"

অর্থাৎ যে কৃপণ লোক মৃত্তিকাতে নীচে নীচে ধন পোতে, সে অগ্রেতেই নীচস্থানে যাইবার পথ করে। তথাপি যত আয় তত ব্যয় করিলে কোন কালেই সঞ্চয় হয় না এবং যৌবনকালে লোক উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিতে না পারিলে বৃদ্ধকালে কদাপি নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারে না; কেননা সংসারে ধনই সকল প্রকার ঐহিক সুখ সম্ভোগের কারণ, ধনেতেই মান, ধনেতেই বল, ধনেতেই মূর্খ লোকও পণ্ডিত বলিয়া শোভা পায়।

"যাবদ্বিত্তোপার্জ্জন শক্ত স্তাবন্নিজ পরিবারো রক্তঃ।
তদনুচ জরয়া জর্জ্জর দেহে বার্ত্তাং কোপিন পৃচ্ছতি গেহে॥"

যাবৎ ধনোপার্জ্জন করিতে লোক সক্ষম থাকে তাবৎ তাহার আপন পরিবারও অনুগত থাকে, পরে জীর্ণ দশায় ধন না থাকিলে তাহারাও কথা কহেন না। অতএব,

"বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্র সেবিতং, দ্রুমালয়ঃ পক্ক ফলাম্বু ভোজনং।
তৃণানি শয্যা পরিধানং বল্কলং ন বন্ধুমধ্যে ধনহীন জীবনং॥"

ব্যাঘ্র-হস্তী সেবিত বনও ভাল, বৃক্ষাশ্রয়ে থাকিয়া ফলাহার ও জল পান করিয়া তৃণ শয্যা ও বল্কল পরিধান করিয়া জীবন যাপন করাও ভাল; তথাপি লোক সমাজে ধনহীন জীবন ভাল নহে। অতএব বাল্যকালে যেমন যত্ন করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যৌবন কালে তেমনি যত্ন করিয়া সদুপায় দ্বারা ধনোপার্জ্জন ও ধন সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। সঞ্চয় করিতে হইলেই প্রথমতঃ আয়ের সীমার মধ্যে ব্যয় নির্দ্ধারিত করিতে হয়। পণ্ডিতাগ্রগণ্য বেকন লিখিয়াছেন, যে, আয়ের অর্দ্ধেক খরচ করাও মুক্তহস্ত ব্যক্তির কার্য্য, তৃতীয়াংশের একাংশ ব্যয় করিয়া বাকী সঞ্চয় না করিলে ধনী হওয়া যায় না। এতদূর না হউক, তথাপি

"ধর্ম্মায় যশসেহর্থায় আত্মনে স্বজনায়চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্ত মিহামুত্রচ শোভতে।"

ইহকাল পরকালে শোভা পায় এমন বিবেচনায় ধর্ম্ম, যশ, অর্থসঞ্চয়, আত্মকাম ও স্বজন এই পঞ্চ প্রয়োজনানুসারে বিত্তকে বিভাগ করিবে। যাহাহউক আয় থাকিলেই ব্যবস্থা, যথেষ্ট আয় না থাকিলে ব্যবস্থামাত্রই মিথ্যা, ইহা মনোগত মাত্র থাকে, কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। কিন্তু যাহার আয় দ্বারা আপনার ও স্ত্রী পুত্রাদির ভরণপোষণমাত্রও কষ্ট সাধ্য, তাহার পক্ষে কোন ব্যবস্থাই খাটে না। একমাত্র ব্যবস্থা এই যে ব্যয় কদাপি আয়ের সীমার বহির্ভূত হইবে না।

সাংসারিক ব্যয়ের নিমিত্ত কর্জ্জ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কর্জ্জ করিতে হইলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সংসারের ব্যয় আয়ের সীমান্তর্গত নাই, কিন্তু তাহা না থাকা এবং প্রবল স্রোতস্বতী মধ্যগত নৌকার হাল না থাকা

উভয়ই সমান। ভবিষ্যৎ আয়ের প্রত্যাশায় সম্প্রতি কর্জ্জ করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করা কোন মতেই শ্রেয় নহে, কারণ যাহা অনুপস্থিত তাহা অনিশ্চয়, এবং যাহা উপস্থিত তাহা নিশ্চয়, অতএব এরূপ স্থলে ব্যয় নিশ্চয়, কিন্তু আয় অনিশ্চয়। সুতরাং কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত কহিয়াছেন যে ঋণ গ্রহণ কালে যাহার অর্থাভাব হয়, ঋণ পরিশোধ করিতেও তাহার অর্থাভাব হইবে। ঋণী ব্যক্তির ঋণমুক্ত হওয়া সুসাধ্য নহে, তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে যেমন বাঁদ ভাঙ্গিয়া নদীর জল উঠিলে তাহার গতি রোধ করা যায় না, তেমনি ব্যয় আয়ের সীমার বহির্ভূত হইয়া ঋণের উপর নির্ভর করিলে সে ব্যয়ের সীমা থাকে না। ক্রমশঃ অপরিমিত ব্যয় অভ্যাসগত হইয়া পড়ে, ঋণ গ্রহণে হস্ত সঙ্কুচিত হয় না, পরে ঋণভারগ্রস্ত হইয়া মান ও বিশ্বাস থাকে না, অবশেষে দৈন্যাবস্থাপন্ন হইয়া কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হয়।

সকল লোকের ব্যয়ের বিষয়ে সমান প্রবৃত্তি নহে, কেহ বা হস্তে অর্থ পাইলে ব্যয়ের পথ অনুসন্ধান করেন, কেহ বা কৃপণ স্বভাব প্রযুক্ত অর্থ পাইয়া ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন। কিন্তু সংসারের গতি এই যে ব্যয়ের পথ শত শত মুক্ত আছে, ব্যয়ের পথ অনুসন্ধান করিতে হয় না। সংসারী ব্যক্তি মাত্রের বিশেষতঃ গৃহিণীর কিঞ্চিৎ কার্পণ্য বরং ভাল, অতিরিক্ত ব্যয় করা অতিশয় দূষণীয়। অর্থ হস্তগত হইবামাত্র "এ চাই ও চাই" করিয়া শীঘ্র অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলা নিতান্ত গর্হিত। আবশ্যক বুঝিয়া ক্রমশঃ ব্যয় করিবে এবং রিক্তহস্ত কদাচ না হইতে হয় এ বিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। যতই অল্প আয় হউক, রিক্তহস্ত হওয়া অতি কুলক্ষণ; এই জন্য গৃহিণীরা যৎকিঞ্চিৎ সিন্দুকের 'ভরণা' বলিয়া ফেলিয়া রাখেন। কিন্তু কোন কার্য্যের অভিপ্রায় না বুঝিয়া শুষ্ক ব্রত পালনের ন্যায় নিয়ম পালন করাতে প্রকৃত ফল লাভ হয় না।

সাংসারিক আয় ব্যয় বিষয়ক প্রথম নীতির স্থূল মর্ম্ম এই যে "দরিদ্র কিং কপর্দ্দকং," যে ব্যক্তি এক কড়া কড়িও তুচ্ছ বিষয় বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, তিনিই দরিদ্র হয়েন। পয়সা বাঁচাইলেই টাকা হয়। কি আয় কি ব্যয় কোন বিষয়ে এক পয়সা বা যৎসামান্য মুদ্রা বলিয়া অনর্থক অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। দানে বিমুখ হওয়া বা পরোপকার অথবা পুণ্যার্থে ব্যয় নিবারণ

করা এ নীতির অভিপ্রায় নহে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে যে কার্য্য এক টাকায় সিদ্ধ হইতে পারে তাহাতে অবিবেচনা বা অযত্ন পূর্ব্বক তাহার কিছু মাত্র অধিক দেওয়া উচিত নহে।

সাংসারিক আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয়ের বিষয়ে যত্নশীল থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য। যে স্থলে গৃহস্বামী স্বয়ং দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সমর্থ না হয়েন, সে স্থলে গৃহিণীকে দ্রব্যাদির যথার্থ মূল্যের সন্ধান রাখিতে হয়, এবং বস্তু ক্রয় করিয়া আনয়ন মাত্র তাহা পরীক্ষা করিয়া এবং তৌল বা পরিমাণ বুঝিয়া লইতে হয়।

যে স্থলে কোন দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করিলে কোন লাভ নাই, সে স্থলে তাহা যখন যেমন আবশ্যক তখন তেমনি অল্প পরিমাণে ক্রয় করাই ভাল, কেননা তাহা যদি অধিক মূল্যের বস্তু হয়, তাহা হইলে সেই টাকা বদ্ধ হইয়া পড়ে। টাকা যত সঞ্চালিত হয় ততই তাহার ফল দেখা যায়, তাহা বদ্ধ হইয়া পড়িলেই নিষ্ফল হয়। অধিক মূল্যের বস্তু না হইলেও কোন বস্তু অধিক থাকিলেই তাহার অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং অপব্যয় হইতে পারে। অতএব এ সকল বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক লাভালাভ বুঝিয়া যদি উচিত বোধ হয় অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে, নতুবা নহে। কোন দ্রব্য একেবারে অধিক পরিমাণে ক্রয় করা কর্ত্তব্য স্থির হইলেও, কোন্ সময়ে সেই দ্রব্যের মূল্য অল্প হয় তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সঞ্চিত রাখিবার দ্রব্য মহার্ঘ সময়ে ক্রয় করা ক্ষতি মাত্র। এইরূপ নানা বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইলে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্তও অনেক যত্ন করিতে হয় এবং যাহাতে অপব্যয় না হয় এজন্য বিশেষ সাবধান হইতে হয়।

পরিমিতাচরণ বিষয়ে আর একটী কথায় মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। তাহা এই, সাংসারিক ব্যবহার্য্য যত বস্তু এক প্রকারে অব্যবহার্য্য হইলে, অন্য প্রকারে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। তাহা সংসারের মধ্যে কোন ব্যবহারে না আসিলেও নষ্ট না করিয়া তাহা যথাযোগ্য ব্যবহার স্থলে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য, কেননা পৃথিবীস্থ কোন বস্তুই নষ্ট হয় না, রূপান্তর মাত্র হয়। পুরাণ নেকড়া, পুরাণ কাগজ, ভাঙ্গা বাসন বা লৌহ দ্রব্য ইত্যাদি বস্তু বিক্রয়

করিলে যৎকিঞ্চিৎ লাভ হয় এমন নহে, এরূপ অভ্যাস পরিমিতাচরণের একটী প্রধান লক্ষণ। অনেক বস্তুর উপস্থিত কোন প্রয়োজন না থাকিলেও সময়ে তাহার ব্যবহার হইতে পারে, অতএব এমন বস্তু সকল না ফেলিয়া দিয়া যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। একটী পিন বা একটী ক্ষু সামান্য জিনিষ বলিয়া অনেকে অগ্রাহ্য করে, কিন্তু আবশ্যক হইলে সেই সামান্য জিনিষের অভাবেই কষ্ট হইতে পারে, অতএব কোন বস্তুই অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে, "নারার মার ভাঁড়ারে" রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত শব্দটী স্ত্রীলোকদের মুখেই শুনা যায় এবং উক্ত প্রকার সামান্য ও আপাততঃ অব্যবহার্য্য বস্তু সকল রাখিবার স্থান অর্থে প্রয়োগ করা যায়। বোধ হয় নারায়ণ নামক কোন ব্যক্তির মাতা উত্তম গৃহিণী ছিলেন, এবং তিনি উক্ত প্রকার তাবৎ বস্তু এক স্থানে রাখিতেন। সকল গৃহিণীরই একটী করিয়া "নারার মার ভাঁড়ার" থাকা ভাল।

হিন্দু বিবাহ।

আমরা এক্ষণকার প্রচলিত হিন্দু বিবাহের প্রণালী বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু শাস্ত্রে বিবাহ বিষয়ে কিরূপ বিধি ব্যবস্থা আছে তাহা জানা আবশ্যক, এই জন্য তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে যথা,

"ব্রাহ্মো দৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসাশ্চৈব পৈশাচ শ্চাষ্টমাধমঃ॥

ব্রাহ্ম. দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও অষ্টম অধম পৈশাচ বিবাহ।

১ ব্রাহ্ম—কন্যাকে বসনাচ্ছাদিতা করিয়া বেদবেত্তাকে আহ্বান ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক পিতা কর্ত্তৃক কন্যা দান।

২ দৈব—কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত পুরোহিতকে যজ্ঞ সম্পাদন সময়ে কন্যা দান।

৩ আর্ষ—বরের নিকট হইতে এক বা দুই যোড়া গোরু ধর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান।

৪ প্রাজাপত্য—উভয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, ইহা কহিয়া বরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক কন্যা দান।

৫ আসুর—কন্যাকে ও তৎ পিত্রাদিকে যথাশক্তি ধন দত্ত হইলে স্বচ্ছন্দে কন্যা প্রদান।

৬ গান্ধর্ব্ব—স্ব স্ব ইচ্ছাতে বর কন্যার পরস্পর সংযোগ।

৭ রাক্ষস—কন্যার পিতাকে হত, আহত বা ভয়াক্রান্ত করিয়া বল দ্বারা কন্যাকে হরণ পূর্ব্বক বিবাহ।

৮ পৈশাচ—নিদ্রিত বা উন্মত্ত অবস্থায় কন্যাকে হস্তগত করা।

উপরে মনুর মত ব্যক্ত হইল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও প্রায় এই ভাবে এই অষ্ট প্রকার বিবাহের লক্ষণ সংক্ষেপে বলিয়াছেন:—

ব্রাহ্মো বরায় আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
যজ্ঞস্থায়ার্ত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোযুগম্।
চরতাং ধর্ম্মমিত্যুক্ত্বা সহ যা দীয়তেঽর্থিনে।
স কায়ঃ পাচয়েত্তজ্জ ষড় বংশ্যাশ্চ মহাত্মনা।
আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ।
রাক্ষসো যুদ্ধ হরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ।

বরকে আহ্বানপূর্ব্বক যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাকে সম্প্রদান ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞস্থ যাজককে কন্যা দান—দৈব। গাভীদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান আর্ষ। 'উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম কর' এই বলিয়া বিবাহার্থিকে কন্যাদান প্রাজাপত্য, তাহাতে ছয় পুরুষ পবিত্র হয়। ধন লইয়া কন্যাদান আসুর। বরকন্যার পরস্পর সম্মতিতে বিবাহ গান্ধর্ব্ব। ছলে কন্যা-গ্রহণ পৈশাচ।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল প্রকার বিবাহই প্রচলিত ছিল। বর্ণ-ভেদে বিবাহের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল:—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য ব্রাহ্মণের; গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের; আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের ছিল। পৈশাচ বিবাহ গর্হিত বলিয়া চিরকাল নিন্দনীয়। আমরা

সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যাদিতে গান্ধর্ব্ব ও ব্রাহ্ম বিবাহের ঘন ঘন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কোন রাজা বা রাজপুত্রের সহিত কোন সুন্দরী কন্যার চাক্ষুষ হইল, তাঁহারা পরস্পরের রূপে মোহিত হইলেন এবং উভয়ের ইচ্ছাক্রমে মাল্য বা আঙ্গুরীয় বিনিময় দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হইল। পূর্ব্ব কালে ক্ষত্রিয়েরা কাহার কোন রূপবতী কন্যা মনোনীতা হইলে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে হরণ করিয়া আনিতেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু এ প্রকার বিবাহ এখন আর নাই। এখন শিষ্ট সমাজে ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহ এবং ইতর শ্রেণীর মধ্যে আসুর বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। আসুর বিবাহ অর্থাৎ ধন দ্বারা কন্যাকে ক্রয় করিয়া যে বিবাহ, ইহা ঘৃণিত হইলেও স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ ও ভদ্র শ্রেণীর মধ্যেও কম প্রচলিত নহে।

যে অষ্ট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করা হইল, তাহার প্রত্যেকেতেই কতকগুলি বৈবাহিক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন বিবাহ সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

সচরাচর বিবাহ ক্রিয়ায় এই কয়েকটী অঙ্গ স্বীকার করা হইয়া থাকে; বাগ্‌দান বা সম্বন্ধ, বিবাহ দিবসের পূর্ব্বাহ্নে নান্দী শ্রাদ্ধ, রাত্রিতে কন্যা-দান, ও সেই দিন হইতে ৪ দিনের মধ্যে কুশণ্ডিকা।

(ক্রমশঃ)

সন্তানকে কিরূপে শাসন করিতে হয়।

সুশিক্ষিতা মাতা না হইলে সন্তানকে কিরূপে শাসন করিতে হয়, জানিতে পারেন না। সন্তানদিগের দুষ্টামি দেখিলেই কেবল ভর্ৎসনা ও প্রহার করিলে তাহাদিগের ভাল করিতে গিয়া অনেক সময় মন্দ করিয়া ফেলা হয়। শিশুকাল হইতে যাহাতে সন্তানের মনে কুভাব সঞ্চারিত না হয় এবং কুভাব সঞ্চারিত হইলে সদ্ভাব দ্বারা যাহাতে তাহা চিরকালের মত দূর হইতে পারে, এই প্রকার শাসন প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য বিলাতী একটী বিবীর শাসন প্রণালী বর্ণনা করিতেছি।

বিবী মার্টিন নির্জনগৃহে একাকী বসিয়া পশম বুনিতেছেন, দাসী দ্বার খুলিয়া ডাকিয়া বলিল 'মা ঠাকুরণ! একবার যদি আসিয়া দেখেন বাবা হারী এবং ফ্রেড মারামারি করিতেছে, আমি তাহাদিগকে কিছুতেই থামাইতে পারিতেছি না।

বিবী মার্টিন ব্যস্ত হইয়া উপর তালায় গেলেন এবং দ্বার খুলিবা মাত্র দেখিলেন দুই যোদ্ধা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের যেরূপ রক্তাক্ত মুখ, উগ্রমূর্ত্তি এবং মল্লবেশ, তাহা দেখিয়া বুঝিলেন যে সংগ্রামটী ঘোরতর হইয়াছে। মাতা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দুজনে একবারে কাঁদুনী কাঁদিতে লাগিল, একজন অন্য জনকে দোষী প্রমাণ করিবার জন্য নানা কথা বলিতে লাগিল।

বিবী মার্টিন গম্ভীর স্বরে বলিলেন "চুপ কর। আমি দেখিতেছি যার দোষে ঝগড়া আরম্ভ হউক, এখন উভয়েই দোষী। এই লজ্জাস্কর বিবাদ একবারে ভঞ্জন কর এবং উভয়ে 'সেকেণ্ড' কর।"

দুই সহোদরের মধ্যে ফ্রেড একটু সরল ও উদার, সে একবারে দৌড়িয়া গিয়া হারির হাত ধরিল এবং বলিল এসো ভাই আমরা সেকেণ্ড করি, আর ঝগড়া করিয়া কাজ নাই।

হারির মেজাজ অন্যরূপ। সে মাতার অবাধ্য হইতে পারিল না, কিন্তু অনিচ্ছা পূর্ব্বক কষ্টেশ্রেষ্ঠে হাতটী বাড়াইয়া দিল। গঁদ গঁদ করিয়া বলিতে লাগিল "মা, বলিতেছেন তাই, নয়ত ফ্রেড, তোমার সঙ্গে আমি ভাব করিতে পারি না।

বিবী মার্টিন আবার বলিলেন 'হারি চুপ,' এরূপ করা বাধ্যতার চিহ্ন নয়, তোমার ভাইয়ের মুখ চুম্বন কর। সে মুখ ভাবী করিয়া এবং অনিচ্ছায় মুখচুম্বন করিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না, এজন্য বিবী তখন আর কিছু দোষ ধরিলেন না।

তখন তিনি বলিলেন "দুজনে আমার ঘরে এস, তোমাদের সহিত কিছু কথাবার্ত্তা আছে।"

যখন তাহারা ঘরে গিয়া তাঁর কাছে বসিল, তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহাদিগকে মন স্থির করিবার সময় দিলেন। পরে তিনি বলিলেন, এত গোলমালের কারণ কি বল; কিন্তু জেনো আমি তোমাদিগকে একত্র ভালগোল পাকাইয়া বলিতে দিব না, একে একে বল। ফ্রেড আগে বল।

সরল ফ্রেড বলিল " মা, এ গোলযোগটী আমার দোষেই ঘটিয়াছে আজি সকালে আমি হারিকে বড় বিরক্ত করিয়াছিলাম। ও দিতে চায় নাই, তথাপি আমি ওর নূতন ধনুকটী লইয়াছিলাম এবং বেঁকাইতে চেষ্টা করিতে গিয়া দুখানা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম। ও একেবারে রাগিয়া না উঠিলে আমি ওকে আমার ধনুক দিতাম, কিন্তু আমাকে একটী কথা বলিতে দিল না, একবারে আমাকে মারিতে লাগিল, তাই আমি ও রাগিলাম এবং দুজনে মারামারি হইল।

বিবী মার্টিন বলিলেন " হারি, তুমিও কি এই কথা বল?"

হারি বলিল " হাঁ মা, দেখলে আমার কিছু দোষ নাই। আমার ধনুকে ফ্রেড কেন হাত দিবে? এতে আমি কি রাগিতে পারি না এবং তার দোষের দণ্ড দিতে পারি না? মা, তুমিও জান, আমরা যখন দোষ করি, তুমি রাগ এবং আমাদিগকে শাস্তি দেও।

বিবী মার্টিন বলিলেন " আচ্ছা, হারি! এস একটু ভেবে দেখি, তা হলে বুঝিতে পারিবে যে যেটী তোমার রাগ, আর যেটী আমার রাগ বলিতেছ, এ দুয়ে একটু ভিন্নতা আছে। প্রথমে দেখ, আমি আমার অসন্তোষ কিসে দেখাই? আচ্ছা বল দেখি, তুমি এই মাত্র তোমার ভাইয়ের প্রতি যেরূপ করিতেছিলে আমি যদি রাগিয়া সেইরূপ করিয়া তোমার প্রতি ছুটিয়া যাই, তোমার চুল ধরিয়া হেঁচড়াইয়া টানি এবং প্রহার করি, তুমি আমাকে কি মনে করিবে?"

হারি একটু হাসিয়া বলিল, না মা আমি এরূপ ভাবিতে পারি না, তুমি কখনএরূপ করিতে পার না। আমাদের স্কুলের ধারে এক মেয়ে মানুষ বাসা করে আছে, সে তার ছেলেকে এমনি করে মারে, কিন্তু ছেলে তাকে গ্রাহ্য করে না। তুমি যদি মা সেরূপ কর দেখিতে পাই, তুমি যখন রাগ

তখন যদি আমাদিগকে মার, আমার ইচ্ছা হয় ফিরাইয়া মারি। কিন্তু তুমি আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে গম্ভীর ও নিস্তব্ধভাবে কাছে দাঁড়াইয়া যে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ কর ও বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী প্রকাশ কর তাতে এত ভয় হয়, যে তুমি দশ ঘা মারিলেও তত হয় না।

মাতা বলিলেন "হারি! তবে দেখ তোমার আর আমার রাগে একটু ভিন্নতা আছে। তুমি আমার বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গীর কথা বলিলে। আমার পুত্রেরা যখন কোন কুকাজ করে, আমি তখনি বিরক্ত হই। তোমরা আমার নিজের কোন ক্ষতি করিলে অথবা আমার কোন জিনিষ নষ্ট করিলে তা বলে আমি বিরক্ত হই না। তোমরা পাপ করিলে আমার দুঃখ হয়, সেই জন্যে বিরক্ত হই। কিন্তু তোমাদের কুকাজ দেখিয়া যখন মন বিরক্ত হয়, তখন তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা এক বিন্দু কমে না। হারি! তোমার মনে একটু পূর্ব্বে কি এই ভাব ছিল? যখন ভাইয়ের সহিত দাঙ্গা করিতেছিলে, তখন তার প্রতি কি যথার্থ ভালবাসা ছিল? সে তোমার খেলনা ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া তার প্রতি একটু শত্রুর ভাব কি হয় নাই?

হারি লজ্জিত হইল, মাথা হেঁট করিল, কিন্তু আর কোন বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না।

মাতা বলিতে লাগিলেন 'এখন তোমাদের দোষের দণ্ড দেওয়া চাই। এটী আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমি অন্যথা করিতে পারি না। ঈশ্বর এই দণ্ড দিতে আমাকে বলিয়াছেন, তোমরা দণ্ডের যোগ্য হইলেও যদি দণ্ড না দি, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমার পাপাচরণ করা হইবে। কেন না, তিনি তোমাদিগের ভার আমার হস্তে দিয়াছেন। যখনি আমাকে বাধ্য হইয়া এ কর্ত্তব্য কাজ করিতে হয়, আমার মনে বড় কষ্ট হয়, কিন্তু আমি ইহার প্রতি তাচ্ছিল্য করিতে পারি না। হারি! যখন তুমি ভাইকে দণ্ড দিবে বলিতেছিলে, তখন তোমার মনে কি এই ভাব হইতেছিল? তুমি তোমার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য নয়, কিন্তু নিজের রাগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এ কথা বলিতেছিলে। এ কথা কি ঠিক্ নয়?'

হারি মৃদুস্বরে বলিল 'হাঁ মা! আমার রাগ হইয়াছিল, তার জন্যে আমি দুঃখিত।'

ফ্রেড বলিল " আমিও দুঃখিত, আমি তোমার যে ধনুক ভাঙ্গিয়াছি, তার বদলে আমার ধনুক তোমাকে দিব।".

হারির মনে এখন সদ্ভাবের উদয় হইয়াছে। সে বলিল, ভাই ফ্রেড! তুমি ভাল, আমি আর তোমার ধনুক লইব না। আমি রাগভরে তোমাকে মারিয়াছি বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। ভাঙ্গা ধনুকের এত দাম নয় যে তারজন্য এত রাগ হইতে পারে। মা! আমাদিগকে কি ক্ষমা করিবে?

মাতা বলিলেন " তোমরা আমার প্রতি কোন গুরুতর পাপ কর নাই। কিন্তু তোমরা যে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার পরিচয় দিয়াছ, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপ, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিবে। তোমরা আর না বিবাদ কর এজন্য আমি তোমাদিগকে দণ্ড দিব। এ কর্ত্তব্য আমি অবহেলা করিতে পারি না। কিন্তু উভয়ে দুঃখিত হইয়াছ, এজন্য দণ্ড গুরুতর হইবে না। এখন তোমাদের বেড়াবার সময়। অন্যদিনের ন্যায় আজি তোমরা একত্র না গিয়া একাএকি যাইবে। ফ্রেড আগে বেড়াইয়া আসুক, হারি! তুমি এখন আমার নিকট আসিয়া পড়। ফ্রেড বেড়াইয়া আমার নিকট পড়িতে আসিলে তুমি একাকী বেড়াইতে যাইবে।

উভয় বালক তখন একত্র হইয়া বলিল, না মা, একা একা বেড়াইলে সুখবোধ হয় না, একাএকি খেলা করা হয় না, সে ভাল লাগে না।

বিবী মার্টিন বলিলেন " আমি যা বলিয়াছি তার অন্যথা হইবে না। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করিলে ও ছাড়া ছাড়ি হইলে কি কষ্ট হয়, আমি তাই তোমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে চাই। বালকেরা জানিত, তাদের মার কথার অন্যথা হয় না, তাঁর মতের পরিবর্ত্ত নাই, সুতরাং তাহারা আর কিছু না বলিয়া তাঁর কথার বশ হইল। কিন্তু সে দিন তাদের খেলার সময় সুখ বোধ হইল না। একাএকি আমোদ করিতে পারিল না, উভয়েই সন্ধ্যাকালে নির্জ্জনে বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতে লাগিল এবং ভাইয়ে ভাইয়ে আর বিবাদ করিবে না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিল।

বঙ্গবাসীর ইউরোপ ভ্রমণ।

২৬ মার্চ ১৮৭৪। ১৪ চৈত্র—বৃহস্পতিবার।

প্রাতঃকালে হুড়াহুড়ী লাগিয়াছে, অদ্য ২ টার সময় জাহাজ ছাড়িবে। বন্ধুরা দেখা করিতে আসিতেছেন, জিনিষ পত্র এখন বাঁধা হয় নাই। বুকের ভিতর কেমন করিতেছে—ভয়েতে, আশাতে, দুঃখেতে, সাহসেতে মিলিয়া এক বিচিত্র ভাবের সমাগম হইয়াছে। আজ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এত কালে অনেক দিনের আশা পূর্ণ হইল। আমার ভাগ্যেও ইউরোপ যাত্রা ঘটিল! কয় বৎসর হইতে মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম, কত বাধাই পথে আসিল, এখনও চারিদিকে কত প্রতিবন্ধক। আমার মত অবস্থায়, এত নিরুৎসাহ ও ক্লেশের কারণ চারিদিকে থাকিতে, কয়জন এমন দূরদেশে যাইতে সাহসী হয়? লোকে সকল কথা জানিলে আমাকে পাগল বলিত। এই মুহূর্ত্তে কত জনে কত কি ভাবিতেছেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কিন্তু যাঁহার শুভ ইচ্ছা চিরকালই এই জীবনের একমাত্র নিয়ামক, তিনি শুভক্ষণে মনের পুরাতন আশা পূর্ণ করিলেন। তাঁহারই কৃপা আমার সাহস ও সন্তোষের স্থল। এখন যে অভিপ্রায়ে বাহির হইলাম তাহা সিদ্ধ হইলেই মুখ উজ্জ্বল হয়। কেবল দুইজনের মধ্যে মনের অনুরূপ ভাব পাইয়া ছিলাম, একজন আমার চির আত্মীয় প্রাণপ্রিয় বন্ধু * *; আর এক জন সেই আমার সাবিত্রী সমানা ধার্ম্মিকা শুভাকাঙ্ক্ষী * * *। কিন্তু অদ্য প্রাতঃকাল হইতে অনেকেরই ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিলাম। উপাসনার সময় কি ব্যাপার হইল তাহা কি প্রকারে বলিব? পূজা আহ্নিকের পর জিনিষ পত্র বাঁধিবার তাড়াতাড়ি পড়িল, সকলে আসিয়া আমার ঘরে উপস্থিত হইলেন। ইহার মধ্যে অনেকেই আমার আত্মীয়দিগের স্ত্রী পরিবার। কেহ অবনত মস্তকে কাঁদিতেছেন, কেহ বিষণ্ণ বদনে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, কেহ আমার আহারাদি ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রায় প্রত্যেককেই দুই চারিটী কথা বলিলাম; বলিতে বলিতে এক একবার কণ্ঠ বদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। ক্রমে বেলা হইয়া আসিল, দুই গ্রাস আহার করিয়া

লইলাম। মুচীখোলা যাইবার গাড়ীর বড় অবন্দোবস্ত। যত জঘন্য লক্ষ্মীছাড়া, কেরাঞ্চী সব আমার ভাগ্যে আসিয়া উপস্থিত; বন্ধুরা কেহ কেহ রৌদ্রে হাঁটিয়া চলিলেন। ঘোড়াগুলার যেমন শ্রী, তেমনি গতি, রাস মানে না, কথা মানেনা, চাবুক মানেনা; কোচম্যান নামিয়া মুখ ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়। অন্য সময় হইলে আমাদের পুরাতন প্রোফেসর শ্রীযুক্ত—র রিসিপী অনুসারে " ক্রোধাঙ্কের " উদ্রেক হইত; কিন্তু এখনতো বীর রসের সময় নহে, সুতরাং করুণ রসের সঞ্চার হইল, গাড়োয়ানদিগকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কোনক্রমে মুচীখোলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তথায় ক্রমে জাহাজের উপর উঠিলাম। সঙ্গে এতগুলি আত্মীয় আসিলেন যে ষ্টিমারের উপর লোকের গমনাগমন ভার হইয়া উঠিল। ক্রমে এক একজন বিদায় হইতে লাগিলেন। * জাহাজ অবধি আসিতে পারেন নাই তিনি গাড়ীতে উঠিবার সময়েই নমস্কার করিলেন। তাঁহার মুখের অপূর্ব্ব ভাব মনে রহিল। * আসিয়া কেবিনেতে উপস্থিত, যাহা বলিবার বলিলেন। শরীর মন কেন এত আকুল? * * * ক্রমে সব বন্ধুরা আমাকে ছাড়িয়া তীরে গিয়া উপনীত হইলেন। জাহাজের শিড়ি উঠাইয়া লইল, এক একটী করিয়া দড়ি কাটিতে লাগিল। ঐ দূরে আমার আত্মীয়েরা দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধন ছিঁড়িতেছে, তাঁহাদের মুখ অদৃশ্য হইতেছে, তাঁহাদের আকার অস্পষ্ট হইতেছে। চক্ষু মেলিলাম, আরও মেলিলাম, আরও সবলে তাকাইলাম, কিন্তু ভাল দেখিতে পাই না। ঐ কে রুমাল দেখাইতেছেন, ঐ আর একজন, ঐ আর একজন। আমার সঙ্গী বলিলেন ঐ যে ক্রমাগত রুমাল দেখাইতেছেন, উনি *; আর চক্ষে দেখিতে পাই না। সব প্রাণের আত্মীয়গণ দূরে মিশাইয়া গেলেন, এক এক করিয়া বিমুখ হইলেন, আমি একাকী সাগরে ভাসিলাম। আজ এই সময়ে যেমন, শেষ দিনও কি তেমনি? না তখনকার বিদায় ইহা অপেক্ষা সুখকর হইবে? একজন লেখক বলেন যে যদি আমরা যাঁহাদিগকে ছাড়ি তাঁহাদিগকে এত ভাল বাসি, তবে যাঁহাদিগকে এত ভাল বাসি, তাঁহাদিগকে কি চিরদিনের জন্য ছাড়িতে হইবে? অদূরে কলিকাতা নগর আপনার সহস্র প্রাসাদশিখর ঊর্দ্ধে তুলিয়া আমাকে বিদায় দিতেছে, আমাকে আশীর্ব্বাদ

করিতেছে। যত দূর যাইতেছি, নগর তত আরও সুন্দর বোধ হইতেছে। কলিকাতা কি লইয়া এত সুন্দর হইল? আপনার শোভাতে, না আমি যাঁহাদিগকে রাখিয়া গেলাম তাঁহাদের মুখের ও মনের শোভাতে? গৃহের ছাদ, গির্জার চূড়া, জাহাজের মাস্তুল, নদীতীরের বৃক্ষ শ্রেণী, গঙ্গার শুভ্র স্রোতে সহস্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সকলে মিলিয়া ক্রমে ক্রমে আকাশ পথে মিশাইয়া গেল। প্রিয় কলিকাতা, সুন্দর নগর! আমার সকল সুখ, সকল দুঃখ, সকল উন্নতি সকল আশার স্থান! এ সংসারে আমার যাহা কিছু যত্নের, আদরের সামগ্রী আছে, আমি সমুদায় তোমার অঙ্কে রাখিয়া অনেক দিনের জন্য বিদায় লইলাম। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন। দেখিতে দেখিতে জাহাজ, আচিপুর, খেজরী অতিক্রম করিল। পরে হঠাৎ গতিরোধ হইল। এস্থানে থামিবার কারণ এই যে এখানে পোত্ চালকেরা নানা প্রয়োজনের জন্য বারুদ গ্রহণ করে। কলিকাতা হইতে এককালে অনেক বারুদ লইবার অনুমতি নাই। কিয়ৎকাল পরে আবার নঙ্গর উঠিল এবং সন্ধ্যার সময় ডায়মণ্ড হারবরে আসিয়া আমাদের গতি বন্ধ হইল। আমরা আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। নিদ্রা গিয়া কেবল দিবসের কথা মনে পড়িল, কত স্বপ্ন দেখিলাম কি বলিব, এই স্বপ্ন দুঃখ সুখ-মিশ্রিত। ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ, বিদেশ বাসের এক দিন নির্বি পদে গত হইল।

২৭ মার্চ শুক্রবার।

প্রাতঃকাল হইল, ৮ টা বাজিল, তথাপি জাহাজ ছাড়ে না। চারিদিক্ কুজ্ঝটিকায় আবৃত, কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। পথ দেখিতে পাওয়া যায় না, তা পোত চলিবে কি? কাল লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি সেণ্ট মেরী জেম্স নামক সাগরে গমন পথে একটী স্থান আছে, তাহা বড় ভয়ানক। ভাগীরথী গর্ভে অপর একটী নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং উভয়ের পরস্পর প্রতিহত স্রোতে নিমন্থিত জলরাশি সতত এমত আন্দোলিত ও প্রচণ্ড বেগবতী যে তদ্দ্বারা নৌকা ও জাহাজের সর্ব্বদাই বিপদ ঘটিয়া থাকে। এমন কি আমাদিগের এই প্রকাণ্ড অর্ণবপোতেরও বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা। চাইনামান সূত্রধর আসিয়া আমার কুঠারীর একমাত্র

বাতায়ন স্ক্রুদ্বারা বন্ধ করিল, চারিদিকে যেন ক্ষণকালের জন্য হুলস্থূল প'ড়িয়া গেল। আমি ছুতারকে কিঞ্চিৎ সাহেবী আওয়াজে বলিলাম তুমি আমার কেবিনে কি চাও? জ্যাক চাইনামান কি বলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রায় নয়টা বেলায় পুনরায় জাহাজ ছাড়িল। নদীমুখ প্রশস্ত হইতে আরও প্রশস্ত হইতে লাগিল। দুই পার্শ্বের ভূমি ক্রমশঃ পশ্চাদ্গমন করিয়া ভাগীরথীকে গভীর সাগর সঙ্গমে পথ ছাড়িয়া দিল। নগর হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে জঙ্গল, জঙ্গল হইতে শৈকত ময় বৃক্ষ বিহীন বিস্তীর্ণ চর ক্রমে ক্রমে এই রূপে অতিক্রান্ত হইয়া গেল। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া, বহু উপকার সাধন করিয়া, শীতল পবিত্র গঙ্গা আপনার পরিশ্রান্ত মস্তক প্রশস্ত জলধি বক্ষে লুক্কায়িত করিলেন। দূর হইতে সমুদ্র সুনীল সবল হস্ত প্রসারণ করিয়া ভাগীরথীর শ্বেত কান্তিকে আলিঙ্গন করিল, শুভ্র জল নীল জলে মিশাইল। [আমার এই পরিশ্রান্ত মস্তক অনন্ত প্রেম জলধিতে এই রূপে কবে লুক্কায়িত হইবে?] নীল জল রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলাম। প্রচণ্ড রৌদ্র ফুটিল, আমাদিগের পোত সবেগে তাড়িত হইল। প্রতি ঘণ্টায় একাদশ ক্রোশ আমাদিগের গতি। সমুদ্র প্রশান্ত, কেবল জাহাজের প্রান্ত ভাগ কিছু কিছু দুলিতেছে। কি মিষ্ট এবং শীতল এই সমীরণ! গৃহ-বিচ্ছিন্ন, বন্ধুবিচ্ছিন্ন মনুষ্যের শরীর মনকে কত দূর স্নিগ্ধ করে! ইচ্ছা হয় এই অনুকূল বায়ুকে বলিয়া দি সে দূত হইয়া বাটী গিয়া আমার অভাবে যাহারা ক্ষুব্ধ বিষণ্ণচিত্ত, তাহাদিগের উষ্ণ নিশ্বাসকে শীতল করিয়া দেয়, 'এবং এই বার্ত্তা বহন করে যে ঈশ্বরকে যাহারা প্রেম ও বিশ্বাস করে তাহাদিগের নিরাশা ও অবসন্নতার কারণ নাই। একই সাগর পৃথিবীকে ঘেরিল, একই আকাশ সংসারকে আচ্ছাদন করিল, একই সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষু, একই বায়ুর সহস্র প্রবাহ। তবে এ সমস্ত যাঁহার, তিনি কিরূপে এক ভিন্ন দুই হইবেন? একাকী তিনি আমার, আমার বন্ধুদিগের, আমার দেশের, এই সমুদায় পৃথিবীর রক্ষক। তাঁর ক্রোড়ে দূর নিকট; ব্যবধান বিনষ্ট, বিচ্ছেদ অসম্ভব। তাঁর চিন্তায় সব আত্মীয় বন্ধুদিগকে আবার নিকটে পাইলাম। যখন এ শরীর পতন

তপস্বিনী রাবা।

রাবা তুরস্কদেশের অন্তর্গত বসোরা নগর নিবাসী একজন দরিদ্রের কন্যা ছিলেন। আরবী ভাষায় রাবা শব্দে চতুর্থ বুঝায়। তিনি সেই দরিদ্রের চতুর্থ কন্যা ছিলেন বলিয়া রাবা নামে আখ্যাত হন। রাবা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার জনক জননী উভয়েই লোকান্তর গমন করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বসোরাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন ভগিনীগণ হইতে রাবা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এক দুর্বৃত্ত কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে তাঁহাকে এক সম্পন্ন লোকের হস্তে সমর্পণ করে। সে ব্যক্তি দাসীরূপে রাবাকে ক্রয় করিয়া স্বীয় পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত রাখে। সে অতিশয় নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ছিল, রাবাকে এরূপ সাধ্যাতীত পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিত যে তিনি কোনরূপে তাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে বিষম নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। একদিন আর ক্লেশ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রাবা প্রভুর গৃহ হইতে পলাইয়া যান। আস্তে ব্যস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া যাইতে যাইতে পথে আছাড় খাইয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তখন নানা ক্লেশ ও বিপদে চতুর্দ্দিক, অন্ধকার দেখিয়া ভূমিতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিলেন "হে পরমেশ্বর! আমি পিতৃ মাতৃহীনা দুঃখিনী, বন্দিনী হইয়া আছি, হস্ত ভগ্ন হইয়া গেল, এই সকল দুরবস্থাতেও আমার শোক নাই, আমি তোমার প্রসন্নতা চাই, বল প্রভো! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কি না?" তখন এই স্বর্গীয় বাণী রাবা শুনিতে পাইলেন "বৎসে! শোক করিও না, অচিরে তোমার গৌরব বর্দ্ধন হইবে, দেবগণ তোমাকে আদর করিবেন।" রাবা ইহাতে সান্ত্বনা পাইয়া প্রভুর গৃহে চলিয়া আসেন। তদবধি দিবাভাগ গৃহস্বামীর পরিচর্য্যায় ও রজনী ধর্ম্মপুস্তকের শ্লোক পাঠ ও উপাসনায় যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল এই ভাবে গত হইলে এক দিন রাত্রিতে গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া রাবা কি বলিতেছে, শুনিতে পাইল। তখন রাবা নিভৃত কুটিরে প্রণত হইয়া এই বলিতেছিলেন "প্রভো, পরমেশ্বর! তুমি জান, তোমার আজ্ঞা পালন

করি, ইহাই মনের একান্ত অভিলাষ। তোমার মন্দিরে তোমার সেবাতে আমার চক্ষুর জ্যোতিঃ, যদি আমার সাধ্য থাকিত, এক মুহূর্ত্ত তোমার সেবা হইতে বিরত হইতাম না। কিন্তু তুমি আমাকে পরাধীনা দাসী করিয়া রাখিয়াছ, এজন্য বিলম্বে তোমার সেবায় উপস্থিত হই।" রাবা দীনভাবে ঈশ্বরকে নিবেদন করিতেছিলেন, গৃহস্বামী ইহা শুনিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল যে রাবার উপরে এক স্বর্গীয় আলোক জ্বলিতেছে, সমুদায় গৃহ তাহাতে উজ্জ্বল হইয়াছে। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইল; একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, মনে মনে এই স্থির করিল যে এতাদৃশী পূজনীয়া নারীকে নিজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখা কোনরূপে বিধেয় নহে, বরং তাঁহার সেবায় আমারই নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়াই পর দিন গৃহস্বামী রাবাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিল ও তৎপ্রতি অনেক শ্রদ্ধা প্রীতি প্রদর্শন করিয়া বলিল "যদি তুমি এখানে থাক, আমি দাস হইয়া তোমার সেবা করিব।" তখন রাবা অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন ও কঠোর তপস্যাতে আপনার জীবনকে নিয়োজিত করিলেন।

দিবারাত্রি ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের আলোচনা ও উপাসনা সাধনাতে তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। তিনি কখন কখন মহর্ষি হোসেন বসোরীর সভাতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতেন। কিয়ৎকাল এক নির্জ্জন অরণ্য প্রদেশে বাস করিয়া যোগাভ্যাস করেন, তৎপরে এক ভজনালয়ে যাইয়া বাস করেন, কিছু কাল সেখানে ধর্ম্ম সাধনায় রত থাকেন, পরিশেষে মক্কায় চলিয়া যান। মক্কাতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের অবসান হয়। চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ রাখিয়াছিলেন।

রাবা সাধন বলে এরূপ উন্নত ধর্ম্ম জীবন ও স্বর্গীয় প্রেম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার নামে সকলে মস্তক অবনত করিত, তাঁহার দর্শন ও উপদেশ বাক্য শ্রবণের জন্য তাঁহার নিকটে বহু লোকের সমাগম হইত, সকলেই তাঁহার জীবনের প্রভাব দেখিয়া ও তাঁহার মুখবিনির্গত তেজোময় বাক্য শ্রবণ

করিয়া চমৎকৃত হইত। মহর্ষি হোসেন বলিয়াছেন যে রাবা শিক্ষা না পাইয়া কাহার উপদেশ শ্রবণ না করিয়া মনুষ্যসাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় অন্তরে আলৌকিকরূপে ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতেন।

রাবার প্রতি মহর্ষি হোসেনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। হোসেন সপ্তাহে একদিন ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন। এক দিবস উপদেশের সভায় তপস্বিনী রাবাকে অনুপস্থিত দেখিয়া হোসেন মৌন রহিয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে বলিল কত জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত লোক উপদেশ শ্রবণের জন্য উপস্থিত আছেন একটী বৃদ্ধা নারী আসেন নাই, তাহাতে ক্ষতি কি? হোসেন বলিলেন "যে সরবত হস্তীর উদরের জন্য, তাহা পিপীলিকার মুখে অর্পণ করিতে পারি না।" হোসেন উপদেশ দান কালে যখন বলিতে বলিতে উৎসাহের তেজে উষ্ণ হইয়া উঠিতেন, তখন রাবার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন এই তেজঃ তোমার হৃদয়ের তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

একদা হোসেন রাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "পরিণয়ের অভিলাষ আছে কি?" রাবা বলিলেন "শরীর সম্বন্ধে বিবাহ বটে, আমার শরীর কোথায়? শরীর যে তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছি শরীর তাঁহার আজ্ঞাধীন, তাঁহার কার্য্যে রত।"

হোসেন রাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি এই উচ্চ পদ কি প্রকারে পাইলে?" তপস্বিনী রাবা বলিলেন "সমুদায় প্রাপ্ত বস্তু হারাইয়া পাইয়াছি।" হোসেন জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঈশ্বরকে কিরূপ জান?"

রাবা বলিলেন, "হোসেন! তুমি তাঁহাকে এরূপ ও রূপ জান, আমি তাহা জানি না, আমি তাঁহাকে অরূপ জানি।"

এক দিন হোসেন রাবাকে বলিয়াছিলেন যে লোকান্তরে যদি এক মুহূর্ত্ত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে বিরত হই, এতাদৃশ বিলাপ ও রোদন করিব যে তাহা দেখিয়া আমার প্রতি স্বর্গীয় ঋষিগণের দয়া উদ্দীপিত হইবে। রাবা বলিলেন এ উত্তম কথা। কিন্তু যদি ইহলোকে এক মুহূর্ত্ত ঈশ্বর প্রসঙ্গে শৈথিল্য করিলে সেরূপ দুঃখ শোক ও বিলাপ ক্রন্দন প্রকাশ পায়, তাহা হইলে পর লোকে যে সেরূপ হইবে তাহার লক্ষণ বুঝা যাইতে পারে। অন্যথা তাহার প্রমাণ নাই।

একদা বসন্ত ঋতুতে তপস্বিনী রাবা এক কুটীরে যাইয়া স্থির ভাবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিচারিকা ডাকিয়া বলিল "আর্য্যে! বাহিরে আগমন করুন, সৃষ্টির শোভা আসিয়া দেখুন।" রাবা বলিলেন "তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা দেখ।"

কেহ রাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুমি যে ঈশ্বরের পূজা কর, তাঁহাকে কি দেখিয়া থাক?" তিনি উত্তর করিলেন "আমি তাঁহাকে না দেখিলে পূজা করিতাম না।"

অন্য একজন রাবাকে বলিয়াছিল "পাপ দৈত্যকে তো শত্রু বলিয়া জান?" রাবা বলিলেন ঈশ্বর প্রেমের বশ হওয়াতে পাপ দৈত্যের সঙ্গে আমার সংগ্রাম ও শত্রুতা নাই।"

কতকগুলি লোক রাবার নিকটে উপস্থিত হইলে রাবা তাঁহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি পরমেশ্বরকে কি জন্য অর্চ্চনা করিয়া থাক?" সে বলিল "নরকের ভয়ানক যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণা ভয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার পূজা করিয়া থাকি।" অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "স্বর্গ পরম রমণীয়, তাহাতে অপার সুখ, সেই সুখের আকাঙ্ক্ষায়।" রাবা বলিলেন "অধম দাসেরাই ভয় বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রভুর সেবা করিয়া থাকে। ভাল, যদি স্বর্গ নরক না থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি পূজিত হইতেন না? প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অর্চ্চনা অহেতুকী।"

এক ব্যক্তি মস্তকে এক প্রকার পটী বাধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রাবা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ইহা কেন মাথায় বাঁধিয়াছ?" সে বলিল "শিরঃ পীড়া হইয়াছে এজন্য।" রাবা বলিলেন "তোমার বয়স কত?" বলিল "ত্রিশ বৎসর।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এত কাল তুমি সুস্থ না অসুস্থ ছিলে?" উত্তর করিল "সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে ছিলাম।" রাবা বলিলেন "এতাধিক কাল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন মস্তকে বাঁধিলে না, এক দিন যেই অসুস্থ হইয়াছ, গ্লানির চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াছ!!"

একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাবার পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন "তপস্বিনি! যদি তুমি ইঙ্গিত কর, অনেক লোক আছেন যে তোমার অসচ্ছলতা দূর করিতে ইচ্ছুক হইবেন।" রাবা বলিলেন "সাধু সাধক!

অভাব সম্বন্ধে কাহার নিকটে প্রার্থনা করিতে আমার লজ্জা হয়। এই সংসারও তাঁহারই রাজ্য, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের নিকটে আমি কি প্রকারে ভিক্ষা চাহিব? যাহা কিছু চাহিয়া লইতে হয় তাঁহারে হস্ত হইতে লইব।”

এক ব্যক্তি বলিয়াছেন “রাবার নিকটে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার একটী মাত্র ভগ্ন জলপাত্র, তাহা দ্বারাই জল পান ও আচমন করিয়া থাকেন। একখান ইটের উপর মস্তক রাখিয়া পুরাতন দরমাতে শয়ন করেন। ইহা দেখিয়া মনে কষ্ট হইল, বলিলাম আর্য্যে! আমার অনেক ধনী বন্ধু আছেন, যদি আদেশ করেন তাঁহাদিগের নিকটে আপনার জন্য কিছু ব্যবহার্য্য সামগ্রী চাহিতে পারি।” তাহাতে রাবা বলিলেন “তুমি অত্যন্ত ভুল করিতেছ, তাঁহারা কেহই আমার জীবিকাদাতা নন, যিনি জীবিকা দাতা তিনি কি দরিদ্রদিগকে তাহাদের দরিদ্রতার জন্য ভুলিয়া আছেন এবং ধন আছে বলিয়া ধনীদিগকে স্মরণ করেন?”

একজন যোগী রাবার নিকটে বসিয়া সংসারের গ্লানি আরম্ভ করিয়াছিল। রাবা বলিলেন “তুমি অত্যন্ত সংসার-প্রেমিক, যদি তাহা না হইতে, ঈশ্বর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া সংসারের প্রসঙ্গ করিতে না। সংসার বিরাগী হইলে তাহার ভাল মন্দ লইয়া আলোচনা করিতে না, সংসারকে স্মরণ করিতে না। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার প্রসঙ্গ অধিক করিয়া থাকে।”

রাবার প্রার্থনা।

পরমেশ্বর! তুমি ইহলোকে যাহা কিছু আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা তোমার শত্রুকে দেও, পরলোকের যাহা কিছু তোমার বন্ধুকে দেও, তুমিই আমার যথেষ্ট, আমি আর কিছু চাহি না। হে ঈশ্বর! যদি নরকের ভয়ে আমি তোমার পূজা করি, আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর, যদি স্বর্গ লোভে তোমার সেবা করি, আমার পক্ষে তাহা হারাম অর্থাৎ অগ্রাহ্য কর। যদি শুদ্ধ তোমার জন্য তোমার পূজা করিয়া থাকি, তবে তোমার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল রূপে দর্শন করিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।

বায়ু নির্যান যন্ত্র।

আগে লোকে ভ্রমবশতঃ মনে করিত বাতাসের কিছুই ভার নাই এবং ইহাকে কোন স্থান হইতে কোনরূপে সরাইয়া ফেলা যায় না। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সুবিখ্যাত ইটালীয় পণ্ডিত গালিলিওর শিষ্য টরিসেলি এই ভ্রম দূর করেন। তিনি দেখান বায়ুর ভার আছে, এবং এই ভার ৩৩ ফিট উচ্চ জলের স্তম্ভের সমান অর্থাৎ এক বুরুল প্রমাণ জলের ৩৩ ফিট উচ্চ একটী স্তম্ভের ভার যত হইবে, (পৃথিবীর যত উচ্চে বায়ু থাকুক) বায়ুর এক বুরুল প্রমাণ একটী স্তম্ভেরও ভার তত হইবে। পিচকিরীর বাঁট টানিলে যে জল উঠে, তাহার কারণও এই বায়ুর ভার। পিচকিরীর মুখ এক পাত্র জলের উপর ধরিয়া টানিলে পিচ্‌কিরীর মধ্যস্থল শূন্য হয়, সেখানে বায়ুর ভার থাকেনা, এই জন্য পিচকিরীর বাহিরের বায়ুর ভার পাত্রের জলকে চাপিয়া পিচকিরীর শূন্য স্থানে তুলিয়া দেয়। বায়ুর ভার ৩৩ ফিট লম্বা একটী পিচকিরীকে জলপূর্ণ করিতে পরে, কিন্তু ৪০ ফিট পিচকিরী হইলে তাহার ৩৩ ফিটে জল উঠিবে, অবশিষ্ট ৭ ফিট শূন্য থাকিবে। বায়ুর চাপ ৩৩ ফিটের অধিক জল তুলিতে পারে না।

যে অবধি বায়ুর এই আশ্চর্য্য তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই অবধি স্থান সকলকে বায়ু শূন্য করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। বায়ুকে স্থানান্তরিত করিবার বা তাড়াইবার জন্য অনেক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। যে যন্ত্র দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে বায়ু নির্যান যন্ত্র বলে, আমরা এখানে এই যন্ত্রের একটী ছবি প্রকাশ করিলাম।
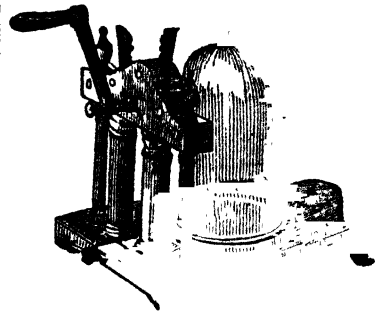
দেখ ডান হাতের দিকে একটী লণ্ঠনের মত কাচের পাত্র রহিয়াছে, এইটী যন্ত্রের উপর বসাইয়া বাঁ দিকের উঁচু বাঁটটী যত ঘুরাইবে, তত কাচ পাত্রের মধ্যস্থিত বায়ু বাহির হইয়া তাহাকে ক্রমে বায়ু শূন্য করিবে।

বায়ু এককালে বাহির হইয়া যায় না, যত বাহির করিয়া দেওয়া যায়, পাত্রের মধ্যে অবশিষ্ট বায়ু তত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া সমু-দায় পাত্র ব্যাপিয়া থাকে। যাহা-হউক বায়ু নির্যান যন্ত্র দ্বারা যখন একটী পাত্রকে বায়ু শূন্য করা যায়, তখন তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য কাণ্ড দৃষ্ট হয়। আমরা একটী টাকা আর একটী পালক বায়ুশূন্য স্থানে ফেলিয়া দিয়া দেখি, টাকা ভূমিতে আগে পড়ে, পালক শেষে পড়ে, কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে দুইই এক সময়ে পড়ে। ইহার কারণ এই, পৃথিবীর আকর্ষণ ভারী ও হালকা সকল বস্তুর উপর সমান, কিন্তু বাতাসে হালকা বস্তুকে বাধা দেয় বলিয়া তাহা শীঘ্র পড়িতে পারে না, বায়ুশূন্য স্থানে সেরূপ হই-বার সম্ভাবনা নাই। বায়ুশূন্য স্থানে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিলে সহসা টানিয়া বাহির করা যায় না, বাহিরের বায়ু হাতের উপর জোরে চাপিতে থাকে এবং কে যেন ভিতরে হাতকে টানিতে থাকে। নির্বাত স্থানে একটী প্রদীপ লইয়া গেলে নিবিয়া যাইবে, একটী জীবকে ছাড়িয়া দিলে শ্বাসরোধ হইয়া মরিয়া যাইবে। বায়ু নির্যান যন্ত্র দ্বারা বায়ুর অনেক গুণাগুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। মিস মেরি কার্পেণ্টার মেল জাহাজ যোগে ভারতবর্ষে আসিতে-ছেন। বৃদ্ধবয়সে ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার অনুরাগকে ধন্য।

২। যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই সমারোহ-পূর্ব্বক আয়োজন হইতেছে। আমা-দিগের নারীসমাজ হইতে তাঁহার কোন প্রকার অভ্যর্থনা করা হইবে এ সুসং-বাদ কি আমরা প্রকাশ করিতে পারিব?

৩। বোম্বাই শিক্ষা বিভাগে প্র-বেশ করিবার জন্য যাঁহাদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে, তাঁহাদিগের মধ্যে একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী পরীক্ষা দিতেছেন। বোম্বাই স্ত্রীশিক্ষায় ভারতের আদর্শ।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা।

পূর্ব্বে এদেশে স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যা শিক্ষা প্রচলিত ছিল না, সেই জন্য অনেক প্রাচীনা তাহা অতি গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করেন। এখনও অনেক হিন্দু রমণী বৃথা আমোদ প্রমোদ করিয়া কালক্ষেপ করেন, যদি সেই সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের অনেক উপকার হইতে পারিত। লেখা পড়া যে নারী জাতির পক্ষে কি প্রয়োজনীয় তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। যত দিন অবলাগণ উৎসাহশীলা হইয়া বিদ্যা চর্চ্চা না করিবেন তত দিন তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে ভ্রম ও মলিনতা দূর হইবে না এবং পরস্পর ভাল বাসিতে পারিবেন না। বিদ্যা শিখিলে মনের উন্নতি এবং জীবনের উন্নতি হয়, কোন অপকার হয় না।

পুরাকালে শকুন্তলা, রুক্মিণী দ্রৌপদী লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী, খনা প্রভৃতি বিদ্যাবতী রমণীগণের বিবরণ অদ্য পি কত পুস্তকে বর্ণিত আছে! কেবল বিদ্যা বলে তাঁহাদের সুধাময় চরিত্রের বিষয় পৃথিবীতে বিখ্যাত রহিয়াছে। আমাদের দেশে রাণী ভবানী নাম্নী এক রাজ্ঞী ছিলেন, তিনি অসাধারণ বিদ্যাবতী ছিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি স্বয়ং রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন ও ব্যাবহারিক বিদ্যা সুন্দররূপে অবগত ছিলেন। বিদ্যার প্রভাবে পাপের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ধর্ম্মের পথে মন অগ্রসর হইয়া থাকে। বিদ্যাবতী নারীগণের অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা ঈর্ষা প্রভৃতি কোন কুপ্রবৃত্তি স্থান পায় না। বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে অনেক সদ্গুণের প্রয়োজন, তন্মধ্যে উৎসাহ ও মনোযোগ প্রধান আবশ্যক। উৎসাহ ও মনোযোগ না থাকিলে কখনই উত্তম রূপে বিদ্যা শিক্ষা হয় না। বিদ্যার জন্য ইংরাজ বামাগণ এতদ্দেশীয় বামা অপেক্ষা অধিক সভ্য, বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমী। অতএব এদেশীয় বামাগণের কর্ত্তব্য যে তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিদ্যানুশীলনে যত্নবতী হয়েন। *

শরৎকুমারী।

ভারতসংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ৩ য় শ্রেণীর ছাত্রী।

* স্থানাভাবে এই প্রস্তাবের শেষাংশ প্রকাশিত হইল না। সং।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৪৫ সংখ্যা । ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৮২ । ১১ শ ভাগ

বামাবোধিনীর ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক জন্মোৎসব।

এক যুগ বারো বর্ষ যাঁর পদাশ্রয়ে,
বামাবোধিনীর প্রাণ হইল রক্ষণ,
করযোড়ে নমি সেই মঙ্গল নিলয়ে
ত্রয়োদশ বর্ষে আজি করি পদার্পণ।
এসোগো প্রাণের সব ভারত ললনা,
শুভ আশীর্ব্বাদ দানে পূরাও বাসনা,
বামাবোধিনীর প্রাণ, হোক হোক অবসান,
তোমাদের হিতব্রত করিয়া সাধনা।
জ্ঞানী হও সুখী হও, ধর্ম্মের শরণ লও,
ভারত উদ্ধার তরে হও দৃঢ়পণা,
মায়ের কাতর প্রাণ পাউক সান্ত্বনা।

আজি বামাবোধিনী দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে প্রবেশ করিলেন। আজি বড় আনন্দের দিন, তাই আজি সহোদরা ভারত কন্যাগণকে ডাকিয়া এক সঙ্গে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলনিধান পরম পিতার চরণে প্রণাম করিতেছি। ভগিনীগণ! নিশ্চয় জানিবেন সেই কৃপাময় পরমেশ্বরের কৃপাতেই বামাবোধিনীর জীবন এই সুদীর্ঘ কাল

রক্ষা পাইয়াছে। দুর্ভাগা ভারতবর্ষ—যেখানে এক বর্ষের মধ্যে কত শত সাময়িক পত্র জন্ম মৃত্যু সন্দর্শন করিতেছে; যেখানে স্ত্রীজাতি এখনো অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত, আপনাদিগের প্রকৃত স্বত্বাধিকার কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না; যেখানে পুরুষগণ, অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা স্ত্রীগণকে অবলা পাইয়া অশেষ প্রকারে নির্যাতন করিয়া থাকেন,—সেই দীন পরাধীন দেশে স্ত্রীজাতির হিতসাধন একমাত্র লক্ষ্য করিয়া একখানি পত্রিকা যে দ্বাদশ বর্ষ কাল জীবন ধারণ করিয়া থাকিবে ইহা কি কখন আশা করা যায়, না সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু আজি আমরা দেশবাসিগণের নিকট মুক্তকণ্ঠে এই শুভ সংবাদ প্রচার করিতেছি যে ঈশ্বর কৃপায় ক্ষুদ্র বামা বোধিনীর জীবনে এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। সামান্য ঘটনা বলিয়া অন্যে ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা ভবিষ্যতের পথের একটী উজ্জ্বল আলোক, আশার একটী সুদৃঢ় অবলম্বন। আজি আমরা ভারতাঙ্গনাগণকে বলিতে পারি, তোমাদিগের সৌভাগ্যের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া ঈশ্বরের জয়ধ্বনি কর; এ দেশের নারীগণের উন্নতি সাধন রূপ কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়া যাঁহারা ক্লান্ত বা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিতে পারি আশা অবলম্বন কর, অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা কর, অবশ্যই সফল হইবে; আর যাঁহারা অবিচলিত উৎসাহ সহকারে নারীগণের হিতোদ্দেশে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া বলিতে পারি, ঈশ্বর সহায়, নারীগণের সৌভাগ্য উষা প্রভাত হইয়াছে, তাঁহাদিগের জন্য পরিশ্রম করিবার ক্ষেত্র প্রশস্ত, একগুণ পরিশ্রম করিলে দশ গুণ ফল লাভ হইবেই হইবে, এখন আর আমাদিগকে কেহ নিরস্ত করিয়া রাখিতে পারে না।

বামাবোধিনী ভারতবাসিনী সর্ব্বসাধারণ নারীগণের হিতোদ্দেশে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহার একটী মর্ম্মভেদী অপবাদের কথা শ্রবণ করিয়া আজি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। কাহার কাহার মতে ‘বামাবোধিনী একখানি সাম্প্রদায়িক পত্রিকা এবং সম্প্রদায় বিশেষের নারীগণের উন্নতিসাধনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য।’ যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাঁহাদিগের অত্যন্ত ভ্রম। বস্তুতঃ তাঁহারা

বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য বা ইতিবৃত্ত কিছুই অবগত নহেন ইহাই প্রতীয়মান হয়। বামাবোধিনী ভারত সংস্কার সভা হইতে প্রকাশিত হয় এবং ভারত সংস্কার সভা ব্রাহ্মদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এই জন্য অনেকে পত্রিকার প্রতি সন্দেহ কটাক্ষপাত করিয়া মনে করেন ইহা বুঝি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের একটী যন্ত্র; কিন্তু যাঁহারা বামাবোধিনীর সহিত বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা বলিতে পারেন এ সন্দেহ কতদূর সত্য। বামাবোধিনী ইহার জন্মকাল হইতে শিক্ষয়িত্রীর ন্যায় হইয়া নানা বিষয়ক জ্ঞান পাঠিকাগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কোন বিশেষ ধর্ম্মের মত শিক্ষা দেওয়া ইহাঁর উদ্দেশ্য নহে। যদি কেহ বলেন ভারতসংস্কার সভার সহিত তবে ইহার যোগ হইল কেন? যে সময় এই যোগ হয় তৎকালের বৃত্তান্ত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন। (১) ভারত সংস্কার সভা ধর্ম্ম প্রচারের কোন কার্য্য সাধন করিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অসাম্প্রদায়িক ভাবে দেশের শুভোন্নতি সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই জন্য ইহার সভ্য শ্রেণী মধ্যে ব্রাহ্মদিগের ন্যায় হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতিও আছেন। অসাম্প্রদায়িক ভাবে নারীজাতির উন্নতি সাধন বামাবোধিনী সভারও লক্ষ্য, এই জন্য ভারতসংস্কার সভার হস্তে বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদন ভার সমর্পিত হইয়াছে। ভারতসংস্কার সভার অধীন হইয়া বামাবোধিনীও ঠিক্ পূর্ব্বভাব রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। ভারতসংস্কার সভা ইহাকে কখন সাম্প্রদায়িক আকারে পরিণত করিবেন না। বামাবোধিনীর লেখকদিগের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আছেন, ইহার গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের মধ্যে হিন্দু সংখ্যাই অধিক, ইহাতে যে সকল প্রস্তাব লিখিত হয় তাহাতে জাতীয় সদ্ভাব পোষক কথাই অধিক থাকে এবং ইহার বামারচনা সকলের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুনারীগণের কর-কমল-বিনিঃসৃত, সুতরাং ইহা যে চিরকাল হিন্দুরমণীদিগের বিশেষ স্নেহ ও সহৃদয়তা লাভ করিবে ইহা অবশ্যই আশা করা যায়।

বামাবোধিনীর বিরোধী কেহ থাকিবেন না আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না, কিন্তু ইহা যখন দেশীয় ভদ্রসমাজে সমাদৃত এবং বহুদিন হইতে এদেশীয় বিদ্যোৎসাহিনী রমণীদিগের হৃদয়ের সামগ্রী হইয়াছে,

(১) ১২৭৮ সালের ভাদ্র মাসের ৯৭ সংখ্যা বামাবোধিনী দেখ।

তখন আর আমাদিগের কোন ক্ষোভ করিবার বিষয় নাই। এখন যাঁহার কৃপায় বামাবোধিনী এরূপ আয়ুষ্মতী হইয়া উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় ইনি দীর্ঘায়ু হউন এবং নারীগণের হিতকল্পে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়া সাধারণের আশীর্ব্বাদ লাভ করুন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

(১৪৪ সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

আহারীয় দ্রব্যাদির ব্যয় বিষয়ে স্থান বিশেষে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ ভূমি থাকিলে আপনি অথবা লোক সাহায্যে উদ্ভিজ্জ ফল মূলাদি উৎপাদন করা যায়, জলাশয় থাকিলে মৎস্য বৃদ্ধির জন্য উপায় ও যত্ন করা যায়, গোরক্ষণ দ্বারা দুগ্ধের উপায় হয়, ইত্যাদি প্রকারে যে ব্যয়ে একটী বৃহৎ সংসার সচ্ছন্দে সম্পোষিত হইতে পারে, নগর মধ্যস্থ স্থান-সঙ্কীর্ণ গৃহে থাকিয়া তাহার চতুর্গুণ ব্যয়েও সেরূপ হয় না। অতএব যাঁহার এক ছটাক মাত্র ভূমি আছে, তিনিও সেই এক ছটাকের উপযুক্ত ফললাভে বিরত থাকিবেন না। যেমন মাতৃক্রোড়ই শিশুদিগের আশ্রয় স্থান ও মাতৃস্তনদুগ্ধই তাহাদিগের একমাত্র আহার, তেমনি মাতৃভূমিই সকলের আধার ও আহারের সংস্থান। যিনি সেই ভূমির যে পরিমাণে অধিকারী, তিনি সেই পরিমাণে সুখ স্বচ্ছন্দতারও অধিকারী হইতে পারেন। আর গো-সেবা দ্বারা এদেশীয় লোকদিগের যে কতদূর উপকার হয়, তাহা বলা বাহুল্য। আরবদিগের যেমন উষ্ট্র, তেমনি ভারত বাসীদিগের গাভী। গৃহিণীরা গাভীকে ভগবতী বলিয়া মানেন। বাস্তবিক গো সেবা দ্বারা গৃহস্থের ব্যয়ের অনেক লাঘব বোধ হয়, কিন্তু যথোচিত রূপে তাহা না করিতে পারিলে বিশেষ উপকার নাই। অতএব গৃহিণীর এ সকল বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক সংসারের আহারাদির ব্যয় নির্দ্ধারণে পরিমিতাচরণ করা কর্ত্তব্য।

সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য আহারীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও আয়োজন বিষয়ে যেমন মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, বস্ত্রাদি অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগপূর্ব্বক ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যেমন আহারের নিমিত্ত

ব্যয় নিত্য আবশ্যক, তেমনি বস্ত্রাদির কারণ ব্যয় নিয়মিত স্থির রাখা উচিত। বস্ত্রাদি ক্রয় করিবার সময় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যে বস্ত্র অধিক দিন ব্যবহার করা যায় তাহার মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও তাহাই গ্রহণ করা শ্রেয়। দুই টাকা যোড়া ধুতি ছয় মাস যায়, কিন্তু আড়াই টাকা যোড়া ধুতি যদি নয় মাস যায়, তবে আড়াই টাকা যোড়া ধুতি ক্রয় করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিবেচনা করিয়া বস্ত্রাদি ক্রয় করিবে। বস্ত্রাদি অধিক মলিন হইলে শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায় ইহাও স্মরণ রাখিয়া বস্ত্র ধৌত করিতে দেওয়া আবশ্যক। ধোপার অনিয়ম বা কালবিলম্ব হইলে কতক গুলা ময়লা কাপড় মোট করিয়া তুলিয়া রাখিলেও সেই সকল কাপড় দাগ ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়, অতএব তিন চারি দিন অন্তর বস্ত্র ধৌত করিবার সাবান দ্বারা ঘরে বস্ত্র কাচিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে বস্ত্র অধিক মলিন হইয়া নষ্ট হইতে পারে না। বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের নিত্য ব্যবহারের জামা কাপড় ইত্যাদি বস্ত্র সমুদয় উক্ত প্রকারেই যথেষ্ট পরিষ্কার থাকে। গৃহিণীর সূচী কর্ম্মে নৈপুণ্য থাকিলেও অনেক লাভ দেখা যায়। একটী জামা অল্প শেলাই খুলিয়া বা ছিঁড়িয়া গেলে তাহা যদি তৎক্ষণাৎ মেরামত করা যায়, তাহা হইলে তাহা পুনরায় অনেক দিন ব্যবহার করা যায়, তাহা না করিলে ছিন্নাংশ বৃদ্ধি পাইয়া তাহা শীঘ্র অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে।

যত্ন করিয়া ব্যবহার করিলে যে বস্তু যে সময়ে ক্ষয় পায়, অযত্ন দ্বারা সে বস্তু তাহার অর্দ্ধেক দিনও থাকে না। যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক কোন বস্তু ব্যবহার করেন, তাঁহারা সেই বস্তুর দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের বিষয়ে বলিয়া থাকেন যে অমুক বস্তুটী দুই পুরুষ বা তিন পুরুষ ব্যবহার হইতেছে, তথাপি তাহা কেমন আছে। বস্তুটী বাস্তবিক উত্তম না হইলে তাহা তাদৃশ বহু কাল স্থায়ী হইতে পারে না বটে, কিন্তু অযত্নবান লোকের ভাল মন্দ সকলই সমান, তাহার নিকট যে জিনিষ আনিয়া দিলে দুই মাস থাকে না, যত্নবান লোকের হস্তে তাহাই দুই পুরুষ থাকে। সুতরাং যত্নবান্ লোকের দ্রব্যাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং অল্প ব্যয় করিলেও তাহার গৃহে যত দ্রব্যাদি থাকে, যত্নহীন ব্যক্তি নিত্য নিত্য

নূতন বস্তু ক্রয় করিয়াও তাহার সংসারে তত সুসার দেখাইতে পারেন না। যত্ন থাকিলে গৃহস্থের দ্রব্যাদি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, অযত্ন দ্বারা সুসজ্জিত গৃহসামগ্রীও অকালে ক্ষয় পায়।

অসভ্য মিকির জাতির বিবরণ।

বামাবোধিনীতে অনেক বার অসভ্য জাতির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন অসভ্য লোকের নিজের লিখিত বিবরণ প্রকটিত হয় নাই, এ সম্বন্ধে আমাদিগের এক প্রিয়বন্ধু যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, অদ্য আমরা তাহাই পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

" কিছু কাল হইল আমি আসাম দেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। সে দেশ যেমন অরণ্য ও পর্ব্বত ময়, সেরূপ নানা প্রকার অসভ্য বন্য লোকে পরিপূর্ণ। মধ্য আসাম নগাঁওয়েতে একটী অসভ্য মিকির যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সে কিছু কাল হইতে নগাঁও নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার নাম চার্ম্মুং, বয়ঃক্রম ১৬। ১৭ বৎসর হইবে। সে অতি বুদ্ধিমান্, বিনীত ও প্রফুল্লচিত্ত। তাহার নিকটে আমি মিকির জাতির বিবরণ জিজ্ঞাসু হই। তাহাতে সে আসামীয় ভাষায় নাটকাকারে উহা আমাকে লিখিয়া দেয়। আমি কোন আসামীয় বাবুর সাহায্যে উহা পাঠ করিয়া পরমাহ্লাদিত হই। সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ পরিত্যাগ ও পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

জয়মল কোচ ও চার্ম্মুং মিকিরের পরস্পর আলাপ।

জয়মল—নানা বিষয়ে কথাবান পরে জিজ্ঞাসা করল তোদের মিকির যুবারা কি রকম বে করে থাকে ?

চার্ম্মুং—আমাদের মিকিরের বিয়ের অনেক কথা আছে, এক বংশের কনে বিয়ে করতে নাই, কারণ এক বংশের হলে এক মাংস হওয়ার লাগি ভাই ভগিনীর মত হয়। কিন্তু মামার কনে বে করা যায়, কেন না মামার কুল ও আমার কুল ভিন্ন। মামার কনে না থাকলে অন্য কুলের কনে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে মামার হুকুম না হলে হতে পারে

না। মামাকে এক লাউ (লাউয়ের খোল) মদ দিয়ে তাঁহার পায়ের উপর লম্বা হয়ে পড়তে হয় এবং অনেক মিনতি করে বলতে হয় যে মামা! আপনার কনে নাই, আমারও বয়স বেড়েছে, বিয়ের সময় হল, এখন কি করি? আপনাকে সম্মান করে কাকুতি কচ্চি, আপনি অনুগ্রহ করে বিবাহের আজ্ঞা দিলে অন্য গাঁয়ে কনের অনুসন্ধানে যেতে পারি। তাহাতে মামা বলবেন, "অন্য শ্রেণীর কনে আনবে, না আনলে মারব।" ভাগনে বলবেন "হাঁ অন্য শ্রেণীর কনে গ্রহণ করব না।" এরূপে মামার অনুমতি লয়ে সমবয়স্ক তিন চারি জন যুবা সঙ্গে করে অন্য গ্রামে যায় এবং ঘাটে পথে পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে যেখানে যুবতী কনে দেখে, এবং যাকে পসন্দ করে তাহার বাড়ী খুঁজে তাহার বাপকে যেয়ে সুধায়, যে আপনার কনের কি বে স্থির হয়েছে? বের জন্য কি কেহ তাহাকে গহেনা পরায়েছে? যদি বিবাহ স্থির হয়ে না থাকে, এবং কেহ বিয়ের জন্য অলঙ্কার পরায়ে না থাকে তাহা হলে ঘরে ফিরে এসে আপনার বাপ মাকে এই প্রকার বলে "যে অমুকের একটী কনে আছে, রঙ সাদা, চুল লম্বা, দেখতে সুন্দরী। তাহার প্রতি আমার মন লেগেছে, তোমরা যেয়ে তাহাকে গহেনা পরাও।" পরে বাপ মা দিন স্থির করে মদ ভাত সঙ্গে লয়ে কনের পণ করতে যান, ও কনের পিতা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা কোথা যাও? ও কিসের লাগি এসেছ?" বরের বাপ আপন অভিপ্রায় জানান, যদি কনে দানে কনের পিতা সম্মত হন, তাহাহলে তাঁহারা উভয়ে মিলে বিয়ের দিন স্থির করেন ও বিবাহের আয়োজন করতে থাকেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বরের পিতা মদ ভাতের আয়োজন করে, কতকগুলি বুড় লোকের সঙ্গে কনের বাড়ীতে নিয়ম মতে কায সেরে কনেকে আপন ঘরে লয়ে আসেন। এই প্রকারে আমাদের বিয়ের অনেক নিয়ম আছে।

জয়—আচ্ছা তোদের বিয়ের কথা শুনলুম, তোদের মানুষ মরলে কি করে?

চা—আমাদের মানুষ মরলে জিয়ন্ত মানুষের ন্যায় ২।৩ দিন শবকে ভাত জল পান সুপারি ও আর আর বস্তু যোগাইতে হয়। পরে নিয়ম

মতে বনের মাঝে একটী কুড়ের ভিতরে চাঙ্গের উপর সেই মরা রেখে চাঙ্গের নীচে কতকগুলি কাঠ জড় করে তাহাতে আগুন দেয়। শব পুড়ে গেলে তাহার হাড় যাহা কিছু থাকে তাহা এনে পুথিয়া রাখে। তৎপর তাহার বংশে যে কেহ থাকে তাহারা ভিক্ষা করে, এক মাসের পর যাহা কিছু পায় তাহা জমা করে শ্রাদ্ধ করে থাকে। ৫।৬ গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়, মদ ভাত এক নদীর অন্য পারে খেতে হয়। আমাদের শ্রাদ্ধে ঢের টাকা খরচ হয়ে থাকে। আমাদের শ্রাদ্ধ করা জায়গায় খেতে নিষেধ। সেই জায়গায় যুবা এবং যুবতীরা একত্র হয়ে, ঢোল খোল আদি বাজনা বাজায়ে বাকদ খিলাপ ও লাংকৈ খিলাপ নামক নাচ নাচিয়া থাকে। সেই নাচ গানে এক যুবা অন্য যুবার হাত ধরে, এবং যুবতী আপন কোমর ধরে। বাপ মা কাছে থাকলে বুকে হাত দিয়ে নৃত্য করে থাকে। ইহা কিছু মাত্র দোষ বলে গণ্য হয় না।

জয়—অবিবাহিত মিকির যুবারা কি একত্র হয়ে এক চাঙ্গে থাকে?

চা—হাঁ তাহারা একত্র এক খানা চাঙ্গের উপর থাকে, ও একত্র কাজ করে থাকে, গাঁও বুড় ও গাঁয়ের বড়লোকদের এই হুকুম।

জয়—আর কি কি হুকুম দিয়েছে?

চা—তাঁহারা বলেছেন যে অবিবাহিত বালকগণ! তোমরা ভালকরে কাজ করবে ও যাহার ঘরে যুবা ছেলে নাই, তাহার ঘরহতে বালিকা সকল ধরে আনবে। আসতে ইচ্ছা না থাকলেও বলকরে আনতে পারা যায়। তাহাতে বাপ মা কিছু বাধা দিতে পারে না। সেই বালিকাকে আনিয়া অন্য কোন কাজ করান যায় না। সে কেবল পান সুপারি যোগায়।

জয়—যুবারা কি যুবতীদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে থাকে?

চা—কেন করবে না? তাদের মনে মনে মিল হলেই হাঁসি তামাসা হয়ে থাকে, কিন্তু মনোমিলন না হলে কখন তাহা হতে পারে না। * * *

জয়মল এই কথা শুনে হাসতে লাগ্‌লেন।

চা—তোমার মনে এই অসভ্যাচার কি ভাল লেগেছে?

জয়—ছি!! কেন ভাল লাগবে আমাদের আসামী লোকের এ প্রকার নিয়ম নয়।

চা—হাঁ হাঁ মহীরাম পণ্ডিত যে স্ত্রী চুরি করে ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়ে ছিল, সে বুঝি ভাল ব্যবহার? এই প্রকারে উত্তর দিলে জয়মল চুপ করে রন, আর আর কথার উপলক্ষে চার্ম্মুং বলতে লাগল "জয়মল! আমার অসভ্য কথা বলবার ইচ্ছা হয় না, সর্ব্বদা অসভ্য কথা মুখে আন্‌লে তাহা ছাড়তে পারা যায় না। এই কারণে অসভ্য কথা বলতে নয়।"

জয়—হাঁ হাঁ ঠিক বাত।

চা—ও তোম্‌ জান্‌তা হ্যায়, এই বলে কিছু আমোদ করল।

বাবু মহাশয়! উপরে কিছু মন্দ কথা লিখা হল, ইহাতে বেজার হবেন না। কারণ সে সকল না লিখলে মিকিরদের ব্যবহার জানাইতে পারি না।

জয়—এখন এ সকল কথা ছাড়, আচ্ছা তোদের মিকিরের ভিতর কত জাত আছে?

চা—প্রধান জাতি পাঁচটা। টিমুং, ইংতি, তিরণ, রংহঙ্গী এবং তিরাঙ্গ এই পাঁচ জাতি। এই পাঁচ জাতেতে আবার ত্রিশ ভাগ।

জয়—আগে তোদের মিকিরের কি রাজা ছিল?

চা—আমাদের পৃথক্‌ রাজা ছিল না, গারোদের রাজাই আমাদের রাজা ছিল। কিন্তু এই ক্ষণ গারোদের রাজাও নাই। আমাদের মিকিরের যে বড়লোক বড়ুয়া হয়, তাহাকেই রাজা বলে মানা যায় এবং তাহারা কানেংটাম্‌ এবং চেসাঙ্গ নামক এই দুই পাহাড়ের বসতিতে বাস করে।

জয়—তোদের স্বর্গ দেবকে কি প্রকারে পূজা করে?

চা—আমাদের দেবতা পূজা করা অতি শক্ত ও তাহাতে খরচও ষাট টাকার কম লাগে না।

জয়—কি কি লাগে এবং কি প্রকারে করে?

চা—চারটা কি পাঁচটা বড় শূয়র, কুক্‌ড়া চল্লিশটার কম নয়, এ সকল একত্র করে সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সকলে মদ ভাত খেয়ে রবিবারে রাত্রিতে দেবতাকে এই প্রার্থনা করে "দেবতা! কাল সোমবারে তোমারে শূয়র বলি দিব, তুমি সকলকে রক্ষা কর। তুমি আমাদের বড় ভাইয়ের মত, তুমি কখন আমাদিগকে ছাড়িও না।" এই প্রকার করে, তার পর দিন প্রাতে সকলেই মদ খেয়ে পূজার জায়গায় আসে এবং

সেই জায়গা পরিষ্কার করে তাহাতে কুক্‌ড়া এবং শূয়র বলি দেয় ও পূজা করতে করতে বলে "দেবতা! আমাদিগকে ভাল রাখবে, ভুত পিশাচ আমাদের ঘরে আসতে দিবে না এবং আমাদের যে সকল স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে, তুমি সর্ব্বদা তাহাদিগকে মনে রাখবে, কখন ভুলবে না। এই প্রকার প্রার্থনা করে বলির শূয়র ও কুক্‌ড়া আগুনে পুরে কাটতে আরম্ভ করে। শূয়র চাম দীর্ঘে ও প্রস্থে দুই অঙ্গুল করে কাটে এবং তাহা দেবতার মাথায় দেয়। ভাত খাইবার সময় গাঁও বুড় ও বড়ুয়া সকলকে সে সমুদায় দেওয়া যায়। সামান্য লোকদের কুক্‌ড়া খাইতে হয়। যদি কেহ বিনা হুকুমে শূয়র খায় তাহা হলে তাহার দণ্ড হয়। তাহাকে পাঁচ টাকা ও এক লাউ পূর্ণ মদ দিতে হয়।

জয়—তোদের দেবতা পূজা করলে যে অনেক খরচ হয় বলিস্ তবে গরিব লোকেরা কি প্রকারে করে?

চা—একটা বিশেষ চিহ্ন না হলে স্বর্গদেবের পূজা সকল লোকে করতে পারে না।

জয়—বড় মিথ্যে কথা। স্বর্গদেবের আবার কি চিহ্ন আছে?

চা—হাঁ আছে তো! আমাদের কোন মিকির এক বছর কি ছয় মাস কাল ব্যারাম পড়ে থাকলে, সেই স্বর্গদেব এসে স্বপ্নে বলে যে আমাকে পূজা না দিলে তোর ব্যারাম সারবে না। রোগী স্বপ্নে এই কথা শুনে তাহা আর আর লোককে বলে এবং মন্ত্র জানা লোক এসে ইহা বলে যে "দেবতা! যদি তুমি এই ব্যারাম ভাল কর, তবে তোমাকে পূজা দিব। কিন্তু নিকটের এক গাছে বজ্রপাত করে ইহার প্রমাণ দেও।" যদি এই চিহ্ন পায়, তাহা হলে পীড়িত লোক পূজা করে ইহাকেই স্বর্গদেবের চিহ্ন বলা যায়।

জয়—কথা অনেক হল, চল এইক্ষণ ঘরে যাই।

চা—আমি ঘরে এসে সারারাত্রি সেই কথাবার্ত্তা শুদ্ধই হউক বা অশুদ্ধ হউক লিখিলাম অনেক লাজের কথাও লিখা হল মাপ করিবেন।" * *

আসামের ও তাহার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত সকলে ন্যূনাধিক ১৪। ১৫ প্রকার অসভ্য বন্য লোক আছে তাহাদের আকৃতি ও আচার ব্যবহার বেশভূষা যেমন স্বতন্ত্র, ভাষাও তদ্রূপ ভিন্ন। এক জাতির ভাষার সঙ্গে

অন্য জাতির ভাষার প্রায় কিছুই মিল নাই। একে অন্যের কথা বুঝিতে পারে না। বাঙ্গালা বা সংস্কৃতের সঙ্গে সেই পর্ব্বতীয় লোকদের ভাষার একটী অক্ষরেরও প্রায় মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নে মিকির ভাষার কয়েকটী কথা লেখা গেল।

বাঙ্গলা ভাষা	মিকির ভাষা	বাঙ্গলা ভাষা	মিকির ভাষা
পিতা	পৌ	তাহারা	হালাতুস্
মাতা	পেই	তখন	লাপেঙ্কে
পুত্র	সেস্‌পো	এখন	নন্
(এখানে স, ছ রূপে উচ্চারিত হইবে)		দিবা	আলের লো
কন্যা	আল্‌সো	রাত্রি	আজৌ
ভ্রাতা	নেমু	চন্দ্র	চিক্‌নৌ
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা	ই	সূর্য্য	আর্লি
ভগিনী	ইঞ্জিরপি	নক্ষত্র	চিক্ল লাংচি
স্বামী	পিন্‌সো	জল	লাং
স্ত্রী	আর্‌লোসো	অগ্নি	মে
খুড়া	পৌনু	বায়ু	তমন
জ্যেঠা	পিসার	বৃক্ষ	থেংপি
মামা	অং	ফল	থিংপিঙ্কাঘে
ভাগিনা	ওচা	ফুল	মির
বালক	ওচো	ধান্য	চক্
বালিকা	আর্‌লো	চাল	চাং
	চোওয়া ওচো	ভাত	আং
শিশু সন্তান	ওচো কাটিই	মদ্য	আরাক
যুবা	রিচৌ	মাংস	ইংনং অক
বৃদ্ধ	চার বুড়া	গো	চাইনং
আমি	নে	শরীর	ইংবাং
তুমি	নাংলি	হস্ত	ইরি
সে	হালা	পদ	ইকেং

নাক	ইন্‌কাং	এক	ইচি
মুখ	ইংহ	দুই	ইনি
চক্ষুঃ	ইমেক	তিন	কেথম
বক্ষঃ	ইনিং	চারি	কিলি
পৃষ্ঠ	ইময়	পাঁচ	কলৌ
পর্ব্বত	ইংলং	শয়ন	কি ই
নদী	লাংরয়	বসন	কাংনি
গৃহ	হেম	দাঁড়ান	কাবযাবর

মিকির পুরুষেরা কৌপিন মাত্র পরিধান করে। মোটা কাপড়ের হাত কাটা এক প্রকার জামা ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা আসামীয়া নারীদের ন্যায় মেখলা পরে, বক্ষে ও মস্তকে এক এক খণ্ড কাপড় বাঁধিয়া থাকে। এই কাপড় স্ত্রীলোকেরা স্বহস্তে বয়ন করে। ইহারা অধিক অলঙ্কার-প্রিয় নয়। মিকিরগণ ঈষৎ খর্ব্বকায় ও বলিষ্ঠ। দেখিতে তাদৃশ কদাকার নয়। অন্য অন্য পাহাড়িয়া লোক অপেক্ষা ইহারা চরিত্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। বিবাদ কলহ নরহত্যা প্রায় ইহাদের মধ্যে হয় না। ইহারা কেহ একাধিক বিবাহ করে না, বাল্য বিবাহও প্রচলিত নাই। মৃতদার বা বিধবা ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। কোন বিশেষ কারণে স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়তের অনুমতি নিয়া তাহা করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে চরিত্র দোষ অধিক নাই। ইহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই পর্ব্বতের উপর কৃষি কর্ম্ম করিয়া থাকে, অনেকে কাঠ বিক্রয় করে। ইহাদের আহারের কোন বিচার নাই। প্রায় সকল প্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে। মাংসাদি প্রায় দগ্ধ করিয়াই খায়। তৈল মশালা ব্যবহার করে না। মশালার মধ্যে রশুন ও আদ্রক।"

যে অসভ্য মিকির জাতির বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহারা পুরাণাদিতে রাক্ষস বা অসুর বলিয়া বর্ণিত আছে। তাহাদিগের একটী বালক শিক্ষা লাভ করিয়া সভ্য হইতেছে এবং স্বজাতির আচার ব্যবহারের দোষ বুঝিয়া তাহার সংশোধনের ইচ্ছা করিতেছে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে?

নলের প্রতি দময়ন্তী।

স্থান—নিবিড় বন।

একি কথা শুনি নাথ, আজি তব মুখেঃ—
" যাও পিত্রালয়ে প্রিয়ে তেয়াগি আমায়।
চির দিন কে কোথায় বল থাকে সুখে,
আজি সুখ পারাবার, কা'ল হায় হায়!—

সুদিন পাইব যবে, মিলিব দুজনে,
বিরহের অমা-নিশা হবে অবসান।
নিকটে থাকিয়া এবে অন্তর বেদনে
নিরন্তর জ্বলিবে হে, জ্বালাবে পরাণ!!"　২

স্বপনে জানি না এই দারুণ বচন,—
তব কণ্ঠ হতে নাথ, হইবে বাহির।
একে ত বিষাদ ঘোরে মগ্ন আছে মন,
আরো সাধ অভাগীরে করিতে অস্থির?　৩

দুঃখের অনলে ফেলি হৃদয়-রতন,
সুখ সরসীতে যেবা সন্তরিতে চায়।
কি লাজ! কেমনে মরি! দেখাবে বদন—
লোক মাঝে সে অসতী,—কি বিশ্বাস তায়?　৪

কেমনে উঠিবে পদ বিদর্ভাভিমুখে,
প্রাণ ছাড়ি দেহ কোথা থাকে এক ক্ষণ?
রাখি বনে প্রাণ-পতি, বল কোন্ মুখে
পাষাণে বাঁধিয়া বুক করিব গমন?　৫

হারা হয়ে রাজ্যধন, পতি প্রিয়তম,
কি সুখে জনক-বাসে সুখী হবে মন!
এত কি কঠিন দময়ন্তীর মরম,
অকাতরে প্রেম-ডোর করিবে ছেদন?　৬

স্মরণে কি নাহি নাথ, প্রতিজ্ঞা বচন?—
পরিণয় কালে যাহা অতি সংগোপনে
বলে ছিলে;— " প্রাণ প্রিয়ে, থাকিতে জীবন
করিব না নয়নের আড় তোমা ধনে! ৭

জগতে বিখ্যাত তব পুণ্যশ্লোক নাম
মূর্ত্তিমান দয়ারূপে বিরাজ ধরায়।
অনাথ দীনের বন্ধু তুমি গুণধাম,
তব সম সত্যপ্রিয় কে আছে কোথায়? ৮

যে নিষ্ঠুর কলি হরি নিল রাজ্য ধন,
হরিল কি জ্ঞান তব সেই দুরাচার?
কি না পারে দুষ্টমতি করিতে সাধন,
পূর্ণিমার নিশি করে ঘোর অন্ধকার! ৯

দুর্ভাগ্য রাক্ষস ধরি বিকট মূরতি,
নিরন্তর কাঁপাইছে হৃদয় কমল।
কেমনে একাকী বল রবে প্রাণপতি!
দাসী যদি হয় হারা চরণ যুগল? ১০

শ্বাপদ-সঙ্কুল সেই গহন কাননে,
কে আছে, হৃদয় নাথ! হৃদি তুষিবারে?
পতির এ হেন দশা হেরি স্বনয়নে
তিলেক অন্তরে সতী রহিতে কি পারে? ১১

সৌভাগ্যে পতির মন তোষে যে ভামিনী,
দুঃখের দশায় করে অপ্রিয়াচরণ।
নহে কভু পতিরতা সেই সীমন্তিনী,
বিলাসিনী নারী তারে বলে সর্ব্বজন। ১২

লভুক্ বিবিধ বিদ্যা হোক্ রূপবতী,
ভোরুক্ ভুবন, তার যশের সৌরভে।

পতি-পদে নাহি যার রহে স্থির-মতি,
ধিক্ তার জ্ঞান, ধিক্ অসার গৌরবে! ১৩

বিলাসের সহচরী যতেক কামিনী,
দারিদ্র্যে দয়িত পানে ফিরিয়া না চায়।
বিষের দংশনে বিধি কালভুজঙ্গিনী,
বিষাদ বিষমানলে পতিরে জ্বালায়। ১৪

কি তার সতীত্ব গুণ বল না রাজন,
বিলাস বাসনা যার হৃদয়ে প্রবল,
পতি তরে দুঃখনারে করিতে বহন,
সামান্য বিপদে কাটে প্রেমের শৃঙ্খল? ১৫

দেখেছি অনেক নাথ, কুলকমলিনী,
সুখ সূর্যোদয়ে তারা হয়ে প্রফুল্লিত,
তোষে পতি মন সদা হয়ে প্রমোদিনী,
সুধা মাখা ভাষে কত করে হরষিত। ১৬

কিন্তু হায়! সুখ সূর্য্য হলে অস্তমিত।
দুঃখের তামস যবে আঁধারে ভবন।
অমনি চমকি উঠি বিলাসিনী চিত।
বিষাদে মুদিত করে কমল বদন! ১৭

না খেলে তখন আর হরষ তরঙ্গ—
প্রমদার প্রেমানন,—হৃদি সরোবরে।
একে একে প্রেমলীলা সব হয় ভঙ্গ,
দহে নিরন্তর তাপ পাবক অন্তরে। ১৮

যে মন পরাণ দেহ, পতি দেব পদে
আছিল নিয়ত বাঁধা;—এবে সে কেমনে
(ক্ষণমাত্র বিরহিত হইয়া সম্পদে)
অনাদরে প্রাণনাথে তুচ্ছ বলি গণে? ১৯

কি ছার সে প্রেম মরি, হায় হায় হায়,
সম্পদে যে দেয় দেখা, বিপদে লুকায়।
ভীষণ দর্শন সেই দম্পতীর কায়,
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রীতি নাহি থাকে যায়!! ২০

পবিত্র দাম্পত্য প্রেম চির প্রফুল্লিত,
দুঃখ শোক—তাপে কভু না হয় মলিন
সুসৌরভে হৃদি প্রাণ করে আমোদিত,
প্রণয়ী যুগলে সুখে রাখে নিশি দিন! ২১

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তার রয়েছে কেমন।
ভারত মোহিত করি, আহা কি সুন্দর—
রঘুকুল দম্পতীর প্রেম অতুলন।
স্মরিলে অন্তরে যাহা জুড়ায় অন্তর! ২২

নিবিড় কান্তারে প্রাণকান্তা! কান্ত সনে,
ভুলি নির্ব্বাসন দুঃখ, সুখ সরো জলে
ভাসিত;—ফুটিত কত হৃদি তপোবনে
সু পবিত্র ভাব ফুল প্রতি পলে পলে!! ২৩

আরো দেখ,—অশ্বপতি নন্দিনী সুন্দরী,
পতি সত্যবান্ সহ বিপিন ভিতরে।
সহিলেন ক্লেশ কত, আহা মরি, মরি—
ফুল্লমনে;—নাহি গণি প্রমাদ অন্তরে! ২৪

এমত দম্পতী কত দুঃখ-দাবানলে
পুড়ি সদা; ছিলা সুখী প্রেম সুধা পানে।
ত্যজিতে বাসনা তব বিরহ অনলে
কেন অভাগীরে,—কেন বিঁধ বাক্য বাণে? ২৫

যুড়ি কর নরবর, করি নিবেদন,
বিনা দোষে অবলায় দিওনা বিদায়।

জীবন বিরহে হবে নিশ্চয় মরণ,
সর-ছিন্ন সরোজিনী বাঁচে কি কোথায় ? ২৬

এ প্রাণ থাকিতে নাহি ছাড়িব তোমায়,
যথা যাও যাব তথা হয়ে অনুচরী,
এই ত প্রতিজ্ঞা মম, শুন নররায়;
সেবিব চরণ যুগ সব পরিহরি,
সহিব কানন ক্লেশ, হেরি তব মুখ।
বিপদে বিভুরে স্মরি, নিবাইব দুখ।! ২৭

আর্ম্মাডিলো বা বর্ম্মধারী।

বর্ম্মেতে আবৃত দেহ নহে বীরবর,
নানাবর্ণে বিভূষিত শরীর সুন্দর,
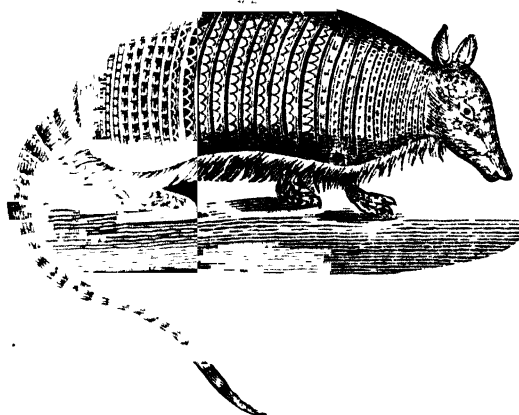
বিবর মধ্যেতে বাস, মার্কিন দেশেতে,
বর্ম্মধারী পশু এই, অদ্ভুত জগতে।

ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যে কত বিচিত্র ও অদ্ভুত পদার্থ আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। এমন অসম্ভব কিছুই নাই, যাহা সেই অনন্ত জ্ঞানময় পুরুষের কৌশলে সম্ভব হইতে না পারে। তাঁহার কৌশলে মৎস্য পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড়ে, পশু মৎস্যের ন্যায় জলমধ্যে জীবন ধারণ করে। পাঠিকাগণ প্রথমে পড়িয়াছিলেন, পশুগণের গাত্র রোমশ অর্থাৎ রোমে আবৃত। কিন্তু আজি আমরা যে জন্তুর বিবরণ লিখিতে যাইতেছি তাহার শরীরে কেবল রোম নাই ইহা নহে. শরীরের

উপরে কচ্ছপের পিঠের ন্যায় শক্ত আবরণ আছে। এই কারণে ইহাকে স্পেনীয় ভাষায় আর্ম্মাডিলো বলে এবং বাঙ্গালাতে আমরা বর্ম্মধারী আখ্যা প্রদান করিলাম।

বর্ম্মধারী অদন্ত জাতীয় শ্লথ ও পিপীলিকাভুকের মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী। শ্লথদিগের কসের দাঁত ও শ্বাদন্ত * আছে, পিপীলিকাভুক্দিগের দন্ত কিছু মাত্র নাই, বর্ম্মধারীদিগের কেবল কসের দাঁত আছে। ইহাদিগের গাত্রাবরণ স্বভাবের একটী বিচিত্র খেলা। ইহা শক্ত হাড় নির্ম্মিত বর্ম্মের ন্যায়; ৩ খণ্ডে বিভক্ত; মস্তক, স্কন্ধ ও পাছা আচ্ছাদন করিয়া আছে। ইহা দ্বারা শরীর, উদর এবং কতক পরিমাণে পাদ চতুষ্টয় সুরক্ষিত। মস্তকের বর্ম্ম পৃথক্ থাকে, স্কন্ধ ও পাছার বর্ম্ম কতকগুলি শক্ত চর্ম্মসূত্র বা বন্ধনী দ্বারা সংলগ্ন, এই বন্ধনীর সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা ইহারা শরীরের নানাবিধ গতি উৎপাদন করিতে পারে। বর্ম্মগুলি অধিক পুরু নয়; কিন্তু বহুকোণবিশিষ্ট অস্থিখণ্ডে দৃঢ়রূপে গ্রথিত, দেখিতে মোজেইক † গাঁথনির ন্যায় অতি সুন্দর। স্ত্রীপুরুষ ও বয়সভেদে এই বর্ম্মের আকৃতি ও রচনার অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাথার ঢাকনী পৃথক্ থাকিয়া খর্ব্ব গ্রীবা রক্ষা করে। যে সকল চর্ম্মখণ্ডে পাছা ও স্কন্ধের বর্ম্ম সংযুক্ত, তাহা লোমশ হইয়া থাকে।

বর্ম্মধারীদিগের লাঙ্গুল সরল, গোলাকার, স্থূল ও সূচাগ্র। মাথা চাপ্টা, তাহাতে থুব্নি আছে, তদ্দ্বারা শূকর ও ছুঁচার ন্যায় মাটী খুঁড়িয়া শিকড় বা পোকা বাহির করিয়া খায়। কর্ণ সরল ও সুঁচলো। চক্ষু ক্ষুদ্র। শরীর চাপ্টা ও মাংসল। পা এত ক্ষুদ্র ও স্থূলাকার যেন মাটীর সহিত মিশিয়া আছে। ইহাদিগের সম্মুখের পায় ৪ টী এবং পশ্চাতের পায় ৫ টী করিয়া অঙ্গুলি আছে, তাহাও ক্ষুদ্রাকার, কিন্তু তীক্ষ্ণ নখরবিশিষ্ট। এই নখর দ্বারা ইহারা গর্ত্ত খনন করে। ইহারা এত শীঘ্র গর্ত্ত খনন করিতে পারে যে কেহ তাড়া করিলে ছুটিয়া গিয়া পথের মধ্যে গর্ত্ত খুলিয়া তাহার ভিতর লুকাইয়া রক্ষা পায়। গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলে কেহ যদি লেজ ধরিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, তথাপি বাহির হয় না। গর্ত্তের মধ্যে ধোঁয়া বা জল পূরিয়া দিলে বাহির হইয়া পড়ে। তাহারা যখন গর্ত্ত

করে, প্রথমে ৩। ৪ ফিট খনন করে, পরে ৪।৫ অংশ অর্থাৎ সমকোণের অর্দ্ধেক বেঁক করিয়া ৮। ১০ ফিট নীচে খুলিয়া যায়। ইহাদিগের অধিকাংশ রাত্রিচর।

বর্ম্মধারীদিগের দাঁত পাটী জোড়া না হউক, ২ পাটী আছে। এক এক পাটীতে ৭।৮ টা, কখন কখন ১৭। ১৮ টা পর্য্যন্ত হয়। দাঁত গুলি পরস্পর ফাঁক ফাঁক, ইহাতে এক পাটীর দাঁত আর এক পাটীর ফাঁকে গিয়া বসে। তাহারা ফল মূল ও পোকা খায়, কখন কখন গোরের ভিতর হইতে পচা মড়া বাহির করিয়াও খাইয়া থাকে। ইহারা যে রাজ্যে বাস করে, সে রাজ্যে পিপীড়া থাকিতে পারে না। ইহারা সর্ব্বভুক্, আহারের কোন বিচার নাই। শ্বাদন্ত ব্যতীত যে আমিষ খাওয়া যায়, তাহা অতি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকে। পাখীর ডিম ভূমিতে পাইলে খায়। ভেক, টিক্‌টিকী, বিষধর সাপ পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার লোকে সুবিস্তৃত জলা সকলে চামড়া ছাড়াইয়া গোমহিষ প্রভৃতি জন্তু ফেলিয়া দেয়, ইহারা অন্যান্য মাংসাশী পশুর সহিত তাহাদের গলিত মাংস ভক্ষণ করিয়া শরীরের বিলক্ষণ পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এইরূপে হৃষ্ট পুষ্ট বর্ম্মধারীর মাংস খাইতে পরম সুস্বাদু বলিয়া দেশীয় ও ইউরোপীয়েরা সমান প্রশংসা করে। ইহাদের নিজের বর্ম্ম বা খোলাতেই ইহাদের মাংস পরিপাক করিয়া খায়।

বর্ম্মধারীদিগের দৃষ্টিশক্তি কিছু মন্দ, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখর তাপে ইহারা অন্ধের ন্যায় হইয়া যায়। কিন্তু ইহাদের শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল, তাহাতে দৃষ্টির অভাব পূরণ করিয়া লয়। ইহারা কোন বিকট শব্দ শুনিলে প্রথমে চুপ করিয়া কান দুটী খাড়া করিয়া শোনে এবং শব্দের দিক্ ও দূরত্ব নির্ণয় করিয়া আত্মরক্ষার্থ সটান দৌড় দেয়। নিকটে গর্ত্ত থাকিলে তাহাতে প্রবেশ করে, নতুবা নূতন গর্ত্ত খুলিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি শ্রবণশক্তি অপেক্ষাও প্রবল। এক স্থানে কোন শিকারী একটী বর্ম্মধারীকে ধরিবার জন্য একখানি কাষ্ঠ খণ্ডের উপর ফাঁদ পাতিয়া একটী মুরগী চার দিয়াছিল এবং মুরগীর আহারের জন্য কিছু শস্য রাখিয়া ছিল। দৈবক্রমে তক্তার ফাটাল দিয়া শস্য ভূমিতে

পড়িয়া যায়। বর্ম্মধারী মাটীর ভিতর হইতে সেই গন্ধ পাইয়া বরাবর মাটী খুঁড়িয়া খাদ্য খাইয়া গেল এবং ফাঁদ এড়াইল। শিকারী পরে টের পাইয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইল।

বর্ম্মধারিণীরা বৎসরে একবার প্রসব করে, কিন্তু একবারে ৬টা হইতে ১০ টা শাবক প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের স্তন কিন্তু ৪টার অধিক নয়। এই কারণে এবং ২।১ টী দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের ৪টার অধিক শাবক বাঁচে না, কিন্তু সেটী যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা বলা যায় না। ঈশ্বর জীব সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার পালনের ব্যবস্থা করেন, ৪টী স্তন দ্বারাই তাঁহার ব্যবস্থায় ৮।১০ টী শাবকও প্রতিপালিত হইতে পারে।

বর্ম্মধারী জাতীয় জন্তু আমেরিকা ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন অংশে দৃষ্ট হয় না। ইহারা চতুর ও দৃঢকায়, কিঞ্চিৎ যত্ন করিলেই সমমণ্ডলস্থ ইউরোপেও বাড়িতে পারে। উদ্ভিদ্‌ভোজী বর্ম্মধারীরা শীঘ্র পোষ মানে এবং তাহাদের মাংস অধিক পুষ্টিকর। আমেরিকায় এ জন্তু অজস্র। শিকারীরা রাত্রে ফাঁদ পাতিয়া বা দিনের বেলা কুকুর দিয়া পথ আগুলিয়া ইহাদিগকে ধরে। ইহারা বড় ভীরু, কেহ আক্রমণ করিলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না। একজাতীয় বর্ম্মধারী ভয় পাইলে তালগোল পাকাইয়া গড়াইতে থাকে।

প্রথমতঃ বন্ধনী সংখ্যা অনুসারে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করা হইত। কিন্তু পরে দেখা যায় এক শ্রেণীস্থ জন্তুর বয়স ও অবস্থা অনুসারে বন্ধনীর সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। এক্ষণে দন্ত ও নখর সংখ্যা অনুসারে ইহারা ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ছবিতে যে শ্রেণীর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের নাম পেবা বা কাল টাটু। ইহাদের সম্মুখের পায় ৪ ও পশ্চাতের পায় ৫ টী করিয়া অঙ্গুলি, মুখ সুঁচলো, লেজ লম্বা এবং কতকগুলি অস্থিগণ্ডে যোড়া। থুব্‌নি হইতে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৬ বুরুল, লেজ লম্বে ১৪ বুরুল ও তাহার গোড়ার বেড় ৬ বুরুল। ইহাদের মাথা ছোট, দীর্ঘাকার ও সরল; নাক অত্যন্ত লম্বা, শূকরের থুব্‌নির ন্যায়; চক্ষু ক্ষুদ্র, মাথার দুই দিকে ২ টী সংস্থাপিত; কান লম্বা ও পরস্পর প্রায় সংলগ্ন; পা ছোট। স্কন্ধের বর্ম্ম সম্মুখ হইতে ঘাড়, পিঠ ও কুমুই পর্য্যন্ত

বিস্তারিত। তাহা যে সকল অস্থিখণ্ডে নির্ম্মিত তাহা ক্ষুদ্র, সমান্তরাল ও সমকেন্দ্রীভূত গোলাকার রেখায় অঙ্কিত, এই বৃত্ত সকলের ভিতর দিক্ খালা। পাছার বর্ম্ম পিঠ হইতে লেজের মূল পর্য্যন্ত বিস্তারিত। ইহা পূর্ব্বোক্তরূপ অস্থিখণ্ডে নির্ম্মিত, কেবল বৃত্ত সকল খালা না হইয়া উঁচু। এই অস্থিখণ্ড সকল মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে মৌচাকের খোপের ন্যায় ষট্‌কোণ বলিয়া বোধ হয়। পাছা ও স্কন্ধের বর্ম্মের মধ্যে গতিশীল বন্ধনী ৭। ৮ কখন কখন ৯ টাও দেখা যায়। অধিক বয়সই সংখ্যাধিক্যের কারণ। এই জাতীয় জন্তু গায়েনা, ব্রেজিল ও পারেগোয়াতে পাওয়া যায়। ইহারা নিশাচর।

বঙ্গবাসীর ইউরোপ ভ্রমণ।

(১৪৫ সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠার পর)

২৮ মার্চ্চ শনিবার।

আমরা যে জাহাজে যাইতেছি ইহার কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই বলি নাই। পি, ও, কো দিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড যে কয়খানি জাহাজ আছে, “পেসোয়ার” তন্মধ্যে অন্যতম। ইহা ৩০০ ফীট অপেক্ষা দীর্ঘ, প্রায় চল্লিশ ফীট গভীর, এবং প্রায় ৩০ ফীট প্রশস্ত। ইহা ৩৮০০ টন অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ মণ বোঝা বহন করিতে পারে, এবং ১৬০০ অশ্বের বল ধারণ করে। ইহাতে ১৯২ জন নাবিক. এবং সর্ব্বশুদ্ধ বোধ হয় ৩০০ আরোহী। জাহাজের সমুদায় ভৃত্যই ইংরাজ, কেবল জন কতক খালাশী এদেশীয় লোক। আমার ভৃত্যের নাম হার্‌ভী। তাহার যে রূপ শ্রী ও ভদ্রতা তাহাতে যদি ভাল পোষাক পরিয়া কলিকাতায় কোন আফীসের উচ্চ আসনে বসে, তাহা হইলে বোধ করি হিন্দু সমাজ চূড়ামণি কবিপুঙ্গব * * * * তাঁহার “স্বরচিত” সংস্কৃত পদ্য তাহাকে উপহার দিতে কুণ্ঠিত হন না। সমস্ত আহারীয় সামগ্রী জাহাজের উপর লাভ করা যায়, এবং শয়ন ও ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সামগ্রীও বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, কেবল সুরা পান করিতে গেলে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়, সুতরাং ইংলণ্ড পর্য্যন্ত

আর আমাদিগের ব্যয় বাহুল্যের ভয় নাই। আহারাদির পারিপাট্য বিলক্ষণ, সাহেবদিগের অত্যন্ত সুবিধা, কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যে সেরূপ নহে। এত মাংস উদরস্থ করিয়া বাঙ্গালির প্রাণ বাঁচিতে পারে না। প্রাতঃকালে মাংস, মধ্যাহ্নকালে মাংস, সায়ংকালেও ঐ। আহারের ঘরে প্রবেশ করিলে এক এক বার এমন দুর্গন্ধ বোধ হয় যে বলিতে পারি না। সকল বস্তুই যে খাইতে মন্দ লাগে তাহা নহে, কিন্তু চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড় কদাকার। জাহাজেই এই, না জানি বিলাতে গেলে কি হইবে! শয়নের কোন কষ্ট নাই। উত্তম শয্যা, পরিষ্কার এবং কোমল। স্নানেরও সম্পূর্ণ সুবিধা, কষ্টের মধ্যে কেবল লবণাক্ত জল। যাহা হউক সাধারণতঃ এক প্রকার সুখে থাকা যায়। মনে সন্তোষ থাকিলে আর কিছু ভাবিতে হয় না।

অদ্য প্রাতঃকালে কতকগুলি পক্ষ সংযুক্ত মৎস্য দেখিলাম, তাহাদিগকে ইংরাজীতে Flying-fish অর্থাৎ উড্ডীয়মান মৎস্য বলে। জাহাজের শব্দে এই মৎস্য সমুদ্রের জল ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উপরে উড়িয়া যায়, এবং কিছু কাল পরে আবার জলমগ্ন হয়। যখন ঝাঁকে ঝাঁকে জলের উপর দিয়া উড়িয়া যায়, তখন ইহাকে মৎস্য বলিয়া কখনই বোধ হয় না। ইহা দেখিতে ক্ষুদ্র; পৃষ্ঠের পাখনা দীর্ঘায়ত হইয়া পক্ষ রূপ ধারণ করিয়াছে। অন্য মৎস্যের দ্বারা তাড়িত হইলে ইহা পক্ষ সংযোগে জল ত্যাগকরিয়া পলায়ন করে। জাহাজের সঙ্গে দুই তিনটী শ্বেতবর্ণ পক্ষী উড়িয়া আসিতেছে। চারিদিকে অসীম জলরাশি, এই পক্ষীগণ আমাদের সঙ্গে কোথায় যাইতেছে, ইহারা কোথায় বাস করে? নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল ইহারা সমুদ্রেই বাস করে। একথা কখন সঙ্গত হইতে পারে না, অবশ্যই বহুদূর উড়িয়া গিয়া কোন দ্বীপ কি উপকূলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাদিগের নাম 'sea gull' বাঙ্গালাতে কি সংস্কৃতে ইহাদিগকে কি বলে জানি না।

পোতারোহীদিগের পক্ষে সময়ের সদ্ব্যবহার যে কি কঠিন তাহা সমুদ্র গমন না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। "কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই" এই কথা যেমন পোতারোহীদের পক্ষে খাটে, এমন আর কাহার

পক্ষে নহে। প্রাতঃকালে উঠিয়াই ছয়টার সময় একবার আহার, তার পরে ৮ টার সময় আর একবার, তার পর ১২ টার সময় আর একবার, তার পর সন্ধ্যা ৬ টার সময়, তার পর রাত্রি সাড়ে আটটার সময়। প্রতি বার আহারের সময় ঘণ্টা বাজে। ঘণ্টা বাজিলেই অমনি সাহেব বিবীগণ দলে দলে ভোজনাগারে প্রবেশ করেন, এই কয়বার আহারের মধ্যে যে সময় টুকু থাকে, তাহা ঝিমুনী, ঢুলুনী ও নিদ্রা এবং তজ্জাতীয় কার্য্যে কাটিয়া যায়। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের আহারান্তে অমনি সকলে এক একখানি পুস্তক হস্তে করিয়া ডেকে অর্থাৎ জাহাজের উপরিভাগে আসিলেন, যেন কতই পড়িবেন; হাওয়ার দিক্ ঘেঁসিয়া হেলী চেয়ারে বসিলেন—এমন ভাবে বসিলেন যে বসিলেন বলিলেও হয়, শুইলেন বলিলেও হয়। তার পর বই খুলিলেন, একে উদরের চাপ, তার উপর সুমন্দ সমুদ্র সমীরণের স্নিগ্ধতা, তার উপর জাহাজের মৃদু হিল্লোল, দুই ছত্র পড়িতে না পড়িতে অমনি চক্ষু জড়াইয়া আসিল; বুকের পুস্তক বুকের উপরই রহিল; চক্ষু মুদিল, মুখ খুলিল, নাক ডাকিল; সাহেব হাঁ করিয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। এই অপ্রতিহত আহার নিদ্রার স্রোতের পক্ষে পরম শত্রু (Sea sickness) সমুদ্র-পীড়া। সমুদ্র-যাত্রী অনেক লোকের বিশেষতঃ স্ত্রীজাতীয়দের জাহাজের গতিতে মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হয়, তাব পর ক্ষুধা মান্দ্য, তার পর বমনের চেষ্টা। ক্রমে এতাধিক বমন ও শিরঃপীড়া হয় যে আহার করা, কি উপবেশন করা, এমন কি মাথা তোলা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। ক্রমাগত বমন ও শয়ন, জীবন ভারবহ হইয়া উঠে। মেম পাণ্ডু বর্ণ ও নিমীলিত নয়ন, সাহেব মুখ ব্যাদান পড়িয়া আছেন। কেহ গোঁ গোঁ করিতেছে, কেহ ওয়াক্ ওয়াক্ করিতেছে, কেহ মদ চাহিতেছে, কেহ বরফ চাহিতেছে, কাহারও সকল আশা অবসান হইয়াছে। এই পীড়া অধিক কাল থাকে না, কিন্তু জাহাজে তুফান হইলেই জন্মে। ইহা নিবারণ করিবার প্রধান উপায় উদর পূরিয়া আহার করা এবং সবেগে মুক্ত বায়ুতে পদ সঞ্চালন করা। সৌভাগ্য বশতঃ আমার এপীড়া এক দিনের জন্যও হয় নাই, সুতরাং ইহার যাতনা কিরূপ আমি ভাল করিয়া প্রকাশও করিতে পারি না। জাহাজে সাহেব ও মেমেরা যে পরিমাণে মদ্যপান করেন দেখিয়া আশ্চর্য্য

হইতে হয়। এক বোতলের কমে প্রায় কাহারও চলে না। জাহাজে জুয়াখেলাতে অর্থাৎ টাকা বাজি রাখিয়া তাস পাসাদি ক্রীড়াতে সাহেবদের বড় উৎসাহ। নৃত্য গীতও মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। আমি এই সকলের কিছুতেই যোগ দিবার উপযুক্ত নই, সুতরাং অনেক সময় একাকী এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ করি; কখন বিলাতের বিষয়, কখন বাটীর বিষয় ভাবি, ও ভক্তি পূর্ব্বক ইস্টদেবতার নাম গ্রহণ করি। এইরূপেই দিন গত হয়।

৩০ মার্চ্চ ১৮ চৈত্র।

অদ্য প্রাতঃকালে মান্দ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলাম। চার বৎসর হইল, একবার মান্দ্রাজে নামিয়াছিলাম এবং ঈশ্বরের কৃপা বলে কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিলাম তাহা আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন। মান্দ্রাজে বন্দর নাই। সমুদ্র মধ্যেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে হয়। সর্ব্বদাই জলধি তরঙ্গায়িত ও অস্থির। শ্বেত পুচ্ছ, লোহিত চঞ্চু, সমুদ্র বিহারী পক্ষিগণ তদুপরি চক্রাকার গতিতে এক একবার উড়িতেছে এবং তরঙ্গেতে ডুলিয়া ডুলিয়া এক একবার সন্তরণ করিতেছে। সম্মুখে নগর আপনার সহস্র গবাক্ষ খুলিয়া আমার দিকে দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিতেছে, গৃহ চূড়া রূপ হস্ত বিস্তার করিয়া আমাকে ডাকিতেছে, কিন্তু যাইব কিরূপে? যতই কূলের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তরঙ্গ ক্রমশঃ ভীম আকার ধারণ করে, ফেণময় মুকুট পরিধান করে, বিশাল নীল বক্ষ উর্দ্ধে উত্তোলন করে, ঘোরতর নিঃশ্বাস প্রক্ষেপ করে, নৌকাকে ধরিতে আসে, এবং বিফল হইয়া সৈকতময় কূলে মহা শব্দে নিজ মস্তককে চূর্ণ করিয়া ফেলে। মান্দ্রাজের সমুদ্র লীলা কে না জানে, যে একবার এখানে আসিয়াছে সে কি আর কখন ভুলিবে?

জাহাজ উপস্থিত হইতে না হইতে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল উঠিল। কেবিনের গবাক্ষ খুলিয়া দেখি শত শত নৌকা আমাদিগকে ঘেরিয়াছে এবং তরঙ্গ-বলে অস্থির হইয়া বিষম বেগে উর্দ্ধ অধঃ প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। কোন নাবিক আমাদিগের কাছি ধরিতেছে, কেহ বা আপনার রশি জাহাজের অঙ্গে সংলগ্ন করিবার চেস্টা করিতেছে, কেহ লম্ফ দিয়া জাহাজে উঠিতে গিয়া জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে,

কোথাও বা নৌকায় নৌকায় বিষম প্রতিঘাত হইতেছে, কোথাও চিৎকার করিতেছে, কোথাও একজন অপর কাহাকেও বিষম প্রহার করিতেছে। এমন ব্যস্ততা এমন গোলযোগ অতি অল্পই দেখিয়াছি। মধ্যে মধ্যে বোধ হইতে লাগিল যেন দূর হইতে জলের উপর দিয়া দুই তিনটী লোক চলিয়া আসিতেছে। নিকটে আসিলে পর দেখি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এমন নৌকাতো কখন দেখি নাই! কেবল তিনখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলক মাত্র, একটু রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ, তরঙ্গের মধ্যে লুক্কায়িত, দীর্ঘে তিন হস্তের অধিক হইবে না, প্রস্থে এক হস্ত মাত্র। দুইজন লোক তাহার উপর দণ্ডায়মান, তাহাদের হস্তে দুই খণ্ড কাষ্ঠ মাত্র। কাষ্ঠ একবার নৌকার দক্ষিণ একবার বাম দিকে ডুবাইতেছে, আর তীরের মত তরণী ছুটিতেছে। নৌকার আকার এই প্রকার। এ নৌকার নাম "ক্যাটাম্যারাণ" (Catamaran)। মান্দ্রাজের মাঝীদের অপরূপ কান্তি। দেখিতে দীর্ঘাকার, সর্ব্বাঙ্গে লোম, পান খাইয়া খাইয়া দন্ত লোহিত, কানে মাকড়ী, পরিধানে কৌপীন আছে বলিলেও হয়, নাই বলিলেও হয়, মস্তকে পচা পুরাতন রুমাল বাঁধা, কথা কয় ইংরাজিতে। ইহাদিগের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। কেহ আপনার টিন নির্ম্মিত টিকিট মুখের নিকট আনিয়া ধরে, কেহ বস্ত্র ধরিয়া টানে, কেহ কেহ মমনস্ক করিবার জন্য অঙ্গুলির খোঁচা মারে, কেহ চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য প্রেমালিঙ্গন করিবার উপক্রম করে। জাহাজের একজন ইউরোপীয় নাবিক আমাদিগের অবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া এই মহাপুরুষদিগের প্রশস্ত পৃষ্ঠে এমন প্রচুর পরিমাণে বেত্র বৃষ্টি করিল, যে তাহারা ভঙ্গ দিয়া উভরড়ে পলায়ন করিল। আমরা এই নাবিকের সাহায্যে একখানা নৌকারোহণ করিয়া তীরে উপস্থিত হইলাম। তীরে উপস্থিত হইবা মাত্র আবার পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা। আমাদিগের সাহেব সঙ্গীরা পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাতের প্রভাবে আপনাদিগের পথ পরিষ্কার করিলেন, আমাদিগের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে জন কুড়ী লোক ছুটিল। জাহাজ হইতে তীরে আসিতে সাড়ে তিন টাকা নৌকা ভাড়া দিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছিলাম, তাহার উপর এত লোক লাগিল। কারণ কি? বলিলে বুঝে না। কেবলই ইংরাজি কয়, কিন্তু আমাদিগের

ইংরাজি বুঝে না এবং তাহাদিগের ইংরাজী বুঝিয়া উঠিতেও পারি না। ঘটনা ক্রমে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়া গেল।

মান্দ্রাজ প্রকাণ্ড স্থান, কিন্তু ইহার শ্রী নাই, শৃঙ্খলা নাই। ইহা দীর্ঘে প্রস্থে ৩০ বর্গ মাইল। চারি লক্ষ লোক ইহাতে বসতি করে। নগরের মধ্যে জনশূন্য পথ, পথশূন্য প্রান্তর, তাহাতে না আছে তৃণের শোভা, না আছে বৃক্ষের শোভা। পথে এমনি ধূলা যে উৎকৃষ্ট শকট মাত্রই বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া চালিত হইয়া থাকে, নতুবা দুই দিনে সকলই মলিন হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রকাণ্ড কার্য্যালয় দেখিতে ভাল, নতুবা উত্তম অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হওয়াই কঠিন। সকল স্থান, অপেক্ষা সুন্দর স্থান Banqueting Hall, এই স্থানে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সকল সভাই হইয়া থাকে। অপরাহ্ণ ৫ টার সময় আমরা এখানে উপস্থিত হইলাম। দেখি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation হইতেছে। দেখিতে২ গবর্ণর সাহেব উপস্থিত হইলেন। ছাত্রেরা সকলেইতো পূর্ব্বাবধি উপবিষ্ট। ছাত্রদিগের পৃষ্ঠে লবেদা, মস্তকে পাগড়ী, কিন্তু পায়ে জুতা নাই। শিক্ষক, ছাত্র, ধনী, নির্ধনী সকলের পাদুকা একত্রিত হইয়া দ্বারের বাহিরে রাশীকৃত রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রভুগণ সন্ধ্যার অন্ধকারে যে কিরূপে আপনার আপনার স্বত্ব সংস্থাপন করিবেন বুঝিয়া উঠা কঠিন।

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ভারতবর্ষ দর্শনার্থ গত ২৫ এ আশ্বিন অর্থাৎ দুর্গা পূজার বিজয়ার দিন শুভযাত্রা করিয়াছেন। তিনি গত ২ রা কার্ত্তিক আথেন্স নগরে পৌঁছিয়া গ্রীকদিগের দ্বারা অতি সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। আগামী ৯ ই নবেম্বর তাঁহার জন্মোৎসবের দিন, ৮ ই তারিখে বোম্বাই পৌঁছিবার কথা। তিনি দাক্ষিণাত্য পরিদর্শন করিয়া বড় দিনের সময় কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন।

২। ভারতহিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টার চতুর্থবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই হইতে সিন্ধু প্রদেশে গমন করিয়াছেন, হাইদ্রাবাদে একটী স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। তিনিও বড়

দিনের সময় কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন।

৩। ভারত সংস্কারকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলায় প্রাচীন বিরাট রাজার রাজধানী ছিল। দিনাজপুরের ৬ ক্রোশ উত্তর বীরগঞ্জ ও কান্তনগরের মধ্যস্থ পুনর্ভবা নদীর তীরে 'উত্তর গোগৃহের' ভগ্ন চিহ্ন আছে। এই জেলাতে পুরাণোক্ত প্রসিদ্ধ বাণরাজার পুরীরও ভগ্নাবশেষ আছে। বাণরাজা হইতে জ্বরোৎপত্তি পুরাণে লেখে, বোধ হয় এই রাজার সময় হইতে দিনাজপুর অঞ্চলে জ্বর পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৪। আমরা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি ১৫ই আশ্বিন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বাবু প্যারীচরণ সরকার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দেশহিতৈষী ও সাধুলোকের মৃত্যুতে সর্ব্বসাধারণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে সকলের উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, স্ত্রীলোক আরোহীদিগের জন্য যাহাতে বিশেষ সুবিধা করা হয়, এমত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৬। সুলভ সমাচারে অবগত হওয়া গেল, খাঁটুরা গ্রামের একটী ভদ্র পরিবারের মধ্যে এক স্ত্রীলোকের প্রায় ২০।২১ বৎসর হইল পুত্র হয়, তৎপরে আর সন্তান হয় নাই। সম্প্রতি এত দিনের পর তাঁহার একটী কন্যা হইয়াছে। বারুইপুরের নিকট সুবুদ্ধিপুর গ্রামে আমাদিগের এক আত্মীয়ের প্রথম সন্তানের (কন্যার) বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর হইলে দ্বিতীয় সন্তান (একটী কন্যা) ভুমিষ্ঠ হইয়াছে। অনেক বৎসর ব্যবধানেও সন্তান হওয়া অসম্ভব নয়।

বামাগণের রচনা।

অশনি—পতন।

জীবন যাতনা, কেমনে বল না,
পারি কি, আমি—রে সহিতে আর?
হৃদয় রতনে, না রাখি জীবনে,
পারি কি আমিরে থাকিতে আর? (১)

প্রাণেশ কেমনে, ছাড়িয়া জীবনে,
গিয়াছো ছেড়ে কি জনম তরে ?
জীবনে জীবন, মিশাবো এখন,
পাইবে, এখনি হৃদয় তারে। (২)

কেন না মরিছি, কেমনে সহিছি,
নাহেরে মম সে নাথের মুখ।
এ পোড়া জীবনে, এখন কেমনে,
বাঁচিয়া বল কি আমার সুখ ? (৩)

জীবনে কমল, ভাসুক সকল,
হাসুক মিলিরে নবীনা গণে।
নাথেরে ডাকিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া,
খেলুক মরি রে মধুপ সনে। (৪)

ব্রততী কেমন, মনের মতন,
পতিরে লইয়ে হাঁসিয়া মুখে।
তরুর বুকেতে, প্রেমের হাঁসিতে,
নাচিয়া খেলে রে অপার সুখে। (৫)

আমি রে দুঃখিনী, দিবস যামিনী,
আমার জীবনে কি আর কাজ ?
কোথায় অশনি, পড়ুক এখনি,
পড়ুক মম এ হৃদয় মাঝ। (৬)

কেহ কারো নয়।

বোনরে—হৃদয় আঁধার এবে; এ যাতনা সয়না।
জীবনে জীবন বুঝি আর কিছু রয়না।
কিকরে এছার প্রাণে, এ যাতনা নিশি দিনে,
সহিব কেমনে রে জীবন যে রয়না।
বোন এবে এ যাতনা সয়না।

বোনরে—কিছু দিন পরে সব এই দুঃখ ঘুচিবে।
সংসারের লীলা খেলা একে বারে ফুরাবে।
তরুর বুকের পরে, ব্রততী রে নৃত্য-করে,
মৃদু মন্দ হাঁসি আর দেখা নাহি যাইবে।
বোন এই সব দুঃখ ঘুচিবে। (২)

বোনরে—কেহ কারো নয় তাহা জানিয়াছি অন্তরে।
এ জগত মায়াময় সকলি অসার রে।
যারে কেন নিজ বল, কিছু দিন তব হল,
ছাড়াইয়া তব সঙ্গ কোথায় পলাবে রে।
ওলো বোন, যেনেছি তা অন্তরে। (৩)

বোনরে—কোথা রবে আত্ম জন ভেবে কেন বুঝনা।
স্নেহময়ী জননীর অমৃতের রসনা।
কে আর বাসিবে ভাল, বল আর চিরকাল,
মোহ চক্ষু খুলে কেন ভাল করে দেখনা।
ওলো বোন ভেবে কেন বুঝনা।

বোনরে—বায়ু সহ বায়ু রাশি সকলই মিশিবে।
তবে কেন বোন পরে, সেকি তব হইবে?
ভাই বন্ধু পরিজন, ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন,
নির্ব্বাণ দীপের মত অস্তমিত হইবে।
দেখ বোন সকলই মিশিবে।

বোনরে—এ জীবনে কেহ কারো আপন'র নয় রে।
অন্য কোথা হয় যদি হইতেও পারে রে।
এ হৃদয় হবে ছার, তবে যদি পুনর্ব্বার,
নূতন হৃদয় পুনঃ আলোকিত হয় রে।
ওলো বোন কেহ কারো নয় রে।

বোনরে—কেন আর মিছে ডাকো জ্ঞান চক্ষু তোলোনা
জগত পিতারে সবে এক মনে ডাক না।
পিতা বলি এক মনে, ডাক তাঁরে সযতনে,

পাইবে রে আত্ম জন এই পথে এসনা।
ওলো বোন জ্ঞান চক্ষু তোলনা।

কলিকাতা কোন একটী বঙ্গীয় বিধবা।

পতি সতীর একমাত্র গতি।

দুঃখের আধার এই জগত সংসার,
মানব জনম বৃথা যাতায়াত সার।
সুখের নাহিক লেশ এ ভবমাঝারে,
দিবানিশি নিরবধি ব্যথিত অন্তরে।
শৈশব, যৌবন, বৃদ্ধ সব কালে দুঃখ,
কোন মতে কিছুতেই নাহি আছে সুখ।
এহেন দুঃখের মাঝে সৃষ্টি রক্ষিবারে
সৃজিল জলজাসন মোহিনী মায়ারে।
বদ্ধ হল সৃষ্ট জীব সে মায়ার জালে,
বাধ্য পরস্পরে তবে হইল সকলে।
পরিণয় সৃষ্টি হয় সুখের কারণ,
সুজনে সুজনে যদি হয় সে মিলন।
তা নাহলে দুঃখ ভোগ যাবত জীবন,
উভয়ের লাগি পুড়ে উভয়ের মন।
আহা সেই দম্পতি ধন্য যারা দ্বন্দ্বহীন,
যে মিথুন প্রেমে যথা জল সহ মীন।
দুষ্টে সরলার প্রেম যথা অপমান,
সুজনেও কুলটার সেই পরিমাণ।
সতের সতীর সনে যদি প্রেম হয়,
অনুপম সেই প্রেম তবে বলা যায়।
পতি বিনা সতীর কে আছে এ সংসারে,
যে পতি বিহনে সতী তরিতে না পারে?
পিতা মাতা যাঁহা হতে দেখা এ ভুবন,
পতির সনেতে কভু না হয় তুলন।

পিতা মাতা গুরু বটে মানিবে সবাই,
স্ত্রীলোকের পতি বিনা কিন্তু গুরু নাই।
পতি পদ ভক্তি ভাবে সেবে যেই নারী,
পতিরে যে ভাবে সদা পারের কাণ্ডারী।
পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, জপতপ পতি,
এমন যে নারী ভাবে তারি স্বর্গে গতি।
বিসম্বাদ পতি সনে যে নারী ঘটায়,
ইহলোক পরলোক দুলোক হারায়।
পতির শুশ্রূষা আহা করে যেই নারী,
নিত্য সুখ ভুঞ্জে সেই দুঃখ পরিহরি।
পতি প্রেমে তদগত চিত যাঁর মন,
মন দুঃখ কদা কি সে পায় কদাচন ?
অভিমানে অপমান করে যে কামিনী,
নিশ্চয়ি সে নারী হয় নিরয়গামিনী।
হোক না কেন সে নারী চম্পকবরণী,
হোক না কেন সে নারী মধুর-ভাষিণী।
হোক না কেন সে নারী শিল্পে সুনিপুণ,
হোক না কেন সে নারী বিদ্যা বিচক্ষণ।
পর পুরুষেতে তার নাহি থাক্ মন,
পর দ্রব্যে লোভ নাহি হোক কদাচন।
যদ্যপি পতির নিন্দা করে স্ববদনে,
অথবা অন্যের পাশে শুনে সে শ্রবণে।
যদ্যপি পতিরে সেই করে অনাদর,
অন্তরের প্রাণনাথে ভাবে সে অন্তর।
যথার্থ সে সতী নয় জানিও নিশ্চয়,
কভু সেই কামিনীর গতি নাহি হয়।
অপরাজিতার বর্ণ যদি কোন বালা
হইয়া পতিরে করে ভকতি অচলা।

মেদিনী মণ্ডল হায় হেন যদি হল,
অপরাজিতার কাছে চম্পক হারিল।
বাস্তবিক চাঁপা ফুলে ভ্রমর না ধায়,
পতি বিনা অন্য গতি সতীতে না পায়।
পতি প্রাণ পতি মান পতি সুখে সুখ,
বিধাতা তাহার প্রতি কভু না বিমুখ।
এরূপ যদ্যপি হয় অবনী মণ্ডলে,
সে নারীর মুক্তি হয় সতীত্বের বলে।

কোন বঙ্গমহিলা।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাব সহিত নিম্ন লিখিত কয়েক খানি পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছিঃ—

১। জগতের বাল্য ইতিহাস- কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরর প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ৺০ আনা। এই গ্রন্থ- খানিতে পৃথিবী ও মানুষের প্রথম অবস্থা এবং কিরূপে মানব জাতির উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া পৃথিবীর শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে পরিপূর্ণ, ইহার ভাষা সুন্দর ও বিশুদ্ধ। ইহা পাঠ করিলে কৌতূহল বৃত্তি বিলক্ষণ চরিতার্থ হয় এবং অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। ইহা স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে পারে।

২। বিলাপলহরী—কলিকাতার দক্ষিণ, চেতলা নিবাসিনী শ্রীমতী ভবসুন্দরী দাসী বিরচিত। পদ্য গুলি সরল ও মনের যথার্থ ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছে।

৩। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব প্রথম খণ্ড, শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ঘোষাল ও অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, পটলডাঙ্গা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘো- ষের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তক খানি বৃহৎ হইবে বলিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থকারেরা ইহাতে অনেক অনুসন্ধান ও বিদ্যা- বত্তার পরিচয় দিতেছেন। পুস্তক খানি সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গসাহিত্যের একটী অমূল্য সম্পত্তি হইতে পারে।

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS. HARINADHI.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৪৬ সংখ্যা | আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৮২। | ১১ শ ভাগ

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপাধি ইংলণ্ডের যুবরাজ না হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স অর্থাৎ ওয়েল্‌সের যুবরাজ কেন, ইহা বোধ হয় পাঠিকাগণের অনেকে অবগত নহেন। ইহার আখ্যায়িকা বলিতে হইলে প্রথমে ওয়েল্‌সের বিবরণ বলিতে হয়।

ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ডের পশ্চিমস্থ একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ, আকৃতি ৫ অঙ্কের মত। এই প্রদেশ পূর্ব্বে একটী স্বাধীন দেশ ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন জর্ম্মণির সাক্‌সন ও আঙ্গল জাতি ব্রিটেন দ্বীপ অধিকার করিয়া ইহার নাম ইংলণ্ড দেন, তখন যে সকল ব্রিটন জেতাদিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা ওয়েল্‌সে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। ৮০০ বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ওয়েল্‌সকে হস্তগত করিতে পারেন নাই। পরে খৃষ্টীয় ১২৮৩ সালে অর্থাৎ বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার ৮০ বৎসর পরে ইংলণ্ড-রাজ প্রথম এডওয়ার্ড ওয়েল্‌স অধিকার করিয়া লন।

ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম এডওয়ার্ড অতি প্রতাপান্বিত ভূপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে দেশের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়্‌যন্ত্র করেন, ওয়েল্‌স-রাজ লেওয়েলিন গোপনে গোপনে এই

ষড় যন্ত্রের সহিত সংলিপ্ত ছিলেন। লিষ্টারের আরলের কন্যার সহিত এই লেওয়েলিনের বিবাহের সম্বন্ধ হয়, ইংলণ্ড-রাজ বিবাহোদ্যতা কন্যাকে রাজ বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পরে তিনি ওয়েল্স-রাজকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য বারংবার আহ্বান করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন না। ১২৭৬ সালে এডওয়ার্ড এক দল সৈন্য লইয়া ওয়েল্স জয়ার্থ যাত্রা করেন। এই সময় ওয়েল্সের মধ্যে ঘোরতর গৃহ বিবাদ। লেওয়েলিনের ডেবিড ও রডারিক নামে দুই সহোদর ছিল। তাঁহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক বিষয়চ্যুত হওয়াতে এডওয়ার্ডের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা লোপের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এডওয়ার্ড এই সুযোগে ওয়েল্সের সকল পথ ঘাট আটক করিয়া স্নোডন পর্ব্বতে সসৈন্যে শিবির স্থাপন করিলেন। ওয়েল্স সেনাগণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহাদিগের খাদ্যাদি পাইবার পথও বন্ধ হইল। তখন লেওয়েলিন নিরুপায় হইয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন। এডওয়ার্ড তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গেলেন, বন্দী কন্যাকে মুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে সন্ধি নিয়মে বদ্ধ করিয়া স্বদেশে পুনরায় পাঠাইয়া দিলেন।

ওয়েল্স-বাসীরা স্বাধীনতাচ্যুত হইয়া আপনাদিগকে অত্যন্ত অবমানিত বোধ কবিতে লাগিল। বিদ্রোহী ডেবিড স্বদেশের হিতসাধনার্থ ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং সমুদায় ওয়েল্সবাসী যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। এডওয়ার্ড এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন না; অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করিয়া ওয়েল্সে উপনীত হইলেন। ওয়েল্সবাসিগণ কিছুকাল সাহসের সহিত তাঁহার পথ রোধ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে (১২৮২ সালে) লেওয়েলিন পরাজিত ও হত হইলেন। ডেবিড তখন রাজপদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাড়িত হইয়া কিছুকাল পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে ধৃত হইয়া নিষ্ঠুররূপে হত হইলেন। তখন সমুদায় ওয়েল্স সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ড রাজ্যভুক্ত ও ইংলণ্ডীয় শাসনের অধীন হইল।

এডওয়ার্ড ওয়েল্স জয় করিয়া অত্যন্ত কঠোরতার সহিত শাসন করিতে

লাগিলেন। ওয়েলসবাসীরা অসন্তুষ্ট চিত্তে পরাধীনতা বহন করিতে লাগিলেন। তৎকালে উক্ত দেশে গায়ক বলিয়া এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা দেশের প্রাচীন স্বাধীনতার সঙ্গীত করিয়া দেশবাসীদিগকে আরো উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ইহাতে মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এডওয়ার্ড দেশের শান্তিরক্ষার্থ এককালে গায়ক দল উচ্ছেদ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

বিদেশীয় রাজার এইরূপ বিজাতীয় নিষ্ঠুরতায় ওয়েলস বাসিগণ আরো ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এডওয়ার্ড ওয়েলস মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে তথায় সস্ত্রীক আগমন করিলেন এবং ভয় ও মৈত্রতা প্রদর্শন করিয়া বিদ্রোহ ভাব দূর করিলেন। এই সময়ে রাজমহিষী কার্ণারভন নামক স্থানে তাঁহার প্রথম পুত্র প্রসব করিলেন। এডওয়ার্ড অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি দেখিলেন ওয়েলসের লোকেরা অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয়, স্বদেশীয় রাজা না পাইলে কিছুতেই আন্তরিক সন্তোষ লাভ করিবে না। তখন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "আমার নব-জাত কুমার তোমাদিগের দেশের রাজা, ইহার নাম প্রিন্স অব ওয়েলস অর্থাৎ ওয়েলসের যুবরাজ হইল এবং অদ্যাবধি যে কেহ ইংলণ্ডেশ্বর হইবে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস নামে উক্ত হইবে।" রাজার বাক্যে ওয়েলসবাসিগণ তাহাদিগের স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপিত হইল মনে করিল এবং জয়ধ্বনি করিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিল। এডওয়ার্ডের সুকৌশলে সেই অবধি ওয়েলসের লোক শান্ত ভাব ধারণ করিল এবং ইংলণ্ডীয় যুবরাজগণ ওয়েলসের যুবরাজ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এইজন্য আমাদিগের মহারানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

দুঃখিনী বিধবা ও তাঁহার একমাত্র পুত্র।*

"মা বিনা কে জানে বল মায়ের বেদনা।"

আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, গ্রাম্য প্রাচীন ভজনালয়ে সর্ব্বদাই যাইতাম। তাহার ছায়াযুক্ত পথ, ক্ষয়শীল স্মরণস্তম্ভ এবং নিবিড় তরু শ্রেণী

দর্শনে প্রাচীন কালের ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত হইত এবং মন সহজেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইত। কিন্তু ভজনালয়টী কতকগুলি ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীর নিকটবর্ত্তী থাকাতে তাহার পবিত্র প্রাচীর মধ্যেও বিলাসিতার আড়ম্বর প্রবেশ করিয়াছিল এবং যখন উপাসনা করিতে বসিতাম, চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র কীটদিগের কঠোর ভাব ও জাঁক জমক দেখিয়া মন বার বার বিচলিত হইয়া সংসারে নিক্ষিপ্ত হইত। সমুদায় উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে যথার্থ বিনয় ও ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ একটী স্ত্রীলোকে দর্শন করিলাম, তিনি দুঃখ, জরা, এবং বয়স ও দুর্ব্বলতার ভারে অবনত। কিন্তু তাঁহাতে এমন কিছু দেখিলাম, যাহাতে দারিদ্র্যের নীচতা অনুভূত হইল না। তাঁহার মূর্ত্তিতে ভদ্রোচিত গৌরবের চিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার পরিচ্ছদ যৎসামান্য বটে, কিন্তু তাহা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। লোকেও তাঁহার প্রতি সামান্য একটু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে—গ্রামের দুঃখী লোকদিগের সহিত একাসনে না বসাইয়া বেদীর সোপানে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই রমণীর ভাব দেখিয়া বোধ হইল সাংসারিক প্রণয়, বন্ধুতা ও সামাজিকতার যে কিছু সুখ তাহা তাঁহার সম্বন্ধে বিলুপ্ত হইয়াছে, পারলৌকিক সুখের আশা ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই নাই। আমি যখন দেখিলাম প্রার্থনা করিবার জন্য ক্ষীণ ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি তাঁহার জরাজীর্ণ শরীরটী অবনত করিয়াছেন; একাগ্রমনে গদ্গদ স্বরে বার বার স্তুতিপাঠ করিতেছেন, তখন আমার বোধ হইল, আচার্য্যের স্বস্তিবাচন, বাদ্য যন্ত্রের নিনাদন এবং গায়কদলের কণ্ঠধ্বনি স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বে এই দুঃখিনী রমণীর ক্ষীণ স্বর ঈশ্বরের কর্ণগোচর হইয়াছে।

আমি গ্রাম্য ভজনালয় সকলের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে ভাল বাসি। বিশেষতঃ উক্ত মন্দিরটী এমন সুন্দর স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, যে তদ্দর্শনে আমার চিত্ত বার বার লোলুপ হইয়াছে। ইহা একটী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত, একটী ক্ষুদ্র নদী তাহার চারিদিকে বক্রগতিতে বেষ্টন করিয়া অবশেষে একটী শোভাপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মন্দিরের চারি দিকে তাহার সমকালবর্ত্তী প্রাচীন ইউ বৃক্ষশ্রেণী, তন্মধ্য হইতে মন্দিরের চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, চূড়ার চারি দিকে

কাক ও চিল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক দিন পরিষ্কৃত প্রাতঃকালে আমি সেখানে বসিয়া আছি, দেখিলাম দুই জন লোক একটী কবর খনন করিতেছে। গোরস্থানের দূরবর্ত্তী এক কোণের এক পরিত্যক্ত স্থান তাহারা বাছিয়া লইয়াছে, দেখিলেই বোধ হয় নিরাশ্রয় দরিদ্র লোকদিগকে সেই স্থানে যেমন তেমন করিয়া গোর দেওয়া হয়। তাহাদের মুখে শুনিলাম এক দুঃখিনী বিধবার এক মাত্র পুত্রের জন্য এই কবর খনন করা হইতেছে। মৃত্যুর পরেও সাংসারিক পদমর্য্যাদার তারতম্যের বিচার হইয়া থাকে, আমি এই বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়জ্ঞাপক ঘণ্টানাদ শুনিলাম। দরিদ্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, ইহার সহিত আড়ম্বরের কোন সম্পর্ক নাই। কয়েকটী গ্রাম্য লোক এক সামান্য আকারের শবাধার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তদুপরি কোন আচ্ছাদন নাই। পুরোহিতের ভৃত্য উদাসীন ভাবে তাহার সম্মুখে চলিয়াছে। মৃত ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ শোক ভাণকারী অনেক লোক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া থাকে, এখানে তাহাদের জন প্রাণীও ছিল না, কিন্তু আন্তরিক শোকে ভগ্নহৃদয় একটী স্ত্রীলোক শবের পশ্চাৎ২ থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছে। ইনি মৃত ব্যক্তির বৃদ্ধা জননী সেই দুঃখিনী বিধবা রমণী, যাঁহাকে বেদীর সোপানে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম। তিনি একটী সমদুঃখিনী সঙ্গিনীর উপর ভর দিয়া চলিয়াছেন এবং ঐ দ্বিতীয়া রমণী তাঁহাকে সান্ত্বনার কথা বলিতে বলিতে যাইতেছেন। প্রতিবাসী কয়েক জন দরিদ্র লোক সেইসঙ্গে জুটিয়াছে, গ্রামের কতকগুলি বালক হাত ধরাধরি করিয়া দৌড়িয়াছে, কিন্তু কি হইয়াছে না বুঝিয়া কখন আমোদে চিৎকার ধ্বনি করিতেছে, কখন বালকোচিত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শোকার্ত্ত বৃদ্ধার মুখপানে চাহিতেছে।

শবযাত্রী সকল যখন কবর পার্শ্বে উপস্থিত হইল, তখন পুরোহিত মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান ও প্রার্থনা পুস্তক করতলে গ্রহণ পূর্ব্বক সহকারিসমভিব্যাহারে মন্দিরের দ্বার দেশ হইতে বহির্গত হইলেন। এই যাজনক্রিয়া দাতব্যের কার্য্য। মৃতব্যক্তি দরিদ্র ছিল, তাহার অভিভাবিকা কপর্দ্দকহীন, সুতরাং নিয়ম রক্ষার অনুরূপ অন্ত্যেষ্টির মন্ত্রপাঠ হইল, কিন্তু তাহাতে অতিশয়

কঠোর ও তাচ্ছিল্য ভাব লক্ষিত হইল। স্থূলোদর যাজক মন্দির দ্বার হইতে কয়েক পদমাত্র অগ্রসর হইয়াছিলেন; কবর স্থান হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রায় কিছুমাত্র শ্রুত হইল না; বস্তুতঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ন্যায় গম্ভীর ও শোচনীয় অনুষ্ঠান এরূপ শুষ্ক কয়েকটী শব্দ উচ্চারণে পর্য্যবসিত হইতে আমি কখন দেখি নাই।

আমি কবরের নিকট আসিলাম। শবাধার ভূমির উপর স্থাপিত হইল। তদুপরি মৃত ব্যক্তির নাম ও বয়ঃক্রম লিখিত হইল—"জর্জ সমার্স, বয়স ২৬ বৎসর।" দুঃখিনী জননী একজনের হাত ধরিয়া কবরের মাথার নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। তাঁহার পলিত হস্তদ্বয় যেন প্রার্থনার জন্য একত্র বদ্ধ হইল, কিন্তু শরীরের ও ওষ্ঠের কম্পন ভঙ্গী দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনি জননী হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত সতৃষ্ণনয়নে সন্তানের মৃতদেহের উপর স্থির দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

শবাধারটী ভূগর্ভে পুতিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। যে কোলাহল শোক ও স্নেহপ্লুত হৃদয়ের পক্ষে বজ্রাঘাত তুল্য তাহাই উত্থিত হইল, বালুকা ও কঙ্করের উপর উপর্য্যুপরি কোদালের শব্দ হইতে লাগিল; যাহারা স্নেহের বস্তু, তাহাদিগের কবরে এরূপ শব্দের তুল্য হৃদয় বিদারক আর কিছুই নাই। মাতা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এই কোলাহল শব্দে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার বাষ্পপূর্ণ নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিলেন এবং পাগলিনীর ন্যায় কাতরভাবে চারিপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লোকজন যখন শবাধারে দড়ী বাঁধিয়া তাহা নীচে নামাইতে আসিল, তিনি হস্তে হস্ত পেষণ করিতে লাগিলেন এবং আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গিনী রমণী তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহার কানে ২ এইরূপ সান্ত্বনার কথা বলিতে লাগিলেন—"যাও, যাও, এত অস্থির হইও না।" তিনি কেবল মাথা নাড়িতে ও হাত মোচড়াইতে লাগিলেন, যেন কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না।

তাহারা যখন দড়ী নামাইল, কবর পার্শ্বে তাহার ঘর্ষণ শব্দ তাঁহার অন্তরে বাজিল; কিন্তু যখন হঠাৎ শবাধারটী কবর গহ্বরের পার্শ্বে লাগিয়া বাধা পাইল, মাতৃ হৃদয়ের সমুদায় স্নেহ উথলিয়া উঠিল; যে ব্যক্তি পার্থিব

যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছেন, তাহার অনিষ্টাশঙ্কায় তিনি যেন কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি আর অধিক দেখিতে পারিলাম না, আমার হৃদয়স্থলী ফুলিয়া যেন কণ্ঠরোধ করিল, আমার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল—আমার বোধ হইতে লাগিল কবরের নিকট আসিয়া এবং মাতার দুঃখের শূন্য দর্শক হইয়া আমি ঘোরতর নিষ্ঠুরের কার্য্য করিতেছি। তখন আমি গোরস্থানের আর এক পার্শ্বে গেলাম এবং যতক্ষণ না শবযাত্রিরা সকলে তথাহইতে চলিয়া গেল, ততক্ষণ কবরের নিকট ফিরিলাম না।

যখন দেখিলাম, জননী তাঁহার পার্থিব সর্ব্বস্ব ধন এক মাত্র পুত্রকে গোরে রাখিয়া মৃদুপদে ও ব্যথিত হৃদয়ে জনশূন্য গৃহে অভাব সাগরে মগ্ন হইতে চলিয়াছেন, তখন আমার হৃদয় তাঁহার জন্য যে কি করিতে লাগিল বলিতে পারি না। আমি মনে করিলাম, ধনীদিগের কিসের দুঃখ! তাহাদের বন্ধু আছে, সান্ত্বনা দেয়; আমোদ আহ্লাদ আছে মনকে ভুলাইয়া রাখে এবং তাহাদের শোক উপশম ও নিবারণের সহস্র ২ উপায় আছে। যুবাদিগের বা কিসের শোক! তাহাদের সরল মন শোকের আঘাতে ছিন্ন হয় না, তাহাদের স্থিতিস্থাপক প্রকৃতি দুঃখভারে ক্লিষ্ট হয় না, তাহাদের নবীন অনুরাগ শীঘ্রই নূতন পদার্থে সংলগ্ন হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের বাহ্য সান্ত্বনার উপায় নাই; সেই সকল দুঃখী লোকদিগের শোক, যাহাদের জীবন ঘোর দুর্দ্দিনের ন্যায় এবং যাহাদের আনন্দ ফুরাইলে আর পুনরাগমের সম্ভাবনা নাই, এমত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের শোক এবং বিধবা, নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, বৃদ্ধকালের যষ্টি স্বরূপ, একমাত্র সন্তানের বিয়োগ শোক প্রাপ্তা জননীর শোক কোন সান্ত্বনাতেই নিবারিত হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

সুখের মৃত্যু।

"জপকর তপকর মর্‌তে জান্‌লে হয়।"

মৃত্যু চিন্তা করিতে গেলে যদিও ভয় ও কষ্ট হয়, কিন্তু এ চিন্তা করা অতি আবশ্যক, কারণ সকলকেই একদিন না একদিন মরিতে হইবে।

লোকে যত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবন কাটান না কেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি যদি সংসারের মায়া পরিহার ও ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে না পারেন, তাঁহার সকল অনুষ্ঠান বৃথা হইল। যেরূপ মন লইয়া মরিব, পরকালে তদনুসারে সদ্‌গতি বা অসদ্‌গতি লাভ করিব। যাঁহারা যথার্থ ধার্ম্মিক লোক, তাহাদের মৃত্যু সুখের মৃত্যু। তাঁহারা ইহলোকে পারলৌকিক সুখের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পরলোক যাত্রা করেন, যেন বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইতেছেন। কিন্তু যাহারা পাপী, সংসার মোহে অন্ধ, মৃত্যুর নামে তাহাদিগের দারুণ ভয় উপস্থিত হয়। সংসারেই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব, ফেলিয়া যাইতে মমত্ব হয়। গিজনির মামুদ মৃত্যুকালে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য সম্মুখে সাজাইয়া দিতে বলেন এবং একবার সেই সকলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দর দর ধারে অশ্রুমোচন করেন। সংসার ছাড়িতে তাঁহার যে কি কষ্ট হইয়াছিল তিনিই জানেন!! কিন্তু কেবল ধন থাকিলেই যে কষ্ট হয়, তাহা নয়; সংসারাসক্ত গরিব লোক মরিবার সময় পর্ণকুটিরের খুঁটীও জড়াইয়া ধরে, যদি রক্ষা পায়! কিন্তু মৃত্যুত ধনী দরিদ্র কাহাকেও ছাড়িবার পাত্র নয়, কেশে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়।

যাঁহাদের সুখের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনের সেই শেষ কালের বিবরণ ঈশ্বরের ক্রোড়ে অগ্রসর হইবার এক একটী আলোক স্বরূপ, এবং তাহা পাঠ করিলে অত্যন্ত উপকার হয়। আমাদিগের দেশে এমত কত ঘটনা হয়, মুমূর্ষু ব্যক্তি আপনার গঙ্গাযাত্রা করিতে বলেন, জলে পা নামাইয়া দিয়া বন্ধুগণের সহিত 'অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম' নাম ডাকিতে ২ দেহ পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতায় চূড়ামণি দত্ত নামক এক ধনবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে দান ধ্যান প্রভৃতি করিয়া মৃত্যু খাটে আরোহণ করেন এবং 'চল্লো চূড় যম জিনিতে' এই বাজনা বাজাইতে বলিয়া সবাদ্য গৃহ হইতে গঙ্গায় গমন করেন এবং সজ্ঞানে পরলোক প্রাপ্ত হন। আরো অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিয়া থাকে, দুঃখের বিষয় সে সকল লিপিবদ্ধ না হওয়াতে বিস্মৃতি গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

"Annecdotes of Christian Graces" খৃষ্টীয় সাধুতার আখ্যায়িকা নামক পুস্তকে আমরা কতকগুলি ধার্ম্মিক ব্যক্তির সুখের মৃত্যুর বিষয় পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাহইতেই কয়েকটী উপাখ্যান পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি:—

ডাক্তর ওয়াট্স যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তিনি বলিয়াছিলেন:—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, রাত্রিকালে আমি স্বচ্ছন্দে শয়ন করিতেছি, ইহলোক বা পরলোক যেখানে জাগ্রত হই, তজ্জন্য চিন্তা নাই।"

রেবরণ্ড মাথিউ হেনরী নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা মৃত্যুশয্যাতে তাঁহার বন্ধুকে বলেন "তুমি মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের কথা শুনিতে ভাল বাস। আমার কথা এই—ঈশ্বর সেবাতে এবং তাঁহার সহবাসে যে জীবন অতিবাহিত হয়, এ সংসারে তদপেক্ষা সুখের জীবন আর কিছুই নাই।"

ডাক্তার গুডউইন তাঁহার চরমকালে বলিয়াছিলেন "এই কি মৃত্যু? এই হাস্যানন বন্ধুকে আমি কত বড় শত্রু মনে করিয়া ভয় করিতাম।"

রেবরণ্ড মাথিউ ওয়ারেন মৃত্যু সময়ে বলিয়াছিলেন:—"আমি অনন্তজীবন যাপন করিতে যাইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি বাঁচিতেও লজ্জিত নই, মরিতেও ভীত নই।"

একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক মরিবার কিছু পূর্ব্বে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকাতে অন্য লোক তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন:—"বন্ধুগণ! ইহা কি সুখ ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বরের সহিত চিরকাল বাস—চিরকাল, চিরকাল, চিরকাল।"

বিবী এলিজেবথ রো ডাক্তার ওয়াট্সকে যে শেষ পত্র লেখেন, তাহাতে বলেন "আমার মর্ত্তালোকের কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন সম্মুখে অসীম অনন্তকাল—অনন্তকাল! এই শব্দ কি উল্লাসকর! এই পত্র আপনার নিকটস্থ হইতে না হইতে আমি সেখানে পৌঁছিব এবং আপনি এই কয়েক পংক্তি পাঠ করিতে না করিতে আমি ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে থাকিব।"

এচ এস গোল্ডিং সাহেব যখন মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন, তখন তাঁহার ভ্রাতা

বলিলেন "বোধ হয় আপনি স্বর্গের পূর্ব্বাস্বাদ সম্ভোগ করিতেছেন ?" ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন "আহা ! ইহা পূর্ব্বাস্বাদ নহে ; ইহা স্বর্গ। আমি যে কেবল তাহার জলবায়ু সেবন করিতেছি, তাহা নহে, কিন্তু স্বর্গের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতেছি এবং শীঘ্রই দেব সংসর্গ উপভোগ করিব।" তাঁহার মুখ হইতে শেষ বিনির্গত কথা এইঃ— "জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ।"

১৮১২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নিউ ইংলণ্ডে কমফোর্ট কলিন্স নাম্নী একটী রমণীর আশ্চর্য্য মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স ১১১ বৎসর, ৮ মাস। তাঁহার ধর্ম্ম-জ্ঞান ব্যতীত আর সকল জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী, পুত্র, ঘর বাড়ী, বন্ধু বান্ধব কিছু ছিল কি না ছিল, তৎকালে কিছুই তাঁহার স্মরণ ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও ধর্ম্মের উৎসাহ তাঁহার মনোমধ্যে সমানরূপ উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার মৃত্যু দেখিতে অনেক লোক আসিয়াছিল, তিনি সমস্ত সময় ঈশ্বরের প্রশংসা গানে ক্ষেপণ করিলেন এবং চতুর্দ্দিকস্থ সকল লোককে পরমেশ্বরকে ভাল বাসিতে ও স্বর্গের ধন সঞ্চয় করিতে উপদেশ দিলেন ; বারবার বলিতে লাগিলেন "ঈশ্বরের সহিত এক ঘণ্টা থাকা, অন্যত্র সহস্র ঘণ্টা থাকার সমতুল্য। বন্ধুগণ ! আমি ইহা জানি, ভুক্তভোগী হইয়া জানি।" পরে তাঁহার স্বর মধুররূপে বিলীন হইল। দুই এক মিনিট স্তব্ধ থাকিয়া তিনি আবার মধুর স্বর বর্ষণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন এবং আর সকলকে ঈশ্বরকে ভয় করিতে ও ভালবাসিতে উপদেশ দিলেন। চতুর্দ্দিকস্থ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিলেন "প্রিয় বন্ধুগণ ! যদিও তোমরা অপরিচিত, আমি তোমাদিগের সকলকে ভালবাসি, কারণ ঈশ্বর যাঁহাদিগের প্রিয়, তাঁহারা আমারও প্রিয়, তাঁহার নাম ধন্য হউক।" তিনি সকলের হাত ধরিয়া যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন কেহ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার মুমূর্ষ কালের এই ভাব দর্শকদিগের কাহার চিত্তপঠ হইতে কোনকালে অপনীত হয় নাই।

কয়েক বৎসর হইল ষ্টিফেন কারকিত নামক ২৫ বর্ষীয় এক ব্যক্তি নিউলীন গ্রামের ভূনিম্নস্থ এক আকরে কর্ম্ম করিতে করিতে উপরের

গাঁথনি হঠাৎ খসিয়া পড়াতে জীবন্ত পুতিয়া যান। জর্জ টিচরো নামক এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া কেহ নিম্নে পড়িয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কারকিত মৃদুস্বরে বলিলেন, তিনি মৃত্যুর শীতল হস্ত স্পর্শ করিতেছেন, কিন্তু অকাল মৃত্যু হইতে বাঁচিবার উপায় আছে কি না আছে, জানিতে চান।' টিচরো বলিলেন প্রায় ১৫০ মণ রাবিস তোমার মস্তকে ও চতুর্দ্দিকে পড়িয়াছে, তোমার বাঁচিবার আর কোন আশা নাই; কোন মনুষ্য তোমাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে করিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া তোমার মৃত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া কারকিত বলিলেন "যা হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, সকলি ঈশ্বরের হাত, যা ভাল হয়, তিনি করুন। আমার পুত্রবৎসল পিতামাতাকে বলিও তাঁহারা যেন শোক না করেন, আমি কেবল এখনি সুখানুভব করিতেছি, ধর্ম্মজীবনের উপকারিতা এখনি অনুভব করিতেছি। ঈশ্বর আমার নিরাপদ দুর্গ এবং আমি স্বর্গের দিকে যাইতেছি এখন বুঝিতেছি।" তাঁহার স্বর বন্ধ হইল, আর কথা বলিতে পারিলেন না।

রাজার ক্ষমতা কে দিল ?

সকল মনুষ্য সমাজকেই এক বা ততোধিক ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে দেখা যায়। ইহাঁদিগকে রাজা অথবা রাজপুরুষ কহে। রাজপুরুষেরা সমাজের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ও শাসনকর্ত্তা; সমাজের যাবতীয় লোকেই তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার এবং তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন। রাজপুরুষেরা প্রজাদিগকে রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন; দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ হইলে তাঁহারা তাহার নিষ্পত্তি করেন; আমরা মারামারি করিলে তাঁহাদিগের নিকট দণ্ডনীয় হই, কিন্তু তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অপরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতে পারেন;—এইরূপ সর্ব্ববিষয়েই তাঁহারা সকলের প্রধান। সকলে তাঁহাদের অধীন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কাহারও অধীন দেখিতে পাই না।

রাজপুরুষদিগের কিরূপে এই শাসনক্ষমতা ও প্রাধান্য হইল, কে বা

ইহা দিল ?—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে প্রজা সাধারণই এ ক্ষমতা ও প্রাধান্যের মূল এবং তাহারাই রাজপুরুষদিগকে ইহা প্রদান করিয়াছে। নতুবা প্রজা সাধারণের অসম্মতিতে একজন আপন ইচ্ছায় রাজশক্তি অধিকার করিতে পারে না। প্রজা সাধারণ এই শক্তির মূল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই যে তাহারা স্পষ্টাভিধানে রাজপুরুষদিগকে এই শক্তি দিয়া থাকে তাহা নহে। সাধারণ তন্ত্রে তাহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে দেশের সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা ও পদ প্রদান করে, সুতরাং এস্থলে রাজপুরুষদিগের শক্তি যে প্রজাদিগের হইতে বিভিন্ন নয় তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। কিন্তু যে দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত, সেখানে প্রায়ই পিতার পর পুত্র, তৎপরে তাহার পুত্র এইরূপ এক নির্দ্দিষ্ট রাজবংশের পুরুষ পরম্পরা দেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন, সুতরাং বোধ হয় যেন সে দেশের শাসনাধিকার আর কাহারও নাই, এবং প্রজাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে যেন সেই বংশের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে ;—প্রথমে যদিও এরূপ বোধ হয় এবং রাজা যদিও সমস্ত দেশের অধীশ্বর অথবা অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, তথাপি একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার ক্ষমতা, পদ, উপাধি সমুদায়ই প্রজাদত্ত। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' বাক্যটি এ বিষয়ে খাটে। প্রজাগণ যে বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ না করে, সে বিষয় তাহাদের অভিমত বলিয়া বোধ হয়। এমন কতকগুলি অধিকার আছে কেবল রাজা তাহা প্রাপ্ত হয়েন, এমন কতক-গুলি কর্ম্ম আছে কেবল রাজা তাহা সম্পন্ন করেন, তাঁহার সেই সকল অধিকার প্রাপ্তি এবং কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে কেহ কোন আপত্তি করে না। মনে কর একজন আমার কোন দ্রব্য চুরি করিয়াছে, চোরের দণ্ডবিধান রাজা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাকে রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে। আমি যে রাজদ্বারে উপস্থিত হই, ইহাতে আমি রাজক্ষমতার বশীভূত হইলাম ; আমি যদি নিজে চোরকে শাস্তি দিই তবে আমার প্রতিবেশী পাঁচ জন প্রচলিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন হেতু আমাকে রাজদ্বারে শাস্তি দেওয়া-ইবেন ; অথবা রাজপুরুষগণ যখন আমার এই অকর্ম্ম হেতু শাস্তি দিবেন,

তখন তাঁহারা রাজার পক্ষ থাকিবেন, আমার হইয়া রাজার বিপক্ষতাচরণ করিবেন না। এই রূপ প্রজাদের সম্মতি থাকাতেই রাজা অবাধে আপন ক্ষমতা চালাইতে পারেন, অতএব প্রজাগণই পরোক্ষভাবে রাজাকে শাসন ক্ষমতা দিতেছেন। আরও ইহা দেখা যাইতেছে যে যতদিন প্রজাদের অভিমত হন, তত দিনই ব্যক্তিবিশেষ তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন; প্রজাগণ যে রাজাজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে সে কেবল আপনাদের সুবিধা বিবেচনায় স্বইচ্ছায় করিয়া থাকে, নতুবা তাহারা আপনাদের অনভিমত কোন রাজাজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য নহে; বরং এরূপ অনভিমত রাজাজ্ঞা প্রচার হইলে তাহারা বিধিমতে তাহার প্রতিকূলাচারী হয়, রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অথবা প্রজাপীড়ক হইলে তাঁহার শাসন অগ্রাহ্য করে।—যদি রাজাকে প্রজাবর্গের ইচ্ছাধীন হইয়া চলিতে হইল, তবে তাহার শক্তি প্রজা-দত্ত নয় ত কি? অতএব রাজশাসন অথবা রাজশক্তি বলিয়া যে একটী বিশেষ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটি কোন ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের শক্তি নহে, পরন্তু সমবেত প্রজা মণ্ডলীর সাধারণ বল। রাজপুরুষগণকে এই শক্তি সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যেহেতু সমাজের নিয়ম ক্রমে তাঁহারা প্রজাবর্গের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করেন।

উপরে ‘ প্রজাবর্গ, “ প্রজাগণ ” প্রভৃতি যে শব্দ ব্যবহৃত হইল তাহাও সমুদায় প্রজাশ্রেণীর সমষ্টি অথবা প্রজাশ্রেণী সমষ্টির অধিকাংশ বুঝিতে হইবে; নতুবা দুই চারিজনের পক্ষে উপরোক্ত কথা গুলি খাটে না। বরং প্রায় সকল শাসনই দুই চারিজন—দুই চারিজন কেন—অনেক প্রজার অসুখের কারণ, সুতরাং অনভিমত। চুরি করিলে রাজা দণ্ড দিয়া থাকেন, সুতরাং চোরকে কষ্ট পাইতে হয়; চোরের ইচ্ছা যে চুরি দণ্ড উঠিয়া যায়—এবং সমাজে চোরের সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু চুরির দণ্ড উঠে নাই, এবং উঠানও উচিত নহে, কেননা তাহা হইলে অধিকাংশ প্রজার ক্ষতি হয়। কিন্তু মনে কর রাজা সমস্ত প্রজার কাণ কাটিয়া লইবার অথবা সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন; প্রজাগণ কি এ আজ্ঞা পালন করিবে? রাজা উপযুক্ত হইলে যে কোন প্রজার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন; দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিলে অন্য কোন প্রজা তাহাতে

আপত্তি করে না, কেননা তাহার প্রাণদণ্ড তাহাদের অভিমত। কিন্তু মনে কর রাজা কতকগুলি প্রজার ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য অকারণে তাহাদের প্রাণবধ করিলেন। এরূপ স্থলে কি হইবে?—সমস্ত প্রজাই তাঁহার উপর বিরক্ত হইবে, তাঁহার অপকর্ম্মের উল্লেখ করিবে, তাঁহাকে উপদেশ দিবে এবং কিছুতেই কিছু না হইলে বলপূর্ব্বক নিরস্ত করিবে। রাজার যে অপরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাও প্রজাদত্ত। শত্রুদমন, দেশরক্ষা, পরদেশ জয় এই সকল উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ হয়; এ সকল ব্যাপারের সহিত সমস্ত প্রজা মণ্ডলীর স্বার্থ সম্বন্ধ আছে; সুতরাং রাজা যখন যুদ্ধ করেন, তখন তিনি প্রজারই কার্য্য সাধন করেন; প্রজারা তজ্জন্য তাঁহাকে ধনবল, লোকবল, বুদ্ধিবলাদি দিয়া সাহায্য করে; নতুবা তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত রাজা কিছু একা যুদ্ধ করিতে পারেন না। যদি কখন রাজা কেবল স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া প্রজার রক্তস্রোতে ধরণী প্লাবিত করিতে যান, তবে প্রজাগণ তাঁহাহইতে বিচ্ছিন্ন হয়। রাজা দেশের অধীশ্বর; কিন্তু তাহা বলিয়া কি তিনি আপন রাজ্য অন্যকে যথেচ্ছাক্রমে দান বিক্রয় করিতে পারেন, না আপন রাজ্য বলিয়া তাহাহইতে প্রজাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারেন? এইরূপ যে দিক্ আলোচনা করা যায় সেই দিকেই দেখিতে পাই যে রাজ-ক্ষমতা প্রজাদত্ত; রাজ পুরুষদিগের স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা নাই।

অনেক স্থলে এমন ঘটে যে রাজা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু প্রজাগণ তাহা সহ্য করিতেছে, রাজা নিতান্ত অনভিমত হইলেও তাহারা তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না। এরূপ হইবার কারণ রাজপ্রতাপের আতিশয্য। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রজা হইতে রাজা যে ধন ও ক্ষমতা পান, তাহা সময়ে সময়ে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে; এবং রাজা সেই ধন ও ক্ষমতার বলে কতকগুলি লোক হস্তগত করিয়া নিজের একটী দল করিয়া তুলেন এবং তাহার বলেই প্রজাদের উপর অত্যাচার ও তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন; নতুবা যদি সমস্ত প্রজা মধ্যে ঐক্য থাকে, তাহা হইলে রাজার সাধ্য কি যে তিনি তাহাদের অনভিপ্রেত কিছু করেন?

পূর্ব্বকালে লোকের বিশ্বাস ছিল রাজা দেবতার অংশ বিশেষ, তিনি যাহা করিবেন লোকে তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না; তাঁহার বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকলকে ধন প্রাণ মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সকলই বিসর্জ্জন দিতে হইবে; তিনি ভাল হউন বা মন্দ হউন, দেবতা হউন আর রাক্ষসই হউন, কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারিবেন না; সকলকেই ক্রীত দাসবৎ তাঁহার পাদলেহন ও দেববৎ তাঁহার পূজা করিতে হইবে। এখন আর সে বিশ্বাস নাই; এখন তিনি উপাস্য আমরা উপাসক, তিনি প্রভু আমরা ক্রীতদাস নহি। এখন তিনি সমগ্র প্রজাবর্গের সেবক, তিনি তাহাদের প্রতিনিধি মাত্র। যেমন সমাজের কতক লোক কৃষিকার্য্য, কতক শিল্প, কতক বাণিজ্য, কতক শিক্ষকতা ইত্যাদি কর্ম্ম করেন, তেমনই এক বা ততোধিক ব্যক্তি তাবৎ ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া রাজ্য শাসন করেন। তবে অপর হইতে তাঁহাদিগের এই প্রভেদ যে আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়াছি। যিনি শাসন করিবেন তাঁহার প্রভুত্ব চাই, নতুবা লোকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে কেন? বল চাই, নতুবা দুস্ট দমন হইবে কেন?—ধন চাই, নতুবা তিনি সমূহ প্রজার উপকার করিবেন কি রূপে? সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে এ সমুদায় দিয়াছি,—দিয়া যদিও স্পস্টাক্ষরে না হউক, তথাপি কার্য্যতঃ এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছি, যে তিনি আমাদিগের অভিপ্রায়ানুরূপ রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিবেন, আমরা তাঁহার অধীন হইয়া চলিব; আমরা তাঁহার উপর নির্ভর করিব, তিনিও আমাদের উপর নির্ভর করিবেন।

বিপত্নীকের বিলাপ।

আঁধার সংসারে মম
একমাত্র অনুপম
ছিল আলো, তাও কাল
নিবাইল দুরাচার!

বল কত দিন আর!
কত দিন আর পারিবে বহিতে
হৃদয় শোকের ভার!
নয়নে নয়ন, কতদিন আর
সম্বরি সহিবে, প্রবাহ আসার!
গোপনে ক্রন্দন করিয়া জীবন,
থাকিবারে পার
কত দিন আর! ১

ঘন আড়ম্বরে অম্বর- অম্বরে,
কত কাল রহে ঘন?
বিজলী বিদাম জলদ উরসে
থাকি ঝলসে নয়ন?
ক্ষণে ঘন দল বরষে প্রবল;
ছটা হতে ছোটে অশনি উজ্জ্বল;
দাহ্য বস্তু যত জমিয়া নিয়ত,
সহসা উঠয়ে
জ্বলিয়া অনল! ২

বন্যার জীবনে প্লাবিতা তটিনী
তটেতে কি বদ্ধ রহে?
উচ্ছ্বসিত হয়ে, দুকূল ছাপিয়া,
প্রবল তরঙ্গ বহে।
মহাধূম হ'তে দেখিতে দেখিতে,
ধ্বক্ ধ্বক্ শিখা, নাচিতে নাচিতে
উঠে প্রজ্বলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া
বিদরে পর্ব্বত
অন্তর অগ্নিতে! ৩

বিদরে পর্ব্বত অন্তর অগ্নিতে!
আশ্চর্য্য কি বল তবে?
অন্তর অগ্নিতে অস্থির হইয়া,
হৃদয় বিদীর্ণ হবে?
ফাটিলে পর্ব্বত হৃদয়-কন্দর,
ছোটে না কি অস্ত্র ধাতব প্রস্তর?
ফাটিলে হৃদয় ছুটিবে নিশ্চয়,
হৃদয় নিহিত
পদার্থ নিকর! ৪

কোন্ আবরণে আবরি রাখিতে
পারে জ্বলন্ত অনল?
প্রস্রবণ মুখে প্রস্তর পড়িলে,
বদ্ধ কি হয় সে জল?
হৃদয়! তোমার স্বভাব কি মত?
গঠন কঠিন উপাদানে কত?
নতুবা কেমনে জ্বলন্ত দহনে
রাখিবে গোপনে
চাপিয়া এমত? ৫

ধন্য! তোমা প্রাণ! কোন প্রাণে ভুলি
প্রাণের পুতুলী ধনে!
আছ এত দিন? আধার ছাড়িয়ে
আধেয় কি রহে ক্ষণে?
সত্য বটে, যদি দিবস যামিনী
জপ মালা তব, মন্ত্র-নিতম্বিনী!
তবু একি রীতি? কিসে এত প্রীতি?
চাহ যারে, ছাড়ি'
প্রাণ সীমন্তিনী? ৬

কোথা প্রাণেশ্বরি! হৃদয়ের মণি!
জীবন সর্ব্বস্ব-ধন!
কত দিন আজি হলো, সু বদনি!
দেখিনি বিধু-বদন।
সে মধুর হাসি, চপলা উদাসী,
হৃদয়ের জ্যোৎস্না, কত ভাল বাসি!
শয়নে, স্বপনে, সদা জাগে মনে,
আত্মায় অঙ্কিত
ছবি অবিনাশী! ৭

সে চারু নয়ন! স্নেহ-নিকেতন!
দৃষ্টি প্রসন্নতা-ময়!—
সতত প্রফুল্ল—প্রীতি পূত জলে
ঢল ঢল কুবলয়!
যত দেখি, তত আরো সাধ মনে
তৃপ্তি নাহি কভু হ'তো দরশনে!
হৃদয় ভরিয়ে, দৃষ্টি সুধা পীয়ে
নাচিত নয়ন
নিত্য বিলোকনে! ৮

ও রূপ-মাধুরী, পারি কি ভুলিতে?
চিরদিন হৃদে আঁকা!
আঁধার সংসারে ধ্রুব ভাতি, মম
জীবনের নিত্য-রাকা!
কেমনে ভুলিব, থাকিতে জীবন!
শিরোমণি ফণী ভুলে কি কখন?
হৃদয়ের নিধি, ভুলিবে কি হৃদি?
তুমি কি আমার
ভুলিবার ধন? ৯

কত গুণ তব! পারি কি বর্ণিতে?
গুণবতী, তুমি সতি!।
স্নেহের আধার! প্রেম-নিকেতন!
সরলতা-মূর্ত্তিমতী!
জীবন-বৃক্ষের সুবাসিনী ফুল!
সুখে দুখে মম সদা অনুকূল!
হৃদয়ের শান্তি! সু-কোমল কান্তি
আনন্দ বরণি!
ভুবনে অতুল! ১০

কত পুণ্য ফলে, তোমা হেন নিধি,
দিয়াছিল মোরে বিধি!
আমি হতভাগ্য অযোগ্য তোমার!
দরিদ্র কি চিনে নিধি!
কোথা জন্মদুখী ভুঞ্জে চির-সুখ?
কে ঘুচাবে তার কর্ম্ম ফল দুঃখ?
তাই তো পাইয়ে, হারালেম প্রিয়ে
কর্ম্ম ফল হেতু
বিধাতা বিমুখ! ১১।

আর কি, জীবন, জীবন থাকিতে
জীবনের ধনে পাবে?
এ পাপ নয়ন, ও বিধু-বদন
আর কি দেখি জুড়াবে?
চির নিরানন্দ আঁধার সংসার।
আনন্দ কিরণে ভাতিবে কি আর?
আর কি আলয় সদানন্দময়,
তব সমাগমে
হবে পুনর্ব্বার? ১২

আর কি রসনা সরস অন্তরে,
পুলকে প্রেমের ভাবে,
সরস অমৃত নিতম্বিনী—নাম
বলিয়ে, গলিয়ে যা'বে?
ও বরাঙ্গ-অঙ্গ করি আলিঙ্গন,
জুড়াবে কি আর হৃদয় জীবন?
সুধা বরিষণে আর কি শ্রবণে,
মোহিবে মধুর
অমিয় বচন? ১৩

তোমার বিরহে—দুঃসহ দহনে
নিয়ত দহিছে দেহ!
কোথা প্রাণেশ্বরি! এসে রাখ প্রাণ,
একবার দেখা দেহ!
বিরস বদন দেখিলে আমার
বলিতে যে প্রাণে সহেনা তোমার!
কাতর হইয়া হৃদি পরশিয়া
কত যে কহিতে
কথা সান্ত্বনার! ১৪

এখন এমন দশা বিলোকনে,
কেমনে নিশ্চিন্ত আছ?
এই কি তোমার ব্যাভার প্রেয়সি?
ব্রততী কি ছাড়ে গাছ?
জলধর—কোল তড়িত উজ্জ্বলা
জল-নিধি-বক্ষ তরঙ্গিণী মালা,
কৌমুদী কি কভু ছাড়ে নিজ প্রভু
ছাড়িবে কি সতী
পতি-কণ্ঠ-মালা? ১৫

তুমি পতি-ব্রতা সতী-সীমন্তিনি!
পতি-গত প্রাণ হিয়ে!
কেমনে বিশ্বাসি, এমন করিয়ে
ত্যজিবে আমায় প্রিয়ে?
এত ভালবেসে শেষে কি এ ফল?
জীবনের সাধ মিটিল সকল!
চির আশা-মূল, হইল নির্ম্মূল!
প্রেম-সিন্ধু মথি,
লাভ হলাহল! ১৬

আগেতে এমন জানিতাম যদি
ভাল বেসে হেন হ'বে।
প্রাণের সহিত প্রেয়সি কি কভু,
ভাল বাসিতাম তবে?
কেন এত ভাল-বাসিতে আমায়?
কেন এত ভাল-বাসিতে আমায়?
তাই কি কারণে; বিরহ—দহনে
চির দিন দগ্ধ
হ'বে হৃদি কায়? ১৭

ক্ষণেক বিচ্ছেদে কত খেদে আগে,
কাঁদিতে, কাঁদিতে আর!
জনমের মত বিচ্ছেদ এখন!
কভু কি ভুলিতে পার?
বৃথা প্রিয়ে তোমা, করি তিরস্কার।
কি করিবে তুমি? কি দোষ তোমার?
নিয়তির গতি রোধিবে কি সতি?
করিবে খণ্ডন
লিপি বিধাতার? ১৮

পৃথিবীর দিন হইল গমন,
ফুরাইলে কার্য্য-ভার,
অনন্ত অর্ণবে, জীবন—তপন
ডুবিলে, কি খেদ তার?
বড় খেদ, যদি মধ্যাহ্ন ভাস্করে,
অকস্মাত রাহু সর্ব্ব-গ্রাস করে।
না ফুটিতে ফুল, ছিন্ন তরু মূল!
অকাল—মরণ
ত্রিশূল অন্তরে! ১৯

এই দীপ-শিখা   নাচিয়া নাচিয়া,
খেলিত অনিল সনে,
সহসা নিবিল! ডুবিল তরণী
তরঙ্গ-হীন জীবনে!
মনের যে আশা মনেই রহিল!
জীবনের সাধ কভু না পূরিল!
অসময়ে কাল   বদন করাল
বিস্তারি, জীবন
গরাসি লইল! ২০

মরি! প্রাণেশ্বরি! কি মনে করিয়া,
না জানি, ত্যজিলে প্রাণ!
জীবনের ধন—প্রিয় পুত্র-গণে?
কা'রে সঁপে গেলে সাধের সংসার?
কোথা মন্দভাগ্য দয়িত তোমার?
ভেবেছ কি তায়,   মরণ শয্যায়?
অথবা তাহায়
সন্দেহ কি আর!, ২১

যবে দিদি, তোমা   চেতন কারণ
মম নাম নিলা ছলে!
অমনি আগ্রহে   খুলিয়া নয়ন,
সুধালে "কোথায়" বলে!
"এসেছে দেখিতে, কথা কবে" ব'লে,
নীরবিলা দিদি, তিতি অশ্রু জলে!
"কব" মৃদুস্বরে   বলি, ক্ষণ'পরে
কি ভাবিলে, মিথ্যা
বুঝিয়া কৌশলে? ২২

মনো গত কথা   রহিল মনেতে,
কহিতে হলোনা আর!
নীরব হইলে!   নীরব হইল,
একবারে বীণা তার!
আর এ সংসারে সে বীণা নিক্কণ
শুনিব না কভু, থাকিতে জীবন!
বড় খেদ মনে   রহিল, ললনে!
মরণ—সময়ে
হলো না দর্শন! ২৩

বৃথা ধন আশে,   প্রাণ ধন, তোমা;
ত্যজি, আইনু বিদেশে!
এ দুঃখ আমার   মোলেও যাবে না!
দেখা হইল না শেষে!
আগে বুঝি, প্রিয়ে, জানিতে পারিয়ে,
লিখেছিলে তাই, তেমন করিয়ে!
ছলিয়ে আমায়,   লইলে বিদায়,
"আর বুঝি দেখা
হ'বে না," বলিয়ে! ২৪

তুমি পুণ্যবতী! সতি! ভাগ্যবতি!
পতি, পুত্র বর্ত্তমানে,
গেলে নিত্য-ধাম,   আলো করি দিক্,
চড়িয়ে দিব্য বিমানে!
পরিতাপে হ'য়ে আমি অভাজন,
রহিলাম মাত্র করিতে ক্রন্দন!
তোমা বিনা আর কিসের সংসার?—
শ্মশান সমান
হ'য়েছে এখন! ২৫

নয়নের তারা—"উপেন," "সুরেন,"
"সুখ" "শান্তি" তব, প্রিয়ে!
সুকুমার হৃদে শোকের আঘাত!
প্রাণ ফাটে নিরখিয়ে!
কে আর তেমন করিবে যতন!
সময়ে যোগাবে পানীয়, ওদন!
তোমা—সম্বোধিয়ে, উঠিলে কাঁদিয়ে,
কে পারে তা-দেরে
করিবে সান্ত্বন? ২৬

আপনার কথা কি বলিব আর!
বলিবার কিবা আছে!
হৃদয়বাসিনি! হৃদয়ের ব্যথা
গোপন কি তব কাছে!
যত দিন ভবে হ'বে অবস্থান,
যত দিন দেহে র'বে এ পরাণ!
তত দিন, প্রিয়ে! হৃদয় ভরিয়ে,
করিব তোমার
নাম, গুণ গান! ২৭

যাও পুণ্য ধামে, পুণ্যবতি, তুমি,
নিবারণ নাহি করি!
যে লোকেই কেন থাক না, তথাপি
আমার জীবিতেশ্বরী!
এ বিশ্বাস হৃদে সেব্য চিরন্তন—
নিত্য ভাল-বাসা অবিনাশী ধন!
মরণে কি খেদ? হ'বে কি বিচ্ছেদ?
কে করিবে ছেদ
আত্মার বন্ধন? ২৮

আর কাঁদিব না! কেন বিলাপন?
কিসেব বিরহ ভয়?
অতি প্রিয়তম প্রাণ কি কখন
কারো দরশন হয়?
প্রাণ রূপে আছ প্রাণ নিকেতনে!
কেমনে হেরিব এ পাপ নয়নে?
যবে দেহ-ভার খসিবে আবার
মিলিব দুজনে
অনন্ত জীবনে! ২৯ *

রাজ্ঞী ফিলিপার সদাশয়তা।

ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এডওয়ার্ডের পত্নী ফিলিপা কালে নগরবাসীদিগের প্রতি যে একটী দয়ার কার্য্য করেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে। স্বামীর অত্যন্ত কঠিন হৃদয়কেও কোমল এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে ক্ষমাশীল করিবার ক্ষমতা যে স্ত্রীলোকের আছে, ইহা দ্বারা অতি স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হয়।

* আমাদিগের কোন প্রিয় বন্ধু স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগে এই শোকময় কবিতাহার গাঁথিয়াছেন। পাঠিকাগণ ইহা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার দুঃখে সমদুঃখিতা এবং পত্নীর প্রতি পতির বিশুদ্ধ অনুরাগ অনুভব করিবেন।

তৃতীয় এডওয়ার্ড ফরাসীদিগের দেশ জয় করিতে গিয়া কয়েকটী যুদ্ধে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। ১৩৪৬ সালের ২৬এ আগস্ট ক্রেসির যুদ্ধে তিনি ও যুবরাজ ব্লাক প্রিন্স প্রায় ৪০ হাজার ফরাসী নিহত করিয়া ফ্রান্সরাজ ফিলিপকে পরাজয় করেন। ফরাসীরা বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া কালে নামক নগরের অভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। এডওয়ার্ড এক বৎসর কাল এই দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকেন, অথাপি তাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই। তিনি শত্রুদিগকে অনাহারে মারিবার জন্য দুর্গের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠময় গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া এরূপে সেনা নিবেশ করিলেন, যে দুর্গ মধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য পাইবার আর উপায় রহিল না। দুর্গাধ্যক্ষ আহার কষ্টের সম্ভাবনা ভাবিয়া প্রথমে দুর্গ হইতে বালক বৃদ্ধ প্রায় ১৭০০ লোক বাহির করিয়া দেন। ইংলণ্ডেশ্বর তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবার পথ দিলেন এবং তাহাদিগকে কিছু কিছু আহার ও অর্থ দিয়াও বিদায় করিলেন। কিন্তু দুর্গবাসিগণ পরাজয় স্বীকারে যত অধিক বিলম্ব করিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় ততই কঠোর ও ক্রোধান্ধ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে অনাহারে মৃতপ্রায় ও নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন আর ৫০০ লোক বহির্গত হইলে তিনি তাহাদিগকে যাইবার পথ দিলেন না। দুর্গবাসিগণ নিতান্ত প্রপীড়িত ও নিরুপায় হইয়া শেষে ফ্রান্সরাজের নিকট এই পত্র খানি প্রেরণ করিল:—

"এখানে ঘোড়া, কুকুর ও ইদুঁর যাহা পাইয়াছি, আমরা সকলি খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন যদি আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করেন ভালই, নতুবা আমরা হয় ইংরাজদিগের অধীন হইব; নয় পরস্পরে পরস্পরকে ভক্ষণ করিব।"

ফিলিপ অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের উদ্ধারার্থ আর একবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ইংরাজ সৈনাদল ভেদ করিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি সে স্থানের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন দুর্গবাসিগণ ইংরাজরাজের শরণাপন্ন হইবার জন্য তাঁহার নিকট কতিপয় দূত প্রেরণ করিল। এডওয়ার্ড দূতগণকে বলিলেন, "তোমাদিগের সেনা পতিকে বল, নগরের ৬ জন প্রধান লোক কেবল এক একটী কুরতী পরিয়া

খালি পা ও গলরজ্জু হইয়া দুর্গ ও নগর দ্বারের চাবি লইয়া আমার নিকট আসিবে, তবে আমি অন্য কথা শুনিব।"

দুর্গাধ্যক্ষ প্রকাশ্যস্থানে নগরবাসী সকলকে একত্র করিয়া যখন ইংলণ্ড-রাজের আজ্ঞা জানাইলেন, তখন সকলে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল, বিপক্ষরাজের ক্রোধ খর্পরে আত্ম সমর্পণ করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। অবশেষে ইউষ্টেস ডি সেণ্ট পিয়ারী নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ইংলণ্ডাধিপতি ৬ ব্যক্তিকে চাহিতেছেন, তাহা না পাইলে সমুদায় নগরবাসীকে ধ্বংস করিবেন, অতএব আমি ৬ জনের মধ্যে একজন উপস্থিত আছি। এই ব্যক্তির সৎসাহস ও দেশহিতৈষিতার দৃষ্টান্তে নগরবাসিদিগের প্রাণরক্ষার্থ একে একে আর ৫ জন সম্ভ্রান্ত লোক আপনা-পন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। 'দুর্গাধ্যক্ষ স্বয়ং সাংঘাতিক আঘাতে চলৎশক্তি হীন হইয়াছিলেন, ভুক্তাবশিষ্ট একটী অশ্বারোহণে ৬ জন নগরবাসীকে সমভিব্যাহারে লইয়া দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন, লোক সকল রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল।

সম্ভ্রান্ত ৬ ব্যক্তি রিক্তপদে গলরজ্জু হইয়া নিকটস্থ হইলে এডওয়ার্ড ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং এককালে ছয় জনেরই শিরশ্ছেদনের আদেশ করিলেন। সার ওয়াল্টার ম্যানি দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদিগের প্রাণরক্ষার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এডওয়ার্ড কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। তখন রাজ্ঞী ফিলিপা জানু পাতিয়া করযোড়ে রাজসম্মুখে নিবেদন করিলেন, "আমার উপরোধে এই স্বদেশহিতৈষী বিপন্ন লোকদিগের প্রাণ দান করিতে হইবে।" ইংলণ্ডেশ্বর অনেকক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন "তুমি কেন স্থানান্তরে থাকিলে না, যাহাহউক আমি তোমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।" রাজ্ঞী আশ্বাসবাণী শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া ছয় ব্যক্তিকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন, উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত করিলেন এবং পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া কিছু কিছু উপ-ঢৌকনসহ বিদায় করিলেন। রাজ্ঞীর সদ্ব্যবহারে কালেবাসিগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এই সদাশয়তার জন্য তাহারা চিরকাল তাঁহার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিত।

মুসলমানদিগের বিবাহ প্রণালী।

মুসলমানদিগের মতে বংশবৃদ্ধি হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিস্তার হওয়াই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহাদিগের বিবাহে পাঁচটী কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়:—

(১) কন্যার অভিভাবক থাকা আবশ্যক, অভিভাবক না থাকিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। যে কন্যার অন্য কোন অভিভাবক নাই, ভূস্বামী তাহার অভিভাবক।

(২) বিবাহে কন্যার সম্মতি আবশ্যক। কন্যা অল্পবয়স্কা হইলে যদি পিতা বা পিতামহ তাহাকে দান করেন, তবে তাহার সম্মতি না হইলেও চলে। কিন্তু তথাপি কন্যাকে বিবাহের বিষয় জ্ঞাপন করিলে ভাল হয়। কন্যা তাহাতে কোন আপত্তি না করিলে, উত্তম।

(৩) বিবাহ কালে দুই জন সাক্ষী উপস্থিত থাকা আবশ্যক। ব্যবস্থাপক ও কয়েক জন দরবেশের (সন্ন্যাসীর) সাক্ষাতে বিবাহ হইলে ভাল হয়।

(৪) বিবাহের খোতবা (এক প্রকার মন্ত্র) পাঠের পর অভিভাবক বরকে বলিবেন বিস্‌মোল্লা ও এল্‌হম্‌দাল্লা (প্রশংসিত ঈশ্বরের নামে) অমুকীর বিবাহ তোমার সঙ্গে এত টাকা পণে সম্পন্ন করিয়া দিলাম। বর সেইরূপ বিস্‌মোল্লা ও এলহমদাল্লা নাম উচ্চারণ করিয়া বলিবেন এই বিবাহ এত টাকা পণে আমি স্বীকার করিলাম।

(৫) যে কন্যা বিবাহে বদ্ধ আছে বা অন্য পুরুষের সঙ্গে যাহার বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইয়াছে এবং যে কন্যা মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, কিম্বা পৌত্তলিক, অথবা ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না, কি অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া উপবেশন করে, কি নমাজ পড়ে না ও নমাজ না পড়িলে কোন পাপ নাই বলিয়া থাকে, যে কন্যা নস্‌রাণী কিম্বা ইহুদী কুলোৎপন্না অথবা মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নস্‌রাণী কি ইহুদীধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে কিম্বা ক্রীতদাসী, এমত কন্যাকে বিবাহ করা অবৈধ। কন্যা

যদি বরের অত্যন্ত নিকট সম্পর্কীয়া হয়, বর পূর্ব্বে কন্যার কন্যা অথবা মাতা বা মাতামহী কিম্বা পিতামহীকে বিবাহ করিয়া থাকিলে, কিম্বা কন্যা বরের পিতা বা পুত্রের সহিত পূর্ব্বে বিবাহিত হইয়া থাকিলে, অথবা বরের চারিটী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে বা কন্যার পিসী বা মাসী কি ভগিনী বরের পত্নীরূপে বিদ্যমান থাকিলে বিবাহ অসিদ্ধ। পিতা পিতামহাদি অভি-ভাবকশূন্যা অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ অসিদ্ধ।

বহু ভার্য্যা গ্রহণ মুসলমান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু চারিটী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। প্রত্যেক পুরুষের বিবাহ করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি ন্যায়োপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালনে আপনাকে অক্ষম মনে করেন এবং যিনি বিবাহে বদ্ধ হইলে ধর্ম্মোন্নতির হানি হইবে মনে করেন তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ করা শাস্ত্রসঙ্গত নয়। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যাকে দেখিয়া মনোনীত করিবার বিধি আছে। বরকে কন্যার পণস্বরূপ কিছু দান করিতে হয় এবং কাবিল (স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় বরের দান-পত্র) লিখিয়া দিতে হয়। কোন গুরুতর দোষ হইলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে অর্থাৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কঠোর শাসন। স্বামী স্ত্রীকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া দাসীর ন্যায় আপন সেবাতে নিযুক্ত রাখিবে, তাহাকে কোন পুরুষের মুখাবলোকন এবং কোন পুরুষকে তাহার মুখাবলোকন করিতে দিবে না। স্ত্রী নিতান্ত অবাধ্য হইলে স্বামী কোমলভাবে প্রহারও করিতে পারিবেন। ভর্ৎসনারত কথাই নাই।

স্বামী স্ত্রীর ব্যবহার সম্বন্ধে মুসলমানদিগের অনেকগুলি নিয়ম অতি কুৎসিত। দুই চারিটী ভাল নিয়মও আছে। স্বামী স্ত্রীকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন, প্রাণপণে তাহার সন্তোষ বিধান করিবেন, সুচরিত্রা ধার্ম্মিক স্ত্রীকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করিবেন। স্ত্রীকে আপনার ধর্ম্মপথের সহায় জানিয়া তাহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত থাকিবেন, এরূপ সৎবিধি সকলও মুসলমান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরুবীয় জাতি।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরু নামে একটী দেশ আছে। এই দেশ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মহামূল্য ধাতুর খনির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাতে সহস্র সহস্র খনি আছে, তাহাহইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ২ কোটী টাকা মূল্যের ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যাইত। পেরু সুপ্রসিদ্ধ জ্বরঘ্ন ঔষধ কুইনাইনের জন্ম স্থান। যে সিঙ্কোনা বৃক্ষের ছালে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, তাহা এই দেশে প্রথমে দৃষ্ট হয়। পেরুদেশের লোকদিগকে পেরুবীয় জাতি বলে।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষে মোগলদিগের রাজত্বের আরম্ভ, তৎকালে স্পেনীয়েরা পেরুদেশ জয় করিয়া লয়। স্পেনীয়েরা যখন এদেশে প্রবেশ করে, তখন ইহাতে সভ্যতার অভাব ছিল না। ইহাতে সুনিয়মিত রাজ্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধিবাসীগণ পরিপাটী পরিচ্ছদ পরিধান করিত এবং সুখদ গৃহে বাস করিত। তাহারা উপযুক্ত রূপে ক্ষেত্রকর্ষণ এবং খাল কাটিয়া বহুদূরে জল সেচন করিতেও জানিত। মৃৎপাত্র, কার্পাস ও পশমী বস্ত্র এবং তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র তাহাদিগের শিল্পের পরিচয় দিত। লৌহাস্ত্র ব্যতিরেকে পাথর হইতে তাহারা যে সকল গৃহসামগ্রী প্রস্তুত করিত, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাদিগের দেশে প্রাচীন অট্টালিকাদির যে সকল ভগ্নাবশেষ এবং দূর প্রসারিত প্রাচীন রাজপথের যে সকল চিহ্ন দেখা যায়, তাহাতে তাহারা সভ্যতা মঞ্চের উচ্চ সোপানে বহুকাল

পূর্ব্বে যে আরোহণ করিয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র থাকে না। এই সভ্যতা সম্পূর্ণ রূপে স্বদেশজাত, কারণ পূর্ব্বে কোন সভ্যজাতির সহিত তাহাদিগের যোগ ছিল না। তাহারা যে নৌকাদি পরিচালন করিত, তাহা স্বদেশের এক তীর হইতে অন্য তীর পর্য্যন্ত চালিত হইত, ইহার অধিক দূরে যাইত না। স্পেনীয়েরা আমেরিকার যেস্থানে আসিয়াছে সেই স্থানেই অসভ্য লোক দেখিয়াছে, কিন্তু পেরুবীয়দিগের সভ্যতা দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছিল।

পেরুবীয়দিগের পুরাবৃত্ত বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে। স্পেনীয়দিগের আগমনের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মাঙ্কো কাপাক এবং মামা অকলো নামে স্ত্রী পুরুষ দুই ব্যক্তি এই দেশে উপস্থিত হন। তাঁহাদের আকার তেজঃপুঞ্জ। তাঁহারা আপনাদিগকে সূর্য্যের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন এবং মর্ত্যলোকের দুঃখহরণের জন্য আসিয়াছেন এই কথা প্রচার করেন। পেরুবীয়েরা তৎকালে অসভ্য ছিল, এই দেবাবতার দম্পতির অধীনতা স্বীকার করিল। মাঙ্কো কাপাক তাহাদিগকে সভ্য রীতি নীতি, কৃষি এবং বস্ত্রবয়ন প্রণালী শিক্ষা দিলেন এবং পেরুদেশে একটী নিয়মিত রাজ্যতন্ত্র স্থাপন করিলেন। তিনি দেশবাসীদিগকে চারিটী শ্রেণীতে বিভাগ করেন, এই চারি শ্রেণী হিন্দুদিগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যায়। ইহাতে অনুমান হয়, মাঙ্কো কাপাক ও মামা অকলো ভারতবর্ষের লোক হইবেন। আমাদিগের পুরাণে পাতালপুরীর বর্ণনা আছে, আমেরিকা সেই পাতাল পুরী বোধ হয়। যাহাহউক কাপাকের বংশ ইঙ্কাস বা প্রভু নামে আখ্যাত হয়। দেববংশ বলিয়া তাঁহারা পেরুবীয়দিগের উপরে একাধিপত্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি অবাধ্যতা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইত। এই রাজবংশের রাজধানী কজকো ছিল এবং তাঁহারা বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য প্রসারিত করেন। এই বংশের রাজাদিগের প্রতি নিয়ম ছিল, তাঁহারা মাঙ্কো কাপাক ও মামা অকলোর বংশীয় ভিন্ন অন্য রমণীকে বিবাহ করিবেন না। এই বংশের দ্বাদশরাজা হুয়ানা কাপাক যখন কুইটো রাজ্য জয় করেন, তখন এই প্রাচীন রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া কুইটোর এক রাজপুত্রীকে বিবাহ করেন। এই রাজপুত্রীর

গর্ভে অটোহোয়াল্পা নামে পুত্র হয়। হুয়ানার ইস্কাস বংশীয় আর এক স্ত্রী ছিলেন, তাঁহার গর্ভজাত হুয়াস্কার নামে এক পুত্র ছিল। হুয়ানা মৃত্যুকালে কুইটো রাজ্য অটোহুয়াল্পাকে ও অবশিষ্ট রাজ্য হুয়ানাস্কারকে দিয়া যান। ইহাদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর গৃহযুদ্ধ হয়। সেই অবসরে স্পেনীয় সেনাপতি পিজারো উভয়কে পরাভব করিয়া পেরু রাজ্য জয় করেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সু। মা, শুনিয়াছি শীতকালে এক এক দেশে জল জমিয়া বরফ হয়; সে দেশ কোথায়?'

স। হিমপ্রধান যে সকল স্থান সেই সকল স্থানেই জল জমিয়া বরফ হয়। ইউরোপের ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এবং আসিয়ার সাইবিরিয়া দেশে এইরূপ হয়। আমাদিগের দেশের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বতও হিমপ্রধান, সেখানেও জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। কিন্তু মা, এক স্থান উষ্ণ ও এক স্থান হিমপ্রধান হইবার কারণ কি?

মা। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ঋতু কেন হয়, ইহা জানিলেই এই কারণ জানিতে পার। শীতকালে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন হয়, অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ঘেঁসা থাকে, এই জন্য উত্তর গোলার্দ্ধের দেশ সকলে তাহার কিরণ বেঁকিয়া পড়ে- উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে পারে না। উত্তর গোলার্দ্ধের খুব উত্তরে যে সকল স্থান, সেখানে ত সূর্য্যের কিরণ মোটে পড়ে না বলিলে হয়; এই জন্য তথায় শীত বৃদ্ধি হইয়া জল জমাইতে থাকে। কিন্তু পর্ব্বতে যে শীত অধিক, তাহার অন্য কারণ আছে।

সু। সে কারণ কি?

মা। পৃথিবীর গর্ভ মধ্যে যত যাইবে, ততই উষ্ণতা আর পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে যত উর্দ্ধে উঠিবে তত শীত। ইহার কারণ তোমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছ। পর্ব্বত সকল পৃথিবী হইতে যত উচ্চ হইয়া উঠে, ততই তাহাদিগের উপর শীতের আধিক্য। হিমালয় অতি উচ্চ পর্ব্বত, এই জন্য তাহা হিমের আলয়।

সু। কি আশ্চর্য্য! পৃথিবী হইতে যত উচ্চে উঠা যাইবে, তত সূর্য্যের নিকট হওয়া যাইবে, তবুও কি শীত অনুভব হইবে?

স। তা না হলে উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে চিরকাল বরফ জমিয়া থাকে কেন, সূর্য্য ত তাহা গলাইতে পারে না?

মা। সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর উপর পড়িলে তাহা জমিয়া পৃথিবীকে গরম করিয়া তুলে, তাহা হইতেই আমরা রৌদ্রের এত তেজ অনুভব করি, কিন্তু সেই সূর্য্য-কিরণ উপরে যে বাতাসের ভিতর দিয়া আসে, তাহা উষ্ণ হয় না। আর পর্ব্বতের শৃঙ্গের চারিদিকেও শীতল বাতাস বহিয়া তাহাকে আরো শীতল করিয়া রাখে।

সু। সে যাহউক, শীতে জল জমিয়া যায় কেন?

সত্য। উত্তাপে সকল বস্তু বিস্তারিত হয়। দেখ আধ কড়া দুধ জ্বাল দিলে এক কড়া হইয়া উঠে। শীতে তেমনি জিনিষ সঙ্কুচিত হয়, এই কারণে জল জমে।

মা। সত্য যাহা বলিলে তাহা অন্য বিষয়ে ঠিক্ হউক, জলের বিষয়ে সম্পূর্ণ ঠিক্ নয়। শীতে জলকে প্রথমে সঙ্কুচিত করে বটে, কিন্তু পরে আর সঙ্কুচিত না করিয়া বিস্তারিত করিয়া দেয়। শীতে জলের পরমাণু সকল ঘন হইয়া বরফ হয় বটে, কিন্তু যতটুকু জল, তদপেক্ষা বরফের পরিমাণ অধিক হইবে।

সত্য। ইহার কারণ কি?

মা। বারিবিজ্ঞানে ইহা একটী আশ্চর্য্য ও অসাধারণ ঘটনা বলিয়া বিখ্যাত।

সু। বারি বিজ্ঞান কি?

মা। যে শাস্ত্র দ্বারা জলের সমুদায় তত্ত্ব জানা যায়।

স। শীতে নদী ও সমুদ্রের সকল জল কি বরফ হইয়া যায়?

মা। না, জলের উপরি ভাগ কিছু দূর পর্য্যন্ত জমিয়া বরফ হয়, পরে তাহাই জলের উপরে ছাদের ন্যায় হইয়া থাকে, নীচের জল আর জমিতে পারে না।

সু। বরফ কেন জলের নীচে ডুবিয়া যায় না!

স। শীতে জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন জল অপেক্ষা অধিক বিস্তারিত হয়, সুতরাং লঘু হয়, এই জন্য জলের উপর ভাসিতে থাকে।

সু। শীতে জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন তাহা বিস্তারিত না হইলে কি অপকার হইত?

মা। বিস্তারিত না হইলে তাহা জল অপেক্ষা ভারী হইত, সুতরাং জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইত। তোমরা

স্থান সমুদ্র ও নদী সকলের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য জীব জন্তুর বাস। যদি জল জমিয়া চাপ চাপ হইয়া ডুবিয়া যাইত, শীতপ্রধান দেশের জলচর জন্তু বরফাবৃত হইয়া মরিয়া যাইত। কিন্তু বরফ ভাসে বলিয়া তাহা নদী ও সমুদ্রের উপরে ছাদের ন্যায় হইয়া থাকে। নিম্নের জল গরম হইয়া থাকে এবং তাহাতে জীব জন্তুগণ সুখে সঞ্চরণ করে।

সত্য। মা, এতক্ষণ মনে করিতে ছিলাম, তাপে বস্তু বিস্তারিত হয় এবং শীতে সঙ্কুচিত হইয়া যায় এই ত সাধারণ নিয়ম, কিন্তু জলের বিষয়ে তাহার বিপরীত কেন হইল? এখন ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম।

মা। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা ও করুণা সৃষ্টির সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি সকল বিষয়ে সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু সকল নিয়মেরই আবার ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের মঙ্গল সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য, যেখানে সাধারণ নিয়মে তাহা না হয়, সেখানে বিশেষ নিয়মের ব্যবস্থা করেন। শীতে জল বিস্তারিত হইয়া তাঁহার সৃষ্টির যে কত কল্যাণ সাধন করিতেছে, বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতের ভাবী সম্রাট্ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ১১ই অক্টোবর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া রেলওয়ে ও সিরাপিস রাজপোত যোগে ৮ই নবেম্বর ভারতবর্ষে আগমন করেন। পথে ইটালী, মিশর, এডেন প্রভৃতি স্থান সন্দর্শন করেন। তাঁহার সঙ্গে ডিউক অব সদার্লণ্ড, সার বার্টল ফ্রিয়ার, ডাক্তার ফেরার, লর্ড প্যাগেট, গ্রে, কার্বিংটন, বেরেসফোর্ড প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আগমন করিয়াছেন।

২। কুমারী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ব্রিষ্টলে এক বক্তৃতা করিয়া বলেন, তাঁহার ভারত ভ্রমণের ৪ টী প্রধান উদ্দেশ্যঃ—(১) ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে দেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে উত্তেজিত করা, (২) জেল সমূহের নিয়ম সংশোধন, (৩) চরিত্র সংস্কারক ও শিল্প বিদ্যালয়ের প্রথা প্রচলন, (৪) ভারতবর্ষীয় (ফ্যাক্টরী) কুঠী সকলে ইংলণ্ডীয় কুঠীর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা। তিনি বৃদ্ধ হইয়াও ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে

যে কত যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

৩। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের লোক সংখ্যা এইরূপ গণিত হইয়াছেঃ—বৌদ্ধ ৫০,৫৬,০০,০০০; খৃষ্টান ৩৯,৯২,০০,০০০; মুসলমান ২০,৪২,০০,০০০; হিন্দু ১৭,৪২,০০,০০০; ইহুদী ৫০,০০০; জড়োপাসক ১১,১০,০০,০০০; পৃথিবীর লোক সংখ্যা মোটে ১২৯,৯২,০০০০০।

৪। আইসলাণ্ডে এক প্রকার পক্ষীর আবিষ্কার হইয়াছে, ইহারা প্রতি ঘণ্টায় ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে।

৫। দাক্ষিণাত্যের তিনিভেলি নামক স্থানে একটী ঘটিকা যন্ত্র আছে, তাহা দেশীয় শিল্পিনির্ম্মিত। তাহা ৩ হাজার বৎসর উত্তম রূপে চলিতেছে, মধ্যে দুই একবার সারান হইয়াছিল। এ দেশের পূর্ব্বকালীন শিল্পনৈপুণ্য বড় সামান্য ছিল না।

৬। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে আসাম দেশে ৭।৮ দিন ধরিয়া ভূমিকম্প হয়, তাহাতে অনেক গৃহাদি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

৭। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের নিয়ম পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে কতকগুলি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে এদেশীয় স্ত্রীলোক আরোহীদিগের সুবিধা বিধানের অনুমতি করিয়াছেন।

৮। দাক্ষিণাত্যে একটী কৃষকের ৪ টী স্ত্রী, সে তাহার ২টীকে যোয়ালে যুড়িয়া ভূমিকর্ষণ করে। ভারতবর্ষে অদ্যাপি স্ত্রীজাতির কি দুরবস্থা!

৯। ইংলণ্ডেশ্বরীর মধ্যমবধূ রু শীয় সম্রাটের কন্যা একটী কুমারী প্রসব করিয়াছেন।

১০। বেহার অঞ্চলে এবৎসরও শস্যহানি হইয়া অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে।

১১। যুবরাজের শুভাগমন সংবাদে যেমন ভারতের সর্ব্বস্থানের লোক পরম আনন্দিত, তেমনি এ বৎসর ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে ওলাউঠার মহামারী হইয়া লোক সকল অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

১২। যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ বোম্বাইয়ে অদ্ভুতপূর্ব্ব আড়ম্বর হয়। সহস্র ২ বালক বালিকাও সমস্বরে আশীর্ব্বাদী গান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করে। আলেকজান্দ্রা বালিকা বিদ্যালয়ের একটী পারসী বালিকা পুষ্পমাল্যাদি দিয়া তাঁহাকে বরণ করেন।

বামাগণের রচনা।

পতি শোকাতুরা রমণীর খেদ।

১

কোথা হে জগৎ পতি, ব্রহ্ম সনাতন,
কৃপা করি কর মোর, দুঃখ বিমোচন।
দয়ার সাগর তুমি, খ্যাত চরাচরে,
তাই জেনে কাঁদিতেছি, তোমার গোচরে।
পতিহীনা হয়ে প্রভু, ডাকিহে তোমায়,
সঙ্কট হইতে নাথ, ত্বরাও আমায়।
আমারে সৃজন নাথ, কেনবা করিলে,
কেনই এমন কষ্টে, আমায় ফেলিলে।
শুনিয়াছি লোক মুখে, তুমি হে ঈশ্বর,
তোমার মতন নাহি, দয়ার সাগর।
মম প্রতি কেন নাথ, কঠিন হইলে,
অকূল সাগর মাঝে, কেন ভাসাইলে।
এখন অনাথ নাথ করি কৃপা দান,
অধীনীরে এ বিপদে কর পরিত্রাণ।
নাথ যদি ত্যজিলেন আমারে এখন,
তবে আর এজীবনে নাহি প্রয়োজন।
পতি রমণীর গতি পতি সে জীবন,
পতি বিনা রক্ষা করে নাহি অন্যজন।
সে পতি বিহীন হয়ে জীবনে কি ফল,
তাই ভাবি সদা আমি হতেছি বিকল।
আর মম দুঃখে বল কে হইবে দুঃখী,
কাহারে মনের কথা বলে হব সুখী।
আর কে তুষিবে মোরে অমিয় ভাষিয়া,
বিনা সে জীবন কান্ত ফেটে যায় হিয়া।
যে দিকে যখন চাই হেরি শূন্যময়,

কে আর তুষিবে আজ আমার হৃদয় ?
নাথ বিনা অশ্রুবারি নহে নিবারণ,
ইহার উপায় বল কি আছে এখন।
অন্তরে যে যাতনা মোর দহিছে জীবন,
বিনা নাথ আর মম কে হবে আপন ?
অন্তরের কথা মোর, অন্তরে রহিল।
চির দিন এই ভাবে, দহিতে হইল।
ইচ্ছা হয় একবার করি দরশন,
মনের বেদন নাথ করি নিবেদন।

২

আমার জীবন-নাথ ত্যজিয়া আমায়,
কোথায় আছ হে বল হইয়া নিদয়।
তোমার বিরহ ব্যথা সহিতে না পারি,
কেমনে যাইবে প্রাণ উপায় কি করি।
এত ভালবাসা নাথ সব পাশরিলে,
অধীনী বলিয়া নিজ দয়া না করিলে।
তব সঙ্গে লহ মোরে করহে সঙ্গিনী।
তা হইলে ওহে নাথ ভালবাসা জানি।
আমারে বাসিতে ভাল সকলে জানালে।
তাহার কি এই ফল শেষেতে করিলে ?
কোথায় আছ হে নাথ লয়ে যাও মোরে।
উভয়ে উভয়ে মেলি ভাসি সুখ নীরে।
আমার কি হবে নাথ কিছু না ভাবিলে,
অধীনীরে ত্যাগ করে কোথায় রহিলে ?
পরের দুঃখেতে কত করেছ রোদন।
এখন আমার দুঃখে কাঁদে ত্রিভুবন।
নিজ এ দাসীর প্রতি এ কি আচরণ,
বুঝিতে না পারি নাথ তাহার কারণ। (ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৪৭-১৪৮ সংখ্যা | কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৮২। | ১১ শ ভাগ

স্বাধীনতা ও অধীনতা।

স্বাধীনতা মনুষ্যের একটী প্রধান সম্পত্তি এবং স্বভাব প্রদত্ত অধিকার বটে, কিন্তু অধীনতাও মনুষ্যের একটী প্রধান সম্পত্তি এবং স্বভাব প্রদত্ত অধিকার। এই কথা শুনিলে অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, কিন্তু একটু ধীরতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। আমরা রাজ্য সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা অধীনতার কথা বলিতেছি না, যাহা নীতি সম্বন্ধীয় তাহাই বলিতেছি। অধীনতার অর্থ যে দাসত্ব তাহাও বলিতেছি না, কিন্তু অন্যের অনুগত বা বাধ্য হইয়া চলা। ঈশ্বরের সৃষ্টি অধীনতার আদর্শ। জগতের চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ লতা সকলেই ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে, তাহাতেই জগতের এত শোভা, শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য। জগতে যদি অধীনতার নিয়ম না থাকিত, দুইটী পরমাণু একত্র হইত না এবং জগতের কোন কার্য্য প্রণালী আদৌ প্রতিষ্ঠিত হইত না। কিন্তু অনেকে মনে করেন, জড়পদার্থ অচেতন, অধীন হইয়া চলিতে পারে; মনুষ্য বুদ্ধি জ্ঞান বিশিষ্ট স্বাধীন জীব, জড়বস্তুর নিয়ম কখন তাহার গ্রাহ্য নহে। কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতার যদি প্রকৃত কোন অর্থ থাকে, তাহা অধীনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা কি সে স্বাধীন? যা ইচ্ছা তাই করিবার জন্য নহে, কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে যেসকল কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া

দিয়াছেন, তাহাই পালন করিবার জন্য। ঈশ্বরের অথবা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুগত ও বাধ্য হইয়া আমাদিগকে চলিতেই হইবে। যখনি তাহার বিপরীতাচরণ করি, তখনি আত্মার দুর্গতি হয়, পরিবারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং সমাজে উপপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের জীবন ধর্ম্মসাধনের জন্য এবং ধর্ম্মের অর্থ ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলা। ধর্ম্ম যদি মনুষ্যের পরম সম্পদ ও অধিকার হয়, তবে এই অধীনতাকে আদর পূর্ব্বক কে না গ্রহণ করিবে?

ঈশ্বরের অধীন হওয়া কর্ত্তব্য তাহা যাঁহার কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তিনি অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু মনুষ্য মনুষ্যের অধীন হইয়া চলিবে কি না, এই কথা লইয়াই তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা মনুষ্যের প্রথম অবস্থা হইতে যদি বিবেচনা করি, অধীনতা ভিন্ন মনুষ্যের চলা অসম্ভব বোধ হইবে। মনুষ্যের বাল্যকালে সে যদি আপনার বুদ্ধি, ইচ্ছা ও বলে চলিতে চায়, উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে তাহার মৃত্যুরই সম্ভাবনা। সমাজ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা অন্যান্য জন্তুর সহিত মনুষ্যের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, মনুষ্য সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল পিতামাতার অধীনে থাকিতে পায়, ইহাই তাহার উন্নতিশীলতার একটী প্রধান কারণ। ইহা হইতে অধীনতার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী মূল সূত্র আমরা পাইতেছি। যখন আমরা অজ্ঞান, দুর্ব্বল ও হিতাহিত বিবেচনাহীন, তখন আমাদিগের অপেক্ষা যাঁহাদিগের জ্ঞান, বল ও হিতাহিত বিবেচনাশক্তি অধিক, তাহাদিগের অধীন হইয়া চলাই মঙ্গলের বিষয়। পুত্র কন্যা পিতামাতার, ছাত্র শিক্ষকের এবং প্রত্যেক বিষয়ে যে কনিষ্ঠ সে জ্যেষ্ঠের অনুগত হইয়া চলিলে তাহারই লাভ ও মঙ্গলের বিষয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও একপ্রকার অধীনতার সম্বন্ধ। স্বামীর যদি বল, বুদ্ধি, সাধুতা অধিক হয়, স্ত্রীকে পারিবারিক বিষয়ে তাঁহার অধীন হইয়া চলিতে হইবে। ইহাতে পরস্পরেরই মঙ্গলের বিষয়। আবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বাহিরের কার্য্য স্বামী এবং গৃহকর্ম্ম স্ত্রী অধিক বুঝেন, সুতরাং যে বিষয়ে যাঁহার অক্ষমতা, সে বিষয়ে তিনি অন্যের অনুগত হইবেন। পরিবারের মধ্যে এইরূপ আনুগত্য না থাকিলে পরিবার রক্ষা হয় না, তাহার কল্যাণেরও সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও পরিবার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সমাজ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। নিকৃষ্ট প্রধানের এবং প্রজা রাজার আনুগত্য স্বীকার করিবে। আমরা যাহার স্নেহ, দয়া ও সাহায্য চাই, অল্প বা অধিক পরিমাণে তাহার উপরে নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু সকল প্রকার অধীনতার একটী সীমা আছে। অধীনতা যতদূর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সঙ্গত, তত দূর তাহা আদরণীয়; তাহার বিপরীত হইলে অগ্রাহ্য। যিনি অধীনতা স্বীকার করেন এবং যাঁহার অধীনতা স্বীকার করা হয়, উভয়েরই এ বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে সকল পদার্থেরই অপব্যবহার হইয়া থাকে। অধীনতার যতদূর অপব্যবহার হইয়াছে এবং তাহা হইতে যত অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়াছে, বোধ হয় এত আর কিছুতেই নয়। একদিকে পীড়ন ও অন্যদিকে দাসত্ব এই দুই জঘন্য আচরণ ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া জনসমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছে। রাজা প্রজাদিগকে, পুরোহিত যজমানগণকে, প্রভু ভৃত্যকে এবং স্বামী স্ত্রীকে অধীন পাইয়া আজিও পৃথিবীর স্থানে স্থানে যেরূপ অত্যাচার করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হয়।

আমরা বলিয়াছি পৃথিবীতে সকল নিয়ম ও ব্যবস্থারই অপব্যবহার করা হয়, যে বস্তু যত উৎকৃষ্ট, মনুষ্য তাহার সেই পরিমাণে অপব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তা বলিয়া অধীনতার যে স্বাভাবিক ও বিবেক সঙ্গত নিয়ম তাহা কখন অপকারক বলা যায় না। আমাদিগের দেশে স্বাধীন প্রকৃতি ইংরাজদিগের আগমনে সভ্যতালোকময় উনবিংশ শতাব্দী উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে আমরা স্বাধীনতার নাম শিক্ষা করিয়াছি এবং স্বাধীনতা উপার্জন করিতেও শিখিতেছি। সর্ব্ব-প্রকার অধীনতার উপর আমাদিগের দারুণ ঘৃণা জন্মিতেছে। কিন্তু স্বাধীনতারও অপব্যবহার আছে। স্বাধীনতা-প্রিয় হইয়া অনেক বাঙ্গালী পুরুষ ধর্ম্মের বন্ধন এককালে ছেদন করিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে দূরীভূত করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, গুরুজন মাত্রকে সমতুল্য অথবা নীচ জ্ঞান করিতে শিখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অল্পে অল্পে এই ভাব প্রবিষ্ট হইতেছে। ইহাদ্বারা অনেকপ্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই

জন্য অধীনতা স্বীকার করা যে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ এবং ইহাতে অনেক ইষ্ট আছে ইহার উপদেশ দিবার প্রয়োজন। গুরুজনের অধীনতা অস্বীকার করিলে হৃদয়ে ক্রমে অহঙ্কার প্রবৃত্তির বৃদ্ধি এবং বিনয় শিষ্টতা প্রভৃতি কোমল গুণের বিলোপ হইবারসম্ভাবনা। কোমল ভাব গুলি একবার হারাইলে আবার উপার্জ্জন করা বড় কঠিন। দুষ্ট অশ্ব বন্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে আবার তাহাকে বশে আনা বড় কঠিন। সেইজন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানের সঙ্গত যে অধীনতা, তাহা যেন আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করি। গর্ব্বিত স্বেচ্ছাচারী কুপ্রবৃত্তি-পরতন্ত্র মন এই অধীনতা দ্বারা নম্র, ধীর ও সুশাসিত হইবে। এই অধীনতা যত অভ্যস্ত হইবে, ততই আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিব এবং আপনার ও জনসমাজের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইব।'

রাজ কার্য্য ও রাজশক্তির সীমা।

"রাজার ক্ষমতা কে দিল" এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে রাজশক্তি কেবল সমস্ত প্রজার সাধারণ বল এবং রাজা প্রজাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া এই শক্তি ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে যাহা সমস্ত প্রজার করণীয়, তাহাই রাজার করণীয়। "সমস্ত প্রজা" এই কথাতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোক বুঝিতে হইবে—যে কোন বিষয়ে সমাজের সকল লোকের উপকার সাধিত এবং সুখ স্বচ্ছন্দ বর্দ্ধিত হয়, সেই বিষয়েই রাজশক্তি পরিচালিত এবং সেই গুলিই রাজকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে কর্ম্মে ধনী, নির্ধন, সবল দুর্ব্বল, কুলীন অকুলীন, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি সকল প্রজাই সমভাবে উপকার প্রাপ্ত হয়, যাহাতে সকলেই রাজার প্রসাদ রাজার আশ্রয় লাভ করে, অপক্ষপাতে তাহারই অনুষ্ঠান করা রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য। নতুবা কোন রূপে এক জন বা এক সম্প্রদায়ের উপকার করা এবং অপরের না করা, এক পক্ষের অপকার করিয়া অপরের উপকার করা অথবা প্রজাপীড়ন করিয়া স্বার্থ সাধন করা কোন ক্রমেই

রাজপুরুষগণের কর্ত্তব্য নহে। রাজ কর্ম্ম গুলি সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া চাই। না হওয়া অন্যায়। রাজপুরুষেরা যদি নিজের বলে বলীয়ান হইতেন তাহা হইলে একদিন যাহা ইচ্ছা করিলেও করিতে পারিতেন; কিন্তু যখন তাঁহারা সেরূপ নহেন, যখন সমাজের প্রত্যেক বিভিন্ন শ্রেণীর সমবেত বলই তাঁহাদের বল; যখন তাহাদের প্রত্যেকের সম্মতি ক্রমে তাঁহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তখন কি বলিয়া, সকলের মতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন?—তাঁহাদের বল আছে, বলপূর্ব্বক কিছু করিলে করিতে পারেন, সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ন্যায়তঃ তাঁহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ। যখন রাজার কোন কর্ম্মে প্রজাসমূহের একাংশের ক্ষতি হইল, প্রজামণ্ডলীর সাধারণ স্বত্ব ও স্বাধীনতা লোপ হইল অমনি রাজশক্তি ফুরাইল,—সেই খানেই তাহার সীমা শেষ হইল!

রাজ কর্ম্ম গুলি যে কেবল সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেই হইল তাহা নহে, তাহার উপর আরও কিছু আবশ্যক। যাহা সকলকেই করিতে হইবে, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইয়া করিলে যাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, তাহাই রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয়।

কোন্ কর্ম্ম সর্ব্ববাদিসম্মত এবং রাজশক্তির কতদূর সীমা, অতএব কোন্ গুলি ন্যায়তঃ রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখাইলে তাহা কতক বুঝা যাইবে।

ধন প্রাণ রক্ষা—লোকের প্রধান আবশ্যক। প্রাণ বাঁচিলে বিষয় ভোগ হইবে. আর ধন থাকিলে ভোগ্য বস্তু সমুদায় পাওয়া যাইবে। ইচ্ছা মাত্রে অপরে যাহার প্রাণনাশ ও ধন হরণ করিতে পারে তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা কোথায়? আরও ধন এবং প্রাণ কাহার না প্রিয়? এমন কে আছেন যে তিনি বলিতে পারেন 'আমার ধন অথবা প্রাণ চাই না?' আবার দেখ প্রত্যেকে নিজ ধন প্রাণ রক্ষা না করিয়া যদি কতকগুলি লোক সকলের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অনেক সুবিধা আছে। এই সকল কারণে প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এমন কি কেহ কেহ বলেন যে কেবল ইহার জন্যই রাজশক্তি আবশ্যক নতুবা রাজার অন্য কিছু করিবার অধিকার নাই। অতএব স্বদেশীয় হউক,

বিদেশীয় হউক যখনি কোন ব্যক্তি অপরের প্রতি বল অথবা ছল প্রয়োগ করিয়া ধন প্রাণ অপহরণের চেষ্টা করে, তখন রাজপুরুষেরা তাহাতে বাধা দেন। শান্তিরক্ষক, সৈন্য, বিচারালয় এই সকল দ্বারা ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

পরস্পর বিবাদ আর একটী অমঙ্গলের হেতু। সমাজে বিবাদ যত অল্প হয় ততই লোকের মঙ্গল। সুতরাং সম্পত্তি, পদমর্য্যাদা ইত্যাদি যে কারণে হউক লোকের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজপুরুষেরা তাহার নিষ্পত্তি করেন এবং যাহাতে বিবাদ না ঘটিতে পারে সে জন্য তাঁহারা আইন প্রণয়ন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

বিজাতীয় শত্রুদল আসিয়া দেশ ছারখার করিলে প্রজার যতদূর ক্ষতি হয়, দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, জলপ্লাবন প্রভৃতি দেশব্যাপী বিপদে তাহা অপেক্ষা কিছু কম হয় না। অতএব শত্রুদিগকে দূরীভূত করা রাজার যেরূপ কর্ত্তব্য, এই সকল বিপদ নিবারণ করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। অগ্নিদাহ, অতিবৃষ্টি, ঝটিকাদির উৎপীড়ন হইতে প্রজারক্ষা করাও রাজধর্ম্ম।

প্রজা রক্ষার জন্য রাজাকে উপরিউক্ত কার্য্যগুলি করিতে হয়। তদ্ভিন্ন এমন অনেক বিষয় আছে যাহা সাধারণের কার্য্য হইলে সুকর হয়, পরন্তু লোকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া করিলে সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক তদ্দ্বারা নূতন বিপদের সৃষ্টি হয়। মুদ্রা অঙ্কন, ওজন ও পরিমাণের আদর্শ নিরূপণ ইত্যাদি তাহার উদাহরণ। রাজপথ নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী কূপ খাল প্রভৃতি খনন, বন ভূমি পরিষ্কার, বিদ্যাদান, শিল্প বাণিজ্যের উৎসাহদান ইত্যাদি কর্ম্মে সাধারণ প্রজার সুখ বৃদ্ধি হয়, অতএব এগুলিও রাজকার্য্যের মধ্যে গণ্য।

এক্ষণে কোন্ কর্ম্মগুলি রাজশক্তির সীমান্তর্গত নহে, অর্থাৎ রাজপুরুষগণ কিরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না তাহার দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। প্রজাপীড়ন যে সর্ব্বথা রাজার অকর্ত্তব্য ইহা বলা বাহুল্য।

যে দেশে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রণালী প্রচলিত সেখানে কোন বিশেষ একটি ধর্ম্মের পোষকতা করা রাজপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী হয়, স্বভাবতঃ তিনি এই বাসনা করেন। কিন্তু তাঁহাকে মনের বাসনা মনেই রাখিতে হইবে। যদি রাজ্যের তাবৎ

লোকেই রাজার সধর্ম্মী হইতেন, তবে তিনি সে ধর্ম্মের উন্নতির জন্য রাজশক্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যখন রাজ্য ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আবাসস্থল, তখন তাহাদের বলে বল পাইয়া তাহাদেরই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ান ন্যায়সঙ্গত নহে।

একচেটিয়া বাণিজ্যে এক পক্ষের লাভ এবং অপর পক্ষের ক্ষতি। যাহারা এরূপ বাণিজ্যের ক্ষমতা পায়, তাহারাই ইহার সমুদায় লাভাংশ আত্মসাৎ করে, অপর কেহ কিছু পায় না। আবার কোন দ্রব্যের উপর একচেটিয়া ক্ষমতা থাকিলে বণিক্ সেই দ্রব্যের যত ইচ্ছা তত মূল্য লইতে পারে, এবং ক্রেতাবর্গকে অনন্যগতি হইয়া অনর্থক অধিক মূল্য দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্ষমতা কাহাকেও দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে।

মনুষ্য মাত্রেরই একরূপ স্বাধীনতা আছে। মনুষ্য যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, মনে যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় তাহা অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে, আবার যে কর্ম্ম তাহার ন্যায্য বিবেচনা হয় সে তাহা করিতে পারে। মনুষ্যের কতকগুলি স্বত্ব আছে;—এক জন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে সে সমুদায়ই তাহার; ভূমি, বায়ু, আকাশ, জল, আলোক প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই সাধারণ অধিকার; মনুষ্য যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, যেরূপ ব্যবসা হউক অবলম্বন করিতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মনুষ্য আপন ক্ষমতা ও স্বত্বের অযথা ব্যবহার করে, যতক্ষণ না সে অপরের অনিষ্টের হেতু হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজাই হউন, গুরুই হউন বা আর কেহ হউন তাহাকে সেই স্বাধীনতা, সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। প্রজার স্বভাবদত্ত স্বাধীনতা এবং স্বত্ব লোপ করা রাজশক্তির সীমা বহির্ভূত।

আরও অনেক বিষয় দেখান যাইতে পারে যাহা রাজক্ষমতার অতিরিক্ত। কিন্তু, রাজকার্য্য সমূহ বর্ণন করা এবং রাজশক্তির সীমা নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। অতএব এই স্থানেই নিবৃত্ত হওয়া গেল। উপরে যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতে রাজশক্তির কতদূর সীমা এক প্রকার স্থূলরূপে বোধগম্য হইবে।

হেক্তর ও ইন্দুমুখী।

(১৪৪ সংখ্যা ১০৪ পৃষ্ঠার পর)

বল নাথ ! এ সকল ভাল কি লক্ষণ ?
জয় লাভ আশা আরো আছে কি এখন ?
বিশেষতঃ অধর্ম্মেতে, শ্রেয় কভু নয়,
' যথা ধর্ম্ম তথা জয়, নিশ্চয় নিশ্চয় !
এখনো উপায় এক আছে প্রাণেশ্বর !
অবলা বলিয়া যদি অবজ্ঞা না কর !
রাখ দাসী অনুরোধ, বাখ তব দেশ,
অভয় হউক লোক, যুদ্ধ হ'কু শেষ !
' অলক্ষণা হেলেনা-বে প্রত্যর্পণ করে
পরিতুস্ট করো প্রভু গ্রীশ অধীশ্বরে ;
পাপিষ্ঠ পারিসে দণ্ড, করো নির্ব্বাসন,
দেশের হইবে মহা কল্যাণ-সাধন।
বিগ্রহ হইবে শান্তি, আপদ ঘুচিবে,
চিরদিন জন-গণ আশিষ করিবে !
নতুবা ছাড়িয়া ত্রয়, চল দেশান্তর,
থাকুন পারিস ল'য়ে ত্রয়-অধীশ্বর !
দূর দেশে পুত্র সহ অজ্ঞাত-নিবাসে,
বঞ্চিব পরম সুখে মনের উল্লাসে।
এখানে থাকিলে কভু শ্রেয় নাহি আর !
নিশ্চয় নিশ্চয় নাথ, বলিলাল সার !
উচিত যা হয় তাহা করহ এখন,
সংগ্রামে যাইতে কিন্তু দিবনা কখন !
এত বলি বিধুমুখী ব্যাকুলা হইয়া,
হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরে ধরেন চাপিয়া,
অস্থির অন্তর, ঘন দীর্ঘ শ্বাস বয়,

নয়নের জলে ভাসে বীরেন্দ্র-হৃদয়!
সান্ত্বনা করেন বীর প্রবোধ বচনে,
হৃদয়ে প্রমদা-বাক্য আঘাতে সঘনে!
শিহরে শরীর সত্য বুঝিয়া সকল!
আকুল হইয়া কন, আঁখি ছল ছল।
'ইন্দুমুখি! অনর্থক কেন বিলাপন!
ভবিতব্য ফলাফল রোধে কোন্ জন?
যা হবার হ'বে তা'র নাহিক অন্যথা,
নিয়তির গতি, সতি, হয় কি বিতথা?
জানি আমি সংগ্রামের পরিণাম ফল,
বিদরে হৃদয় মম স্মরি সে সকল!
কাঁপিছে অন্তর-আত্মা বলিতে বচন—
প্রত্যক্ষ সে দিন আজি হ'তেছে দর্শন,—
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডিবার নয়—
যে দিন পতন তব হইবেক ত্রয়!
মহারণে ঢালি অঙ্গ যত যোদ্ধাগণ
দেখিবে তোমার অগ্রে করিবে শয়ন!
সৌভাগ্য তপন অস্ত হ'বে একবারে,
চির কাল-নিশা আসি ঘেরিবে তোমারে!
ভাবিতে এ দৃশ্য যদি বিদরে জীবন,—
জননীর মৃত্যু আর বংশের নিধন,
জনকের শুভ্র কেশ বিকৃত রুধিরে,
ছিন্নকণ্ঠ ভ্রাতৃগণ লুণ্ঠে সিন্ধুতীরে!—
ভাবিলে এ দৃশ্য যদি বিদরে জীবন,
কত কষ্ট, প্রাণ-প্রিয়ে, করিতে চিন্তন
তোমার দুঃখের কথা?—পারি কি বলিতে?
হৃদয়ের ব্যথা কোথা কে পারে চিত্রিতে?
দেখিতেছি তোমা—শত্রু করে বন্দী হৈয়া

কাঁপিতে কাঁপিতে যেন কান্দিয়া কান্দিয়া,
অনাথিনী, আকুলিনী পাগলিনী প্রায়,
কেহ নাই ত্রিসংসারে, অনন্ত উপায়,
শত্রু অনুগামী হ'য়ে করিছ গমন!
কহিছে নিষ্ঠুর তোমা কত কু বচন!
সরম-লাঞ্ছনা ব্যথা সরমে অপার!
সহিতে না পার আর জীবনের ভার!
নিষ্ঠুর অরাতি ক্রূর তাহার উপরে,
"হেক্তরের জায়া" বলি উপহাস করে!—
দ্বি-গুণ আগুণ-জ্বলে এ 'নাম' শ্রবণে,
সহস্র দুঃখের কথা পড়ে আসি মনে;—
বিগত সম্পদ যত করায় স্মরণ—
কোথায় সে পাটেশ্বরী ত্রয়ের ভূষণ!—
সমস্ত জগত যার চরণে লোটায়,
আরাধনা কোরে লোকে দেখিতে না পায়!
আজি তা'র কি দুর্দ্দশা! হীন—লজ্জাকর!
পথের কাঙ্গালী, লালায়িত ক্ষিতি-পর!—
বরম কাঙ্গালী ভাল—অধীনী সে নয়!
পরাধীনা বন্দী!—একি প্রাণে কভু সয়!
যে জন সর্ব্বস্ব ধন করিল হরণ,—
তাহারি অধীনী! সহ্য হয় কি কখন?
এই কি অদৃষ্টে বিধি লিখেছেন তব?
প্রাণ ফাটে, প্রাণ প্রিয়ে! ভাবিলে এ সব!
কোথা পিতা, দয়াময়, অগতির গতি!
দয়া কর দীননাথ, এ দীনের প্রতি!
ত্বরায় নিস্তার করো, আর নাহি সয়!
এ হেন দুর্দ্দিন যেন দেখিতে না হয়!
বিষম এ ভারবহ অধম জীবন

সে দিনের অগ্রে যেন হয়, হে পতন!
হৃদয়ের এ প্রার্থনা পূর দয়াময়!
ইন্দুমুখি! বলিব কি, বিদরে হৃদয়!
মহা শয়নেতে রবে হেক্তর তোমার,
চিরদিন নিদ্রা যাবে, জাগিবেনা আর!
দেখিতে হবেনা তব দুরবস্থা, ধনি,
শুনিব না আর তব হাহাকার ধ্বনি।"

দুঃখিনী বিধবা ও তাহার পুত্র।

(১৪৬ সংখ্যা ১৬৩ পৃষ্ঠার পর)

আমি গোরস্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যখন গৃহে প্রত্যাগমন করি, যে স্ত্রীলোকটী দুঃখিনী বিধবাকে সান্ত্বনা দান করিতেছিল তাহারই সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্ত্রীলোকটী পুত্র শোকাতুরা মাতাকে তাহার জনপ্রাণিশূন্য কুটিরে পৌঁছিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার নিকট এই পরিবার সংক্রান্ত যে বিবরণ শুনিলাম, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা শিশুকাল অবধি এই গ্রামে বাস করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদিগের একটী কুটির ছিল, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটির প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা নানাবিধ কৃষিকার্য্য করিয়া এবং একটী উদ্যানের দ্রব্যজাতদ্বারা সুখে ও সসম্মানে জীবনযাপন করিত। তাহাদিগের এই একমাত্র পুত্র ছিল, সে বৃদ্ধ কালের যষ্টি ও তাহাদিগের একমাত্র আশার ধন। বৃদ্ধ রমণী বলিল " মহাশয়! তেমন প্রিয় দর্শন, মিষ্ট স্বভাব, সকলের প্রতি দয়াশীল, পিতামাতার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ সন্তান এ কালে হয় না। সরল দীর্ঘাকৃতি, প্রফুল্লচিত্ত বালকটী রবিবারে যখন তাহার বৃদ্ধ মাতার হস্ত স্কন্ধে ধরিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া যাইত, তখন সে দৃশ্য দেখিলে লোকের অন্তঃকরণ পবিত্র হইত।

দুর্ভাগ্যক্রমে এক বৎসর অজন্মা হইয়া কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হইল,

বালকটী নিকটস্থ একটী নদীতে নৌকার দাঁড় বাহিতে নিযুক্ত হইল। অল্পদিন যাইতে না যাইতে একদল জলদস্যু নৌকাতে পড়িয়া বালকটীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। পিতা মাতা কেবল শুনিলেন বালকটী অপহৃত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই সংবাদ পাইলেন না। তাহাদিগের প্রধান অবলম্বন যাহা ছিল, তাহাও গেল। পিতা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছিলেন, শোকে কাতর ও ভগ্ন হৃদয় হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বিধবা একাকিনী ও দুর্ব্বলশরীর, আপনার প্রাণ ধারণের কোন উপায় করিতে না পারিয়া পল্লীতে আসিলেন। গ্রামস্থ সকল লোক তাঁহাকে স্নেহ করিত এবং অতি বৃদ্ধদিগের মধ্যে একজন বলিয়া সম্মান করিত। বৃদ্ধাকে সকলে তাঁহার কুটিরেই থাকিতে বলিল। তিনি একাকিনী ও নিরাশ্রয়। কিন্তু তাঁহার যে অল্প অভাব, তাহা ক্ষুদ্র বাগানের উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ হইত, এবং প্রতিবাসী কৃষকেরা অনুগ্রহ করিয়া বাগানটী মধ্যে২ চষিয়া দিয়া যাইত। এক দিন বৃদ্ধা বাগানে শাক তুলিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ কুটির দ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল। একজন অপরিচিত ব্যক্তি দেখা দিল এবং উৎসুক ও উন্মাদনেত্রে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পোসাক জাহাজীর ন্যায়, শরীর অতি ক্ষীণ ও বিবর্ণ, পীড়া ও কষ্টে যেন জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। আগন্তুক বৃদ্ধাকে দেখিয়া বেগে তাহার দিকে চলিল। কিন্তু ক্ষীণ পদে কাঁপিতে২ চলিতে লাগিল। তাহার নিকটে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া দমিয়া পড়িল এবং শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। দুঃখিনী স্ত্রীলোক আশ্চর্য্য ও শূন্য নেত্রে একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইতে লাগিলেন—আগন্তুক বলিল "ওমা ওমা, তোমার আপনার পুত্র, হতভাগ্য জর্জকে চিনিতে পারিতেছ না?" আহা! তাহার সুপুরুষ সন্তান অস্থিচর্ম্মসার হইয়া আসিয়াছে, প্রহার, রোগ ও কারাযন্ত্রণায় ভগ্নশরীর টানিয়া টানিয়া গৃহে আনিয়াছে, যেখানে বাল্যকাল সুখে কাটাইয়াছে সেইখানে বিরাম লাভ করিবে এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছে।

সন্তান ও জননীর পরস্পর পরিচয়ে পরস্পরের অন্তরে হর্ষ ও বিষাদ সমুদ্রের সমান উথলিয়া যে ভাব হইল তাহা বর্ণনীয় নয়। জননী ভাবিলেন যাহা হউক সেত বাঁচিয়া আছে, গৃহে আসিয়াছে; অসময়ে তাহার সান্ত্বনা ও আনন্দ

বর্দ্ধন করিবে! কিন্তু দুঃখিনী জানেন না, তাহার জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, মৃত্যুর পক্ষে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল; দুঃখের কুটিরে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইবে! যাহা হউক মাতা যে তৃণশয্যাতে পড়িয়া অনেক রাত্রি জাগরণে কাটাইয়াছেন, সে তাহাতে শয়ন করিল, আর উঠিল না!

জর্জ সমার্স ঘরে আসিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া গ্রামবসীরা দলবদ্ধ হইয়া দেখিতে আসিল এবং যাহার যেরূপ সাধ্য সাহায্য দান করিল। সে কিন্তু এত দুর্ব্বল যে কথা কহিতে অক্ষম, সজল দৃষ্টি দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার মাতা দিবারাত্রি তাহার নিকটস্থ, সেও জননী ভিন্ন আর কাহারও সাহায্য গ্রহণে ইচ্ছুক নয়।

পীড়ার এমনি প্রভাব যে বয়স্ক লোকেরও মনের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেয় এবং তাহার হৃদয় দ্রব করিয়া শিশুর ন্যায় কোমল করিয়া থাকে। যত বয়স্ক হউক না, যে ব্যক্তি পীড়া ও নিরাশায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, বিদেশে একাকী শয্যাস্থ হইয়া দুঃখে দিন কাটাইয়াছে, সে জননীর কথা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে না—যে জননী বাল্যকালে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তাহার শয্যা যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাহার অসহায় অবস্থায় পদে পদে সাহায্যদান করিতেন! আহা! সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহের চির কোমলতা হৃদয়ের সকল কোমলভাবকে পরাজয় করিয়াছে। মাতৃস্নেহ স্বার্থপরতা দ্বারা মন্দীভূত বা বিপদদ্বারা ভীত হয় না, সন্তানের সুখের জন্য মাতা আপনার সকল সুখ বিসর্জন দেন, তাহাকে আমোদিত করিবার জন্য আপনার আমোদ পরিত্যাগ করেন, তাহার গৌরবে গৌরবান্বিত এবং তাহার সৌভাগ্যে উল্লসিত হন। দুঃখে যদি সন্তানকে অভিভূত করে, সে সন্তান মাতার নিকট আরো প্রিয়তর হইবে, যদি অখ্যাতিতে তাহার নাম কলঙ্কিত হয়, অখ্যাতি সত্ত্বেও মাতা তাহাকে ভাল বাসিবেন এবং লালন পালন করিবেন; এবং যদি সমুদায় জগৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে, মাতা তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিবেন।

হতভাগ্য জর্জ সমার্স পীড়া ভোগ করিয়াছিল, নিকটে সান্ত্বনা দিবার কেহই ছিল না—একাকী কারাবদ্ধ হইয়াছিল, কেহ দেখিবার ছিল না। এখন

সে মাতাকে পাইয়াছে আর তাহাকে চক্ষের আড় করিতে চাহে না। তাহার মাতা যদি একটু দূরে সরিয়া যাইতেন তাহার দৃষ্টি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। পুত্র নিদ্রা যাইত, মাতা একাদিক্রমে শিয়রে বসিয়া তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন। সে কখন কখন বিকারের স্বপ্নের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধদিকে উৎসুক নয়নে চাহিত এবং জননী মস্তকের উপরে একদৃষ্টে ঘাড় হেঁট করিয়া আছেন দেখিয়া সুস্থির হইত; তখন সে জননীর হস্ত ধরিত, বক্ষের উপরে রাখিত এবং শিশুর ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইত। এইরূপ ভাবে তাহার মৃত্যু হয়।

এই দুঃখের ইতিবৃত্ত শুনিয়া শোকার্ত্ত মাতাকে দর্শন এবং তাঁহাকে অর্থ সাহায্য ও যথাসম্ভব সান্ত্বনা দান করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সদয় হৃদয়গ্রামবাসীরা তাঁহাকে আবশ্যক সাহায্যদান করিয়াছে। গরিবেরাই পরস্পরের দুঃখের কিরূপে সান্ত্বনা করিতে হয় জানে, এই জন্য আমি অনধিকার চর্চা করিতে সাহসী হইলাম না।

পর রবিবার গ্রাম্য ভজনালয়ে গেলাম। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, দুঃখিনী বৃদ্ধা রমণী থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সুড়ি পথ দিয়া চলিয়া আসিয়া বেদীর সোপানে আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ইংরাজদিগের কেহ মরিলে কাল পরিচ্ছদ পরিতে হয়, এই দুঃখিনী জননীও তাহার অনুরূপ কিছু করিয়াছেন। তাঁহার নিতান্ত নিঃস্বতার উপরে সন্তানবাৎসল্য প্রকাশের চেষ্টা যার পর নাই হৃদয়-বিদারক। তাঁহার যে শোক দেখাইবার নয়, লৌকিক প্রথার অনুরোধে তাহা দেখাইবার জন্য একটু কাল ফিতা, একখানি জীর্ণ কাল রুমাল এবং এই প্রকার অন্য দুই একটু শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। ধনী লোকেরা গর্ব্বিত মৃত আত্মীয়দিগের স্মরণার্থ কীর্ত্তিস্তম্ভ, প্রস্তর মূর্ত্তি প্রভৃতি আড়ম্বর সহকারে স্থাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু এই দুঃখিনী বিধবা বার্দ্ধক্য ও শোক ভরে অবনত হইয়া বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন এবং সরল ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ের প্রার্থনা ও প্রশংসা গান গদগদ স্বরে উদারণ করিতেছেন। আহা! সহস্র কীর্ত্তিস্তম্ভ অপেক্ষা বাস্তবিক শোকের এইরূপ একটী জীবন্ত মূর্ত্তি যে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী তাহা অনুভব করিলাম।

উপাসক মণ্ডলীর কয়েক জন ধনী সভ্যকে এই দুঃখিনী রমণীর বৃত্তান্ত অবগত করিলাম এবং তাঁহারা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা তাহার সুখবর্দ্ধন ও ক্লেশ মোচনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মৃত্যুর পথ কেবল সুগম করিয়া দেওয়া হইল। দুই এক রবিবারের পরে মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট আসনে তাঁহার মূর্ত্তি আর দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি এই গ্রাম হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই শুনিয়া সুখী হইলাম যে নিরুদ্বেগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং যে লোকে দুঃখ নাই এবং বন্ধু বিচ্ছেদ নাই, সেই লোকে তিনি তাঁহার প্রিয়জনগণের সহিত সম্মিলিত হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

আশ্চর্য্য শিল্প কার্য্য।

সৃষ্টি করিবার এবং জীবন দান করিবার ক্ষমতা কেবল ঈশ্বরের আছে, কিন্তু মনুষ্য আপনার বুদ্ধি প্রভাবে সৃষ্টিকার্য্যের এমনি অনুকরণ করিয়া থাকে, যে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। মনুষ্য চিত্রকর হইয়া নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, পশু পক্ষী প্রভৃতি এমনি চিত্রিত করে, যে তাহা দেখিয়া স্বাভাবিক পদার্থ বলিয়া ভ্রম জন্মে। ভাস্করেরা প্রস্তরোপরি মূর্ত্তি সকল এমনি খোদিত করে, যে তাহাদিগকে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কেবল অচল ও মূক পদার্থ সকলের রচনা করিয়া মনুষ্য সন্তুষ্ট নয়; গতিশীল বাক্শক্তিসম্পন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিবার জন্যবুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। যতই যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই মনুষ্য এ বিষয়ে এক একটী অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্নকরিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছে। পাঠিকাগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা মনুষ্যের আশ্চর্য্য শিল্প কার্য্যের কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিব। ইহাদ্বারা অতি প্রাচীনকাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

খৃষ্টের জন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে টারেণ্টম নগরে আর্কাইটাস নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত একটী কাঠের পায়রা নির্ম্মাণ করেন সে উড়িতে

পারিত। সুপ্রসিদ্ধ আর্কিমিডিসও এই প্রকার কৌশল প্রদর্শনে অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুলার নামক জর্ম্মণ জ্যোতির্ব্বিদ একটী কাষ্ঠের চিলপক্ষী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে প্রতি দিন নগর হইতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিত। তিনি একটী মক্ষিকা নির্ম্মাণ করেন, সে ভোজস্থলে তাঁহার হাত হইতে উড়িয়া সমুদায় গৃহে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিত। চুম্বক প্রস্তরের কৌশল দ্বারা তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আলবার্টস মাগ্নস ৩০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া একটী বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, বেকনও এইরূপ করিয়াছিলেন। লি ড্রজ নামে স্বইটজারলাণ্ড দেশীয় শিল্পী স্পেন দেশের রাজাকে এক ঘড়ী দেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য। ইহাতে একটী ভেড়ার মূর্ত্তি ঠিক্ স্বাভাবিক ভেড়ারূ ডাক ডাকিত। একটী কুকুর এক ঝুড়ী ফল চৌকী দিত, কেহ নিকটে তাহা স্পর্শ করিতে আসিলে সে দন্ত খিচাইত এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত, সেই সঙ্গে কতকগুলি মনুষ্য মূর্ত্তি আশ্চর্য্যভাবে চলিয়া বেড়াইত। এই শিল্পী আর একটী মনুষ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাহার কল টিপিবামাত্র সে একটী তুলি লইয়া ক্রমে ক্রমে ৫। ৬ খানি কার্ডে ভিন্ন ভিন্ন ছবি চিত্র করিত। প্রথম কার্ডে রাজা ও রাণী পরস্পার সাক্ষাৎ করিতেছেন এইরূপ আঁকিত, পরে অন্যান্য। ঠিক্ নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ধীরভাবে একের পর আর একটী ছবি সম্পন্ন করিত।

কেম্পেলেন নামক হঙ্গেরী দেশীয় এক শিল্পকার এক আশ্চর্য্য দাবা খেলোয়াড় প্রস্তুত করেন। এটী আজিও বিলাতে আছে। একটী মুসলমান মূর্ত্তি, সম্মুখে একটী বাক্সের উপর বড়ে সাজাইয়া বসিয়া আছে। তাহার সহিত দাবা খেলিতে আসিয়া কেহ তাহাকে হারাইতে পারে না। সে বাম হস্ত দিয়া খেলিয়া থাকে, যাহার পর যে চাল ঠিক্ চালিবে। যেখানে একটু বুঝিয়া চলিবার প্রয়োজন, গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিবে, পরে ঠিক্ চালিবে। তাহার দোয়ার কোন অন্যায় চাল চালিলে তখনি তাহার প্রতি কটমট করিয়া চাহিবে এবং বাক্সের উপর দক্ষিণ হস্তের আঘাত করিয়া রাগ প্রকাশ করিবে। দোয়ার ভুলিয়া কোন চাল চালিলে আর তাহাকে ফিরাইয়া লইতে দিবে না, তাড়াতাড়ি নিজের চাল চালিবে।

এইরূপে বাজি মাত করিয়া 'প্রতিপক্ষকে কেমন জব্দ করিয়াছি' এই ভাবে ঠাট্টা করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এই মূর্ত্তি অনেক কল কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু একটী খর্ব্বকায় মনুষ্য কলের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে চালাইয়া থাকে। দর্শকগণ সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু সহজে এই গুপ্ত কৌশল ধরিতে পারেন না। আমাদিগের বিলাতগামী কয়েকটী বন্ধুও ঠকিয়া আসিয়াছেন।

পারিস বিজ্ঞান সভার ভো কান্সন কলের মূর্ত্তি গঠনে বিশেষ সুদক্ষ দিলেন। তিনি প্রায় ৩॥ হস্ত দীর্ঘাকৃতি একটী বংশীবাদক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নানা কৌশলে তাহার শরীরের ভিতর হইতে মুখ দিয়া বায়ু নির্গত করিয়াছিলেন এবং সে বঁাশীর ৭ ছিদ্রে ৭ টী অঙ্গুলি দিয়া অতি পারদর্শী বাদকের ন্যায় বাঁশী বাজাইত। তিনি আর একটী বাজাদার নির্ম্মাণ করেন, সে ২০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সুর বাজাইতে পারিত। তিনি একটী হংসী প্রস্তুত করেন, সে স্বাভাবিক পক্ষীর ন্যায় পান ভোজন করিত, কেবল ইহা নয়, ভোজন পরিপাকও করিত।

সুইটজার্লণ্ড দেশীয় মেলর্ডেট নামক এক ব্যক্তি একটী পায়ানোফোর্ট বাদ্যযন্ত্রে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দ্বারা ১৮ টী সুর বাজান আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। সে যখন বাজায়, এরূপ সুন্দর ভাবভঙ্গী দ্বারা তাল মান প্রকাশ করে, যে নিকটে গিয়াও তাহার কৃত্রিমতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। বাজনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে মস্তক নত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে একটী সেলাম করে, পরে তন্মনা হইয়া যেন বাজাইতে থাকে। বাজাইবার সময় বক্ষস্থল তোলাপড়া করিতে থাকে, অঙ্গুলি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিও চলিতে থাকে। সূক্ষ্ম ও গম্ভীর স্বর বাজাইবার সময় পা দিয়া যন্ত্রের নিম্নভাগ চাপে। ৬ টী স্প্রিং এবং ২৫ টী তারে এই বাদন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। একবার দম দিলে এক ঘণ্টা কাল বাজিবে। এই যন্ত্রটীর মূল্য ২০ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হয়, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় ইহার নির্ম্মাণে কত বুদ্ধি কৌশল ও পরিশ্রম নিয়োজিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত শিল্পকার একটী গায়ক পক্ষী নির্ম্মাণ করে। ৩ বুরুল একটী বাক্সের মধ্যে এক সুন্দর পক্ষযুক্ত গায়ক পক্ষী বাসা করিয়া আছে।

বাক্সের ঢাকন তুলিবামাত্র বাসা হইতে পক্ষীটী লাফ দিয়া উঠিবে, পাখা ঝাড়িবে এবং পরে সিস ধরিয়া গান আরম্ভ করিবে। নানা প্রকার স্বর আলাপ করিয়া ইহা বেগে বাসার মধ্যে গিয়া লুকাইবে এবং ঢাকনী বন্দ হইয়া যাইবে। পক্ষীটী ৪ মিনিট করিয়া বাহিরে বসিয়া চারি প্রকার পক্ষীর স্বর আলাপ করে। অল্পস্থানের মধ্যে এরূপ কল কৌশল নিতান্ত আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। এই শিল্পকার অনেক ব্যয়ে একটী বালকের মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিল, সে আঁকিতে এবং ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় অতি সুন্দররূপে লিখিত পারিত।

ফরাসী রাজ চতুর্দ্দশ লুই যখন বালক, তখন তাঁহার আমোদের জন্য ক্যাদার ট্রেচেট ১৬ বুরুল প্রশস্ত স্থানের মধ্যে একটী নাট্যশালা করিয়া ৫ অঙ্ক নাটকের অভিনয় দেখান, প্রত্যেক অঙ্কের আরম্ভে এক একটী নূতন প্রকার দৃশ্য আবিষ্কৃত হইত। এই রাজকুমারের আমোদের জন্য আর একটী আশ্চর্য্য কল নির্ম্মিত হয়। একখানি ছোট গাড়ীতে দুই ঘোড়া যোথা, তাহার উপরে একটী বিবী একটী সইস ও বালক ভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া বসিয়াছেন। একটী বৃহৎ টেবিলের উপর গাড়ী খানি স্থাপিত হইলে গাড়োয়ান চাবুক মারিল এবং ঘোড়া দৌড়িল, ঠিক্ প্রকৃত ঘোড়া যেমন পা ফেলিয়া চলে তেমনি চলিল। টেবিলের অপর ধারে আসিয়া গাড়ী খানি বাঁকিয়া ঠিক্ ধার দিয়া দিয়া চলিল এবং যেখানে রাজা বসিয়া আছেন সেইখানে গিয়া থামিল। বালক ভৃত্য অমনি নামিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল এবং বিবী একখানি দরখাস্ত হস্তে নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া রাজার হস্তে দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিবী পুনরায় সেলাম করিয়া যেন বিদায় লইলেন এবং গাড়ীতে চড়িলেন। গাড়োয়ান চাবুক মারিল, ঘোড়া আবার চলিল, সইস নামিয়াছিল দৌড়িয়া২ গাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে উঠিল, গাড়ী চলিয়া গেল।

ইবান্‌স নামক এক সাহেব তাঁহার 'জুবিনাইল টুরিষ্ট' পত্রে পারিস নগরে যে একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন প্রথম দৃশ্য প্রাতঃকালে একটী বনের শোভা, সকল বস্তু ধূষর, নবীন ও শিশিরসিক্ত বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইয়া মধ্যাহ্ন-

কাল উপস্থিত হইল। ঘাসের ভিতর দিয়া সাপ সকল চলিয়া যাইতেছে দেখা গেল। একটী ছোট শিকারী বন্দুক স্কন্ধে আসিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া শিকার সন্ধান করিতে লাগিল। একটী সরোবর হইতে একটী ছোট হংস উঠিল এবং শিকারীর সম্মুখে উড়িয়া গেল। শিকারী ভাল করিয়া ভাগে করিয়া বন্দুক ছুড়িল, হংসটী ঘুরিয়া পড়িল। শিকারী তাহাকে স্কন্ধে ফেলিয়া বন্দুক কোমরে বাঁধিয়া চলিয়া গেল। ৪ বৃক্ষল উচ্চ ঘোটক সকল গাড়ী টানিতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষক সকল যাইতেছে। সম্মুখে নেপল্‌স উপসাগর ও তাহার বৃহৎ সেতু। তাহার উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে। ঠিক্ যেন স্বাভাবিক দৃশ্য। জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ চলিতেছে। শেষে এক প্রলয় ঝড় উপস্থিত হইল। জাহাজ-ভগ্ন নাবিকগণ জলে ভাসিতে ও ডুবিতে লাগিল। একজন নাবিক ভাসিয়া একটী পাহাড়ের ধারে গিয়া লাগিল। তাহার উদ্ধারার্থ নৌকা সকল আসিবার চেষ্টা করিল, ডুবিয়া গেল। ক্ষুদ্র নাবিককে অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিতে দেখা গেল। ঝড় থামিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি বাতিঘর হইতে পাহাড়ের ধারে আসিল, দড়ী নামাইয়া দিল, ক্লান্ত নাবিক তাহা ধরিয়া খানিক দূর উঠিয়া হাত পিছালাইয়া পড়িয়া গেল, আবার প্রাণপণে দড়ী ধরিয়া নিরাপদে পাহাড়ের উপরে উঠিল, দর্শকগণ করতালি দিতে লাগিল।” ইহা পাঠ করিলে অদ্ভুত উপন্যাস বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধি কৌশলে এতদূরও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে। এস্থলে সকল কার্য্য কেবল কলে হইয়াছে, অথবা তৎসঙ্গে সঙ্গে কোন মনুষ্য থাকিয়া সাহায্য করিয়াছে ইহা বর্ণিত নাই।

ইংরাজী প্রবচন

৩য় অধ্যায়।

১। প্রাতে ঋণগ্রস্ত হইয়া জাগা অপেক্ষা রজনীতে অনাহারে শয্যাস্থ হওয়া ভাল।

২। জন্মে অনেক করে, কিন্তু সুশিক্ষাতে আরো অধিক করে।

৩। ধার করা পোসাক, গায় ঠিক্ হয় না।

৪। সংক্ষিপ্ত বাক্য বাগ্মিতার সার।

৫। আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ।

৬। কার্য্য জীবনকে মধুর করে।

৭। বাজারে ক্রয় কর, কিন্তু ঘরে বসিয়া বেচ।

৮। অন্যের দোষ দেখিয়া জ্ঞানী লোকেরা আপনাদের দোষ সংশোধন করেন।

৯। যিনি মিতভাষী, তিনি জ্ঞানী।

১০। যিনি অঙ্গীকার করিয়া পালন করিতে বিলম্ব করেন, তিনি কৃতজ্ঞতা পান না।

১১। যিনি ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব করেন, তাঁহাকে কোন ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না।

১২। যে সর্ব্বদা দুঃখ জানায়, তাহাকে কেহ দয়া করে না।

১৩। যার ছোট দুয়ার, তাহার হেঁট হইয়া চলা চাই।

১৪। যে ধূলায় ফুঁ দেয়, সে আপনার চক্ষুকেই অন্ধ করে।

১৫। যে কুকাজে হাত দেয়, সে পাপের ভাজনা খোলায় পড়িয়া দগ্ধ হয়।

১৬। যে ধার করিয়া চলে, চিরকালই তার দুঃখ।

১৭। যার লজ্জা নাই, তার হিতাহিত জ্ঞান নাই।

১৮। যে ধার দেয়, সে দ্বিগুণ খোয়ায়। (বন্ধু ও ধন)

১৯। যে কাঁটা হইতে মধু চাটে, তাহাকে অনেক কষ্টে সুখের আস্বাদ লাভ করিতে হয়।

২০। যে এক বৎসর ভাল করিয়া জীবন না কাটায়, তাহাকে ৭ বৎসর দুঃখ পাইতে হয়।

২১। যে অধিক দৌড়িয়া চলে, সে অধিকক্ষণ চলিতে পারে না।

২২। যে আপনাকে ভাল জানে, সে আপনার অহঙ্কার কম করে।

২৩। যে ধনের অনুরোধে বিবাহ করে, সে স্বাধীনতা বিক্রয় করে।

২৪। যে মাছ ধরিতে যায়, তাহাকে ভিজিবার ভয় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

২৫। অলস ব্যক্তিদিগের অবসর নাই।

২৬। অলস ব্যক্তিদিগকেই অধিক শ্রম করিতে হয়।

২৭। আলস্য সকল পাপের মূল।

২৮। পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আইসে, মহম্মদ পর্ব্বতের নিকট যাইবে।

২৯। রিপুদিগকে যদি বশীভূত না করি, তাহারা আমাদিগকে বশীভূত করিবে।

৩০। দুঃসংবাদ শীঘ্র প্রচারিত হয়।

৩১। স্থির সমুদ্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই নাবিক।

৩২। অনিষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট করা অপেক্ষা তাহা সহ্য করা ভাল।

৩৩। বাক্যে সাধু হওয়া অপেক্ষা কার্য্যে সাধু হওয়া ভাল।

৩৪। উত্তমরূপে কার্য্য আরম্ভ করা ভাল বটে, কিন্তু উত্তমরূপে তাহা শেষ করা আরো ভাল।

৩৫। বিদ্যা শিখিবার বয়স কখন ফুরায় না।

৩৬। যে ব্যক্তি সকল ব্যবসায়ের খুঁট আকুরে, সে কোন ব্যবসায়েই পরিপক্ক নয়।

৩৭। সৎলোকের সংসর্গে থাক, সৎলোক হইবে।

৩৮। জ্ঞানই ক্ষমতা।

৩৯। জীবন কি? ইহা জানিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধেক জীবন গত হয়।

৪০। আহারের জন্য জীবন ধারণ করিও না, কিন্তু জীবনের জন্য আহার করিও।

৪১। লাফাইবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া দেখিও।

৪২। প্রীতি বিশ্বাস চায়, বিশ্বাস দৃঢ়নিষ্ঠা চায়।

৪৩। মনুষ্য কামনা করে, ঈশ্বর ব্যবস্থা করেন।

৪৪। একবার স্থির করিবার পূর্ব্বে দুইবার ভাবিয়া দেখ।

৪৫। ক্রীড়াকারীদিগের অপেক্ষা দর্শকেরা অধিক দেখে।

৪৬। ব্যস্ত হইয়া বিবাহ কর, অনুতাপ করিবার যথেষ্ট সময় পাইবে।

৪৭। পুত্র যত দিন না স্ত্রীগ্রহণ করে, ততদিন আমার পুত্র, কিন্তু আমার কন্যা যাবজ্জীবনই আমার কন্যা।

৪৮। বিপদ প্রায় একাকী আসে না।

৪৯। শীলতা ধর্ম্মের সহচরী।

৫০। ঈশ্বর যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিয়াছেন, তাঁহার নিকট অধিক প্রত্যাশা করেন।

মনোবিজ্ঞান।

(১৪১ সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠার পর)

এক জাতীয় পদার্থ সকল ভিন্ন ২ শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইলে সেই শ্রেণীদিগের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য অনুভব করিয়া আবার তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণী বা জাতি নির্দ্ধারণ করা যায়, যেমন প্রথম গোলাপ, গাঁদা দোপাটি, মল্লিকা

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ফুলকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিলাম, পরে আবার সমুদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া " ফুল " এই উচ্চতর জাতি নির্দ্ধারণ করিলাম।

এই দুই প্রকার জাতিকে সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্রে পরা জাতি অর্থাৎ উচ্চ জাতি এবং অপরা জাতি অর্থাৎ নীচ জাতি বলিয়া লিখিয়াছে। এবং ইংরাজী ন্যায় শাস্ত্রে Genus এবং species বলিয়া থাকে। " ফুল " genus বা পরা জাতি এবং গোলাপ, গাঁদা প্রভৃতি " species " বা অপরাজাতি।

এইখানে এই জাতি গ্রহণ সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তোমরা একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে যে নীচ হইতে যতই উচ্চ এবং উচ্চতর জাতিতে আরোহণ করা যায় ততই সেই জাতির ব্যাপ্তি, বা বিস্তৃতি বাড়িতে থাকে, কিন্তু জাতি বিধায়ক ধর্ম্ম বা গুণ ততই কমিতে থাকে। যেমন মানুষ এই কথা বলিলে শত কোটি সংখ্যক পদার্থ বুঝায় এবং এই জাতি বিধায়ক ধর্ম্ম সকলের উল্লেখ করিতে হইলে " প্রাণবিশিষ্ট " " দ্বিপদ " " লাঙ্গুল বিহীন " বুদ্ধিমান্ প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু জীব এই কথা বলিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পদার্থ বুঝায়, অথচ জাতি বিধায়ক গুণ সকলের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়। কেবল প্রাণবিশিষ্ট এই কথা উল্লেখ করিলেই তাহাদের উল্লেখ করা হইল। ইংরাজীতে জাতির ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতিকে Extension বা Denotation বলে এবং জাতি বিধায়ক খ্যাতি বা ধর্ম্ম বোধকতাকে Intension, Comprehension বা Conotation বলিয়া থাকে। ইংরাজী বাঙ্গালায় বলিতে গেলে species হইতে genns এ যত উঠা যায়, Extension বা ব্যাপ্তি ততই বাড়িতে থাকে এবং Intension বা Comprehension বা খ্যাতি ততই কমিতে থাকে।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভাগ করিয়া লইলে মন সেই সেই জাতির মধ্যে এবং পদার্থ সকলের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের কি সম্বন্ধ তাহা নির্ব্বাচন করিতে আরম্ভ করে, এবং সেই সকল নির্ব্বাচিত সম্বন্ধকে মনুষ্য যখন ভাষা দ্বারা প্রকাশ করে, তখন তাহা এক একটী Proposition অর্থাৎ বাক্যের আকার ধারণ করে।

যেমন মনুষ্য এক প্রকার " জীব " এই বাক্যটি যদি ভাঙ্গিয়া দেখা যায় দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে মনুষ্য এবং জীব এই দুইটি জাতি গ্রহণ করা হইয়াছে, পরে " মনুষ্য নামক জাতি জীব নামক জাতির অন্তর্গত এইরূপ অঙ্গাঙ্গী ভাব সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এইরূপ " ঘাস এক প্রকার " সবুজ পদার্থ " এই স্থলে " ঘাস " জাতির জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল এবং "সবুজ" জাতির জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে তাহাদের অঙ্গাঙ্গী ভাব সম্বন্ধ স্থাপন করা হইল।

এই সম্বন্ধে আরও গুটিকতক বক্তব্য আছে। ১ম, সম্বন্ধ নির্ব্বচন যে কেবল জাতি ও জাতির মধ্যে হয় তাহা নহে। জাতিতে জাতিতে, জাতিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং ব্যক্তিতে ও জাতিতে হইয়াও থাকে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে এই সম্বন্ধ নির্ব্বাচন দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথম সম্বন্ধ আরোপ করা যেমন " ঘাস সবুজ " এই স্থলে ঘাসের উপর সবুজত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সম্বন্ধ অস্বীকার করা যেমন " ঘাস সবুজ নয় " এখানে ঘাস সম্বন্ধে সবুজত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং এতদনুসারে বাক্য দুই প্রকার—বিধি বাক্য ও নিষেধ বাক্য, আরোপ স্থলে বিধিবাক্য, অস্বীকার স্থলে নিষেধ বাক্য। ইংরাজীতে এই দুই প্রকার বাক্যকে যথাক্রমে Affirmative proposition and Negative propositiou বলিয়া থাকে।

এইরূপ সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়া বাক্য সংগ্রহ হইলে মন আবার এইরূপ দুইটি বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক একটী তৃতীয় বাক্যে উপনীত হয় যেমন—মনুষ্য মরণশীল, এবং রাম মনুষ্য এই দুইটী বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়া " রাম মরণশীল " এই তৃতীয় বাক্যে উপনীত হইলাম। এখানে দেখা যাইতেছে যে " মনুষ্য মরণশীল " এই প্রথম বাক্যে মনুষ্য শ্রেণী এবং মরণশীল শ্রেণী এই দুইটী শ্রেণীর অঙ্গাঙ্গী ভাব সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। " রামমনুষ্য " এই দ্বিতীয় বাক্যে রামনামক ব্যক্তির সহিত মনুষ্য জাতির সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখানে তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে মনুষ্য (১) মরণশীল, (২) রাম মনুষ্য, অতএব (৩) রাম মরণশীল এই তিনটী বাক্যের

মধ্যে 'মনুষ্য' এই পদটী গ্রন্থি স্বরূপ অর্থাৎ মরণশীলত্বের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ আছে আবার মনুষ্যত্বের সহিত রামের সম্বন্ধ আছে সুতরাং মরণশীলত্বের সহিত রামেরও সম্বন্ধ আছে।

"রাম মরণশীল" এই তৃতীয় বাক্যে রাম এই প্রথম পদ, পক্ষপদ, ইহাকে ইংরাজীতে (Minor term) বলে। এবং "মরণশীল" এই দ্বিতীয় পদ সাধ্যপদ, ইংরাজীতে ইহাকে (Major term) বলে, মনুষ্য এই গ্রন্থিরূপ পদকে সংস্কৃত ন্যায়ে হেতুপদ এবং ইংরাজীতে (Middle term) বলে।

যে বাক্যে সাধ্যপদ অর্থাৎ (Major term) থাকে, তাহাকে সাধ্য বাক্য কিংবা ('Major premiss) বলে। যাহাতে পক্ষপদ অর্থাৎ (Minor premiss) থাকে, তাহাকে পক্ষ বাক্য বা (Minor premiss) বলে, এবং এই দুইটী বাক্যের ফল স্বরূপ যে তৃতীয় বাক্য নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে (Conclusion) এবং বাঙ্গালাতে উত্তর বাক্য বলা যায়।

আমাদের যুক্তিশক্তির যত প্রকার কার্য্য সে সমুদায়কে চারি ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। এই চারি প্রকারের মধ্যে প্রথম দুই প্রকার অর্থাৎ বিবেচন (Comparison) এবং সমীকরণ (generalization) নিষ্কর্ষণের অন্তর্গত, যাহাকে ইংরাজীতে (Induction) বলে। অবশিষ্ট দুই প্রকার অর্থাৎ নির্ব্বাচন বা সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ এবং সংঘটন. বা উত্তর বাক্য স্থিরীকরণ নিষ্ক্রামণের অন্তর্গত, ইহাকে ইংরাজীতে (Deduction) বলে।

এইরূপে মনের জ্ঞান, ভাব, অধ্যবসায় এই তিন অবস্থার মধ্যে জ্ঞানের অবস্থার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ভাব ও অধ্যবসায়ের বিষয় সময়ান্তরে বিচার করা যাইবে। এই বিষয়টী অতি গুরুতর। ইহার যেরূপ যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আরো সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে আলোচনা হইতে পারে। মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত করা এ চেষ্টার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তোমরা ভবিষ্যতে অল্প আয়াসে যাহাতে মনোবিজ্ঞানের কঠিন কঠিন গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে পার, এই চেষ্টা তাহার সোপান স্বরূপ। আমার আর একটী দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে ইহা পাঠ করিয়া তোমাদের আপন আপন মনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে

এবং তোমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিবে। আমাদের দেশের রমণীরা যত দিন না স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিবেন, ততদিন কি সমাজ বিষয়ে কি ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বিষয়ে তাঁহারা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবেন না। যখন এই পুস্তক তোমরা পাঠ করিবে, তখন কেবল 'যথা দৃষ্টং তথা পঠিতং'রূপে পাঠ করিও না; কিন্তু প্রতি পদে পদে আপন আপন মনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয় সকল সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং শিক্ষকের মুখাপেক্ষা না করিয়া ভ্রম বোধ হইলে পরিহার করিবে এবং নিজের বিচারে সঙ্গত বোধ হইলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপ স্বাধীন বিচারের সহিত পড়িতে পড়িতে তোমাদের তর্কশক্তি এমন বিকসিত হইবে যে জীবনের প্রত্যেক বিভাগে সেই শক্তি কার্য্য করিতে থাকিবে। তখন আপন আপন চরিত্র গঠন করা সহজ হইয়া আসিবে এবং সমাজের প্রত্যেক ঘটনা ও প্রত্যেক আচার ব্যবহারের ভাল মন্দ বিচার করিয়া আপন আপন স্বাধীন মত স্থির করিতে পারিবে এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ করিতে পারিবে। এই চেষ্টা দ্বারা তোমাদের মনে যদি কিছুমাত্র চিন্তার উদ্রেক করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। *

---

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল উপদেশ দেন, ছাত্রী-গণ তাহা লিখিয়া লইয়া পুস্তকাকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাই ক্রমশঃ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল। মনোবিজ্ঞান অতিশয় কঠিন বিষয়, আমাদিগের অনেক পাঠিকা ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন না, তাহা আমরা জানি। কিন্তু এ বিষয় তাঁহারা কিছু কিছু জানিতে চেষ্টা করেন ইহা আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা। বিশেষতঃ কতকগুলি বঙ্গীয় বালা ইহা শিক্ষা করিয়া যখন পরীক্ষা দানেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তখন অপরাপর বঙ্গ-রমণীগণও চেষ্টা করিলে কেন না শিক্ষা করিতে পারিবেন? পাঠিকা-গণের কৃতবিদ্য আত্মীয়গণও এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যদান করেন, আমাদিগের এই অনুরোধ। বা, বো, স।

স্ত্রীলোকদিগের আমোদ।

স্ত্রীলোকদিগের আমোদ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা যে একটী প্রস্তাব লিখি তাহাতে প্রদর্শন করিয়াছি যে আমাদের মতে আমোদ করা এককালে দূষ্য নহে। কিন্তু বৃথা হাস্য পরিহাস গল্প বা পরনিন্দা করিয়া যে আমোদ লাভ হয়, তাহা মনুষ্যের উপযুক্ত নহে। যে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি শক্তির চালনা হয়, মনে বিশুদ্ধতা ও সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং মনুষ্যের পক্ষে উপযুক্ত। উৎকৃষ্ট আমোদের কতকগুলি উদাহরণও প্রদর্শন করা গিয়াছে। স্বভাবের শোভা দর্শন, বন্ধুগণের সহিত সাধু আলাপ, মনোরম অথচ বিশুদ্ধ পুস্তক পাঠ, নানাবিধ শিল্পকার্য্য এই শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়। আমাদিগের রমণীগণ যদি উৎকৃষ্ট আমোদ পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট আমোদ-প্রিয় হন, চিরকাল তাঁহারা হীন অবস্থায় থাকিবেন এবং মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত হইবেন। স্ত্রীলোক পশুর সমান এই বলিয়া ত এ দেশের একটী সাধারণ সংস্কার আছে, এই জন্য স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নীচ পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়, এই ভারতবর্ষের একস্থানে বলদের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক দ্বারা হলচালনা করিবার সংবাদও আমরা পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া নারীজাতি কি আপনাদিগের যারপর নাই হীনাবস্থা অনুভব করিবেন না এবং তাহা যাহাতে দূর হইয়া নারীগণও মনুষ্য বলিয়া গণনীয় হইতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন না? মনের ভাব উচ্চ না হইলে কখন অবস্থা উন্নত হইতে পারে না। এই জন্য আমরা বলি যত দিন নিকৃষ্ট আমোদ পরিত্যাগ করিয়া এ দেশের রমণীগণ উৎকৃষ্ট আমোদ সম্ভোগের অধিকারিণী না হইতেছেন, ততদিন তাঁহাদিগকে সমাজ মধ্যে হীনিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইবে।

এ দেশের নারীগণ যে যে বিষয়ে আমোদ সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাহার এক একটী বিষয় লইয়া আলোচনা করা আবশ্যক, তাহা হইলে তাহা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বিচার করিয়া বুঝা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ-রুচি ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকগণ স্বজাতির কল্যাণার্থিনী হইয়া এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা পরম সুখী হই। অন্ততঃ এ বিষয়ে তাঁহারা আমা-

দিগকে সাহায্য দান করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের এই অনুরোধ।

স্ত্রীলোকগণের সকল আমোদের মধ্যে জামাইকে লইয়া তামাসা করা একটী প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কেবল যাঁহাদিগের বাটীর জামাই তাঁহারাই ইহাতে আবদ্ধ হন না। কিন্তু সমুদায় পল্লীর স্ত্রীলোক এজন্য ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া থাকেন। যাঁহার যত বিদ্যা বুদ্ধি, যাঁহার যত বাক্ পটুতা, যাঁহার যত চতুরতা ও শিল্প কৌশল জ্ঞান আছে, সকলি এই উপলক্ষে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে দূরের বাড়ী হইতে স্ত্রীলোকগণ আসিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও এই অপূর্ব্ব আমোদ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এই আমোদ এক বিবাহের রাত্রে বাসর গৃহে হয়, দ্বিতীয় বর নূতন দুই চারিবার শ্বশুর গৃহে যখন আসেন, তখনি হইয়া থাকে। বাসর গৃহের প্রথা আমরা স্বতন্ত্র স্থলে আলোচনা করিব। জামাই নূতন শ্বশুর গৃহে আসিলে যে তামাসা করা হয়, এস্থলে আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

জামাইকে ঠকাইবার জন্য কেহ বা পাকাটির শয্যা করিয়া দেন, তাহার উপর শয়ন করিলেই ভূমিসাৎ হইতে হয়; কেহ বা ডুম্বুরের জল দিয়া চিনির সরবৎ করেন, পান করিলে গলা ও পেট জ্বলিতে থাকে; কেহ বা বাটার ভিতর পানের পরিবর্ত্তে গুটিকত আরশুলা রাখিয়া দেন, ঢাকন তুলিলেই সে গুলি পলাইয়া যায়; কেহ বা বাটীর নিম্নে খড় কুচিয়া দিয়া তাহার উপরে পায়স দেন, জামাইকে গোরু বলিয়া সপ্রমাণ করেন; কেহ বা নীচে গর্ত্ত খুলিয়া তাহার উপরে আসন বিছাইয়া রাখেন অথবা পীঁড়ের নীচে সুপারি রাখেন, জামাই পড়িয়া বা গড়াইয়া যাইবে দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। এই প্রকার অনেক তামাসা আছে, কিন্তু ইহা ভদ্র রুচি সঙ্গত নয়, ইহাতে ইতর রুচির পরিচয় দেয়। এই ইতর রুচি প্রশ্রয় পাইয়া স্থল বিশেষে এমত ভয়ানক আকার ধারণ করে, যে তামাসার পাত্র হইয়া দুর্ভাগ্য জামাইকে প্রাণে মরিতে হয়, অথবা যাবজ্জীবন পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়। এই সকল কারণে এক্ষণে অনেক সভ্যস্থলে জামাইকে ঠকাইবার প্রথা যে এককালে রহিত হইয়াছে, ইহা মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে।

জামাইকে বিপন্ন ও কষ্টগ্রস্ত করিয়া তামাসা করা অপেক্ষা তামাসা না করা মঙ্গলের বিষয় বটে, কিন্তু তামাসা করা যে এককালে মন্দ আমরা একথা বলি না। তামাসা করিবার সুপ্রথা আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া তামাসা করিলে বিশুদ্ধ আমোদও হইতে পারে এবং বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দেওয়া যায়। জামাই তামাসার মূলে আমরা এই উদ্দেশ্যটী দেখিতে পাই, যে স্ত্রীলোকদিগের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান। যাহাকে গৃহে আহ্বান করিয়া আনিয়া সমধিক সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে, শিল্প নৈপুণ্য দ্বারা তাহাকে মোহিত বা হতবুদ্ধি করিয়া আমোদিত করা যাইতে পারে। একজন গ্রীক চিত্রকর এমন একখানি মশারি আঁকিয়াছিলেন; যে তাঁহার বন্ধু তাহা যথার্থ মশারি মনে করিয়া তুলিতে গিয়া ঠকিয়া যান। আর একজন চিত্রকর এমন একটী আতা ফল চিত্র করিয়াছিলেন, যে তাহা দেখিয়া একটী পক্ষী আসিয়া ঠোকরাইতে থাকে। আমরা আশ্চর্য্য শিল্প কৌশল বিষয়ক প্রস্তাবে অনেকগুলি শিল্পকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি, সে সকল দ্বারা লোকের কেমন ভ্রমোৎপাদন অথচ মনোরঞ্জন করিতে পারা যায় পাঠিকাগণ দেখিয়াছেন। শিল্পকার্য্য স্ত্রীলোকদিগের প্রধান প্রশংসার কার্য্য। আমাদিগের অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, যে আমাদিগের রমণীগণ শিল্প কার্য্যে কুশল হইয়া এইরূপ উন্নতি প্রদর্শনে সক্ষম হন। লোককে আমোদিত করিব, এই বাসনায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা অনেক পরিশ্রম স্বীকার করেন এবং অনেক দুরূহ কার্য্য করেন, শিল্পোন্নতি বিষয়ে অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শনে সচেষ্ট হউন। যদি জামাই গৃহে আসিলে স্ত্রীলোকগণ এইরূপ নূতন নূতন আশ্চর্য্য শিল্পের পরিচয় দিতে পারেন, জামাই নিশ্চয়ই আমোদিত হইবেন, তাঁহারাও যারপর নাই প্রশংসিত হইবেন। যাঁহারা বামাবোধিনীর পাঠিকা, তাঁহাদিগকে স্বাভাবিক আমোদ বা পরিহাস প্রবৃত্তি এককালে পরিত্যাগ করিতে আমরা উপদেশ দিই না। কিন্তু ইতর স্ত্রীলোকের ইতর রুচি ও দুষ্ট অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যেন শিল্পে দক্ষতাদ্বারা আপনাদিগের ভদ্র রুচির পরিচয় দেন এবং যাহাকে আমোদিত করিবার ইচ্ছা করেন এইরূপে করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করেন।

হিন্দু বিবাহ।

(১৪৪ সংখ্যার ১১২ পৃষ্ঠার পর)

কন্যাদান হিন্দু বিবাহের একটী প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষা, প্রাজাপত্য—প্রধান এই কয়েকটী প্রকার বিবাহেই ইহা নিতান্ত আবশ্যক। সম্প্রদাতা নিঃস্বত্ব হইয়া কন্যাকে বরের হস্তে সমর্পণ করেন, বরও নিজস্ব বস্তু বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। সম্প্রদান হইলে কন্যা পিতৃকুল হইতে ভর্ত্তৃকুলে প্রবিষ্ট হন এবং সকল বিষয়ে তিনি ভর্ত্তার অনুগতা ও অধীনা হইয়া থাকেন। এই কন্যা সম্প্রদানে অধিকারী কে, শাস্ত্রে তাহা নির্ণীত হইয়াছে:—

"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশেপ্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥"—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য অর্থাৎ দশম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি ও জননী ইহাঁরা প্রকৃতিস্থ হইলে একের পর অন্যে কন্যাদানে অধিকারী। নারদও এ বিষয়ে বলিয়াছেন:—

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলস্য সকুল্যো বান্ধবস্তথা।
মাতাত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে,
তস্যা মপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাংদদ্যুঃ সজাতয়ঃ॥

পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন, অথবা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা দান করিবেন, পরে মাতামহ, মাতুল, সকুল্য ও বান্ধব। ইহাদের অভাবে মাতা। মাতা অপ্রকৃতিস্থ হইলে সজাতীয় কেহ দান করিবেন।

কন্যার বিবাহ কালও নিরূপিত আছে। কন্যা ঋতুমতী হইবার অগ্রেই তাহাকে বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রের অনুমোদিত। অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলে অত্যন্ত পাপ এবং অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কালে কন্যাদান না করিলে ইহ পরলোকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

যাবন্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি, তুল্যাঃ সকামামপিযাচ্যমানাং
তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাক্য।—বশিষ্ঠঃ।

সকামা ও তুল্যবরের প্রার্থিতা কন্যা যতবার ঋতুমতী হয়, তাহার পিতাও মাতা তত সংখ্যক ভ্রূণহত্যার পাতকী হন, এই ধর্ম্মবাক্য।

স্ত্রীলোক প্রাপ্তবয়স্কা হইলে তবে বিবাহার্থিনী এবং যোগ্য বরের প্রার্থিনী হইতে পারেন, সুতরাং সে অবস্থায় তাহাকে বিবাহ না দেওয়া অসঙ্গত। প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের বিধির এই মর্ম্ম। এই জন্য অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলে পাপ হয়, এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দুঃখের বিষয় এই মত হইতেই ক্রমশঃ বাল্যবিবাহের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে এবং

"অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী, দশবর্ষ তু রোহিণী,
নবমে কন্যকা প্রোক্তা তত ঊর্দ্ধ রজস্বলা।

এই আধুনিক মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে একথাও স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, যে, উপযুক্ত বর না পাইলে, বিবাহের বিলম্বে হানি নাই। মনু বলেন,

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেতু, গুণহীনায় কর্হিচিৎ।

ঋতুমতী হইয়া কন্যা বরং আমরণ গৃহে থাকে সে ভাল, তথাপি পিতামাতা তাহাকে বিদ্যা ও গুণহীন পাত্রে সম্প্রদান করিবেন না।

মনুর এমন হিতকর বচন থাকিতেও লোকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অপাত্রে কন্যা দান করিয়া ফেলে, ইহা নিতান্ত শোচনীয়। যাবজ্জীবন না হউক, কিছু অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কন্যাকে উৎকৃষ্ট পাত্রসাৎ করিবার চেষ্টা করা ভাল। বড় কন্যা গৃহে থাকিলে ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এরূপ হইলে ভগবান্ মনু এরূপ উপদেশ দিতেন না।

কন্যার কেহ সম্প্রদানকর্ত্তা না থাকিলে ঋতুমতী হইবার পরেও কন্যা স্বয়ং পতি বরণ করিতে পারে।

ত্রীণি বর্ষ ণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং।
অদীয়মানা ভর্ত্তার মধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি নচ যং সাধিগচ্ছতি।

কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, পরে স্বয়ং যোগ্য

পতিকে বরণ করিবে। বিবাহিতা না হওয়াতে যদি কন্যা স্বয়ং পতিবরণ করে, তাহাতে তাহার বা পতির কোন পাপ স্পর্শিবে না।

স্ত্রীলোকেরা গুণবান্ বর না পাইলে যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিবে, ইহা মনুর অনুমোদিত হইলেও স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ করাই একটী পরম ধর্ম্ম ইহা সকল হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তারই অভিমত। মনু স্বয়ং বলিয়াছেন,

" বৈবাহিকো বিধিঃস্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতা।
পতি সেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থো ২গ্নি পরিক্রিয়া॥"

স্ত্রীলোকদিগের বেদ বিহিত অন্য সংস্কার নাই, বিবাহই একমাত্র সংস্কার। পতিসেবাই গুরুকুলে বাস ও বেদাধ্যয়ন স্বরূপ এবং গৃহকর্ম্মই হোমরূপ অগ্নি পরিচর্য্যা।

স্ত্রীলোকদিগের জাত কর্ম্ম প্রভৃতি অন্য সংস্কারে বেদ মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি নাই, বিবাহকালেই তাহা পঠিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বিবাহ সংস্কার না হইলে স্ত্রীলোকের দেহ অপবিত্র থাকে এবং পাপ খণ্ডে না, এইরূপ কথিত আছে। স্ত্রীলোকের বিবাহ অত্যাবশ্যক বলিয়া ব্যবস্থা করিবার কারণ এই বোধ হয়, স্ত্রীলোক ভিন্ন গৃহধর্ম্ম রক্ষা হয় না এবং স্ত্রীলোকদিগের অবিবাহিতা থাকিবার নিয়ম থাকিলে অনেক পুরুষকে গৃহশূন্য হইয়া থাকিতে হয়।

" ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে।
তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ উদ্বাহ তত্ত্বং।"

গৃহকে গৃহ বলা যায় না, কিন্তু গৃহিণীকেই গৃহ বলা যায়। গৃহিণীর সহযোগে সকল পুরুষার্থ লাভ হয়।

গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের প্রধান এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণেরই ইহা অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনু বলেন,

" ব্রহ্মচারীগৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থ প্রভবা শ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ॥
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতি বিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতি, ইহারা গৃহস্থাশ্রম হইতে উৎপন্ন,

এ চারি আশ্রমই পৃথক্। বেদ ও স্মৃতির বিধান অনুসারে সকল আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ এবং তিনি অন্য তিন আশ্রমীর প্রতিপালক। উদ্বাহ তত্ত্ব ধৃত বামন পুরাণের একটী বচন এই,

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকং।
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমা স্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্য মাশ্রম দ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্য মুচিতস্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণ মাচরেৎ।

ব্রাহ্মণের চারি আশ্রম—গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক। ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য বৈশ্যের এই দুই আশ্রম। শূদ্রের গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রমতে অন্য তিন আশ্রম কেহ অবলম্বন করুন্ না করুন্, গৃহস্থাশ্রম সকলেরই পক্ষে আবশ্যক। এই জন্য পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একটী পরম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই জন্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে দেববৎ সেবা করিবার যেমন ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, স্বামীর প্রতি পত্নীকে সমাদর ও শ্রদ্ধা করিবার শাসন ও বিহিত হইয়াছে।

যাবন্ন বিন্দতে জায়াতাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ অর্দ্ধেক থাকেন। স্ত্রী পুরুষের অপর অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা, ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব গৃহে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবং॥

যে গৃহে পতি ভার্য্যার এবং ভার্য্যা পতির প্রতি সন্তুষ্ট, সে গৃহে নিশ্চয়ই নিত্য কল্যাণ হয়।

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যং শুশ্রূষা রতিকত্তমা।
দারাধীন স্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ॥ মনুঃ।
লোকানস্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ।
তস্মাৎ সাধ্বাঃ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সন্তান, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, সৎপ্রবৃত্তি এবং আপনার ও পিতৃলোকের স্বর্গলাভ পত্নী হইতে হয়। পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র হইতে অনন্ত স্বর্গলাভ হয়, অতএব সাধ্বী স্ত্রীদিগের সেবা, প্রতিপালন ও সুরক্ষণ কর্ত্তব্য।

জিপ্‌সী বা বেদিয়া জাতি।

বামাবোধিনীতে বেদিয়া বালিকা নামে যে একটী উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বেদিয়া নামক এক জাতির ব্যবসায় ও রীতি নীতি বর্ণিত হইয়াছে, এই বেদিয়াদিগকে ইউরোপে জিপ্‌সী বলে। ইউরোপের সকল দেশেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহারা ইউরোপীয় কোন জাতির অন্তর্ভূত নহে। ইহারা ইজিপ্ট বা মিসর দেশ নিবাসী, এই অনুমানে ইহাদিগকে 'জিপ্‌সী' বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কতকগুলি জিপ্‌সী ইজিপ্ট হইতে আসিয়াছিল মাত্র। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহারা আরো কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে। জর্ম্মণেরা ইহাদিগকে ঝিঙ্গেনার বা ভ্রমণকারী, ওলন্দাজেরা হিদেন বা পৌত্তলিক, দিনামার ও সুইডেরা তাতারজাতি, ইটালীয়েরা ঝিঙ্গারী এবং হঙ্গেরীয়েরা "ফেরার লোক" বলে। * ইজিপ্ট হইতে আসাতে ইহাদিগকে জিপ্‌সী বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা ইজিপ্টের আদিম নিবাসী নহে। ইহাদিগের আকৃতি, আচার প্রণালী এবং ভাষা মিসর দেশীয় লোকদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই

জন্য মিসর দেশের লোকেরাও স্বদেশে ইহাদিগকে বিদেশী বলিয়া জ্ঞান করে।

জিপ্সী জাতি যে ভারতবর্ষের লোক এবং ভারতবর্ষ হইতে অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধু দেশীয়দিগের সহিত ইহাদিগের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, ইহারা সিন্ধু ভাষাতেও কথোপকথন করে। ইহাদিগের জাতীয় সঙ্গীত মধ্যে হিন্দী কথা অনেক পাওয়া যায়। ইহাদিগের আচার ব্যবহার নীচজাতীয় সিন্ধুদিগের ন্যায় এবং তাহাদিগের ন্যায় ইহারা মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে।

জিপ্সীরা আপনারা আপনাদিগের আদি বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারে না, তদ্বিষয়ে তাহাদের কোন বৃত্তান্তও লিখিত নাই। তাহাদিগের কোন বিশেষ ধর্ম্ম নাই, খৃষ্টান বা মুসলমান যে জাতির মধ্যে বাস করে, তাহা দিগের বাহ্য ধর্ম্মাঙ্গ সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের কতক গুলি জাতীয় লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই তাহারা ভ্রমণানুরাগী, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ভাল বাসে না, কৃষিকার্য্যে অনিচ্ছু, আহারে অশুচি, মূর্খ, চুরি ও প্রতারণাপ্রিয়। তাহারা দণ্ড ভয়ে ডাকাইতি বা তাদৃশ অন্য ভয়ঙ্কর পাপানুষ্ঠান করে না। অষ্ট্রিয়ার রাজ্ঞী মেরিয়া থেরিসা স্বরাজ্যের স্থায়ী প্রজা করিবার জন্য ইহাদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার আদেশ করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। হঙ্গেরী এবং ট্রান্সালবেনিয়ায় কতকগুলি জিপ্সী বাসস্থাপন করিয়াছে এবং নদীর মৃত্তিকাহইতে স্বর্ণ সংগ্রহ, অশ্ব বা মদ্যবিক্রয় ব্যবসায় করিয়া থাকে।

তৈমুর বেগ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখনি জিপ্সীরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া নানাদেশে ভ্রমণ আরম্ভ করে। ১৪২৭ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগের প্রায় ১০০ ব্যক্তি পারিস নগরে আসিয়া তীর্থযাত্রী বা মিসর হইতে তাড়িত খৃষ্টান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। তাহারা ফ্রান্সে বাস করিবার অনুমতি পাইলে দলে দলে আসিতে লাগিল। ইহাদিগের পুরুষেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌর্য্য কার্য্য করিয়া এবং স্ত্রীলোকেরা ভাগ্যের ফলাফল গণনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাদিগের অত্যন্ত উপদ্রবে ১৫২০ অব্দে 'অর্ডনান্স অব অর্লিয়ান্স" নামক

এক আইন জারি হয়, তাহা দ্বারা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়, যাবতীয় প্রবঞ্চক ও লক্ষ্মীছাড়া লোক দেশ হইতে দূরীভূত হইবে, নতুবা তাহাদিগকে জাহাজে খালাসীর কাজ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক জিপ্সী ফ্রান্স হইতে প্রস্থান করে। ইউরোপে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭। ৮ লক্ষ জিপ্সী আছে। ইংলণ্ডে প্রবঞ্চকদিগের উপর আইনের কড়াকড়ি হওয়াতে ইহাদিগের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে।

জিপ্সীদিগের পুরুষেরা যেমন ধূর্ত্ত ও প্রতারক, স্ত্রীলোকেরা ততোধিক। ইহারা আপনাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং গণক ঠাকুরের মত স্ত্রীলোকদিগের নিকট বসিয়া তাহাদিগের ভাগ্যের ফলাফল বলিয়া থাকে। অবিবাহিতা রমণীগণের ইহাদিগের উপর অটল ভক্তি। নির্ব্বোধ রমণীগণ বড় ঘরে বিবাহ হইবে কি না, স্বামীর বড় কর্ম্ম হইবে কি না, এই সকল বিষয় গণাইতে চায় এবং যেমন দক্ষিণা দেওয়া হয়, তদনুসারে শুভাশুভ সংবাদ বলিয়া থাকে। কোন বাটিতে ইহাদিগের যাইবার বাধা নাই। কেবল ভাগ্য গণনাই ইহাদিগের উপার্জনের একমাত্র পথ নহে, এই উপলক্ষ করিয়া বাটী বাটী ভ্রমণ করে এবং যেখানে সুযোগ পায় সেইখানে কাপড় ও অন্য জিনিষ পত্র অপহরণ করিয়া সরিয়া যায়।

শব্দ বিজ্ঞান।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শব্দ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিষয় লিখিয়াছি, (১) কিন্তু ইহা একটী প্রকাণ্ড শাস্ত্র, ইহার বিষয়ে জানিবার অনেক কথা আছে। শব্দ কি প্রকার পদার্থের মধ্য দিয়া চলিতে পারে এবং কিরূপ বেগে চলে, আজি আমরা সেই বিষয়ের বিবরণ লিখিব।

শূন্যের মধ্য দিয়া শব্দ চলিতে পারে না অর্থাৎ যে পদার্থ আহত হইয়া শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে এবং কর্ণের মধ্যে যদি শূন্য থাকে, শব্দ কর্ণগোচর হয় না। সচরাচর আমরা যে শব্দ শুনিতে পাই, তাহা বায়ুর মধ্য দিয়া আসিয়া থাকে, এই জন্য বায়ুকে শব্দের বাহক বা শব্দবহ বলে। বায়ুশূন্য স্থলে কোন শব্দই শুনা যায় না। বায়ু নির্বান যন্ত্রের (Receiver) আধার যখন বায়ু পূর্ণ থাকে, তখন তাহার মধ্যে একটী ঘণ্টা বাজিলে সুস্পষ্ট

শুনা যাইবে, কিন্তু তাহা হইতে বায়ু যত বাহির হয়, ঘণ্টার শব্দ ততই মৃদু এবং অস্পষ্ট হয়, শেষে আর কিছুই শুনা যায় না। বায়ু প্রধান শব্দ-বাহক বটে, কিন্তু একমাত্র শব্দবহ নহে। জলীয় ধূম, সর্ব্বপ্রকার বাষ্প, তরল পদার্থ এবং ঘন পদার্থও অল্পাধিক শব্দ বহন করিয়া থাকে। বায়ু নির্যান যন্ত্রের আধার বায়ু শূন্য করিয়া যদি কোন প্রকার বাষ্প পূর্ণ করা যায়, তাহাহইলেও ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্ট শুনা যাইবে। তরল পদার্থের মধ্য দিয়া যে শব্দের বহনাবচন হয়, জল তাহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জলের ভিতরে দুই বস্তু পরস্পর আহত হইলে তাহার শব্দ শুনা যায়। ডুবুরীরা জলের নীচে নামিয়া তীরস্থ লোকদিগের কথাবার্ত্তা স্পষ্ট শুনিতে পায়। এক পুষ্করিণীর এক ধারে হস্ত কি পদ দ্বারা জলের ভিতর কোন শব্দ করিলে অন্যধারে এক ব্যক্তি ডুব দিয়া তাহা শুনিতে পায়। ঘন-পদার্থের মধ্য দিয়াও শব্দের গতি হয়। এক খণ্ড কাষ্ঠের এক প্রান্তে পেন কলম দিয়া অল্পে অল্পে আঁচড়াইলে অপর প্রান্তে কান পাতিয়া তাহা শুনা যায়। নিস্তব্ধ রজনীতে ভূমির উপরে কর্ণ দিয়া দূরে ঘোটকাদির আগমন নিরূপণ করা যায়। রেলওয়ের লৌহের উপর কর্ণ পাতিয়া দূর হইতে ট্রেণ আসিতেছে কি না, বলিতে পারা যায়।

শব্দের উচ্চতা ও মৃদুতার অনেকগুলি কারণ আছে। (১) যত দূর হইতে শব্দ আইসে, সেই পরিমাণে তাহা মৃদু হয় এবং যত নিকট হইতে আইসে, সেই পরিমাণে উচ্চ হয়। এ বিষয়ের নিয়ম এই, কর্ণ হইতে শব্দায়মান বস্তুর যত দূরত্ব, তাহার বর্গ * করিয়া লইলে শব্দের মৃদুতা নিরূপিত হয় অর্থাৎ দ্বিগুণ দূর হইতে শব্দ সিকি শুনা যায়, ৩ গুণ দূর হইতে ৯ ভাগের এক এক ভাগ, ৪ গুণ দূর হইতে ১৬ ভাগের ১ ভাগ ইত্যাদি। ২০ হাত অন্তরে ৪ টা ঘণ্টা বাজাইলে যেরূপ শব্দ হয়, ১০ হাত অন্তরে ঠিক্ সেইরূপ ১টা ঘণ্টা বাজাইলে সেইরূপে শব্দ শুনা যায়।

(২) শব্দায়মান বস্তুর কম্পন যত বৃদ্ধি হয়, শব্দ তত উচ্চ হয়।

* কোন অঙ্ককে সেই অঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে তাহার বর্গ হয়, যেমন ২ র বর্গ (দুই দুগুণে চারি) ২+২=৪, ৩র বর্গ ৩+৩=৯ ইত্যাদি।

তাবে অধিক কম্পন হইলে তাহা চক্ষুতে দেখা যায়, কর্ণে অধিক শুনা যাইবে আশ্চর্য্য কি?

(৩) যে বায়ুর মধ্যে শব্দ হয়, সেই বায়ু যত ঘন হয়, শব্দ তত উচ্চ হয়। বায়ু নির্গান যন্ত্রের আধারে বায়ু যত সূক্ষ্ম হয়, শব্দ তত ক্ষীণ হয়, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। জলজন বাষ্প বায়ু অপেক্ষা প্রায় ১৪ ভাগ লঘু, এই জন্য ইহার ভিতরে শব্দ অতি মৃদু। অঙ্গারক বাষ্প বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী, তাহার মধ্যে শব্দও গম্ভীরস্বর। পর্ব্বতের উপরের বায়ু অত্যন্ত লঘু, সেখানে চিৎকার করিয়া কোন কথা না বলিলে অন্যে শুনিতে পায় না। সেখানে কামানের আওয়াজ করিলে পটকার শব্দের মত বোধ হয়।

(৪) বায়ুর চলাচল এবং দিক্ পরিবর্ত্তন দ্বারা শব্দের ন্যূনাতিরেক হয়। স্থির আকাশে শব্দ যেমন চলে, বায়ু বহিলে সেরূপ হয় না। বায়ু যে দিকে বয়, সেই দিকে শব্দ উচ্চ হয়, অপর দিকে মৃদু হয়। দক্ষিণ বায়ু জোরে বহিলে দক্ষিণের অল্প শব্দও উত্তরে শুনা যাইবে, কিন্তু উত্তরের উচ্চ শব্দও হয় ত দক্ষিণে আসিবে না।

(৫) শব্দ প্রবণ বস্তুর সহিত সংলগ্ন থাকিলে শব্দ উচ্চ হয়। তুম্বুরের তার স্বতন্ত্র লইয়া বাতাসে অঙ্গুলি দিয়া সঞ্চালন করিলে সামান্য শব্দ হয়। কিন্তু তুম্বুরার খোলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিলে শব্দ কত উচ্চ হয়! তারের কম্পনের সঙ্গে খোলও তন্মধ্যস্থ বায়ুর ও কম্পন হয়, এই জন্য তার যুক্ত বাদ্য যন্ত্র সকল বাক্স বা খোলে সংযুক্ত থাকে।

নলাকার বস্তুর মধ্য দিয়া শব্দ দূরদেশে গেলেও কমিয়া যায় না। পারিস নগরের ২০৮০ হাত দীর্ঘ এক জলের পাইপের এক ধারে ছোট ছোট করিয়া কথা বলিলে অন্য ধারে কান পাতিয়া শুনা যাইত। ইংলণ্ডে যে বাগ্‌যন্ত্র দিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে কথাবার্ত্তা চলিত, তাহা নল-দ্বারা সম্পন্ন হইত। এক নগর হইতে নগরান্তরে এইরূপ নলদ্বারা কথোপকথন করা যায়। শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১১২৫ ফিট বা ৬৪২ হাত যায়, ২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে নলের ভিতর দিয়া শব্দ যাইতে ৪ মিনিট মাত্র বিলম্ব হয়।

ডাক্তারেরা স্টেথিস্কোপ নামে যে এক প্রকার যন্ত্রের উপর কান দিয়া রোগ পরীক্ষা করেন, তাহাও এই কৌশলে নির্ম্মিত। প্রায় ১ ফুট দীর্ঘ ও ১। বুরুল প্রস্থ একটী শক্ত কাষ্ঠের নলের দুই ধারে প্রশস্ত করা হয়, একধারের উপর কান দিয়া রোগীর বক্ষে এই যন্ত্র রাখিয়া তাহার ভিতরে ক্ষত আছে কি না একপ্রকার শব্দ শুনিয়া নিরূপণ করা যায়।

শব্দের বেগ—শব্দ বায়ু তরঙ্গ উৎপাদন করিতে করিতে চলিতে থাকে, এই জন্য তাহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়; আলোকের গতি ইহা অপেক্ষা অনেক দ্রুততর। আকাশ হইতে বিদ্যুৎ ও মেঘের ডাক এক সঙ্গে হয়, কিন্তু আমরা প্রথমে বিদ্যুৎ দেখি, পরে মেঘের ডাক শুনিতে পাই। আলোক প্রকাশ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিকটে পঁছিল, কিন্তু শব্দের আসিতে বিলম্ব পড়িয়া যায়। শব্দের গতির নিয়ম অবধারণার্থ পণ্ডিতগণ অনেক দিনাবধি চেষ্টা করেন। ১৮২২ সালে পারিসের এক সভা পারিসের মণ্টলহারী এবং বিলিজুইফ নামক দুই উচ্চস্থান মনোনীত করেন। উভয় স্থান হইতে কামান ছোড়া হয় এবং উভয়স্থানের লোকেরা আলোকদর্শন ও শব্দ শ্রবণের মধ্যে কত বিলম্ব হয়, তাহা নিরূপণ করে। ইহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ১১১৫ ফিট শব্দের গতি নিরূপিত হয়।

বায়ুর উত্তাপের পরিমাণ যত হ্রাস হয়, শব্দ তত মৃদু গতিতে চলে। ৬২ ডিগ্রী উত্তাপে ১১১৫ ফিট, ১০ ডিগ্রী উত্তাপে ১১০৬, শূন্য ডিগ্রী উত্তাপে ১০৯৩ ফিট এই পরিমাণে কমিয়া যায়। ১০ ডিগ্রী উত্তাপে অঙ্গারক দ্রাবকে ৮৫৭, অম্লজন বাষ্পে ১০৪০ এবং জলজনে ৪১৫৪ ফিট হয়। জলের মধ্যে শব্দের গতি বায়ু অপেক্ষা প্রায় ৪ গুণ দ্রুততর, কাষ্ঠ বিশেষে প্রায় ১৬ গুণ, ধাতু সকলের মধ্যে শব্দ ৪ হইতে ১৬ গুণ দ্রুতবেগে চালিত হয়।

শ্লথ।

শ্লথ অদন্ত জাতীয়, বর্ম্মধারী ও পিপীলিকাভুক্ শ্রেণীস্থ। ইহারা অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলে, এই জন্য ইহাদিগকে শ্লথ বলে। এরূপ কথিত আছে, একটী বৃক্ষের তলদেশ হইতে অগ্রভাগে উঠিতে ইহাদিগের এক মাস কাল বিলম্ব হয়।

এটী ঠিক্ বোধ হয় না। ভূমিতে ইহারা অত্যন্ত আস্তে আস্তে চলে, কিন্তু বৃক্ষের শাখা ধরিয়া অবলীলা ক্রমে দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। একটী সাহেব আমেরিকায় ভ্রমণ করিতে গিয়া এক নদীর তীরে এক শ্লথকে দেখিয়াছিলেন। তীরের নিকটেই বৃক্ষ ছিল, কিন্তু সাহেব ছুটিয়া গিয়া জন্তুটীকে ধরিলেন, সে কোনমতে গাছের নিকট পৌঁছিতে পারিল না। পরে সাহেব দয়া করিয়া তাহাকে একটী গাছের নিকট ছাড়িয়া দিলেন। সেখানে ক্রমাগত বৃক্ষশ্রেণী নিবিড় অরণ্য হইয়া ছিল। শ্লথ বৃক্ষের একটী ডালে ঝুলিয়া ক্রমে গাছের আগডালে উঠিল, পরে আর একটী, তৎপরে আর একটী গাছ ধরিয়া এইরূপ করিয়া চলিয়া গেল, শেষে সে নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হইল, সাহেব আর দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে শ্লথেরা বৃক্ষের উপরে দ্রুতবেগে দৌড়িতে পারে। তবে ইহারা অলস প্রকৃতি। সর্ব্বদা গাছের ডালে ঝুলিয়া থাকে, চলিবার সময় সোজা হইয়া উঠিয়া চলে না, ঝুলিয়া ঝুলিয়াই চলিয়া থাকে। আমরা বানরদিগকে শাখামৃগ বলিয়া থাকি, কিন্তু শ্লথেরাই বাস্তবিক শাখামৃগ। ইহারা দৈব ঘটনা ভিন্ন ইচ্ছা পূর্ব্বক কখন শাখা পরিত্যাগ করে না।

শ্লথদিগের মাথা গোলাকার এবং ক্ষুদ্র, ইহাদিগের কসের দাঁত এবং খাদন্ত আছে, কেবল সম্মুখের দন্ত নাই। ইহাদিগের হস্ত পদের গঠন সমুদায় চতুষ্পাদ জন্তু হইতে বিভিন্ন। ইহাদিগের হস্ত ও বাহু একত্র করিয়া

ধরিলে পদ ও উরু অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। ইহারা পার উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলে হাতের অঙ্গুলি ভূমিতে ঠেকিবে। এই কারণে ভূমির উপর চলিতে গেলে ইহাদিগের হাত জুমুড়ইয়া কুনুইয়ের উপর ভর দিয়া চলিতে হয়। বানরদিগের হাত লম্বা, কিন্তু তাহাদিগের অঙ্গুলি সকল পৃথক্ ২, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি অন্যান্য অঙ্গুলির বিপরীত। ইহাদিগের যে কয়েকটী অঙ্গুলি, বাল্যকাল হইতে একত্র যুড়িয়া কঠিন হইয়া থাকে। অঙ্গুলি সকল হইতে সুদীর্ঘ বক্রাকার নখ বহির্গত হয়, তাহাই কেবল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাদিগের কুনুইয়ের সঙ্গে যে হাতের হাড় সংযুক্ত, তাহাও ঠিক সরলভাবে প্রসারিত নহে, বক্র হইয়া দুই হাত কাছাকাছি হইয়া থাকে। ইহাদিগের পা অপেক্ষা পার নখও অধিক দীর্ঘ এবং তাহা ভিতর দিকে মোড়া। বিড়ালদিগের নখ বাহির হইয়া আছে, ইচ্ছা হইলে তাহারা তাহা সঙ্কুচিত করিয়া লুকাইতে পারে। ইহাদিগের তাহার বিপরীত, ইহাদিগকে কষ্ট করিয়া নখ খেলাইতে হয়। ইহাদিগের পাছা আবার এমত ভাবে গঠিত এবং পার হাড়ের সহিত এ প্রকারে সংলগ্ন, যে সহজে খেলিতে পারে না। এই সকল কারণে শ্লথ বাদুড়ের মত ভূমির উপর ভাল করিয়া দাঁড়াইতে এবং চলিতে অসমর্থ। এই কারণে ইহাদিগকে সৃষ্টির মধ্যে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জীব বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কুবীর নামক প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেন অন্যান্য জন্তুর সহিত তুলনা করিলে শ্লথ এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন কালের জীব বলিয়া প্রতীত হয়; ইহা যেন বর্ত্তমান পৃথিবীর উপযোগী নহে এবং কোন অলৌকিক কৌশলে পূর্ব্বগত জীবশ্রেণীর সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ইহার বৃত্তান্ত অধিক অবগত হইয়া সে ভ্রম দূর হইয়াছে। মনুষ্য অজ্ঞানতাবশতঃ যে কার্য্যকে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করেন, বস্তুতঃ তাহাতেই সৃষ্টিকর্ত্তার অধিকতর কৌশল ও মঙ্গলাভিপ্রায় নিহিত আছে, আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। শ্লথ ভূমিতে ভ্রমণ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহা হইলে ইহার দুর্ভাগ্যের পরিসীমা থাকিত না। জগদীশ্বর ইহাকে যাবজ্জীবন বৃক্ষোপরি বাস ও বিচরণ করিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, এবং সম্পূর্ণ তদুপযোগী করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কেমন কৌশলে রচনা করিয়াছেন,

এ বিষয় যত আলোচনা করা যায় ততই এই জীবের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

শ্লথের পদ অপেক্ষা হস্তের অধিকতর দৈর্ঘ্য, অঙ্গুলি সকলের দৃঢ়বদ্ধতা, হস্ত পদের হাড়ের বক্রতা, নখ সকলের গঠন বিপর্য্যয় এবং সমুদায় অঙ্গের কঠিনতা প্রযুক্ত ভূমির উপর দিয়া অথবা সোজা হইয়া চলা ইহার পক্ষে যেমন কষ্টকর, ডালের উল্টা দিকে ঝুলিয়া ঝুলিয়া চলা তেমনি সহজ। ওয়া-র্টন নামক এক সাহেব দক্ষিণ আমেরিকাতে ভ্রমণ করিয়া এই জন্তুর বৃত্তান্ত বিশেষরূপে আলোচনা করেন এবং ইহার সম্বন্ধে লোকদিগের অনেক ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন। তিনি বলেন ইহারা ডালে ঝুলিয়া চলে, ডালে ঝুলিয়া আহার করে, ডালে ঝুলিয়া নিদ্রা যায়, তাহাতে কিছু মাত্র কষ্ট পায় না, প্রত্যুত পরম আরাম অনুভব করিয়া থাকে। আমেরিকার আদিম নিবাসীরা বলে, যখন বাতাস বয়, তখন শ্লথেরা চলিতে থাকে। বস্তুতঃ যখন বায়ু স্থির থাকে, তখন পাছে ভঙ্গপ্রবণ কোন শাখা ধরিয়া পড়িয়া যায়, এই জন্য শ্লথ বড় অধিক নড়ে না, কিন্তু বাতাসে বৃক্ষ সকলের শাখা যখন পরস্পরের গায় আসিয়া পড়ে, সে তখন আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত চলিয়া থাকে। তখন সে যেরূপ সহজে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে চলিতে থাকে, তাহা দেখিলে তাহাকে 'শ্লথ' নামে কখনই অভিহিত করা যায় না।

শ্লথের কেবল হস্তপদের গঠন অন্যান্য চতুষ্পদ হইতে বিভিন্ন নহে, ইহার অন্যান্য অঙ্গ রচনায়ও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইহার পাকস্থলী ৪টী ভাগে বিভক্ত এবং কতকটা রোমন্থক জন্তুর পাকস্থলীর ন্যায়। কিন্তু ইহা গোরু বা ভেড়া ন্যায় রোমন্থন করে না। রোমন্থক জন্তুদিগের পাকনালী তাহাদিগের শরীর অপেক্ষা প্রায় ১০ গুণ দীর্ঘ, শ্লথের দ্বিগুণ হয় কি না সন্দেহস্থল। সম্পূর্ণ নিরামিষভোজীর পাকনালীর এরূপ খর্ব্বতা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। কিন্তু পাকনালী ক্ষুদ্র হউক, তাহার ভিতর অনেক জটিলতা ও কারীকুরী আছে, এই জন্য আহার অনেকক্ষণ তাহাতে থাকিয়া ও পেষিত হইয়া জীর্ণ হয়। স্তন্যপায়ী জন্তু মাত্রেরই ঘাড়ে ৭ খানি হাড় আছে। তিমি ও হাঙ্গরের গ্রীবা যে এত ক্ষুদ্র এবং উষ্ট্র ও জিরাফির গ্রীবা যে এত সুদীর্ঘ, তথাপি তাহাদিগের পক্ষে এ নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়

না। কিন্তু শ্লথের গ্রীবাস্থি ৯ খানি। ইহাদ্বারা ইহার ঘাড়ের আকার দীর্ঘ হয় না,কিন্তু গাছে ঝুলিয়া থাকিবার সাহায্য হয়- এবং যখন আহার করে, এক হস্তে ডাল ধরিয়া অপর হস্তে সুখে পত্র ভোজন করিতে পারে।

শ্লথের দন্তের গঠনে কিছু আশ্চর্য্য আছে। ইহার সম্মুখের দন্ত নাই। খাদন্ত গুলি অত্যন্ত ছোট। কসের দাঁত উপর পাটিতে ৮ এবং নীচের পাটিতে ৬ টী করিয়া সজ্জিত। কসের দাঁতের অগ্রভাগে গর্ত্ত আছে, তদ্দ্বারা কঠিন দ্রব্যের চর্ব্বণ কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। কিন্তু ইহার যেরূপ পাকস্থলী আছে, তাহাদ্বারা দন্তের অভাব পূর্ণ হইয়া যায়।

শ্লথেরা অন্যান্য চতুষ্পদের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং সন্তানকে স্তন্য পান করাইয়া থাকে। ইহাদিগের এককালে একটী শাবক হয়। মাতার বক্ষে দুইটী স্তন থাকে, শ্লথ শাবক জন্মিবামাত্র মাতার শরীর জড়াইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত বড় এবং আত্মপোষণক্ষম না হয়, মাতাকে পরিত্যাগ করে না। শ্লথের মাথা আমেরিকার বানরের ন্যায় ছোট ও গোলাকার। কান দুটী, লম্বা লম্বা লোমে আবৃত। চক্ষু ক্ষুদ্র এবং কোটরে প্রবিষ্ট। লাঙ্গুল নাই বলিলেই হয়। শ্লথ দক্ষিণ আমেরিকায় নিবিড় অরণ্যে বাস করে। আদিম নিবাসীরা ইহার মাংস বড় ভালবাসে এবং সেই জন্য সর্ব্বদাই ইহার শিকারের পন্থায় ভ্রমণ করে। শ্লথেরা যখন অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করে, তখন 'আই' বলিয়া একপ্রকার শব্দ করে, এই জন্য ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে 'আই' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহাদিগের জীবন সহজে বিনষ্ট হয় না। হৃদয় ও অন্য যন্ত্র শরীর হইতে স্থানান্তরিত করিলেও আধঘণ্টা কাল জীবনের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মিগাথিরিয়ম নামক এক প্রকার জন্তুর বর্ণনা করেন, সে জাতি পৃথিবী হইতে এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগের যে অস্থিময় কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, শ্লথের সঙ্গে তাহার অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদিগের আকার হস্তী অপেক্ষাও বৃহৎ। অনেকে অনুমান করেন, মনুষ্যের আগমনের পূর্ব্বে ইহারাই পৃথিবীতে জীবশ্রেষ্ঠ ছিল। ইহাদিগের এত শক্তি ছিল, যে এক একটী

গাছের গোড়া নখ দিয়া খুলিয়া উৎপাটন করিয়া ফেলিত। ইহাদিগের সহিত পরাক্রমে বোধ হয় কোন জন্তু আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

সমুদ্র গঙ্গা।

নদী সকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, ইহাই সকলে জানে, কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া একটী নদীর বহনাবহন হয়, এ বড় আশ্চর্য্য কথা। এই নদীর দুই তীর সমুদ্রের শীতল জল, ইহার তলভাগও সমুদ্রের শীতল জল দ্বারা সংগঠিত! কিন্তু ইহা স্বয়ং উষ্ণ জলে পরিপূর্ণ। এই জন্য ইহাকে উষ্ণ জল স্রোত বলে, আমরা ইহার নাম সমুদ্র গঙ্গা রাখিলাম। এই নদী মেরু প্রদেশ এবং সমুদ্রের উষ্ণ প্রধান দেশের মধ্যে সর্ব্বদা বহনাবহন করিতেছে। অত্যন্ত গ্রীষ্মে ইহার জল শুষ্ক হয় না, অত্যন্ত বর্ষায়ও উথলিয়া জলপ্লাবন উৎপাদন করে না। ইহা গঙ্গা, আমেজন, মিসিসিপি প্রভৃতি নদী অপেক্ষাও প্রবলতর বেগে বহমান হয় এবং সে সকল নদী অপেক্ষা ইহার জলরাশি পরিমাণে সহস্র গুণ অধিক। ইহা দ্বারা উষ্ণদেশের জল শীতল এবং শীত প্রধান দেশের জল উষ্ণ হইয়া থাকে।

ভূমির ন্যায় সমুদ্রেরও শৈত্য ও উষ্ণতার ন্যূনাধিক্য আছে। বিষুব রেখার নিকট অধিক উষ্ণতা, উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু ভূমি যত উচ্চ হয় তত শীতল, সমুদ্র যত গভীর হয় তত শীতল। ভূমির উপর বায়ু প্রবাহ শীতোষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি করে, সমুদ্রের ভিতর জলপ্রবাহ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ভূচর জন্তুদিগের ন্যায় জলচর জন্তুরাও শীতোষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকে। যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্থলপদ্মকে সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র বাবুই পক্ষীর তত্ত্বাবধান করেন, তিনিই মুক্তা রচনা করিয়াছেন এবং প্রকাণ্ড দেহ তিমি মৎস্যের জীবন রক্ষা করেন। তিনি প্রত্যেক উদ্ভিদ ও জীবের জীবন ধারণোপযোগী অবস্থা সংঘটন করিয়া থাকেন। ভূতল-বাসীরা যেমন তাঁহার প্রজা ও তাঁহার নিয়মাধীন হইয়া তাঁহার ইচ্ছা

সম্পাদন করে, সমুদ্রতল বাসীরাও সেইরূপ। অতএব সমুদ্রকে কেবল অকর্ম্মণ্য জলরাশি মনে করা আমাদিগের ভ্রম। ভূমির উপর যেমন সুশৃঙ্খলা ও সৃষ্টি কৌশল বিদ্যমান, জলের মধ্যেও সেইরূপ তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থল উষ্ণ কটিবন্ধে স্থাপিত, সেই স্থানের জল সূর্য্যের উত্তাপে অধিক তপ্ত হইয়া একটী প্রবাহের আকারে ধাবমান হয় এবং ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমস্থ দেশ সকলের নিকট দিয়া সুমেরু-বৃত্তের দিকে প্রবাহিত হয়। এই উষ্ণ জল প্রবাহকে আমরা সমুদ্র গঙ্গা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদ্বারা ইংলণ্ড প্রভৃতির শীতাধিক্য অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। সমুদ্রের ভিতরে যে এইরূপ নদী স্রোত আছে, ইহা প্রথমে জলচর জীবদিগের গতি দেখিয়া নিরূপিত হয়। তিমি প্রভৃতি জন্তু শীতল জলে বিহার করে, প্রাণান্তে উষ্ণ জলস্রোতে যায় না। কিন্তু কড়ী প্রবালকীট প্রভৃতি কতকগুলি জীব উষ্ণস্রোতই ভাল বাসে। এক আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরে প্রথমোক্ত এবং পূর্ব্বতীরে শেষোক্ত জন্তু সকল প্রায় বরাবর দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায় না। ইহা ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া লোকে জানিতে পারিল, আট্‌লাণ্টিকের একদিকে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত এবং তাহার বিপরীতে উত্তর কেন্দ্র হইতে একটী শীতল জলস্রোত নিয়ত বহমান হইতেছে।

শীতকালে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের উত্তর তীরে জাহাজ লইয়া আসা যেরূপ কঠিন ও বিপদ্‌জনক পৃথিবীর আর কোন স্থানেই সেরূপ নহে। সমুদ্র গঙ্গা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে শীতকালে ইউরোপ হইতে নিউ ইংলণ্ড, নিউইয়র্ক অথবা ডেলাওয়ার ও চেসাপিক অন্তরীপে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল। এই পথে জাহাজ চলিতে চলিতে এরূপ ভয়ঙ্কর বরফের ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পতিত হইত, যে নাবিকগণ তাহাদিগের যতদূর সাধ্য বল ও কৌশল প্রকাশ করিয়াও কিছুই করিতে পারিত না। সেই পথে চলিলে অল্পক্ষণের মধ্যে জাহাজ কেবল বরফরাশি বলিয়া বোধ হয়। জাহাজস্থ লোক সকল শীতে অবশদেহ ও নিরুপায় হইয়া পড়ে—জাহাজ

কেবল হালের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দিকে চালিত হয়। কয়েক ঘণ্টা চলিয়া সমুদ্র গঙ্গার ধারে আসে এবং ঘোরতর শীত হইতে এককালে গ্রীষ্ম সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয়। সেখানে বরফ গলিয়া জাহাজের গাত্র পরিষ্কৃত হয় এবং নাবিকগণ উষ্ণজলে স্নান করিয়া লয়। কিয়ৎক্ষণ চলিয়া জাহাজ পুনরায় শীতল জলস্রোতে পতিত হয় এবং পূর্ব্বের মত দুরবস্থা ভোগ করে। বহুদিনের ক্লেশ ও কষ্টভোগের পর লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়। কিন্তু সমুদ্র ও শীতের সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে গিয়া অনেককে সমুদ্রগর্ভেই চির-কালের মত শয়ন করিতে হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলে স্থল অপেক্ষা জলের পরিমাণ অধিক। এই জল উত্তপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বাষ্প হইয়া যায়। এত অধিক জল বাষ্প হইয়া গেলে সমুদ্রের মধ্যে একটী শূন্যতা বা ফাঁক পড়িয়া যায়, এই শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য সুমেরু কেন্দ্র হইতে যখন শীতল জলস্রোত আইসে, তাহা প্রায় ঠিক্ সরলভাবে বিষুব রেখার দিকে যাইতে থাকে, কিন্তু অধিক দূর যাইতে না যাইতে পৃথিবীর আহ্নিক গতিদ্বারা বক্র হইয়া যায়। কেন্দ্রের নিকট পৃথিবীর গতি কিছুই নাই, এই জন্য সেখানে জলস্রোত ঘূর্ণয়মান হয় না; যত বিষুব রেখার দিকে যাইতে থাকে, ততই পৃথিবীর গতিদ্বারা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে চালিত হয়। বিষুব রেখার নিকট পৃথিবী ঘণ্টায় ১৭০০ মাইল ঘূর্ণায়মান হয়, কেন্দ্র হইতে যে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা গ্রীষ্মমণ্ডলের সীমার নিকট আসিয়া পশ্চাতে পড়ে। গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র পৃথিবীর দ্রুতগতিতে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরে। শীতল জল-স্রোত মন্দগতিতে আসিয়া সঙ্গ ধরিতে পারে না, এই জন্য পশ্চাৎ পড়িয়া যায় এবং পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই কারণে বিষুব রেখার উভয় দিকে জলরাশি প্রায় ৩০০০ মাইল প্রশস্ত স্রোতরূপে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে বহমান হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলে নিত্য বায়ু এক দিকে নিয়তকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদ্বারা এই জলস্রোত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০। ১১ মাইল গতি প্রাপ্ত হয়।

ভূমির প্রতিবন্ধক না পাইলে সমুদ্রের জল চিরকাল একদিকেই বহিত।

ভূমির ব্যবধান থাকাতে যে জলস্রোতে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া চলে, তাহা আবার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উত্তর বা দক্ষিণমুখী হইয়া যায়।

আট্‌লান্টিকের গ্রীষ্মমণ্ডলে যে স্রোত বয়, তাহার প্রধান শাখা দক্ষিণ আমেরিকার সেণ্ট রোক অন্তরীপ হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। ইহা ব্রেজিলের উপকূল দিয়া কারিবিয়া সাগরের মধ্য দিয়া মেক্সিকো উপসাগরের চারিধার বেষ্টন করিয়া ফ্লরিডা এবং কিউবার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে এবং উত্তর আটলান্টিকে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্র গঙ্গা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্র স্রোত সকলের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

ফ্লরিডা প্রণালী মধ্যে সমুদ্র গঙ্গা ৩২ মাইল প্রশস্ত, ২২০০ ফিট গভীর এবং ঘণ্টায় ৪ মাইল যায়। কারোলিনার তীর পর্য্যন্ত ইহার জল বিশুদ্ধ নীলবর্ণ। সমুদ্রের জল এবং ইহা এরূপ স্বতন্ত্র যে তথায় একখানি জাহাজ চলিলে কোন্ জলের মধ্যে তাহার কত অংশ পড়িয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায়। সমুদ্র গঙ্গার উপরিভাগের জল সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ এবং তাহার নিম্ন দেশে ক্রমশঃ যত যাওয়া যায়, উষ্ণতা ততকম অনুভূত হয়। অবশেষে তলা সম্পূর্ণ শীতল। উষ্ণস্রোত সমুদ্রতলে কখনই দৃষ্ট হয় না। উষ্ণস্রোত এবং সমুদ্রতলের মৃত্তিকার মধ্যে শীতল জলের একটী স্তর সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখা যায়। এই ব্যবস্থাটী অতি চমৎকার। মেক্সিকো উপসাগর অত্যন্ত উত্তপ্ত সমুদ্রাঙ্গস্বর। তাহার তাপ আট্‌লান্টিকের অপর পারে চালিত না হইলে নিতান্ত অসহ্য হইত, এই তাপ ব্রিটিষ দ্বীপপুঞ্জ এবং ইউরোপের পশ্চিমমাংশে চালিত হইয়া আবার তাহাদিগের শীতাংশ হ্রাস করে। শীতল জল তাপের পরিচালক নহে, কিন্তু সমুদ্র তলস্থ মৃত্তিকা তাপের পরিচালক, যদি নিম্নে শীতল জলের স্তর না থাকিত, তাহাহইলে তাপ ঐ মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট হইত এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তাহা হইলে লাব্রাডোরের ন্যায় অত্যন্ত শীত প্রধান এবং চির নিহার পূর্ণ হইয়া থাকিত। শীতকালে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে সমুদ্র গঙ্গাদ্বারা যে উত্তাপ পরিচালিত হয়, তাহা এত উষ্ণ যে ফ্রান্স ও ব্রিটিষ দ্বীপ পুঞ্জের উপরিস্থ বায়ুরাশি বরফ জন্মিবার মত শীতল হইলেও গ্রীষ্মের তাপে অবস্থায় পরিণত হইতে পারে। পশ্চিম দিকে যত বায়ু প্রবাহ বয়, তদ্দ্বারা এই তাপ ইউরোপে সঞ্চারিত হইয়া উত্তরীয় শীতল

বায়ুর প্রভাব বিনষ্ট করে। এই জন্য লাব্রাডর ও ব্রিটিষ দ্বীপপুঞ্জ এক অক্ষাংশে স্থাপিত হইলেও উভয়ের অবস্থা অত্যন্ত বিভিন্ন দেখা যায়।

সমুদ্র গঙ্গা যত চলিতে থাকে, ততই প্রশস্ত হইয়া যায়। ইহা উত্তর আমেরিকার উপকূল হইতে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে যায়, তাহা হইতে পূর্ব্ব দিকে ফিরিয়া একটী শাখা ব্রিটিষ দ্বীপ, নরওয়ে ও উত্তর হিমসাগরের দিকে যায়। অপর শাখা আজোর্স দ্বীপপুঞ্জে গিয়া দক্ষিণাভিমুখী হয় এবং আফ্রিকার ধার দিয়া বৃহৎ গ্রীষ্মমণ্ডলের জলরাশির সহিত মিলিত হয়। আশ্চর্য্য! আজোর্স এবং কানারী ও কেপ ডি ভার্ডের মধ্যে একটী বৃহৎ জল ভাগ ইহার সংস্পর্শ শূন্য হইয়া স্থির ভাবাপন্ন থাকে। এই স্থানটীকে সারাগোসা বা তৃণসাগর বলে, ইহা ব্রিটিষ দ্বীপপুঞ্জ অপেক্ষা অধিকতর স্থান যুড়িয়া আছে। ইহা সামুদ্রিক উদ্ভিদে জাহাজের গতি অনেকটা রোধ করে। একটু দূর হইতে ইহা ভূমির ন্যায় দেখায়। কলম্বসের সঙ্গিগণ ইহা দেখিয়া পৃথিবীর শেষ সীমা মনে করে এবং ভয়াক্রান্ত হয়। সমুদ্র গঙ্গার ধারে ধারে এক এক বৃহৎ তৃণ রাশি ভাসিতে দেখা যায়। এক পাত্র জলে তুষ রাখিয়া যদি জলটা ঘুরাণ যায় দেখা যায়, পাত্রের মধ্যস্থলে গতি কম হইয়া লঘু বস্তু সকল সেই খানে জমে, আটলাণ্টিক মহাসাগরে সমুদ্রগঙ্গা সেইরূপ ঘূর্ণায়মান জল এবং তৃণসাগর তাহার স্থির কেন্দ্র। কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কারের সময় সর্ব্বপ্রথম ইহা দর্শন করেন। ইহা অদ্যাপি সেই স্থলে আছে, ঋতুভেদ ঝটিকা ও বায়ু প্রবাহ দ্বারা কিছু কিছু সরিয়া যায়। গত ৫০ বৎসরের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় ইহার সীমা ও পরিমাণ প্রায় সমান অবস্থায় রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার বিস্তার।

ইংরাজেরা জাহাঙ্গির বাদসাহের সময়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজদিগকে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে ৪টী কুঠি স্থাপন করিবার আদেশ দেন। ইংরাজেরা সুরাটে সর্ব্বপ্রথমে

কুঠি করেন এবং তৎপরে মসলিপত্তন ও কালিকটেও বাণিজ্যের কুঠি খুলিয়া বসেন। এই সময়ে যাবাদ্বীপের মধ্যে বাণ্টাম নামক নগরই ইংরাজদিগের বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা ছিল, ভারতবর্ষের কুঠি সকল তাহারই অধীন।

১৬৩৮ অব্দে বাউটন নামে সুরাটস্থ এক জন ইংরাজ সম্রাট সাজিহানের কন্যার পীড়া আরোগ্য করেন, তাহাতে ইংরাজ বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সম্রাটের নিকট হইতে অনেক অনুগ্রহ লাভ করেন। তিনি চিকিৎসা নৈপুণ্যের দ্বারা বঙ্গদেশের নবাবেরও কৃপা লাভ করেন। ইংরাজেরা আপনার স্বার্থ অপেক্ষা স্বজাতির কল্যাণ অধিক চান। বাউটন বঙ্গরাজের নিকটেও ইংরাজ জাতির বাণিজ্যের সুবিধা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৬৫৬ সালে হুগলীতে ইংরাজেরা কুঠী ও এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

১৬৪০ সালে বিজয় নগরের রামরাজার ভ্রাতার নিকট হইতে মান্দ্রাজ লাভ করেন। ১ ম চার্লসের আদেশানুসারে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ হয় এবং তাহা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ নামে অভিহিত হয়।

বোম্বাই নগর পর্টুগিজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। পর্টুগালের রাজকন্যা কাথারিণ ব্রাগাঞ্জার সহিত ইংলণ্ডেশ্বর ২য় চার্লসের বিবাহ হয় এবং যৌতুক স্বরূপ এই দ্বীপ প্রদত্ত হয়। ১৬৬৮ অব্দে রাজা উহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করেন।

বঙ্গদেশের মধ্যে পিপলী নামক স্থানে ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ১৬৫৬ অব্দে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু রাজবিদ্রোহিতা করাতে ১৬৮৮ সালে সম্রাট আরেঙ্গজীবের আদেশে এই স্থান এবং কাশিম বাজার, পাটনা, সুরাট এবং অন্যান্য স্থান হইতে দূরীকৃত হন। বোম্বাই হইতে কেবল তাঁহাদিগের অধিকার ভ্রষ্ট হয় নাই।

অরেংজীবের পৌত্র আজিম ওসেন বঙ্গদেশের নবাব হন, তাঁহার অর্থের অত্যন্ত অভাব। ইংরাজেরা ১৬৯৬ অব্দে তাঁহার নিকট হইতে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই ৩ টী গ্রাম ক্রয় করেন। যব চার্ণক এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী, তাঁহার নামানুসারে বারাকপুর চানক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সময় তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা। তাঁহার সম্মানার্থ

কলিকাতায় গড় নির্ম্মাণ হয় এবং তাহা ফোর্ট উইলিয়ম নামে আখ্যাত হয়।

১৭১৩ সালে ফেরোক সিয়ার দিল্লীর সম্রাট। রাজপুতানার মারওয়ারের রাজা অজিত সিংহের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু সম্রাটের পীড়া হেতু বিবাহের বিলম্ব হইয়া পড়ে। এই সময়ে এক দল ইংরাজ অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হন, তাঁহাদিগের সঙ্গে গাব্রিয়েল হামিলটন নামে এক জন স্কচ ডাক্তার ছিলেন, তিনি চিকিৎসা করিয়া সম্রাটকে আরোগ্য করেন। ডাক্তারকে পুরস্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য বঙ্গদেশ মধ্যে ৩৭ টী নগর লইয়া একটী জমিদারী এবং বাণিজ্য শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়। ইহাতে কলিকাতাকে একটী প্রেসিডেন্সী করা হইল। সুরাট ও মান্দ্রাজও এক এক প্রেসিডেন্সী বলিয়া উক্ত হইল। তৎকালে প্রেসিডেন্সীর অর্থ—বাণিজ্য কুটী সকলের প্রধান আড্ডা।

বঙ্গদেশে প্রথমে ইংরাজদিগের অতি সামান্য কুটি ছিল, কিন্তু সম্রাট ফেরোক সিয়ারের অনুগ্রহে তাঁহারা এখানে একটী জমিদারী করিয়া বসিলেন। যাহাহউক তাঁহারা এককালে নিরাপদ হইতে পারেন নাই। মুরসিদাবাদের নবাব মুরসিদ কুলি খাঁ তাঁহাদিগের বাণিজ্যের পথরোধ করিবার অনেক চেষ্টা করেন। ১৭২৫ সালে কুলি খাঁর মৃত্যু হয়, তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা ইহাঁদিগের প্রতি সদায়ত্য প্রকাশ করেন। সুজার মৃত্যু হইলে আলিবার্দ্দী খাঁ নামে তাঁহার এক ওমরা সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। ইনি প্রজাদিগের অনেক কল্যাণ সাধন করেন। ইংরাজদিগের নিকট হইতে কর লইতে ক্রটী করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান পূর্ব্বক রক্ষা করিতেও ক্রটী করেন না। মারহাট্টারা এই সময় দেশ মধ্যে ঘোর দৌরাত্ম্য করে, কলিকাতাও আক্রমণ করিতে আইসে, আলিবার্দ্দী কলিকাতার চারি দিকে গড় খুড়িয়া ইংরাদিগের রক্ষার উপায় করেন। সেই গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান এবং তাহা 'মারহাট্টা ডিচ' নামে বিখ্যাত হইয়া আছে।

আলিবার্দ্দীর মৃত্যু হইলে ১৭৫৬ সালে সেরাজউদ্দৌলা নবাব হন। যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চারিটী অনর্থ একত্রে তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল। তিনি রাজ্য মধ্যে অনেক প্রকার অত্যা-

চার ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া প্রজাদিগকে উত্ত্যক্ত করেন। ইংরাজদিগের উপর তাঁহার রাগ হইবার বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ঢাকার রাজা রাজবল্লভের ধন আত্মসাৎ করিবার জন্য তিনি চেষ্টা পান। কিন্তুরাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ধনসম্পত্তি সমেত কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হন। নবাব তাঁহাকে চাহিয়া পাঠাইলে ইংরাজেরা পাঠাইতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজেরা বাণিজ্য করিয়া অনেক টাকা করিয়াছে এই মনে করিয়া নবাব সে টাকার লোভী হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজেরা ভাল করিয়া কেল্লা বাঁধিতে ছিল, ইহাতেও তিনি বিরক্ত হন। কাশিমবাজারে কোম্পানির যে কুটি ছিল, তাহা তিনি লুঠ করেন এবং তত্রত্য ইংরাজদিগকে কয়েদ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ১৭৫৬ সালের ১৬ ই জুন নবাবকলিকাতায় উপস্থিত হন। ইংরাজেরা যুদ্ধে নিতান্ত অপ্রস্তুত ছিলেন, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নবাব অল্পায়াসে তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিলেন। ইংরাজেরা তাড়াতাড়ি কি করিবেন স্থির করিবার জন্য সভা করিলেন। বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগের শাসনকর্ত্তা ড্রেক সাহেব ভয় পাইয়া অগ্রে জাহাজে পলায়ন করিলেন। জাহাজ সকল চলিয়া গেল।

অবশিষ্ট ইংরাজেরা হলওয়েল সাহেবকে আপনাদিগের সেনাপতি করিলেন এবং দুর্গমধ্যে প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেলাগিলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! পরিশেষে অক্ষম হইয়া নবাবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। নবাব টাকা অন্বেষণ করিয়া আকাঙ্ক্ষা মত পাইলেন না। ১৪৬ জন ইংরাজকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। ইংরাজেরা অপরাধীদিগের দণ্ডবিধান জন্য একটী ক্ষুদ্র কারাগার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেই তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এই গৃহটী ১২ হাত লম্বা ও ৮ হাত প্রশস্ত, ইহার এক দুই ধারে দুইটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। গ্রীষ্মকালের রাত্রে ১৪৬ জন ইংরাজ তাহার মধ্যে দারুণ গরমীতে ও তৃষ্ণাতে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। তাহারা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও এক ফোঁটা জল পাইল না। গবাক্ষের দিকে সকলে ঝুঁকিয়া একে একে মরিয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল।

মৃতদিগের উপরে দাঁড়াইয়া অন্যেরা নিঃশ্বাস ফেলিতেলাগিল। অবশেষে প্রাতে ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র ইংরাজ অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় বহিষ্কৃত হইল। এই ঘটনাটী অন্ধকূপ হত্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংরাজেরা এই নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইবার জন্য অল্প দিন পরে সমুদায় বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন।

ভারতবর্ষে যুবরাজের আগমন।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ আলবার্ট এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েল্‌স গত ৮ই নবেম্বর ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ৪ মাস কাল সমুদায় ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। তিনি ১৩ ই মার্চ্চ ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভারতেশ্বরী স্বয়ং কখন ভারতে আসিতে পারেন না, যুবরাজের আগমনে সকলে তাঁহাকে ভারতেশ্বরীর প্রতিকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি আমাদিগের ভাবী সম্রাট, এজন্য লোকের হৃদয় স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। অনেকে বহু ব্যয়স্বীকার করিয়া রাজদর্শন সুখ লাভ করিয়াছেন, অনেকে বহু অর্থ অকাতরে বিতরণ করিয়া সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন। যুবরাজ যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই আলোক, বাজী, ভোজ এবং অভিনন্দন পত্র দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হইয়াছে, বড় বড় রাজা ও ধনী মনুষ্য তাঁহাকে নানাবিধ উপঢৌকন দান করিয়াছেন। কোন স্থানে তাঁহার অভ্যর্থনার কিছু মাত্র ত্রুটি হয় নাই। যুবরাজও সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল চিত্তে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া যাইবার সময় অপার আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং ইংলণ্ডে থাকিয়া এ দেশের কল্যাণ চিন্তা করিবেন এরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। জগদীশ্বর যুবরাজকে নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে উত্তীর্ণ করুন্‌ এবং দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতের হিতচিন্তায় নিবিষ্ট করুন্‌। আমাদিগের পাঠিকাগণের অনেকে যুবরাজের সন্দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সান্ত্বনা দানার্থ আমরা বামাবোধিনীতে তাঁহার একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রকটন করিলাম। বামাগণ ইহা দেখিয়া রাজভক্তি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করুন্‌। এ দেশের রমণীগণের রাজভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা যুবরাজের আগমনে আপনাদিগের হৃদয়স্ফূর্ত্ত আনন্দ ভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকট কয়েকখানি পত্র লেখেন। আমরা সেগুলি যথা সময়ে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি! যাহাহউক তাঁহাদিগের কৃতজ্ঞতা উপহার সুরক্ষিত রাখিবার জন্য এস্থলে গ্রহণ করিলাম।

উপহার।

এসো গো ভারত ভগ্নী সকলে মিলিয়া।
করি তাঁর যশো গান একত্র হইয়া।

যিনি পাঠালেন পুত্রে জলধির পারে।
ভারত বাসীর দুঃখ দূর করিবারে॥
যদিও আছয়ে তাঁর প্রতিনিধিগণ।
যাঁহাদের সুবিচারে সুখী হয় মন॥
কত যে ভারত শোভা তাঁদের কারণ।
অবলা অক্ষম তাহা করিতে বর্ণন॥
এক্ষণে মহাত্মা নর্থব্রুক বাহাদুর।
ভারতবাসীর দুঃখ করিছেন দূর॥
দুর্ভিক্ষেতে করিলেন রক্ষা প্রজাগণে।
অন্ন ভিক্ষা দিয়া যত দীন দুঃখী জনে॥
মহাত্মা টেম্পল তাঁরো মহিমা প্রচুর।
বাসনা বঙ্গের দুঃখ করিবারে দূর॥
তাহাতে তাঁহার ত্রুটী অণুমাত্র নাই।
এই কথা ভারতের কহেন সবাই॥
হাইকোর্ট অধিবাসী বিচারকগণ।
রাজ নীতি ধর্ম্ম নীতি রসে নিমগন॥
মহারাণী বিক্টোরিয়া তথাচ কুমারে।
পাঠালেন প্রজাদের দুঃখ জানিবারে॥
হে ভারতবাসীগণ যেবা দুঃখ আছে।
আসিয়া জানাও তাহা যুবরাজ কাছে॥
ভারত মাতার দুঃখ রহিবে না আর।
সত্যই জানিবে নহে অন্যথা তাহার॥
যার যত দুঃখ আছে রেখনা গোপন।
ভারত মাতার দুঃখ কর নিবারণ॥
সদা কাল জানি তাঁর বাসনা এমন।
বীর মধ্যে গণ্য হয় তাঁর পুত্র গণ॥
বীর প্রসবিনী তাঁরে সকলেই কয়।
সে আশা তাঁহার প্রায় হয়েছিল লয়॥

এবার হইবে তাঁর বাসনা পূরণ।
আর না করিতে হবে অশ্রু বিসর্জ্জন ॥
যুবরাজ এসেছেন ভারতে যখন।
অবশ্য হইবে তাঁর দুঃখ নিবারণ ॥
এবার হইবে বিদ্যালয়ের উন্নতি।
ভারত সন্তানদের রবেনা দুর্গতি ॥
রাজার প্রসাদ লাভ সকলে করিলে।
ভারত সন্তানগণ আনন্দে থাকিলে ॥
ভারত মাতার ক্ষোভ হবে নিবারণ।
আর না করিতে হবে অশ্রু বরিষণ ॥
ভারতবাসীর দুঃখ করিতে মোচন।
যুবরাজ ভারতে করিলা পদার্পণ ॥
এস এস প্রাণের ভারতকন্যা গণ।
সকলে মিলিয়া করি মঙ্গলাচরণ ॥
রাজা সুখী হলে হবে প্রজার মঙ্গল।
দূরে যাবে আমাদের দুঃখের অনল ॥
রাজভক্তি আমাদের আছে চিরধর্ম্ম।
সকলে মিলিয়া করি রাজ প্রিয়কর্ম্ম ॥
রামচন্দ্র হইলেন যবে বনবাসী,
অযোধ্যার প্রজা সব হইল সন্ন্যাসী।
রঘুনাথ অযোধ্যায় আইলেন যবে।
আনন্দে মগন হলো প্রজাগণ সবে ॥
আমাদের বহু ভাগ্য মানিতে হইল।
রাজ আগমনে দেশ পবিত্র হইল ॥
ঈশ্বর করুন যুবরাজের মঙ্গল।
সদা বাঞ্ছা করি মোরা তাঁহারি কুশল ॥
এস এস প্রাণের ভারতকন্যা গণ।
সকলে মিলিয়া করি মঙ্গলাচরণ ॥

নির্ব্বিঘ্নে মায়ের রাজ্যে করিয়া ভ্রমণ।
করুন্ প্রফুল্ল মনে স্বদেশ গমন ॥
জননীর শ্রীচরণ করিয়ে বন্দন।
রাজবধূ মনসুখ করুন বর্দ্ধন ॥
দীর্ঘজীবী হয়ে ঈশ্বরেতে রাখি মতি।
জননীর নিকটে শিখুন রাজনীতি ॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী।

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্সের ভারতে শুভাগমন।

অদ্য কিবা শুভদিন শুন ভগ্নীগণ।
প্রিন্স অব ওয়েল্সের বঙ্গে আগমন ॥
প্রিন্স আসিছেন শুনি বঙ্গ বাসীগণ।
হর্ষরসে সবাকার উথলয় মন ॥
আসিবেন যুবরাজ বঙ্গ ভগ্নীগণ।
নিজ নিজ গৃহে কর মঙ্গলাচরণ ॥
যুবরাজ আগমনে বঙ্গবাসী যত।
আনন্দউৎসব সবে করে কত শত ॥
নিজ নিজ ঘরে সবে আনন্দে মাতিছে।
প্রফুল্ল অন্তরে সুখ সাগরে ভাসিছে ॥
যুবরাজ আসিছেন ইহাতে সকলে।
মহোৎসব করিছে অপার কুতূহলে ॥
মহারাণী-পুত্র বলি করে সমাদর।
অর্থ ব্যয় তরে কেহ না হয় কাতর ॥
"জয় ভিক্টোরিয়া জয়, কুমারের জয়।"
এই কথা সর্ব্বদেশে প্রতিধ্বনি হয় ॥
প্রিন্স আসিছেন ইহা করিয়া শ্রবণ।
দীন দুঃখী সকলেই আনন্দে মগন ॥

দীন দুঃখী গণ সবে ভাবে মনে মনে।
"দুঃখের বারতা কব রাজ সন্নিধানে॥
তাহা হলে মহারাজা অনুকূল হবে।
আমাদের সকলের দুঃখ দূরে যাবে॥
তাহা হলে আমাদের হবে সুখোদয়।"
এই কথা দীন দুঃখী সকলেই কয়॥
ভবিষ্যৎ রাজা তিনি অতি দয়াবান।
দয়া করি সবারে করেন অর্থ দান॥
আশা করি দীন হীন! দুঃখিদের প্রতি।
প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের থাকে যেন মতি॥
অন্ন বস্ত্রহীন ব্যক্তি আছে যে সকল।
তাহাদের আশা যেন হয়গো সফল॥
যাহা হ'ক ভগ্নীগণ! করি নিবেদন।
লর্ড মেয়ে বধেছিল আছে কি স্মরণ?
সেরূপ দুর্বৃত্ত যদি আসে পুনরায়।
তাহা হলে ভগ্নিগণ! কিহবে উপায়?
কুমারের অমঙ্গলে আসে গো আতঙ্ক।
তাহা হলে আমাদের হইবে কলঙ্ক॥
অতএব বঙ্গবাসি শুন নিবেদন।
আমোদ প্রমোদে মাতি ভুলনা কখন॥
সকলের স্থির দৃষ্টি থাকে গো ইহাতে।
কেহ যেন অমঙ্গল না পারে করিতে॥
প্রিন্স অব ওয়েলস, শুন ভগ্নীগণ!
নিরাপদে করিবেন স্বদেশে গমন॥
ইহাতে যে কি আনন্দ বলিবার নয়।
তাহা হলে হবে সবে সুখী অতিশয়॥
ঈশ্বর করুন এই যুবরাজ প্রতি।
স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া সুখী হন অতি॥

এক মনে এ প্রার্থনা করছে সকলে।
সর্ব্ব ক্ষণ প্রিন্স যেন থাকেন কুশলে।।

কুমারী নীরোদ মোহিনী মিত্র।
বর্দ্ধমান।

উপন্যাস।

বঙ্গীয় রমণীগণের অধিকাংশ 'ঈশ্বর স্তোত্র' ও 'বিদ্যাশিক্ষার ফল' এইরূপ পুরাতন বিষয়ের উপর রচনা লিখিয়া আপনাদিগের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রথমোদ্যম বলিয়া আমরা পুনঃ পুনঃ এক প্রকার বিষয় ও ভাবের রচনা গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু বামাগণ নানা বিষয়ে লেখনী চালনা করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের উন্নতি ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। সম্প্রতি আমাদিগের একজন মাননীয়া পাঠিকা এক খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন দেখিয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম। তাঁহার পত্র ও লিখিত উপন্যাসের কিয়দংশ এস্থানে সমাদরে প্রকাশিত হইল।

"আপনাদের যে একটী ভগিনী বামাবোধিনীতে মধ্যে মধ্যে মানিকাময়ীর শোচনীয় আত্মহত্যা বৃত্তান্ত, ইত্যাদি ২।১ খানা রচনা প্রদান করিত, সে আজ এক খানা উপন্যাস হস্তে উপস্থিত হইল, ভরসা করি এখানার সমুদায় দোষ সংশোধন করিয়া উপন্যাসের স্থানে প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে উৎসাহ প্রদান করিবেন। বামাবোধিনী আমার অত্যন্ত হৃদয়ের প্রিয় বস্তু, ইচ্ছা হয় যে বামাবোধিনীকে সদ্ভাবপূর্ণ উপন্যাসের দ্বারা সাজাই, কিন্তু আমার ন্যায় বিদ্যাহীনার বাসনা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা লেখা বাহুল্য। আমার এই প্রথম উপন্যাস লেখা, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও উপন্যাস লিখি নাই। শুদ্ধ বামাবোধিনীতে প্রদান করিবার অভিলাষেই এখানা লিখিয়াছি এবং আপনাদের সহৃদয়তার প্রতি নির্ভর করিয়া বলিতেছি যে এখানাকে পত্রিকাতে স্থান দান করুন। আমি প্রতি মাসে বামাবোধিনীতে উপন্যাস এবং স্ত্রীলোকদিগের অন্যান্য হিতকারী বিষয়ের রচনা পাঠাইতে বাসনা করি, যদি পাঠিকাগণ আমাকে একটু উৎসাহ দিবে?

করেন, তবেই আমার আশা সফল হইতে পারে।

আমি উপন্যাস অথবা অন্যান্য বিষয় লিখিতে অন্যের সাহায্য লইব না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি একটু দৃষ্টি করিয়া দিবেন।”

উপন্যাস—কুললক্ষ্মী।

বেলা প্রায় অপরাহ্ণ, পৃথিবী তপনাতপে ক্লান্তা হইয়া এখন সেই সুনিপুণ বিশ্বরচয়িতার কৌশলে শীতল ছায়ায় আবৃতা হইয়াছেন। পাখীগুলি কিচিকুচি ধ্বনি করিয়া কুলায়ে পশিতেছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী নামে একটী প্রাচীন গ্রাম আছে। তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিভক্ত। একটী পল্লীর নাম “আটপাড়া”। আটপাড়া জনশূন্য, অধিকাংশ জঙ্গলাবৃত। সেই স্থানে কয়েক ঘর অধিবাসী আছে, তন্মধ্যে শ্রোত্রী ব্রাহ্মণ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রই অধিক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উক্ত পল্লী অরণ্যাকীর্ণ,পল্লীর ভিতরে একটী বড় পুকুর আছে, তাহা এত বড়, যে দীর্ঘিকা বলিলেও বলা যাইতে পারে। দীর্ঘিকাতে জল আছে কি না বর্ত্তমান কালের লোকেরা [illegible]ত পারে না কেননা তাহার [illegible]এ হোগ্‌লা বন বিরাজ করিতেছে। দীঘির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পাড়ে লোকালয় এবং পশ্চিম ও উত্তর পাড়ে বিজন অরণ্য—ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ, শৃগাল প্রভৃতির আশ্রয় স্থান হইয়া আছে। উত্তর দিকের অরণ্য অপেক্ষা পশ্চিম দিকের অরণ্যে লোকের কিঞ্চিৎ গতায়াত আছে। কাষ্ঠ ইত্যাদি কাটিবার জন্য কাঠুরিয়ারা ক্বচিৎ তাহাতে যাইয়া থাকে,তজ্জন্য দক্ষিণ পাড় হইতে একটী সঙ্কীর্ণ পথ সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অরণ্যের যেস্থান অত্যন্ত নিবিড় এবং বড় বড় বৃক্ষাচ্ছাদিত, তথায় একটী প্রাচীন “উরিগাব” বৃক্ষমূলে একটী নবীনা বালা এক খানা কাগজ হস্তে বসিয়া আছে। বোধ হয় কাগজ খানা কাহারও “ফটোগ্রাফ” হইবে, নচেৎ কেন সে তাহার প্রতি অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। বোধ হয় ইহা কোন দূরস্থ আত্মীয়ের প্রতিকৃতি। যুবতীর মূর্ত্তি প্রশান্ত, স্থির অথচ দুঃখাবনত। সমুদায় শরীরটী একখানি সামান্য বসনে আবৃত, কেবল মুখখানি অনাচ্ছাদিত, যুবতীর বর্ণ শ্যাম, চক্ষু দুটী বিশাল, বঙ্কিম এবং উষাকালের আকাশবৎ নীলিম,কেশ পাশ সুদীর্ঘ কাল মেঘ-

মের ন্যায় পৃষ্ঠ বক্ষ বাহুমূল আবৃত করিয়া রহিয়াছে, কতকগুলি আলু-থালু হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িয়া যুবতীর চরণ চুম্বন করিতেছে। যুবতী ফটোগ্রাফ খানা কি মনে করিয়া জানি না একবার ফিরাইল, আহা! দেখিবা মাত্র তাহার চক্ষু যেন পড়িবার জন্য অস্থির হইল, ফটোগ্রাফ খানায় অন্য দিকে অতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালাতে এই কয়টী কথা লিখিত ছিল। " সরলা! আমি চলিলাম—অনেক দিবসের জন্য চলিলাম। দুঃখ এই যে যাইবার সময় তোমাকে একবার দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। যদি বাঁচিয়া থাকি আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং কোথায় কি জন্য যাইতেছি জানিতে পারিবে। সরলা! সেই দীনবন্ধুকে ডাক, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন, তিনিই উপায়হীনা বালিকার সহায় হইবেন। আর কিছুই বলিতে পারিলাম না শীঘ্র বিদায় হইলাম, পিতা মহাশয় আসিতেছেন এই ক্ষণেই পাপ বিবাহের জন্য প্রস্তুত করিবেন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

সেই চন্দ্রবিনোদমুখোপাধ্যায়।"

কুললক্ষ্মী পড়িতে পড়িতে একেবারে অস্থির হইল। কত অশ্রু বিন্দু তার সুকোমল গণ্ডস্থল বাহিয়া ঝরিল কে গণিবে? এই বিজন বিপিনে অভাগিনী কুলীন কুমারীর দুঃখে কে দুঃখিত হইবে? তাহার যে এক মাত্র জীবনের আত্মীয় ছিলেন তিনিও চলিয়া গিয়াছেন, আর কে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিবে? কুললক্ষ্মীর মনে উপর্য্যুপরি অনেক কথা উঠিয়া কণ্ঠ রোধ করিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল শীঘ্র কোন আত্মীয়কে মনের কথা জানায়। আর আত্মীয় কে? একমাত্র আত্মীয় বিনোদ বাবু, তাহাকে কেমনে মনের কথা জানাইবে? ইহা মনে করিয়া কুললক্ষ্মী আরও কাঁদিতে লাগিল কাঁদিতে ২ মৃত্তিকাতে লিখিতে লাগিল। 'বিনোদ বাবু যাইবেন না, আপনার সরলার আর কেহ রহিল না, কার কাছে রেখে যান্? আমার মা নাই, ভাই নাই, বোন নাই, আপনিই আমার এক মাত্র আত্মীয়, আপনিই আমাকে দয়াময় ঈশ্বরকে চিনাইয়াছেন, শোকের সময় সান্ত্বনা দিয়াছেন। এখন আর কে আমাকে তেমন আদর করিয়া ডাকিবে, তেমন যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে?

আমি এই মরু ভুমিতে বাঁচিতে পারিব না। আমার মা নাই, কে আমার মা ছিলেন, কোথায় তাঁর পিত্রালয় ছিল, কেও জানে না। পিতা বলেন আমার মাতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন, আমি এক বৎসর কাল বিমাতার পিত্রালয়ে পড়ে রয়েছি, কত যন্ত্রণা পেতেছি ঈশ্বরই জানেন। সকল যন্ত্রণা আপনার পত্রে ভুলিতাম, এখন কি পত্রও লিখিবেন না? হে দীন বন্ধু! তোমার এই অভাগিনী তনয়ার উপায় নাই, শীঘ্র তোমার চরণে স্থান দেও। কাঁদিতে২ কুললক্ষ্মীর শরীর অবশ হইল, ক্রমে ক্রমে কুললক্ষ্মী অজ্ঞান হইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিল। কেবল দুই একটী নেত্রধারা মুক্তা ফলের ন্যায় গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল, দুই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বায়ুর সহিত মিশাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। বিজনারণ্যে অন্ধকারের ছায়া পড়িল। কুললক্ষ্মী অনেকক্ষণ পরে সন্ধ্যার শীতল বায়ু স্পর্শে সংজ্ঞালাভ করিল। দেখে হেম প্রভা তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া মৃদু মৃদু ডাকিতেছে। হেমপ্রভার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, বোধ হয় কুললক্ষ্মীর অপেক্ষা ৪।৫ বৎসরের ছোট হইবে। আকার প্রায় কুললক্ষ্মীর মত, কিন্তু বর্ণ গৌর এবং চক্ষু দুটী তত নীল নহে। হেমপ্রভা কুললক্ষ্মীর জ্ঞানসঞ্চার হইতে দেখিয়া বিপুলানন্দ সহকারে বলিল "দিদি! তুমি কেন এখানে এসেছ। আমি তোমাকে না খুজেছি এমন স্থান নাই। তোমার বিমাতা বড় খুজছেন, শীঘ্র ঘরে চল।" কুললক্ষ্মী বলিল "হেম! তুমি কেমন করে জানলে যে আমি এখানে আছি, তুমি এখানে এসে ভাল কর নাই।" হেম ছল ছল নেত্রে কুললক্ষ্মীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ২ বলিতে লাগিল, "কেন এসেছি দিদি! তাত বল্‌তে পারি না। যে দিন তোমাকে এখানে পেয়েছি সে দিন হতে মনে হয় যেন আর বার আমার মাকে পেয়েছি। আমার মাকে যদিও আমার মনে নাই, তবু কেন জানি না, বিশ্বাস হয় যে আমার মা ঠিক্ তোমার মত ছিল।" কুললক্ষ্মী হেমপ্রভার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল "হেম তুমি কেঁদনা, চল ঘরে চল।" কুললক্ষ্মীর যত্নে হেমপ্রভার কান্না থামিল না বরং আরও আদর করাতে ক্রন্দন বৃদ্ধি হইল। কুললক্ষ্মী বলিল "হেম! তোমার মাতামহের বাড়ী কোথা ছিল তোমার স্মরণ হয়?"

হেম বলিল "না দিদি! আমিত তাহা কিছুই জানিনা। আমার পিতা কে তাহাও জানিনা। সকলেই বলে মা আমাকে গদাধর চক্রবর্তীর নিকট ৬০০ টাকায় বেচিয়াছিলেন, সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন।" কুললক্ষ্মী বলিল "ভাল হেম! তোমাকে গদাধর ভট্টাচার্য্য যদি বিবাহের জন্য আনিয়া থাকেন, তবে কেন তিনি তোমাকে বিবাহ না করিয়া অন্যত্রে বিবাহ কল্লেন?" হেম—দিদি! সে অনেক কথা, এখন বলিবার সময় নয়। "হয়ত তুমি কুলের বাহির হয়েছ বলে তোমার মা ঢোল দিয়েছেন, সকাল ২ ঘরে চল, সময়ান্তরে আমার বিষয় শুনিতে পাইবে।" কুললক্ষ্মী—"তবে চল, আমার আর সে শ্মশানে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতেছে না।" কুললক্ষ্মী অন্য মনে এই কথা কয়টী বলিতে ২ আর একবার সতৃষ্ণনয়নে ফটোগ্রাফ খানার প্রতি দৃষ্টি করিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। কুললক্ষ্মী সযতনে ফটোগ্রাফ খানা নিজ পরিধেয় বসনে ঢাকিয়া লইয়া বলিল "হেম! তুমি বাড়ীতে যাও, না জানি তোমায় কত গঞ্জনা শুনিতে হয় আমি চলিলাম।" কুললক্ষ্মী হেম প্রভাকে পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অরণ্য হইতে বাহির হইলেন। হেম প্রভাও অরণ্য হইতে বাহির হইয়া অন্য পথে কুললক্ষ্মীর পানে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে চলিলেন। পুষ্করিণীর পাড় হইতে যে একটী সঙ্কীর্ণ পথ গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কুললক্ষ্মী সেই পথ ধরিয়া একটী ক্ষুদ্র বাড়ীতে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ইংলণ্ডেশ্বরী 'এম্প্রেস্ অব ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ করিবেন স্থির হইয়াছে। যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমনে ভারতের প্রতি মহারাণীর অধিক স্নেহ সঞ্চারিত হইয়াছে, তিনি এ বৎসরের পার্লেমেণ্ট খুলিবার দিন ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন এবং স্বয়ং ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

২। আমরা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত ২৬এ

ফাল্গুন বরাহ নগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ড দর্শন করেন। ইনি একজন অতি সৎপ্রকৃতি, গুণবতী ও পতিভক্তি পরায়ণা রমণী ছিলেন। জগদীশ্বর তাঁহার স্নেহ ক্রোড়ে ইহাঁকে রক্ষা করুন।

৩। কুমারী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভ্রমণ এবং ভারতের কল্যাণার্থ অনেক চেষ্টা ও উৎসাহ দান করিয়া পুনরায় বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ইনি শশিপদ বাবুর দুইটী শিশুকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেছেন।

৪। রুসিয়াতে স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। সেণ্ট পিটার্সবর্গ আকাডেমীতে ঔষধ ও অস্ত্র চিকিৎসার পরীক্ষার্থীনী হইয়া ১২৫ জন যুবতী উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

মাতৃ বিয়োগে কন্যার খেদ।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! অদ্য সার্দ্ধৈক মাস আমার পরম হিতৈষিণী গর্ভধারিণী জননী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এত দিবস আপনার প্রসাদে মাতৃক্রোড়ে অতুল সুখ সম্ভোগ করতঃ কালাতিপাত করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে কৃপাবলোকন পূর্ব্বক রক্ষা কর। আমাদিগের ভার এতদিন স্নেহময়ী মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে, কিন্তু এক্ষণে নিরাশ্রয়া হইয়া একমনে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে পরমেশ! আমি জানিতেছি যে তুমি তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধি ও আমাদিগের রক্ষক করিয়া দিয়াছিলে। এ সময়ে তিনি আমাদিগের ভার সমস্তই তোমার উপর নির্ভর করিয়া মায়াজাল কর্ত্তন পূর্ব্বক তোমার সুশীতল চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হে জগদীশ! আমরা তাঁহাকে যেরূপ যত্নে রাখিয়াছিলাম, তোমার নিকট তদপেক্ষা সহস্রগুণ যত্নের সহিত

রক্ষিত হইয়া সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। হে করুণানিধান সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ। আমরা এই অকূল শোক-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া কেবল তোমারই নাম মাত্র অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। হে নাথ! তোমার চরণে বার বার নমস্কার করি।

হা মাতঃ! তুমি আমাদিগের প্রতি কিরূপে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে। হে স্নেহময়ি জননি! আমরা দিবানিশি তোমার নিমিত্ত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি, বোধ হয় তুমি স্বর্গ লোক হইতে তাহা জানিতে পারিতেছ। কিন্তু জানিতে পারিয়াও কি তোমার মনে একটু দয়ার উদ্রেক হয় না? হা মাতঃ! তুমি কোথায় রহিলে! তোমা বিহীনা হইয়া আর আমাদিগের জীবন ধারণে কিছু-মাত্র স্পৃহা হইতেছে না। যেমন ফণী মণি হারা হইয়া চারি দিক অন্ধকারময় দেখিয়া থাকে, আমরা সেইরূপ তোমাকে হারাইয়া পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি। হায়! স্নেহময়ি! একবার আমাদিগের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত কর, একবার আমাদিগের নয়নপথের পথিক হও, আমরা তোমার সেই চন্দ্রমুখখানি দেখিয়া মনে শান্তি লাভ করি ও বক্ষঃস্থলে রাখিয়া বুক শীতল করি। বুক বিদীর্ণ হইতেছে আর এ দুর্ব্বিষহ শোক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। জননী গো! কত দিনে এই কঠোর যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। হায়! তোমার সেই স্নেহপূর্ণ বয়ান খানি কি বিস্মৃত হইব? উঃ! এ কথা মনে করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, না কখন ভুলিব না। তোমার সেই মৃদু মন্দ চলন, সুগঠিত কলেবর, নবকিশলয়কর যুগল ও সুদৃশ্য চারু নেত্রের স্নেহব্যঞ্জক দৃষ্টি যাবজ্জীবন হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে এবং সুধা-ময় বদন বিনির্গত বাক্য অহরহ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবে। জননি! আর কি তোমার সে স্নেহপূর্ণ কথা শ্রবণ করিতে পাইব না, আমরা কি আর মা বলিয়া ডাকিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিতে ও তোমার স্বহস্ত প্রস্তুত আহার সামগ্রী ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পাইব না? এ কথা অন্তরে উদিত হইলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। তোমার মুখ শয়নে স্বপনে ও জাগ্রতাবস্থায় সকল সময়েই অন্তরে গাঁথা রহিয়াছে। একবার মনে করি যে, তুমি আমাদের কেহ নও, যদি কেহ হইতে, তাহা হইলে

আমাদিগকে অনাথা করিয়া ফেলিয়া যাইতে না এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে থাকি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে ভাবনা আসিয়া মনকে বিচলিত করিয়া ফেলে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না। মাগো, আমাদের এ অসহ্য যন্ত্রণা কেন দিয়া পলাইয়া গেলে? গর্ভধারিণি! আমরা চারি দিকে দৃষ্টিপাত করি, কিন্তু কাহাকেও তেমন দেখিতে পাই না, স্নেহ বাক্য আর শ্রবণ গোচর হয় না। কেইবা সে ভাবে ডাকিবে? ক্ষুধার সময় কে বা আহার দিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিবে?

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তোমাকে নয়নগোচর করিতাম, তোমার আদরে সকলের নিকট প্রিয়পাত্র ছিলাম। আমরা যদিও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট দুগ্ধপোষ্য সন্তানের মত কত আব্দার করিতাম। তুমি তাহাতে কিছু মাত্র বিরক্ত হইতে না। এই ধরণীতলে যাহার মা নাই, তাহার আর কিছুতেই সুখ নাই, সকলই অসুখের স্থান বোধ হয়। এস জননি! একবার তোমায় হৃদয়ে রাখিয়া হৃদয়ের সমুদায় যন্ত্রণা দূর করি।

হায় মাতঃ কত সময় তোমার কথার অবাধ্য হইয়া কতই বিরক্ত করিয়াছি! না জানি আবার অনেক সময় বাল্যাবস্থায় কুব্যবহার দ্বারা মনোবেদনা দিয়াছি। জননী গো সে সমুদায় এক্ষণে চিন্তা করিলে বক্ষঃস্থল শেল বিদ্ধ হইতে থাকে। স্নেহময়ি! এই ভয়ানক অপরাধ মার্জ্জনা কর।

হে করুণানিধান সৃষ্টিকর্ত্তা! তোমার কন্যাকে যে আমরা কত কষ্ট দিয়াছি, কথার অবাধ্য হইয়া কত পাপের ভাগী হইয়াছি, তৎসমুদায় অপরাধ এই দুঃখিনী পাপীয়সী কন্যার প্রতি করুণা বিতরণ পূর্ব্বক ক্ষমা কর। এক্ষণে তুমিই আমাদের এক মাত্র ভরসা, এ পাপীয়সীর উপর তুমি দৃষ্টিপাত না করিলে আর কে করিবে এবং কেইবা বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া চক্ষের জল মুছাইবে? তোমার পুণ্যবতী কন্যা তোমার হস্তে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমরা তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে তাঁহাকে তোমার পদতলে স্থান দিয়া তাঁহার সকল দুঃখ দূর কর এবং তাঁহাকে তোমার অমৃত নিকেতনের অধিকারিণী কর।

শ্রীমতী.........মিত্র।

কোন্নগর।

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS. HARINABHI.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১৪৯-৫০ সংখ্যা | পৌষ ও মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৮২। | ১১ শ ভাগ

ধর্ম্ম প্রবৃত্তি।

ভক্তিভাবে জগদীশ্বরে কায়মনপ্রাণ উৎসর্গ করিলে, জ্ঞান চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে অন্তর্যামীরূপে হৃদয়মন্দিরে বিদ্যমান দেখা যায়। জ্ঞানীলোকেরা সেই অন্তর্জ্যোতি প্রভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন এবং তৎসাধনে প্রবৃত্ত হন। ভক্তিহীন, জ্ঞানহীন লোকদিগের হৃদয়েও তিনি সেইরূপ বিরাজমান আছেন, তথাপি তাহারা তাহা জানিতে পারে না। তাহারা কুপ্রবৃত্তিদ্বারা বিপথে ভ্রান্ত হইয়া নানা কষ্টভোগ করে, তথাপি তিনি সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করেন এবং সুযোগ পাইলেই সেই বিপথগামীদিগকে সৎপথে উত্তেজিত করেন, ইহাকে পণ্ডিতেরা বিবেক বা ধর্ম্মজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া থাকেন। মহাপাপীরও ধর্ম্মজ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা অতি দুর্ব্বল, তাহার কুপ্রবৃত্তি সকলই প্রবল। যাহারা দণ্ডভয়েই কুক্রিয়া হইতে বিরত থাকে, তাহারা জগদীশ্বরকে রাগান্ধ ও প্রতিহিংসাপ্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাঁহাকে ভয়ানক আকারে কল্পনা করে। লোকেরা প্রায় ভয়দ্বারা কুক্রিয়া হইতে বিরত হয়, এই জন্য কোন জ্ঞানী লোক কহিয়াছেন যে "ঈশ্বরেতে ভয় জ্ঞানের আরম্ভ।" বাস্তবিক এ কথা সত্য। কিন্তু ইহার অপেক্ষা উচ্চতর কথা এই "ঈশ্বরে প্রেম জ্ঞানের শেষ।" কিন্তু যাহাদের ধর্ম্ম ভয় নাই, শুদ্ধ রাজদণ্ড ভয়ে যাহারা অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে, তাহারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক।

রাজদণ্ডভীত ব্যক্তিরা কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে,কেবল কিরূপে দোষটী প্রকাশ না হয় তাহারই চেষ্টা পায়। সুযোগ পাইলে এবং দোষ প্রকাশিত হইবার ভয় না থাকিলে তাহারা কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিত হয় না। তথাপি তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই একথা বলা অসঙ্গত, কেননা তাহা না থাকিলে তাহাদের দোষ গোপন করিবার চেষ্টা কিসের জন্য? শুদ্ধ দণ্ডভয়ে তাহারা সেরূপ চেষ্টা করে একথা সত্য নহে, দণ্ডভয় না থাকিলেও তাহারা দোষ অপ্রকাশিত রাখিতে সাবধান থাকে, এবং দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান সময়ে বিশেষতঃ যখন কোন দুষ্কর্ম্ম প্রথম করিতে যায়, তাহাদের চিত্ত কিছু না কিছু সঙ্কুচিত হয়। এই জন্য মিথ্যা কথা এবং শঠতাদ্বারাই তাহারা নির্দ্দোষীরূপে পরিচিত হইতে চায়। আরো ভয় ও কষ্টের সহিত দুষ্কর্ম্ম করিবার কারণ কি? লাভের আশা না থাকিলে প্রায় লোকমাত্রেই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, অতএব তাহারা প্রধানতঃ স্বার্থপরতার অনুরোধে পড়িয়া এবং কখন২ দুষ্প্রবৃত্তিসমূহ দমন রাখিতে সক্ষম না হইয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে। পরের গ্লানিনিন্দাদ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে,পরপীড়নদ্বারা স্বকীয় কার্য্যোদ্ধার করিতে গেলে নীচতম স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় বটে,কিন্তু কোন কোন লোককে পরের গ্লানিতেই আনন্দানুভব করিতে, পরপীড়নদ্বারা আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে এবং সামান্যতঃ দুষ্প্রবৃত্তি বশতঃই দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখা যায়। এরূপ লোক অতি ভয়ানক, ইহারা নররূপী পশু, দণ্ড ইহাদের ঔষধ এবং শাসন করিতে না পারিলে ইহাদিগকে সমাজ হইতে পরিহার করাই শ্রেয়ঃ। যাহারা স্বার্থ সাধনার্থ দুষ্কর্ম্ম করে, তাহাদের বুদ্ধির দোষ, তাহাদিগকে প্রথমতঃ দণ্ডদ্বারাই দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের নিকট যথার্থ আত্মহিতানুরাগী ব্যক্তির ব্যবহার প্রদর্শিত হইলে, এবং উপদেশদ্বারা ধর্ম্মপথ সুখগম্য ও সাধুতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৌশল এমন হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলে তাহাদের সুমতি হইবার অনেক সম্ভাবনা।

ধর্ম্মভীত ব্যক্তিরা প্রায় ধর্ম্মভয়বশতঃ দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু তথাপি কুপ্রবৃত্তি সকল তাহাদের মনে সম্পূর্ণ সবল থাকিতে পারে, এবং ধর্ম্ম ভয়ের হীনতা হইলে সেই সকল প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের মনে নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মের যতদূর কল্পনা হয়, ধর্ম্ম ভয়ে ততদূর কার্য্যে পরিণত হইতে

পারে না। এইরূপ লোকদিগকে শাসনে রাখিবার নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা স্বর্গ নরকাদিরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা ও শাসনকর্ত্তা, ধর্ম্মভীত ব্যক্তির এইরূপ বিশ্বাস থাকাতে দুষ্প্রবৃত্তি সকল তাহার মনকে যত কলুষিত করুক, তাহাকে কুকার্য্যে অধিক দূর লইয়া যাইতে পারে না। অধিকাংশ লোকেরই এইরূপ অবস্থা। ধর্ম্ম-ভয়-বিহীন শুদ্ধ রাজদণ্ড ভীত নররূপী দৈত্য সংখ্যা অনেক হইলেও তাহারা লোকনিন্দিত ও দণ্ডতাড়িত হইয়া লোক সমাজকে দূষিত করিতে পারে না। যাহাহউক এই পৃথিবীতে যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ ঈশ্বরনিষ্ঠ সাধুব্যক্তিও আছেন। এমন সাধুলোককেই ধর্ম্ম জীবনের আদর্শ বলিয়া সম্মান করা কর্ত্তব্য এবং এমন সাধুলোকের সহবাসই ভবার্ণব তরণে নৌকাস্বরূপ। এরূপ সাধু-লোকে ও ধর্ম্মভীত ব্যক্তিতে বিস্তর প্রভেদ। সাধুব্যক্তি অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হন, তাহা ধর্ম্মভীত ব্যক্তির ন্যায় শুদ্ধ দণ্ডভয়ে বা লোকাপবাদে নহে, কিন্তু জগদীশ্বরের অপ্রিয় কার্য্য বলিয়া তিনি কু-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত এবং যথাসাধ্য সৎকার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু যেমন জগদীশ্বরের অপ্রিয় কার্য্য অকর্ত্তব্য, শুদ্ধ এই বিবেচনাই অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্তির কারণ নহে, ধর্ম্মভয় লোকাপবাদ রাজশাসন ইত্যাদি কারণেও লোকে অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকে; তেমনি সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হইবার কারণ শুদ্ধ জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধনের কর্ত্তব্যতাবোধ মাত্র নহে, তাহার অন্য অনেক কারণও আছে। অনেক লোকের ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস যে পুণ্য ও পাপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মী হওয়াতে পুণ্য সঞ্চয়দ্বারা পাপক্ষয় হয়, কেহ কেহ লোকের প্রশংসাভাজন হইবার জন্য এবং অনেকে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে। বাস্তবিক ঈশ্বর-নিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ সাত্ত্বিকভাবে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না। নিজ গৌরববৃদ্ধি, লোক প্রশংসা ইত্যাদি তাহাদিগের অভিসন্ধি থাকে। সামান্যতঃ সার কথা এই যে সম্বন্ধ জ্ঞান হইলেই সম্বন্ধোচিত অনুরাগ প্রকাশ পায়,সেই অনুরাগই লোককে তদুপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, কার্য্য কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য তাহা অন্তরাত্মার সহিতপরামর্শ দ্বারা জানা যায় এবং কার্য্যের ফলা-ফলদ্বারাও জানা যাইতে পারে। জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিব এইরূপ

বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলেই অপর লোকের সম্বন্ধে ও সমাজ সম্বন্ধে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যই সাধন করা যায়। তথাপি সম্বন্ধ বিশেষে বিশেষ কর্ত্তব্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ প্রবৃত্তিও আছে। সন্তানাদিকে লালন পালন করিতে হয়, তাহার কারণ জগদীশ্বর আমার প্রতি যে সকল ভার সমর্পণ করিয়াছেন তাহা উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করা তাঁহার প্রিয়কার্য্য। কিন্তু সেরূপ বিবেচনা দ্বারা কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে অধিকাংশ লোকের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা হয় না। অতএব জগদীশ্বর জীবের মনে সন্তানের প্রতি স্নেহরূপ যে প্রবল প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তদ্দ্বারাই লোকেরা সন্তান প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, এবং ধর্ম্মজ্ঞানহীন পশুরাও শুদ্ধ স্নেহ বশতঃই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনে নিয়োজিত হয়। অতএব জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইলে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সকলকে বিনাশ করিতে হয়, এরূপ মনে করা কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন লোকের কার্য্য। যদি কেহ বলেন যে স্নেহ, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, দেশানুরাগ ইত্যাদি দ্বারাই লোকেরা যথোচিত কার্য্যে নিয়োজিত হইলে ঈশ্বর প্রীতি পরায়ণ হইবার প্রয়োজন কি? কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যেমন ভৌতিক পদার্থের নিয়মানুসারে ভৌতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, তেমনি মানসিক নিয়মানুসারে মনুষ্যের প্রবৃত্তি সকলের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তথাপি মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান থাকাতে প্রবৃত্তি সকল সৎ বা অসৎ বিচার করিতে পারে এবং স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকাতে সকলেই স্বীয়২ কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী। পশুরা স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা যেরূপ চালিত হয়, সেইরূপেই চলে, তাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে দায়িত্ব নাই। মনুষ্য দায়ী বলিয়া কোন্ প্রবৃত্তি সৎ বা অসৎ তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক সুতরাং কোন্ কার্য্য জগদীশ্বরের প্রিয় বা অপ্রিয় তাহাও জানা আবশ্যক, কেননা যাহা প্রিয় তাহা সৎ এবং যাহা অপ্রিয় তাহা অসৎ। স্নেহবশতঃই সন্তান প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্নেহ যে সৎপ্রবৃত্তি এবং শিশুপালন যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা স্থির করিতে হইলে তাহা জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া বুঝিলেই আর কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনই কর্ত্তব্য এই নিয়মটি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের কষ্টি-পাতর বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি দয়ার

পাত্রকে দয়া করেন, ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করেন। এইরূপে তিনি যে কোন সৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কোন প্রকার স্বার্থ লাভের আশা তাহার প্রবর্ত্তক হয় না, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়াই তিনি তাহা সম্পাদন করেন। তিনি যে অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন, তাহা কোন প্রকার দণ্ড বা অপবাদ ভয়ে নহে, তাহার কারণ কেবল এই যে তাহা জগদীশ্বরের অপ্রিয় কার্য্য। আর একটী বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্ব আছে তাহা এই যে তাঁহার কার্য্য যেমন সৎ, চরিত্র যেমন সাধু, মনও তেমনি দোষ-স্পর্শ-শূন্য। অসৎচিন্তা, পাপ কল্পনা, অপবিত্র ভাব তাঁহার মনে স্থান পায় না। মন্দ কর্ম্ম কি দুশ্চরিত্র কাহাকে বলে এরূপ জ্ঞান তাঁহার অবশ্যই আছে, কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি কখন কুপথে ধাবমান হয় না। দণ্ডনীতি ব্যবস্থাপক মন্ত্রীদিগকে যেমন কুক্রিয়া শঠতা ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তা করিয়া অনুধাবন করিতে হয়, সেইরূপ তাঁহার মনে মন্দ ভাব উদয় হইতে পারে, কিন্তু দর্পণে গোময়ের প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণকে মলিন বা দূষিত করে না, সেইরূপ অসৎচিন্তা তাঁহার মনকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। তাঁহার নিমিত্ত রাজশাসন ব্যবস্থা বা স্বর্গ নরক কল্পনা কিছুরই আবশ্যকতা নাই। তাঁহার প্রেমময় হৃদয়ে ভয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহার পিতা, তিনিই তাঁহার বন্ধু, তিনিই তাঁহার রাজা, তাঁহার কাহাকে ভয় বা কিসের অভাব? জগদীশ্বরে অচলা ভক্তি এবং প্রাণ মন উৎসর্গ না করিলে মনে এরূপ একাগ্রতা ও পবিত্র ভাব সঞ্চারিত হইতে পারে না। কিন্তু যেমন সকল কার্য্যই শিক্ষা বা অভ্যাস করিতে হয়, তেমনি এরূপ মনের ভাবের নিমিত্ত শিক্ষা বা অভ্যাস আবশ্যক। সেই শিক্ষার উপায় আত্মশাসন বা আত্মপরীক্ষা। এই দুইটীর বিষয়ে ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

কুপ্রবৃত্তি সমূহকে অনিষ্টবিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপ্রবৃত্তিসমূহকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত করার নাম আত্মশাসন। কাম ক্রোধাদি রিপু সকল আত্মার পরম শত্রু, ইহারা মনকে কুকার্য্যে রত করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে এবং তাহাদের বশবর্ত্তী আত্মাই আত্মার শত্রু। প্রথমতঃ প্রবৃত্তি সকলের মধ্যে কোন্‌টী সৎ বা কোন্‌টী অসৎ তাহা স্থির করিতে হয়। অন্তর্যামী জগদীশ্বরই অন্তরিন্দ্রিয় মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সে শিক্ষার উপায় করিয়া

দিয়াছেন। যেমন দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা বর্ণজ্ঞান হয়, রসনেন্দ্রিয়দ্বারা রসজ্ঞান হয়, তেমনি অন্তরাত্মা দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ সদসৎকার্য্যের বিবেচনা, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি ও অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্তি আপনা হইতে সম্পন্ন হয়। যেমন দর্শনেন্দ্রিয়ের দোষে দৃষ্টিভ্রম হয় এবং তাহাহইলে তর্কদ্বারা অথবা অন্যালোকের দর্শনের সহিত তুলনাদ্বারা বস্তুর প্রকৃত বর্ণাদি জ্ঞান হয়, তেমনি ধর্ম্মজ্ঞানের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত সদসৎ বিবেচনার দোষ হইলে কার্য্যের ফলাফল বিচার দ্বারা অথবা অপর লোকের মত বিচার দ্বারা যথার্থ সদসৎ জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। আপনার কার্য্যের ভাল মন্দ বিবেচনা সকল সময়ে আপনি করা যায় না, অপরের সহিত পরামর্শ করিতে হয় এবং কখন ২ শত্রুর মতও বুঝিতে হয়। সদসৎ জ্ঞান হইলে দেখাযায় যে অন্তরাত্মা মনকে অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে, এবং কুপ্রবৃত্তি সকল তদ্বিপরীত দিকে আকর্ষণ করে। মন যে দিকে ইচ্ছা সেইদিকেই যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে কুপ্রবৃত্তি হইতে বিরত করিয়া অন্তরাত্মার আদেশানুসারে চালিত করাই আত্মশাসন। কোন কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে কি না, মধ্যে ২ তাহার তত্ত্বাবধান না করিলে কার্য্যে ক্রমশঃ দোষ জন্মে, সুতরাং যে ২ কার্য্য করা গিয়া থাকে, সেসকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিয়মানুসারে সাধিত হইয়াছে কি না, তাহাও মধ্যে২ পরীক্ষা করা আবশ্যক, ইহারনাম আত্মপরীক্ষা। প্রত্যহ সকল কার্য্য শেষ করিয়া নিদ্রার পূর্ব্বে সাবধানে আপনার কার্য্যের দোষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক আত্মপরীক্ষা করিবে এবং দোষ থাকিলে, আত্মভর্ৎসনা অনুতাপ, ভাবীকার্য্যে দোষ পরিহারার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং তৎসাধনে সমর্থ হইবার নিমিত্ত জগদীশ্বরের প্রসাদ প্রার্থনা করিবে, এবং প্রত্যুষেও সেইরূপ ভক্তিভাবে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিবে। এইরূপ অভ্যাস দ্বারা মনের পবিত্রতা, ধীরতা, একাগ্রতা ও শান্তি লাভ হয়।

সেণ্ট ক্লেয়ার।

স্ত্রীলোকেরা কেবল সংসার সংসার করিয়া মরে, তাহাদিগের জীবনে বিশুদ্ধ ও গভীর ধর্ম্মের ভাব অতি অল্প, এই বলিয়া অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা

আক্ষেপ করেন। কিন্তু পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের জীবনেও ধর্ম্মচরিত্র যে অতি উজ্জ্বলভাবে বিকাশিত হইয়াছে, তাহার অনেকানেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে আমরা ভারতের ভক্তাগ্রগণ্যা মীরা বাই (১) ও আরো দুই একটী ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছি। আজি রোমান কাথলিক ধর্ম্মাশ্রিতা একটী কুমারীর আখ্যান লিপিবদ্ধ করিলাম। ধর্ম্মের উত্তেজনায় নারীজীবনও যে কতদূর সংসার বিরাগী ও ঈশ্বরানুরাগী হইতে পারে, তাহা ইহাদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে।

ইটালি দেশে কেভেরিমো নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার তিনটী কন্যা ছিল, ক্লেয়ার, এলগিস্‌ ও বিট্রিস; তন্মধ্যে ক্লেয়ারই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। তিনি বাল্যকাল হইতেই উদারপ্রকৃতি ও ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। যখন তিনি বালিকা, তখন তাঁহার পিতা মাতা বিবাহের কথা বলিতেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক বৈরাগ্য এতদূর প্রবল ছিল, যে পিতা

(১) মীরা বাইর একটী অতি সুন্দর ভজনের গানঃ—

"হরিসে লাগি রহ ভাই, তেরা বনাতে বনাতে বনি যাই।

অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই, আর শুগা পড়ায়ে গণিকা তারে, তারে মীরা বাই।

দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা বেনিয়া বয়েল চরাই, আর একবাৎ কে ঠাণ্ডা লাগে খোঁজ খবর নেহি পাই।

আয়সি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই, সেবাভক্তি আওর অধীনতা, সহজে মিলি গোসাঞী।

ভাই! হরিতে সর্ব্বদা মন লাগাইয়া থাক, থাকিতে থাকিতে ক্রমে তোমার মন তাঁহার প্রতি আসক্ত হইবে। হরি নামের গুণে অঙ্কা ও বঙ্কা নামে দুই পাপী তরিয়াছে, আর সুজন নামে একজন কসাই তরিয়াছে, শুক পক্ষীকে হরিনাম পড়াইয়া এক গনিকা তরিয়াছে, মীরাবাইও তরিবে। বনিক্‌ বলদের পৃষ্ঠে ধন চাপাইয়া কত লাভের আশায় বাণিজ্য করে, কিন্তু মৃত্যু হইলে সব ফুরায়। কাপট্য চাতুরী ছাড়িয়া মনের ভিতর যথার্থ ভক্তি সঞ্চয় কর, ঈশ্বরের সেবা বন্দনা ও অধীনতা স্বীকার কর, সহজে তাঁহাকে পাইবে।

মাতার সে প্রস্তাবে তিনি নিরতিশয় ক্ষুণ্ণা হইতেন। তৎকালে সেণ্ট ফ্রান্সিস নামক একজন সুবিখ্যাত সাধু পুরুষ স্বীয় পবিত্র জীবনের অসামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। ক্লেয়ার আপনার মনোগত ভাব জীবনে পরিণত করিবার মানসে একদা ঐ সাধু সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার অলৌকিক বৈরাগ্য, অনাসক্তি ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম দেখিয়া ক্লেয়ার একেবারে এরূপ মোহিত ও বিগলিত হইয়া গেলেন যে তিনি সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা না করিয়া আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ যে ধর্ম্ম মন্দিরে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, ক্লেয়ার এক দিন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণমানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া ক্লেয়ারের চিত্ত নিতান্ত অস্থির ও সংসারের প্রতি বিরাগী হইয়া উঠিল। অবশেষে সংসারে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি একদিন সংগোপনে গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া ফ্রান্সিসের আশ্রমে উপনীত ও তাঁহার শরণাগত হইলেন। তিনি তথায় গিয়া আপনার সুন্দর পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি চিরদিনের মত স্বীয় অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া বেদির সমক্ষে উৎসর্গ করিলেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ স্বহস্তে তাঁহার চাঁচর কেশ কাটিয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়া দিলেন এবং বৈরাগ্যের বস্ত্র ও এক গাছি ডোর পরিধানের জন্য তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার আশ্রমে সন্ন্যাসিনীদিগের অবস্থিতির স্থান ছিল না বলিয়া তিনি সেই অষ্টাদশ বর্ষীয়া সন্ন্যাসিনী ক্লেয়ারকে একটী স্বতন্ত্র আশ্রমে রাখিয়া দিলেন।

অতি অল্পকালের মধ্যে ক্লেয়ারের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল। এই কথা প্রচারিত হইতে না হইতেই সংসারের সমুদায় লোক এক বাক্যে তাঁহার প্রতি অত্যাচার ও ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল। একদা তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আশ্রম হইতে তাঁহাকে আনিবার জন্য বলপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার হাত পা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। বিনীত ক্লেয়ার অনেক কষ্টে কোন প্রকারে তাঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি এমন বলপূর্ব্বক বেদি ধরিয়া-

ছিলেন যে টানাটানিতে তাঁহার পরিচ্ছদের অর্দ্ধাংশ আত্মীয়গণের হস্তে ছিঁড়িয়া আসিল। তিনি আত্মীয়দিগের মনে দয়া ও ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য বারবার স্বীয় মুণ্ডিত মস্তক দেখাইতে লাগিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রভু আপন কার্য্যের জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন এবং তিনি ব্যতীত আমার হৃদয়ের আর কেহ স্বামী নাই।" ক্লেয়ারের এবিষয়ে নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল যে বন্ধুবান্ধবেরা যতই তাঁহার প্রতি বল প্রকাশ করিবেন, দয়াময় পরমেশ্বর ততই তাহা অতিক্রম করিবার শক্তি বিধান করিবেন। অবশেষে তাঁহার আত্মীয়গণ নিতান্ত অবমানিত হইয়া এই কথা বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন "তুমি সদ্বংশজাত হইয়া এরূপ নীচ ও জঘন্য বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত বংশের যৎপরোনাস্তি অপমান করিলে।" কিন্তু ক্লেয়ার সকল প্রকার অপমান ও তিরস্কার অম্লানবদনে সহ্য করিলেন। তাঁহার জীবনে পরিশেষে ঈশ্বরের ও সত্যের মহিমা মহীয়ান হইল। কিছুদিন পরেই তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী এলগিস এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বাটী হইতে পলায়ন করিলেন এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আশ্রয় লইয়া চির বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। শেষোক্ত ঘটনাতে ক্লেয়ার বংশীয় তাবৎ লোক এবং সংসারের অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকলে যৎপরোনাস্তি কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বার জন দুরন্ত গুণ্ডাকে ফ্রান্সিসের আশ্রমে বলপূর্ব্বক প্রবেশিত করিয়া সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাকে তিরস্কার ও প্রহার করিতে করিতে ধূলির উপর দিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলেন। "ভগ্নী ক্লেয়ার! আমাকে রক্ষা কর, প্রভুর সেবা ও তোমার প্রেমপূর্ণ সহবাস হইতে আমাকে বিচ্যুত হইতে দিও না" এই বলিয়া সেই অসহায় নবীন সন্ন্যাসিনী চীৎকার রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সাধু ইচ্ছার জয় হইল। কারণ "সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।" দস্যুগণ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিয়দ্দিবস পরে আচার্য্য ফ্রান্সিস স্বহস্তে সেই রূপবতী গুণবতী অবলার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়া তাহাকে দীনতা ও বৈরাগ্যের পরিচ্ছদ পরাইলেন। দীনতা ও শুদ্ধতার এমনি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও প্রভাব যে তাঁহার মাতা ও তদ্বংশসম্ভূত অপর

ষোল জন রমণী ঐ সৌন্দর্য্যে প্রমুগ্ধ হইয়া সমুদায় সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের দলভুক্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই যথাবিধি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন এবং ক্লেয়ারের অনুগামিনী হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। চতুর্দ্দিকে এই বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে তৎকালে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা আসিয়া ফ্রান্সিসের সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। ফ্রান্সিস এইটী উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া নারীদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র আশ্রম (Nunnery) সংস্থাপন করিলেন এবং ক্লেয়ারকে তাঁহার অধ্যক্ষ পদে বরণ করিলেন। তাঁহার জীবনের পবিত্রতা, [illegible]া ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম দিন দিন এত বাড়িতে লাগিল যে অল্পদিনের মধ্যেই এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অগ্নি কখন প্রচ্ছন্ন থাকে না। তাঁহার ধর্ম্মাগ্নি এরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে পার্শ্ববর্ত্তিনী অনেক নারী পতঙ্গের ন্যায় সেই অগ্নিতে নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহার এই স্বর্গীয় জীবনের দৃষ্টান্তে কতশত রাজকন্যা মান মর্য্যাদা ধন সম্পত্তি, বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কার ও ভোগ বিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার জীবনের স্বর্গীয় প্রভাবে ইউরোপের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।

ক্লেয়ার ঈদৃশ কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন যে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত শরীর শীর্ণ বিবর্ণ ও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে তাঁহার শিষ্যাগণও অতি দুষ্কর সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন প্রকার পাদুকা ব্যবহার করিতেন না, ধূলিময় ভূমি শয্যায় শয়ন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে, মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কাহারও সহিত কথোপকথন করিতেন না। তাঁহারা কখন কখন অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া নানাবিধ কঠোর সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। যদিও ক্লেয়ারের শরীর তপস্যায় অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার আত্মা অত্যন্ত তেজস্বী, প্রসন্ন ও ঈশ্বরে নিয়ত নিমগ্ন থাকিত। অত্যন্ত শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার মুখ মধুর হাস্যে পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি দীনতা ও বৈরাগ্যকে ইন্দ্রিয় দমন, আসক্তি পরিত্যাগ ও অহঙ্কার বা আমিত্ব বিনাশের প্রধান উপায় বলিয়া জানিতেন।

ক্লেয়ার দীনতা ও বৈরাগ্যকে ধৈর্য্য ও আত্মসংযমেরও প্রধান উপায় বলিয়া প্রতীতি করিতেন। এই কারণে তিনি দুঃখ দারিদ্র্যকে ধন সম্পত্তি অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তিনি একাকিনী সমস্ত পিতৃধনের অধিকারিণী হইলেন। ক্লেয়ার ঐ প্রচুর সম্পত্তি পাইয়া আনন্দে প্লাবিত হইলেন। দুই হস্তে তাহা অনাথ দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক কপর্দ্দকও নিজ ব্যয় বা আশ্রমের জন্য রাখিলেন না। পোপ গ্রেগারি ক্লেয়ারের ঈদৃশী দানশীলতা দেখিয়া কিছু দুঃখিত হইলেন এবং ঐ ধনের কিয়দংশ আশ্রমের জন্য রাখিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কারণ তিনি ঈশার এই উচ্চতর বৈরাগ্যের উপদেশটী জীবনে পরিণত করিতে বিশেষ চেস্টা করিয়াছিলেন:—"আকাশের পক্ষীদিগকে দেখ তাহারা বপন করে না, সংগ্রহ করেনা, এবং শস্যাগারে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দেন।" ফলতঃ ঈশার বৈরাগ্য ও নির্ভর তাঁহার আত্মার অস্থি মাংসে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ক্লেয়ার ঐ দৃষ্টান্তটী প্রদর্শন করিয়া বিনীত ভাবে অনুনয় সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "আপনি আমাকে দীনতা, দরিদ্রতা ও বৈরাগ্যের বিশুদ্ধ সুখ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। যদিও তিনি আশ্রমের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি এক দিনের জন্যও আপনাকে আশ্রমবাসিনীদিগের দাসী ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। আশ্রমের অধিবাসিনীদিগের দাসত্ব করাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ ছিল বলিয়া তিনি তাহার ক্ষুদ্রতম অধিবাসীদিগের চরণ স্বহস্তে প্রক্ষালন করিতেন। আশ্রমের মধ্যে যাঁহারা ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা ভিক্ষা লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে ক্লেয়ার প্রতিদিন তাহাদের মুখ চুম্বন করিতেন এবং দ্বার হইতে তাহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতেন। তিনি আহারের সময় প্রত্যহ স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া অধিবাসীদিগের সেবা করিতেন। তাঁহার হস্ত নিয়ত পীড়িত লোকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। তিনি আপনাকে এত দূর নীচ কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিতেন যে তাহা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এমন কি

আশ্রমবাসিনীদিগের শারীরিক ক্লেদ ও তদ্বিনিঃসৃত মলিন বস্ত্র পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। আচার্য্য সেন্ট ফ্রান্সিস্ আপন স্বর্গীয় জীবনের আলোকে তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ক্লেয়ারকে যখন যাহা আদেশ করিতেন, তিনি তাহা অম্লানবদনে আনন্দমনে পালন করিতেন। তিনি গুরুদেব ফ্রান্সিসের হস্তে আপনার সমুদায় প্রাণ মন এরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন যে তাঁহার আদেশ অত্যন্ত কঠোর ও দুঃসাধ্য হইলেও তাহা শিরোধার্য্য করিয়া মানিতেন। বস্তুতঃ দীনতা, নম্রতা দয়া ও পরসেবা তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ ছিল। অপরের অধীনতাই তাঁহার নির্ম্মল সুখের হেতু ছিল বলিয়া ক্লেয়ার আপন ইচ্ছা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি একদা সেন্ট ফ্রান্সিসকে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন যে "আপনি আমাকে যেরূপে হয় নিযুক্ত করুন, আমি ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি, এখন আর আমি নিজের নহি, সম্পূর্ণরূপে আপনারই।"

প্রতি দিন তিনি অত্যন্ত প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন এবং উঠিয়াই আশ্রমবাসীদিগের প্রভাত-বিজ্ঞাপক ঘণ্টা স্বহস্তে বাজাইতেন। এইরূপে বহুদিন ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে তিনি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন। সেই বিষম রোগ শয্যার মুমূর্ষু অবস্থাতেও ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অনুরাগ, আশা, উৎসাহ দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। প্রায় আটাইশ বৎসর তিনি দুঃসহ রোগ যন্ত্রণায় নিপতিত হইয়া একদিনের জন্যও বিষণ্ণচিত্ত বা নিরানন্দ হয়েন নাই; বরং তাহাতে আরও প্রসন্নতা মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন "আমি সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের চরণে এজন্য প্রণাম করি যে তিনি আমাকে এই বিষম দুঃখ বহন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন; সুতরাং পৃথিবীর রোগ ও যন্ত্রণা আমাকে কখন অভিভূত করিতে পারে নাই।" যে ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাহার নিকট কিছুই কষ্টকর বলিয়া প্রতীত হয় না। যাহার অন্তরে প্রেম নাই, তাহার নিকট সকলই অসহ্য। পরে ক্লেয়ারের যখন আসন্ন কাল উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার শিষ্য ও ভগিনীগণ একান্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার পরলোকের বিশ্বাস ঈদৃশ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল যে তিনি সেই স্বর্গ ধামের অতুল সৌন্দ-

র্য্য ও আকর্ষণের কথা বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্লেয়ার সেই জগৎ জননীর ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দের ১১ ই আগষ্ট তারিখে ক্লেয়ারের মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরোপসনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল, একমাত্র উপাসনাতেই তিনি প্রচুর শান্তি ও বল লাভ করিতেন। তিনি বিনীত হইবার জন্য নিয়ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন এবং বারম্বার মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া চক্ষের জলে তাহা ধৌত করিতেন। তিনি যখন উপাসনালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন তাহার শরীর মনের এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইত, যে সকলে তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি রূপে সন্দর্শন করিতেন।

হিন্দু বিবাহ।

বহু বিবাহ।

বহুবিবাহ যদিও হিন্দুজাতি মধ্যে প্রচলিত এবং কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রেণী মধ্যে তাহা অতি ভয়ানক ও যার পর নাই দূষণীয় বেশ ধারন করিয়া আছে, কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের মতে বহুবিবাহ দূরে থাকুক, দ্বি-বিবাহও পুরুষের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হয় নাই। যেখানে প্রথমা স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, সেই স্থানেই অন্য বিবাহের বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পুরুষ যেখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে সমুৎসুক, সেখানে প্রথমা স্ত্রীর সন্তোষসাধন ও সম্মতিগ্রহণ ব্যতীত তাহা করিতে অশক্ত। এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এক ব্যক্তি এক স্ত্রী লইয়াই ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ইহাই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ছিল। তাহা না হইলে তাঁহারা কেবল ব্যতিরেক ও বিশেষস্থলে ইহার অনুমোদন করিতেন না।

যে যে কারণে পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, তাহা এই ঃ—

"মদ্যপাহ সাধুবৃত্তাচ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তাচ হিংস্রার্থঘ্নীচ সর্ব্বদা॥

বন্ধ্যাষ্টমে হধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্তু প্রিয়বাদিনী॥
যা রোগিণী স্যাত্তু হিতা সম্পন্নাচৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমন্যাচ কর্হিচিৎ॥
মনুঃ॥

যে স্ত্রী মদ্যপায়িনী, দুশ্চারিণী, প্রতিকূলা, কুষ্ঠাদি ব্যাধিযুক্তা, হিংস্রা বা অর্থনাশিনী, তাহার পতি বিবাহ করিবেক। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে ৮ বৎসর, মৃতবৎসা হইলে ১০ বৎসর, কেবল কন্যা প্রসবিনী হইলে ১১ বৎসর অপেক্ষা করিয়া তৎ পতি অন্য বিবাহ করিবেক, কিন্তু স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্য বিবাহ করিবেক। যে স্ত্রী রোগিণী হইয়াও হিতকারিণী ও সুশীলা, তাহার স্বামী তাহাকে জানাইয়া অন্য বিবাহ করিবেক, কিন্তু তাহাকে অবজ্ঞা করিবেক না।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রী প্রসূতাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥

সুরাপায়িনী, কুষ্ঠাদি ব্যাধিযুক্তা, কলহকারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়ভাষিণী, কন্যা মাত্র প্রসবিনী বা পতিদ্বেষিণী স্ত্রী সত্বে পুরুষ অন্য বিবাহ করিবে।

উপরি উক্ত শাস্ত্রবচন সকলদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে শাস্ত্রকারগণ পারতপক্ষে একাধিক বিবাহ করিবার উপদেশ দিতেন না। স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতবৎসা এবং কন্যা প্রসবিনী হইলে ৮।১০ এবং ১১ বৎসর প্রতীক্ষা করিবার শাসন আছে, ইহার অন্য অর্থ এই যে এরূপ স্থলে বিবাহের কথা শীঘ্র তুলিতে নাই। বাস্তবিক এ সকল স্থলে স্ত্রীদিগের কোন অপরাধ নাই এবং তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। স্ত্রীকে লইয়া যেখানে একত্র ধর্ম্মসাধন করিতে পারা যায় না, সেই খানে অন্য স্ত্রী গ্রহণের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, এবং চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়, ইহাও হিন্দুদিগের বিশ্বাস; এইজন্য স্ত্রী পুত্র প্রসব না করিলে উপযুক্ত কাল অপেক্ষা করিয়া অন্য দার গ্রহণের বিধি আছে।

কিন্তু এ বলিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া যত ইচ্ছা তত বিবাহ করা হিন্দুশাস্ত্রের কখনই অনুমোদিত নহে। অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে যে সদ্য পরিত্যাগ করিবার বিধান আছে, ইহা বোধ হয় স্ত্রীকে ভয় প্রদর্শনার্থই।

আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

আমাদিগের পাঠিকাগণ ইতিপূর্ব্বে গো-পাদপ বৃক্ষের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন; ইহার ছাল কাটিলে অতি সুস্বাদ দুগ্ধ কলস কলসপূর্ণ পাওয়া যায়, তাহা গো দুগ্ধের মত পুষ্টিকর। দক্ষিণ আমেরিকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপ সমূহে এই বৃক্ষ সচরাচর উৎপন্ন হয়। এক জাতীয় বৃক্ষ হইতে যেমন দুগ্ধ পাওয়া যায়, অপর জাতীয় বৃক্ষ হইতে তেমনি অতি নির্ম্মল সুশীতল জল পাওয়া যায়, ইহার বিষয়ও আমরা বর্ণন করিয়াছি। পাঠিকাগণ আফ্রিকার ‘পথিক বন্ধু’ বৃক্ষের কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। মরুভূমি স্থলে এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ সাহায্যে জললাভের উপায় করিয়া দিয়া জগদীশ্বর কি অপার করুণার পরিচয় দিয়াছেন! কিন্তু গাছ হইতে কেবল দুগ্ধ ও জল দিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আরো কত আশ্চর্য্য ও উপকারী বস্তু দিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

পাঠিকাগণ ‘পিঠা’ গাছের গল্প শুনিয়াছেন। গাছ হইতে আপনাপনি পিঠা উৎপন্ন হয়, ইহা গল্প কথা বলিয়া এককালে অসম্ভব মনে করিবেন না। আফ্রিকাতে সত্য সত্যই ‘পিষ্টক বৃক্ষ’ নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহাতে পিষ্টক আপনা আপনি ফলিয়া থাকে। আমরা দূরস্থ আফ্রিকার কথা বলিতে যাই কেন, ভারতবর্ষের দক্ষিণে যে সিংহল দ্বীপ আছে, তাহাতে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। গোয়াম নামক স্থানে ইহা আতা গাছ অপেক্ষাও বৃহৎ দেখা যায় এবং ইহার ফল পাকিলে নরম, হরিদ্রা বর্ণ এবং সুমিষ্ট হয়। তত্রত্য অধিবাসীরা ইহা আগুনে সেঁকে। এই ফলের কিছু ফেলিয়া দিতে হয় না, ইহার দানা কিংবা আঁটি নাই। ইহা রুটিরই মত এবং বৎসরের মধ্যে ৮ মাস পাওয়া যায়।

হিম প্রধান নরওয়ে দেশে শৈবাল ও ক্ষুদ্র গুল্ম ভিন্ন কোন বৃহদাকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সেই সকল উদ্ভিদ হইতে অতি উপাদেয় রুটী প্রস্তুত হয়, নরওয়েবাসীরা তাহা মহানন্দে ভক্ষণ করিয়া থাকে। অন্য প্রকারে

প্রস্তুত খাদ্য অপেক্ষা এই রুটী অত্যন্ত সুখাদ্য ! আমাদের দেশে শেওলা আমরা পা দিয়া মাড়াইয়া যাই, কিন্তু তাহাই স্থান বিশেষে এমন সুস্বাদু পদার্থ ! সৃষ্টি-কর্ত্তা যেখানে যে বস্তুর যেমন প্রয়োজন, সেখানে সেইরূপ করিয়াছেন।

আফ্রিকাখণ্ডে 'সিয়া' নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট নবনীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বৃক্ষ ওক বৃক্ষের ন্যায় এবং ইহার ফল স্পেন-দেশের অলিভের সদৃশ। ইহা আসাণ্টি ও কাবা জঙ্গলে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সিয়ার ফলের শাঁস হইতে নবনীত পাওয়া যায়। ইহা গো দুগ্ধে প্রস্তুত নবনীত অপেক্ষা ঘন, শ্বেতবর্ণ এবং আফ্রিকা পর্য্যটক মঙ্গোপার্কের মতে অধিক-তর উপাদেয়। আফ্রিকা যে এরূপ গরম দেশ, সেখানেও লবণ না দিয়া ইহা ১২ মাস টাট্‌কা রাখা যায়। আফ্রিকার সিরালিয়নে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার ফল হইতে দুগ্ধের সরের ন্যায় সুখাদ্য পদার্থ পাওয়া যায়। বৃক্ষ হইতে গোরুর দুগ্ধ, সর ও নবনীত পাওয়া যায়, ইহার অপেক্ষা সুখের ও আশ্চর্য্যের কথা আর কি আছে ?

আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট টেবল ও ফল্‌স উপসাগরের তীরে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার বীচি মোমবাতীর মত জ্বলে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের আজোর্স দ্বীপে এবং আমেরিকাতেও এই বৃক্ষ 'কাণ্ডল্‌বেরী মার্টল' বা মোমবাতী-বীজ বৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। সুমাত্রা দ্বীপে এক প্রকার বৃক্ষ হইতে মোম উৎপন্ন হয়। চিনে কুইলে নামক এক বৃক্ষে সাবানের অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিনেতে থুরানিয়া নামে বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে অতি মনোহর সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। গাছের ছাল হইতে অশ্রুজলের ন্যায় গোল গোল ফোঁটা বাহির হয়, তাহা দেখিতে শুভ্র ও স্বচ্ছ, আস্বাদনে তিক্ত, কিন্তু ঘ্রাণে অত্যন্ত তৃপ্তিকর। ইহার গন্ধ আরবের প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্যের সহিত তুলনাস্থল হইতে পারে। এইদেশে সমুদ্র হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরে 'বাসিল' নামে এক প্রকার বন্য বৃক্ষ আছে, তাহার গাত্র প্রাতঃকালে লবণপূর্ণ হইয়া থাকে, তত্রত্য লোকে তাহা চাঁচিয়া লবণরূপে ব্যবহার করে। আশ্চর্য্য যে এখানকার ভূমিতে লবণের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মেক্সিকোতে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার ফুল মুকুলিত অবস্থায় বানরের মুষ্টিবদ্ধ হস্তের ন্যায় এবং প্রস্ফুটিত অবস্থায় বানরের মুষ্টি খোলা

হস্তের ন্যায়। মেক্সিকোবাসীরা ইহাকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে এবং বহু দূর হইতে ইহার ফুল আনিতে যায়। এই বৃক্ষ কেবল এক স্থানে এক জাতীয় ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোর রাজকীয় উদ্যানে ইহার ডাল আনিয়া পোতা হয়, ১৮০৪ সালে তাহা হইতে ৪৫ ফিট উচ্চ বৃক্ষ হইয়াছিল।

সিংহলে যে তালপত্র বৃক্ষ আছে, তাহার এক একটী পত্র ২০ জন মনুষ্যকে ঢাকিতে পারে, ইহা বৃহদাকার ছত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামে ট্রুলিনামে যে বৃক্ষ আছে, পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা বৃহৎ পত্র আর কোন বৃক্ষের নাই। ইহার এক একটী পাতা দীর্ঘে ৩০ ফিট এবং পরিসরে ৩ ফিট। সে দেশের লোকেরা তাহাদ্বারা ঘর ছাইয়া থাকে এবং তাহা অনেক দিন টেঁকিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের বটবৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার বৃক্ষ। গুজরাটে কবীরবট নামে যে বৃক্ষ আছে, তাহার পরিধি ২০০০ দুই সহস্র ফিট, তাহার ছায়ায় ৩০০০০ লোকে সুখে বিশ্রাম করিতে পারে। সৈন্যদল যাতায়াতের সময় ইহার তলে দুই চারি সপ্তাহ ছাউনি করিয়া থাকে। গিনির স্বর্ণ উপকূলে কাপট নামে এক জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহাই এই বটের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই বৃক্ষের ছায়ায় ২৩,০০০ লোক বিশ্রাম করিতে পারে।

সংযুক্তা-হরণ।

কনোজরাজ জয়সিংহ স্বীয় কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর উপলক্ষে সার্ব্বভৌম হইবার প্রয়াস পান। হস্তিনাধিপতি পৃথুরাজকে এতদর্থে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু সংযুক্তার এক পত্র পাইয়া সসৈন্যে জয়সিংহের রাজধানী আক্রমণ করিয়া স্বয়ংবর সভাস্থল হইতে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। কনোজরাজ সমাগত রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া পৃথুরাজের পথাবরোধ করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু তিনি সমরে সকলকে পরাভূত করিয়া কন্যা লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হন। জয়সিংহ অপমানিত হইয়া গান্ধারাধিপতি মহম্মদ ঘোরীর শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া হস্তিনা আক্রমণ করেন। যুদ্ধস্থান কুরুক্ষেত্র। কনোজ রাজকন্যা

প্রথমতঃ পৃথুকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু পৃথর বীরোচিত বাক্য শ্রবণে পরিশেষে বীরাঙ্গণার ন্যায় স্বামীকে বিদায় দেন। যুদ্ধে পৃথুর জয়লাভ হয় এবং মহম্মদ পলাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। জয়সিংহ পৃথুর বন্দী হন; কিন্তু সংযুক্তার নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ থাকাতে পৃথুরাজ তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। বিশ্বাসঘাতক কনৌজরাজের কুমন্ত্রণায় মহম্মদ ঘোরী পরে ছলপূর্ব্বক পৃথুরাজকে পরাজয় ও বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া যায় এবং সেখানে তাঁহাকে বধ করে। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত এইরূপে প্রথম যবন করস্পর্শে অপবিত্র হয়।

পৃথুরাজ সংযুক্তার প্রণয়লিপি পাঠ করিয়া যখন দূতকে বিদায় করেন, সেই সময় হইতে এই কাব্যের আরম্ভ হইতেছে।

দূতেরে বিদায় দিয়া হস্তিনাধিপতি
চোহান-কুল-তিলক পৃথু মহামতি,
আগ্রহে প্রনয়-পত্রী করিয়া চুম্বন,
মন, প্রাণ মেলি বীর করে অধ্যয়ন!
একবার অধ্যয়ন সমাপন হয়,
চুম্বন করিয়া লিপি হৃদয়ে স্থাপয়;
ক্ষণেক ভাবিয়া পুনঃ তুলিয়া যতনে,
আবার করেন পাঠ সতৃষ্ণ নয়নে।
এই রূপে পড়ি রায় দুই তিন বার
নীরবে হলো না তৃপ্তি; হৃদয়ের দ্বার
করি উদ্ঘাটন শেষে, আবেশ অন্তরে,
উচ্চৈঃস্বরে করে পাঠ, অনুরাগ ভরে।—
—"পৃথ্বীনাথ! কি বলিয়া সম্বোধিবে দাসী?
কেনই বা সম্বোধন? কি হেতু প্রকাশি
প্রগল্ভতা? কুল-বালা লজ্জা পরিহরি,
অনাহূত এ লিখন লিখিলা কি করি?
মরমে মরমে মরি স্মরিলে এ কথা!
কিন্তু, পৃথ্বীশ্বর, রোগী হৃদয়ের ব্যথা

না করে প্রকাশ যদি বৈদ্যের সদন,
যন্ত্রণার উপশম হয় কি কখন?
প্রজেশ্বর কাছে দুঃখ না জানালে পরে
নিজে প্রজা, কভু রাজা সন্ধান কি করে?
আপনি পৃথিবী-পতি, অধিকার-স্থিত
এ অধীনী তব—যবে কোরেছে বিক্রীত
জীবন, যৌবন, মন; দুঃখের কাহিনী
কেন না চরণে তবে কবে এ দুঃখিনী?
বলিও না, প্রাণেশ্বর! দুরাশা আমার,—
প্রাণেশ্বর বলিবার আছে অধিকার
অধীনীর—বলিও না দুরাশা কখন!
মনে করে দেখ, নাথ, হইবে স্মরণ
সে দিনের কথা—যবে পিতার সদনে
প্রার্থিলে দাসীর পাণি,—শুনিয়া শ্রবণে,
তদবধি হৃদে রূপ করিয়া ধারণ,
মনে মনে তোমা দাসী করেছে বরণ!
এখন গ্রহণ আসি করো প্রাণপতি।
পতি বিনা সতীর কি আছে আর গতি?
শুনিয়া পিতার পত্রে স্বয়ংবর-কথা
দাসীর, তাই কি নাথ; ভাবিয়া অন্যথা
ক্রোধ করি নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলে?
কিন্তু নাথ কি উপায় দাসীর ভাবিলে?
কারে লয়ে স্বয়ংবর? সংযুক্তার বর
কে আর ভুবনে, তোমা বিনা প্রাণেশ্বর?
জনক নির্দ্দয় হ'য়ে কত কু-বচন
বলিলেন ঃ—অপরাধ,—ধরিয়া চরণ
নিবেদিয়াছিল দাসী বরেছে তোমায়,
মনে মনে,—এড়াইতে স্বয়ংবর দায়।

ক্রোধে পিতা করেছেন স্থির অঙ্গীকার
হয় বিভা দিবে, নয় করিবে সংহার।
পরিণীতা দুহিতার, পুনঃ বিভা দিতে
পিতার এ বৃথা পণ, জীবন থাকিতে
কে হবে সম্মত তায়? জীয়ন্তে কখন
করিব না স্বয়ংবর সভায় গমন।
অবশ্য ত্যজিতে প্রাণ প্রস্তুত এ দাসী,
যদি না নিস্তার তার করো প্রভু আসি।
জনকের কাছে সত্য অপরাধী বটে—
তাই ক্রোধ তাঁর,—কিন্তু তোমার নিকটে
কোন্ দোষে দোষী দাসী? কেন তবে তারে
বিনা অপরাধে প্রভু, চাহ ত্যজিবারে?
শত্রু-কন্যা বলে কিবা কর অবিশ্বাস?
কহ নাথ, পৌলমারি* করিলা কি ত্রাস
বরিবারে পৌলমীরে? দেব পশুপতি
করিলা কি অবিশ্বাস দক্ষ-কন্যা প্রতি?
বল, প্রাণেশ্বর, আর শত্রু-কুল হ'তে
রুক্মিণীরে হৃষিকেশ হরিলা কি মতে?
সিংহল-বিজয়ী বীর বঙ্গেশ নন্দন
শত্রুকন্যা কুবাণিরে করিতে বরণ,
বিজয় কি আশঙ্কিলা? বরঞ্চ তাহার
সহায়ে কুমার রাজা হইল লঙ্কার।—
কত কব, প্রভু কিবা, তব অগোচর।—
চাহ যদি এ দাসীরে, হইয়া সত্বর
এস স্বয়ংবর স্থলে,—দেখিবে সকলে
সমাগত রাজগণ, দাসী কুতূহলে

* ইন্দ্র। পৌলম অসুরের কন্যা পৌলমী অর্থাৎ শচীকে ইন্দ্র বিবাহ করেন।

পূজিবে রাজীব পদ, জীবন-যৌবন
বরমাল্য সহ দিয়া, করিবে বরণ।
বড় সাধ মনে,—পূর্ণ কর, হৃদয়েশ।
নতুবা দাসীর আশা এই হ'ল শেষ।
উদ্দেশে প্রণাম করি, ও কমল পায়,
জনমের মত দাসী লইল বিদায়।
মনে রেখ, প্রাণনাথ। এই ভিক্ষা চাই।—
জন্মে জন্মে তোমা হেন পতি যেন পাই।
সরে না লেখনী, পাণি লিখিবে কি আর।
হে কান্ত, একান্ত দাসী
সংযুক্তা,
তোমার॥

সমাপ্ত হইল পাঠ। নীরবিলা রায়!
একটী একটী কথা প্রবেশিয়া কায়
বাজিল হৃদয় তন্ত্রে, চমকিল প্রাণ
চমকে অশনি যেন পরশে পাষাণ।
খুলিল ভাবের দ্বার—আশার সঞ্চার
আবার হইল মনে, সুখ পারাবার
উথলিল হৃদয়েতে ধরে না আহ্লাদ,
বুঝিলা বিধাতা বুঝি পুরাইলা সাধ।
উদ্দেশে তাঁহার পদে প্রণাম করিয়া,
মনে মনে মহীপতি মোহিত ভাবিয়া
সংযুক্তা হইবে লাভ, কল্পনা-নির্ভরে,
আশার স্বপন কত দরশন করে,
অধৈর্য্য অন্তর। কিন্তু করিয়া কেমন
স্বয়ংবর সভা-স্থলে করেন গমন?
এই তো কনৌজ-রাজে করি অপমান,
খেদাইলা দূতে তাঁর—হানি বাক্য-বাণ

তুচ্ছ কৈলা নিমন্ত্রণ। পুনঃ কোন্ লাজে
সাধিয়া যাবেন সেই স্বয়ংবর মাঝে?
কোন্ মুখে তাঁর আর বাড়াবেন মান
সভামাঝে এই যাঁর কৈলা অপমান?
তথাপি সংযুক্তা আশা ছাড়া নাকি যায়!
বিষম সমস্যা মাঝে পড়িলেন রায়!
এক দিকে অহঙ্কার—চৌহান গৌরব,
আর দিকে সুকুমার অনুরাগ নব;
উভয় বিরোধী বৃত্তি মিলে কি কখন?
ভাবিয়া উপায় কিছু না পান রাজন!
ক্ষণেক চিন্তিয়া মনে সহসা উদিল
ভাব—সুধা বহ ভাব, ঈষৎ হাসিল
আশার পরশে মুখ—প্রভাত পবন
পরশে বিকাশে যথা সরোজ-বদন!
সত্বরে চুম্বিয়া, লিপি যতনিয়া অতি
রাখিলা লুকায়ে হৃদে—যতনে যেমতি
মহার্ঘ রতন দীন রাখে লুকাইয়া
হৃদয় মাঝারে! বীর শয্যা তেয়াগিয়া
উঠিলা, পরিলা বেশ যোগ্যমত কায়,
ত্যজিয়া বিলাস-গৃহ, চলিলা সভায়। (ক্রমশঃ)

বাণিজ্য।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" একটী প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু ইহা যে কেবল কথার কথা কে বলিবে? বাণিজ্যদ্বারা যে লক্ষ্মী শ্রী হয় তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমাদিগের চক্ষের উপরে। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটী ইংরাজবণিক্ বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করে, তাহারাই ভারতবর্ষ অধিকার করিল। ভারতবর্ষ বণিক্ ইংলণ্ডের

পদানত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যখন সুদিন ছিল, তখন ইহার অধিবাসীরা বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত লইয়া বাণিজ্যার্থ নানাদেশে গমনাগমন করিত। হিন্দুদিগের চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে বৈশ্য অর্থাৎ বণিক বলিয়া একটী স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এখন ভারতের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধিবাসীগণ বাণিজ্যে বিমুখ হইয়াছে এবং সমুদ্র যাত্রা হিন্দুজাতির পক্ষে এককালে নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠে জানা যায় তুরুস্কের অন্তঃপাতী ফিনিসীয়া দেশের লোকেরা পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের রাজধানী টায়ার সর্ব্বপ্রথমে "সমুদ্রের অধীশ্বরী" নাম ধারণ করে ফিনিসীয় জাতি খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাণিজ্যোদ্দেশে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। ফিনিসীয়ার পরে কার্থেজ বাণিজ্যদ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। কার্থেজ ফিনিসীয়ারই একটী উপনিবেশ এব ইহা ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে এক সময় ভুবনবিজয়ী রোম মহানগরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল। রোমের ঈর্ষ্যানলে কার্থেজ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তৎপরে ইটালীর কয়েকটী নগর বাণিজ্য ব্যবসায়ে জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠে। ইটালীর বিনিস নগরী কেবল বাণিজ্য-লব্ধ সভ্যতা ও ধনাড়ম্বরে এক সময় সমুদা পৃথিবীকে পরাস্ত করিয়াছিল। জেনোয়া, হান্স প্রভৃতি আরো কয়েকটি নগরী ইহারই অনুসরণ করে। জেনোয়াবাসী কৃষ্টফার কলম্বস অর্দ্ধ পৃথিবী আমেরিকা অধিকার করেন। এই কলম্বসেরই উত্তেজনায় স্পেন ও পর্চুগালে সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হয় এব দেশদেশান্তরে বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। স্পেন বাণিজ্য অপেক্ষা রাজ লাভেই অধিকতর সন্তোষ লাভ করিল, কিন্তু পর্চুগাল কেবল বাণিজ্যে মনোযোগী হইল। এক সময় আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীর হইতে ভার মহাসাগরের পূর্ব্বদিকস্থ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত পর্চুগালের বাণিজ্য রাজ্য বিস্তা রিত হইয়াছিল। ওলন্দাজেরা পর্চুগিজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উ এবং তাহাদিগের দৃষ্টান্তে ইরাজাগণও বাণিজ্য পথে পদচারণা করি শিক্ষা করে। ইংরাজজাতি বাণিজ্য ক্ষেত্রে সর্ব্বশেষে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে পরাস্ত করিয়াছে এবং প্রাচীন টায়ার " সমুদ্রের অধীশ্বরী " বলি

যে নামধারণ করিয়াছিল, তাহা এখন ইংলণ্ডের অধিকৃত হইয়াছে।

একজন ইংরাজ গ্রন্থকার ইংলণ্ডের বাণিজ্যোন্নতির এইরূপ বর্ণন করিয়াছেনঃ—১৮১৫ সালের ২০ বৎসর পূর্ব্ব অবধি সমুদায় পৃথিবীর বাণিজ্য ইংলণ্ডের হস্তগত। ইংরাজেরা যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী তাহা নহে, তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক্। পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির বাণিজ্যপোত একত্র করিয়া সংখ্যায় যত হয়, এক ইংরাজজাতির তাহার তিনগুণ।'

ইংরাজেরা দূরবর্ত্তী দেশ সকলের সহিত কেবল বাণিজ্য করিয়া নিরস্ত হয় নাই, তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বাংশে বাণিজ্য সহকারী উপনিবেশ বা কুঠী সংস্থাপন করিয়াছে। (১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আসিয়ার বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। (২) ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড সোণা রূপা জমনির কারবার করিয়া থাকে। (৩) হডসন্স কোম্পানি হডসন প্রদেশ হইতে পশুলোমের বাণিজ্য করে। এতদ্ভিন্ন তুরুষ্ক, রুসিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ সমুদ্র কোম্পানি প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় আছে।

গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের অন্তর্বাণিজ্য রেলওয়ে, শকট, এবং জলযানদ্বারা সম্পন্ন হয়। নদী ও খাল দেশের প্রায় সর্ব্বত্র প্রসারিত আছে, তদ্দ্বারা এবং সমুদ্রের কিনারা দিয়া অনেক নৌকা যাতায়াত করে এবং এক স্থানের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য অন্য স্থানে বহন করে।

ইংলণ্ড যেমন নানাদেশে নানা প্রকার দ্রব্য রপ্তানি করে, তেমনি ভিন্ন ২ দেশহইতে স্বদেশে নানাবিধ দ্রব্য আমদানি করিয়া থাকে। ইংলণ্ড রুসিয়া হইতে শণ, আলকাতরা ও মোম; সুইডেন হইতে তাম্র; নরওয়ে হইতে বাহাদুরী কাষ্ঠ, জর্ম্মণি হইতে কাপড় ও কাগজের মাল মসলা; ফ্রান্স ও পর্টুগাল হইতে মদ্য; স্পেন হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ফল; ইটালী হইতে রেশম, তৈল ও ফল; তুরস্ক হইতে রেশম, ঔষধ, তৈল ও কাফি স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যজাতের বিনিময়ে আনিয়া থাকে। নির্ব্বিবাদ সময়ে আমদানী ও রপ্তানি কার্য্যে ইংলণ্ডের ৩৫০০০ জাহাজ এবং ২ লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে। এতদ্ভিন্ন বাণিজ্য ও শিল্প ব্যবসায়ে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের ৬০। ৭০ লক্ষ লোক খাটিতেছে।

লণ্ডন প্রধান বন্দর। ইহা একা বাণিজ্যে আর সমুদায় বন্দরের সমতুল্য।

লণ্ডন ছাড়া লিবরপুল, ব্রিষ্টল, গ্লাসগো, হল, ফলমাউথ, লিন, প্লাইমাউথ, ইয়ার মাউথ, ডার্টমাউথ; সিলডিস লিথ, আবার্ডিন, হোয়াইট হেবেন, সোয়ানসি, ডবলিন, কর্ক এবং ওয়াটার ফোর্ড এই কয়েকটী বন্দর আছে।

ব্রিটিষ দ্বীপের যে যে নগরে যে যে শিল্পজাত প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ এই:—অস্ত্র শস্ত্র এবং ধাতু দ্রব্য বার্মিংহাম, উলবরহামটন এবং সেফিল্ডে; কালিকো ও কার্পাস বস্ত্র মাঞ্চেষ্টার, ষ্টকপোর্ট, বোলটন এবং পেসলিতে; পশমী কাপড় লিডস এবং নরউইচে, ঘোড়ার পোষাক নটিংহাম ও লিস্টারে, পট্টবস্ত্র বেলফাষ্ট এবং লণ্ডনডেরীতে; কার্পেট বস্ত্র হালিফাক্স উইলটন এবং কিডারমিনিস্টারে; চিনের বাসন এবং কাচের দ্রব্য নিউকাসল ও উষ্টারে।

ইংলণ্ডের নীচে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস বাণিজের জন্য বিখ্যাত। আমেরিকা যেরূপ বৃহৎ ২ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছে, পৃথিবীর সকল ভাগে গমনাগমন করিতেছে, এবং স্বাধীন তন্ত্রের শাসনে শান্তি লাভ করিয়া সুখ সমৃদ্ধিতে উন্নত হইতেছে, তাহাতে ইহা বাণিজ্য ব্যাপারে অচিরাৎ ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা।

আসিয়ার মধ্যে বাণিজ্য অংশে চিন সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহার বৃহৎ খাল সকল এ বিষয়ের যথেষ্ঠ সহায়তা করে।

গ্রেট ব্রিটেনের বার্ষিক আমদানী ৭০ কোটী টাকার অধিক হইয়াথাকে, রপ্তানিও তত্তুল্য। বাণিজ্যোপযোগী ৮০ কোটী টাকার দ্রব্য ইহাতে মজুত থাকে। জাহাজাদির ব্যয় ৪০ কোটী টাকা।

স্পেন, তুরুস্ক, ইটালী, রুসিয়া, জর্ম্মণি, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া, আমেরিকা, ব্রেজিল এবং আফ্রিকার বণিকেরাই পৃথিবী মধ্যে এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান।

স্ত্রীশিক্ষার ফলাফল।

বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজে যেরূপ বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা অল্পকালের মধ্যে যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছেন ভারতবর্ষের কোন স্থানে এ প্রকার দৃষ্ট হয় না। বোম্বাই অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা যদিও স্বাধীন ভাবে প্রকাশ্যরূপে যথা তথা

বিচরণ করেন, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকেন না, কিন্তু তাঁহাদের অজ্ঞানতা কুসংস্কার এদেশীয় মহিলাদের অপেক্ষা অধিকতর বোধহয়। বঙ্গকুল নারীগণের শিক্ষার জন্য অতি অল্পই উদ্যোগ করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা গুণে শিক্ষা কার্য্য আপনা হইতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিদ্যালোকে কুসংস্কার ও অজ্ঞানান্ধকার ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে, বঙ্গবাসীদিগের অন্তঃপুরের অন্ধকার পূর্ব্বের মত আর তত গাঢ়তর বোধ হয় না। অল্পবয়স্ক বালিকারা অতি সহজে পাঠ্যবিষয় সকল বুঝিতে এবং কণ্ঠস্থ করিতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার প্রথমাবস্থাটী দর্শন করিলে দেশহিতৈষী দিগের মনে বিপুল আনন্দের সঞ্চার হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিবাহের পূর্ব্বে অর্থাৎ দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যেরূপ দ্রুত গতিতে শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করে, তাহা বাস্তবিকই নিতান্ত আশাজনক। কিন্তু এ প্রকার উন্নতি কিছু দিন পর্য্যন্ত, তাহার পর আর থাকেনা। জ্ঞানের গাঢ়তা জন্মিতে পারেনা, সুতরাং স্ত্রী চরিত্রে সারবত্তা অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। একটী সময় আছে, যখন উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান বালকদিগের সঙ্গে অনেকানেক বুদ্ধিমতী বালিকার তুলনা করা যায়, বরং কোন কোন বিষয়ে বালিকাদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি অধিক উৎকর্ষ লাভ করে, কিন্তু যেমন বৃদ্ধি তেমনি হ্রাস, ১৫।১৬ বৎসরের ও দিকে আর সে তেজস্বিতা প্রায় থাকেনা। এক দিন এই পত্রিকার সমুদায় ভার বামাগণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সমুদায় দূরে না যাউক মাসান্তে ইহার এক চতুর্থাংশও রামারচনায় পূর্ণ হয় না। প্রথম প্রথমে এবিষয়ে অনেকের উৎসাহ দেখা যাইত, তাঁহারা গদ্য পদ্যে নানা প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। যে বয়সে তাঁহাদের লেখনী হইতে উৎকৃষ্ট সরস এবং সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল বাহির হইবার কথা, যে বয়সে তাঁহারা মাতা হইয়া, ঘরের 'গিন্নি' হইয়া সংসারের অকূল চিন্তা সাগরে একবারে ডুবিয়া গেলেন। যাঁহাদের রচনাবলী ক্রমে পরিপক হইয়া উঠিতেছে, আমরা মনে করিতাম, তাঁহারা এখন লেখা পড়া একবারে ভুলিয়াগেলেন কি না কিছুই বুঝা যাইতেছেনা। উচ্চ ভাবের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিব কি নিজেরা একখান সংবাদপত্র চালাইব, কি দেশের অশিক্ষতা নারীদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দিব, তাঁহাদের ভ্রম কুসংস্কার অজ্ঞতা যাহাতে যায় তাহা করিব এ প্রকার উচ্চতর সদভিপ্রায় প্রায় কোন নারী-

রই দেখিতে পাওয়া যায় না। নারী সমাজের নেতার উচ্চ আসন কত দিন হইতে শূন্য হইয়া রহিয়াছে অথচ একটী আত্মীয় এমন দেখিলাম না যিনি স্বজাতির উন্নতি কল্পে আত্ম সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যাঁহারা এই অভাব কতক পরিমাণে পূর্ণ করিতে পারিতেন তাঁহারা সন্তানবতী হইয়া, আশা অভিলাষ সকল ছাড়িয়া দিয়া নিরুৎসাহ চিত্তে বৃদ্ধার ন্যায় কালক্ষেপণ করিতেছেন। যাঁহাদের এখন বয়স আছে, শিক্ষা কার্য্য চলিতেছে তাঁহাদের মধ্যে বা এমন সুলক্ষণাক্রান্তা নারী কে আছেন যিনি নারীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন? কিছু ইংরাজি, কিছু পিয়ানো বাদ্য, একটু কাবপেট বুনান এইরূপ অসার শিক্ষা লাভ করিয়া দশকর্ম্মান্বিতা হইবার জন্যই প্রায় সকলে ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহাদের নিকট অধিক কিছুই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। উচ্চদরের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিতা মহিলা হইয়া, দেশের উপকার করিব, ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইব এপ্রকার উচ্চ সঙ্কল্প কাহার মনে স্থান লাভ করে নাই। কোন রূপে ভব-সাগর পার হইয়া যাইতে পারিলেই হইল এইটী সকলের আন্তরিক ইচ্ছা। নারীরা যে পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, সে পরিমাণে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা-শক্তির পরিমার্জ্জিত হয় নাই। সামান্য অগভীর বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বুদ্ধি চাতুর্য্য প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু গভীর এবং উচ্চ বিষয়ে সে ভাব লক্ষিত হয় না। যাঁহাদিগকে আমরা প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিতা বলিয়া গননা করি, তাঁহাদের গভীরতা এবং সারবত্তা অতি অল্প কেবল তাহা নহে, সে বিষয়ে উৎসাহ উদ্যম অনুরাগ অধ্যবসায়েরও অত্যন্ত অভাব। অতএব বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী এক দিকে যেমন উন্নত এবং গভীর স্ত্রী চরিত্র সংগঠনে অসমর্থ হইয়া রহিয়াছে, তেমনি অপর দিকে অসার শিক্ষা দ্বারা কতকগুলি বিষয়ে অনিষ্টোৎপাদনও করিয়াছে এবং শিক্ষিতা মহিলাদিগকে ঘোর পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে। যেখানে বিদ্যার আলোকে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে কুসংস্কার এবং পুরাতন শাসন বিধি আর পূর্ব্বের ন্যায় তত প্রবল নাই, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধনও শিথিল হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিদ্যার আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীনা হিন্দু কুলবালাদিগের ন্যায় ধর্ম্ম শাসন মানিতে পারেন না, মত সম্বন্ধেও তাঁহাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সভ্যতার সুখকর উপাদান সকল উপভোগেরও সম্পূর্ণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে, ইহার পরিণাম কিরূপ বিষময়, তাহা আর বলিবার

প্রয়োজন রাখেনা। শিক্ষিতা কুসংস্কারবিহীনা নারীগণ এখন উভয় সঙ্কটের অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। ঘোমটা দিয়া ঘরের কোণে দিন রাত্রি লুকাইয়াও থাকিতে পারেন না, আবার অনাবৃত মুখে স্বাধীন ভাবে যথা তথা ভ্রমণ করিতেও পারেন না। গাড়ী পালকীর দ্বার রুদ্ধ করাও কষ্টকর, আবার তাহা খুলিবার সাধ্যও নাই। নূতন সভ্য পরিচ্ছদ এবং পাদুকা ব্যবহার না করিলে মান মর্য্যাদা লজ্জা সম্ভ্রম থাকে না, আবার তাহা সর্ব্বত্র ব্যবহার করাও মহা বিপদের কারণ। স্বামীর পরিচিত সুসভ্য বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপ করা আবশ্যক, অথচ করিলেও লোক গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। পুরাতন হিন্দু দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, তথাপি লোক ভয়ে তাহাদিগকে মান্য করিতে হইতেছে, এক্ষণকার কালের বিধবারা আর নিরামিষ ভোজী হইয়া একাদশি বা নির্জ্জলা উপবাস করিতে চান না, ব্রত ধর্ম্ম, প্রাচীন রীতি নীতির উপর ও তাহাদের কোন আস্থা নাই, এরূপ অবস্থায় মনের ভাব কিরূপ থাকে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এ সমস্ত দোষ সামাজিক আন্দোলন ও নূতন পরিবর্ত্তনের কালে অপরিহার্য্য তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যদি একদিকে আশানুরূপ সুফল প্রসূত হয়, তবে ইহা অনায়াসে সহ্য করা যাইতে পারে। অশিক্ষিত নারীসমাজের যেমন শোচনীয় অবস্থা, অল্পশিক্ষিত শিথিল স্বভাব যুবতীদিগের অবস্থা তদপেক্ষা অধিক প্রীতিকর বোধ হয় না। এক্ষণে যদি রমণীগণ বিশেষ মনোযোগী হইয়া চরিত্রকে উন্নত এবং স্বভাবকে চিন্তাশীল করিতে পারেন তবে এই অভাব শীঘ্রই বিদূরিত হইতে পারে। উৎসাহ উদ্যম বিলীন বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ উৎসাহিত হউন এবং নিজেদের ও স্বজাতির উন্নতিসাধনে জীবনকে উৎসর্গ করুন এই আমাদের অনুরোধ।

অঙ্গারক বাষ্প।

তৈল কি বাতীর সাহায্যে লোকে চিরকাল আলোক জ্বালিয়া থাকে। কিন্তু এখন কল কৌশল লইয়া সকল কাণ্ড, তৈল ও বাতী খরচ না করিয়াও লোকে অপূর্ব্ব আলোক উৎপাদন করিতেছে। কলিকাতায় গ্যাসলাইট বা গ্যাসের আলোক জ্বলিয়া থাকে, ইহা আমাদিগের পাঠিকাগণের অনেকেই

দেখিয়াছেন। ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতেও সহর যেন জ্যোৎস্নাময় হইয়াছে। কোন প্রশস্ত রাজবর্ত্মের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলে রজনী যেন চন্দ্রকান্ত মণির হার পরিয়াছে বোধ হয়। গড়ের মাঠে একবার দাঁড়াইয়া চারিদিক্ পানে চাহিলে যেন মর্ত্তলোকে অমরাবতী অবতীর্ণ হইয়াছে বোধ হয়। কিন্তু পাঠিকাগণ শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন, যে যে গ্যাস জ্বলে, তাহা আর কিছু নয়, মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লার ধোঁয়া মাত্র, ইংরাজীতে ইহাকে 'coal gas' বলে, আমরা অঙ্গারক বাষ্প বলিতেছি।

গ্যাস বা ধোঁয়া যে জ্বলিয়া থাকে, এ কথায় কেহ আশ্চর্য্য প্রকাশ করিবেন না, সকলেই ইহা অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ধুনার বা পাঁকাটীর ধোঁয়ায় একটা জলন্ত পলিতা ধরিলে তাহা জ্বলিয়া উঠে। যাঁহারা পাড়াগাঁয় থাকেন, তাঁহারা পাঁকপুকুরে গ্যাস লাইটের পরীক্ষা অতি সহজে করিতে পারেন। একটী ঘটী কি কলসী উপুড় করিয়া ও তাহার মুখে একখানি গামছা দিয়া কিছুক্ষণ পাঁকের মধ্যে নাড়িতে চাড়িতে হয়, তাহাহইলে ঘটী বা কলসী লঘু কারবরেটেড হাইড্রজন বা অঙ্গারক জলজন বাষ্পে পূর্ণ হয়। ঘটী বা কলসী তখন তুলিয়া ও গামছা সরাইয়া ফেলিয়া তাহার উপর একটী জলন্ত পলিতা ধরিলেই বাষ্পের আলোক দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে।

পাঁকপুকুরে লঘু অঙ্গারক জলজন বাষ্প পাওয়া যায়; কয়লা হইতে ঘ অঙ্গারক জলজন প্রস্তুত করা যায়, ইহাই নলের মধ্যদিয়া সহরময় গিয়া চারিদিকে এত উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। এক্ষণে অঙ্গারক বাষ্প বা কোল গ্যাস কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে।

ঢালাই লোহের নলের ভিতর মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লা অগ্নির তাপে উত্তপ্ত করিলে অঙ্গারক বাষ্প জন্মে। এই বাষ্প প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক গুলি অর্দ্ধগোলাকার লৌহময় আধারে পাথুরিয়া কয়লা পূর্ণ করা হয় এবং একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া সেইগুলি উত্তপ্ত করা হয়। এই উত্তাপের তারতম্য অনুসারে বাষ্পের জ্বলিবার ক্ষমতার ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে। কুল কাঠের অঙ্গারের মত উত্তপ্ত হইলে বিশুদ্ধ বাষ্প উত্থিত হয়, নতুবা তাহার সহিত অনেক অন্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ঐ সকল পদার্থ বাষ্প যাইবার নলের ভিতর

জমিয়া যায় এবং তদ্দ্বারা বাষ্পের গতি অবরুদ্ধ হয়। আবার অগ্নির উত্তাপ অধিক হইলেও ফল দর্শে না। অধিক উত্তাপে সমুদায় অঙ্গারক ভাগ লৌহাধারের গায় লাগিয়া থাকে এবং তদ্ব্যতীত যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহার আলোকন শক্তি নিস্তেজ হয়। ইতিপূর্ব্বে একটী প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি, বাতী ও তৈল যে জ্বলে, কেবল বাষ্পীয় পদার্থ হইয়া তাহা জ্বলে না, বাষ্পের সঙ্গে ঘন পদার্থ থাকাতেই আলোকের উজ্জ্বলতা হয়। সূক্ষ্ম অঙ্গার কণা ব্যতীত গ্যাসের আলোর উজ্জ্বলতা হইতে পারে না।

প্রবল উত্তাপে কয়লা সকল দগ্ধ হইলে কোক বা পোড়া কয়লা লৌহাধার গুলির মধ্যে পড়িয়া থাকে এবং কয়লা হইতে প্রায় ১২ প্রকার বাষ্প ও বিবিধ তৈল পদার্থ বাহির হইয়া আর একটী পাত্রে সঞ্চিত হয়। এই পাত্রের খোল অত্যন্ত বৃহৎ এবং অর্দ্ধজল পূর্ণ। প্রত্যেক লৌহাধার হইতে এক একটী নল আসিয়া এই বৃহৎ পাত্রের জলে মগ্ন থাকে। এই পাত্রের নাম "Hydraulic main" বা বৃহদুদর জলাধার। লৌহাধার হইতে যে মিশ্রিত বাষ্পাদি পদার্থ উত্থিত হয়, তাহা এই বৃহৎপাত্রে আসিয়া ইহার জলের সহিত মিশিয়া বা জমিয়া যায়। জলমিশ্রিত এই পদার্থ আলকাতরা হয় এবং যে বাষ্প জলে মিশ্রিত না হয়, তাহা বাষ্পাকারে উঠিয়া বৃহৎপাত্রের অপরার্দ্ধ পূর্ণ করে। আলকাতরা কয়লার বাষ্পের রস মাত্র, তাহা একত্রে জমিলে ঐ পাত্র হইতে একটী স্বতন্ত্র আধারে নির্গত হয়। আলকাতরা গিয়া যে অঙ্গারক বাষ্প থাকে, তাহা condenser বা বাষ্পজমাইবার কতকগুলি নলের মধ্যে প্রবেশ করে। এই নলগুলি সরু সরু ও সরল, কেবল শেষ ভাগে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মাগ্র হইয়া বক্র। এই নলগুলি লম্বভাবে অবস্থিত। উপরিস্থিত একটী বৃহৎপাত্র হইতে জল নিঃসৃত হইয়া এই নলগুলিকে শীতল রাখে। এই বক্রমুখ নলগুলির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে গ্যাস শীতল হইয়া আইসে। এই বাষ্প পরে purifier বা বিশোধক নামে কতকগুলি নলে প্রবিষ্ট হয়। গ্যাস বিশোধনের নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রচলিত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় এইঃ—অনেকগুলি পেতেনের উপর ভিজা করাতের গুঁড়া ও এক প্রকার আকরিক লৌহ মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়। উহার সহিত কলিচুণও মিশ্রিত হইয়া থাকে। বাষ্প এই পেতেন

গুলির উপর দিয়া যেমন যায়, অঙ্গারক দ্রাবক, গন্ধক ও জলজন, গন্ধক, আমোনিয়া প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ ইহা হইতে পরিত্যক্ত হয়। এরূপে বিশোধিত হইলেও অঙ্গার ও গন্ধকের একটী যৌগিক পদার্থ গ্যাসের সহিত মিশ্রিত থাকে। উহা বিদূরিত করিবার একটী উপায় আছে বটে, কিন্তু তাহা সচরাচর অবলম্বন করা হয় না। এই যৌগিক পদার্থ গ্যাসের ভিতর থাকাতে গ্যাসের আলোকে আলোকিত গৃহে বৃক্ষাদি জীবিত থাকিতে পারে না। যাহা হউক উপরিউক্ত উপায় সকল দ্বারা বিশোধিত অঙ্গারক বাষ্প বাষ্পমান নামক এক বৃহৎ আধারে সঞ্চিত হয়। কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় এবং হাবড়ার ষ্টেসনের নিকটে যে এক একটী খুঁটিদিয়া ঘেরা উচ্চ গোলাকার গৃহ দেখা যায়, তাহাই বাষ্পমান যন্ত্রালয়। যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখেন দেখিতে পান ঐ গোলঘরের মধ্যে যে একটী বৃহৎ ঢাকুনী থাকে, তাহা সন্ধ্যাকালে খুঁটির মাথা সমান উচ্চ থাকে, কিন্তু প্রাতে অর্দ্ধেকেরও নীচে গিয়া পড়ে। ইহার কারণ এই, বাষ্পমান যন্ত্রের মধ্যে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত বাষ্প সঞ্চিত হয়, সন্ধ্যার পর গ্যাস পুড়িতে আরম্ভ হয়, সুতরাং ঢাকুনী নিম্ন হইয়া পড়ে। এই বাষ্পমান যন্ত্রের গ্যাস নল দ্বারা সহরের নানা অংশে বিতরিত হয়। কোথায় কত বাষ্প যায়, তাহা মাপিবরও উপায় আছে। ১ টন অর্থাৎ প্রায় ২৮ মণ উত্তম কয়লাতে দীর্ঘে প্রস্থে ও উর্দ্ধে প্রত্যেক দিকে ৯২৫০ ফিট পরিমিত বাষ্প উৎপন্ন হইতে পারে অর্থাৎ এক মন কয়লাতে ঘন ১২৫০ ফিট গ্যাস হয়। এক লণ্ডন নগরকে বাষ্পালোকে আলোকিত করিবার জন্য বৎসরে ১০ লক্ষ টনের অধিক কয়লা লাগে।

মাতার উচ্চপদ।

একটী নবঅঙ্কুরিত বৃক্ষকে পোষণ করিয়া অবিকৃত ভাবে রক্ষা করা এবং তাহাকে তজ্জাতীয় বৃক্ষ মধ্যে সতেজ, পুষ্ট এবং উৎকৃষ্ট করা যে সে উদ্ভিৎতত্ত্বজ্ঞের কার্য্য নহে। একটী নূতন সংস্থাপিত রাজ্যকে ধন ধান্যে সমুন্নত করা এবং তাহার নবীনতর অধিবাসীগণের সুখস্বাস্থ্য বর্দ্ধন করা যে সে সমাজ নীতিজ্ঞের কার্য্য নহে। একটী নবজাত শিশুকে উপযুক্তরূপে পালন করাও

যে সে মাতার কার্য্য নহে। শিশুপালনের সহিত বৃক্ষপালনের কোন তুলনাই হইতে পারে না। নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যপালন আপাততঃ দেখিতে শিশুপালন অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। সমাজ-নীতিজ্ঞ যে সকল উপাদান লইয়া কার্য্য করিবেন, তাহা তাঁহার হস্তে অন্যত্র হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তিনি স্বয়ং প্রস্তুত করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ লোক হউন না কেন, যদি মনুষ্য প্রকৃতি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান থাকে, এবং নিজের চরিত্রের উপর একটুকু শাসন থাকে অর্থাৎ তিনি লৌকিক পাপ সকল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলেই হইল। মতার সম্বন্ধে তাহা নহে। তিনি শিশুকে চেতন অচেতন উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় লাভ করিয়াছেন। শিশু কি প্রকার প্রকৃতিও উপাদান লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা তিনি কিছুই জানেন না। শিশুতে যেরূপ উপাদানই থাকুক না কেন, তাহার বিকাশ ও বিনাশ উভয়ই তঁাহার হস্তে নিহিত। ক্রমশঃ শিশুর চেতনা শক্তির উদ্ভেদের সঙ্গে২ তাঁহাকে এরূপ সাবধানে চলিতে হইবে যে উৎকৃষ্ট উপাদান গুলি উৎকর্ষ লাভ করে এবং অপকৃষ্ট উপাদান গুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। এ কার্য্য কাহার দ্বারা সম্ভব? যে অনেক পুস্তকগত জ্ঞান লাভ করিয়াছে, গণিত ও জ্যোতিষে পারদর্শী হইয়াছে, অথবা শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং দর্শন সমূহ যাহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাহারই দ্বারা? কখনই নহে। নবাঙ্কুরিত শিশুর মন গণিত দ্বারা গণনীয় নহে, নক্ষত্র রাজির স্থিতিগতি দ্বারা নির্ণেয় নহে, পরিপক্ক মনের আলোচনা নিষ্পন্ন মনস্তত্ত্বের বিষয় নহে, যুক্তি তর্ক দ্বারা আয়ত্ত করিবার নহে। যাঁহারা এই সকল উপায়ে শিশুর মানস কলিকা প্রস্ফুটিত করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্জ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিৎ, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতি হইতে মাতাতে উচ্চতরগুণ না থাকিলে, তিনি এই গুরুতর কার্য্য কখনই সম্পাদন করিতে পারেন না। যেখানে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, একটু অধীর না হইয়া সেই অন্ধকার মধ্য হইতে যে কিছু ক্ষীণ আলোক প্রকাশ পায়, তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে, নিজের আচরণ এমন করিয়া নিয়মিত করিতে হইবে যে তদ্দ্বারা ঐ সকল ক্রমশঃ বিকশিত মানসিক শক্তি বিনষ্ট বা বিপথে নীত না হয়, সেখানে যথোপযুক্ত নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা মনুষ্যবুদ্ধির

অনায়ত্ত বলিলেও বলা যাইতে পারে। স্থির, শান্ত, সহিষ্ণু, সংযতেন্দ্রিয়, সংযতমনা, অভিজ্ঞ এবং সত্য ন্যায় ও স্নেহের অবতার না হইলে কে এই গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে? কিন্তু এমন কে আছে যে এই সকল গুণে পূর্ণতা লাভ করিয়াছ? অপূর্ণ মনুষ্যে ইহা কি সম্ভব? অথচ মনুষ্য সমাজ মাতার নিকটে এই সকল গুণের প্রত্যাশা করে। যে পরিমাণে তিনি এই সকল গুণের আধার হয়েন, সেই পরিমাণে তিনি মনুষ্য সমাজে উচ্চতর সিংহাসন অধিকার করেন। মনুষ্য সমাজের অনায়ত্ত গুণে যখন চিরদিন মাতাকে উন্নত হইতে হইবে, তখন রাজা, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মোপদেষ্টা সকলেরই মস্তক মাতার নিকট চিরকাল অবনত থাকিবে। সংসার মূর্খতাবশতঃ মাতৃপদকে তুচ্ছ করিয়া সামাজিক উচ্চ পদ সকলকে গৌরবান্বিত মনে করে, স্ত্রী জাতিও নিজ কর্ম্মকে যৎসামান্য মনে করিয়া আত্মাবমাননা করে, কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যে দিন মাতার উচ্চস্থান স্বীকৃত হইয়া সম্ভ্রমের সহিত তাহা তাঁহাকে অর্পণ করা হইবে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, একটী দৃষ্টান্ত না দিলে উহার গুরুত্ব অনুভূত হওয়া সুকঠিন। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই একটী শিশু যাহাকে প্রথমাবস্থায় অতি শান্ত ও গম্ভীর দেখিয়াছিলাম, যতই দিন ২ তাহার বয়োবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, সেই সকল সদ্গুণ তিরোহিত হইতে লাগিল। বালকটী নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ও চঞ্চল হইল, বাধ্যতার স্থলে অবাধ্যতা আসিয়া অধিকার করিল, একে ২ সকল সদ্গুণগুলি বিলুপ্তপ্রায় হইতে লাগিল। আত্মদোষ গোপন, লোভবশতঃ পরদ্রব্য বলপূর্ব্বক বা গোপনে গ্রহণ ইত্যাদি মাতা পিতার সন্তাপজনক দুর্গুণগুলি তাহার নবাঙ্কুরিত মনে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মাতার মন যতই এই সকল দুর্গুণ দেখিয়া বিরক্ত হইকে লাগিল, যতই তিনি তাহাকে কঠোর শাসন দ্বারা নিজের আয়ত্ত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, ততই সে আরো অবাধ্য হইতে লাগিল। মাতাকে বিরক্ত করিতেই যেন তখন তাহার আহ্লাদ হয়, অনেক সময় তাহার আচরণে এই ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। অল্পাধিক প্রায় সকল সন্তানেতেই এ প্রকার পরিবর্ত্তন প্রথমাবস্থায় লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সময়ে যদি ধীর শান্ত ও সংযতমনা হইয়া স্নেহ ও ন্যায় ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সন্তানকে প্রকৃত-

পক্ষে যত্ন করা না যায়, এই সকল সাময়িক দোষ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তাহার চরিত্রের সমধিক স্থান অধিকার করিয়া বসে এবং বাল্যকালে যাহা বালস্বভাব-সুলভ চপলতা ছিল, তাহাই পরিপক্ক বয়সের স্থির চরিত্র হইয়া যায়।

আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি, একটী শিশুসন্তানকে মনুষ করিয়া তুলিতে মাতার কতগুণের প্রয়োজন। রাজা দণ্ড দিলেন, অপরাধীর চরিত্র সংশোধন হইল কি না সংবাদ লইলেন না। রাজা সংবাদ লইয়াই বা কি করিবেন? মাতার দোষ যে সন্তানের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, কাহার সাধ্য তাহা উৎপাটন করিতে পারে? রাজা ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু মাতার ক্ষান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। একেত সন্তানের সহিত অতি স্নেহের সম্বন্ধ, তাহাতে তাহাকে আবার গর্ভে ধারণ করিয়া সমাজের নিকটেও দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ের নিকটেই তিনি দায়ী। অন্যে নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে উপেক্ষা করিতে পারে, বৃথা জ্ঞানার্জ্জনের উত্তেজনায় হৃদয়-বিকাশ তুচ্ছ মনে করিয়া তৎপ্রতি ঔদাস্য করিতে পারে। কিন্তু মাতার তাহা করিবার উপায় নাই। চিরজীবন নিজ চরিত্রের ক্রমোৎকর্ষ সাধন করা, হৃদয়কে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিবার জন্য স্নেহাদিতে ভূষিত করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাকে ন্যায়ের কঠোরতা দয়ার মধুরতাদ্বারা মধুর করিয়া লইতে হইবে, অপ্রিয় সত্যকে প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে, সূর্য্যের তেজস্বিতার সহিত চন্দ্রের সুস্নিগ্ধতার যোগ করিয়া দিতে হইবে, সমুদায় সদ্‌গুণ ও মহত্ত্ব সত্ত্বেও বিবেককে তাহার ভূষণ করিতে হইবে। এইরূপ করিবার কারণ এই, মাতা আপনার চরিত্রকে আদর্শ স্বরূপ করিয়া তুলিতে না পারিলে কখনই সন্তানের চরিত্র সংগঠনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের মত কি, যাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমরা মনে করি স্ত্রীজাতির উচ্চতর শিক্ষার আদর্শ চরিত্রগঠন। নিম্নভূমির শিক্ষা যে পরিমাণে এই উচ্চতর শিক্ষার সহায়তা করিতে পারে, তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহা ততটুকু প্রয়োজনীয়। একজন স্ত্রী যদি সমুদায় জীবন গণিতে দর্শনে বিজ্ঞানে বা সাহিত্যে নিয়োগ করেন, অথচ তাঁহার স্বপদোপযোগী উচ্চ শিক্ষা লাভ না হয় আমরা বলিব তাঁহার জীবন অনেকটা বিফলে অতিবাহিত হইল। তিনি যে জন্যে সমাজে সর্ব্বোচ্চ

সিংহাসন লাভের অধিকারিণী, যদি তাহাই না হইল, তবে আর বৃথা জ্ঞান গর্ব্বে স্ফীত হইয়া লাভ কি? মূর্খতা তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল, কেন না তিনি মূর্খতার দোহাই দিয়া বরং অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেন।

আশ্চর্য্য শিল্পকৌশল।

মনুষ্য যন্ত্র সকলকে আশ্চর্য্য কৌশলে গতিশক্তিবিশিষ্ট করিয়া সাধারণ লোককে যেরূপ মোহিত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধির খেলা এইখানেই শেষ হয় নাই। যন্ত্র হইতে মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি উৎপাদন করিবার জন্য শিল্পিগণ বহুকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। অন্যূন ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরে মেম্ফিস নামক এক দেবমূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহার মুখ হইতে আশ্চর্য্য সঙ্গীত হইত। প্রাচীন গ্রীশের ডেলফিতে যে দৈববাণী হইত, তাহাও এইরূপ কৌশলের ক্রিয়া সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় ১০ শতাব্দীর শেষে রোমের এক ধর্ম্মাধ্যক্ষ বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট একটী মুণ্ড সংগঠিত করেন। তৎপরে রজার বেকন এবং আলবিরিয়স মাইনস যন্ত্র মুখ হইতে মানবীয় ভাষা নিঃসৃত করিবার জন্য বিস্তর কৌশল প্রকাশ করেন। মেম্ফিস্ মূর্ত্তির নিশ্চিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ডেলফি দৈববাণীস্থলে মন্দিরের গঠনে চাতুরী ছিল। মধ্য যুগের বাদ্যযন্ত্র সকলের উপরিভাগে মুখের কেবল একটী মাত্র আকার অঙ্কিত, ভিতরে বাদ্য যন্ত্রের নল প্রভৃতি ঢাকা থাকিত। এরূপ মুখ দ্বারা অতি অল্প সংখ্যক সামান্য শব্দ মাত্র নিষ্ক্রান্ত হইত।

মনুষ্যস্বরের অনুসরণে বাদ্যযন্ত্র হইতে সুর নিঃসারণ বর্ত্তমানকালীন শিল্পীদিগের কৌশলেই সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে এ সম্বন্ধে যিনি যত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কেহই বেডেনের ফ্রাইবর্গ নিবাসী ফেবারের মত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই ব্যক্তি প্রথমে ভিয়েনার পর্য্যবেক্ষিকার এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন, চক্ষুপীড়া হওয়াতে বৃত্তি লইয়া শারীরতত্ত্ব অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করেন। এই অধ্যয়নের ফলে আশ্চর্য্য বাক্‌যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া জগৎকে চমকিত করেন। তিনি রবার দ্বারা কণ্ঠনালী, জিহ্বা এবং নাসিকা

নির্ম্মাণ করেন এবং কতকগুলি কি অর্থাৎ চাবি তাহার সহিত সজ্জিত করেন, 'কি' সকলের সহিত একটী স্প্রিঙের যোগ থাকে। এক যোড়া বায়ু চালনার যন্ত্র বা জাতা ইহার সহিত সংযুক্ত। এই যন্ত্র শিল্পকর স্বয়ং ভিন্ন আর কেহ ভাল করিয়া বাজাইতে পারিতেন না। তিনি যখন বাজাইতেন, তখন ইহা হইতে ঠিক মনুষ্য কণ্ঠ স্বর বাহির হইত, অঙ্গুলি চালনের দ্রুততা বা মন্দতা অনুসারে স্বর ঘন ঘন বা বিলম্বে উচ্চারিত হইত। ইহা দ্বারা সুন্দর গানও গীত হইত। এই যন্ত্রটীর অনেক ত্রুটী আছে, সেই জন্য ইহাদ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই। যাহাহউক কালে সে ত্রুটি সংশোধিত হইয়া যন্ত্রটী আরো আশ্চর্য্যজনক হইবে সন্দেহ নাই।

ক্ষুদ্র বিষয়ে আর্য্যজাতির আশ্চর্য্য জ্ঞান-বিকাশ।

দাবানলে বন দগ্ধ হইলে, যেমন ভাল মন্দ সর্ব্ববিধ তরুলতা গুল্মরাজি ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এই ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ ম্লেচ্ছাক্রমণে ও বিজাতীয় শাসনে অনেক রত্নরাজী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দগ্ধ বনে ভস্মাবশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহা যেমন বিকৃত, বিচ্ছিন্ন ও মৃত-প্রায় হইয়া অবস্থিতি করে, ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশলের চিহ্ন অদ্যাপি যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তৎসমুদায়ই তদবস্থ হইয়া রহিয়াছে। দগ্ধ সহকারে ও মন্দারে, চন্দন বৃক্ষে ও শীমুল বৃক্ষে যেমন ইতর বিশেষ বুঝা যায় না, ভারতীয় বহুদর্শী বিজ্ঞানবেত্তাদিগের নিগূঢ় জ্ঞান সম্পন্ন উপদেশ, আদেশ, নিষেধ ও বিধি সকল ভ্রম ও কুসংস্কারের সহিত এমনি মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহাদের কোন্‌টী সত্যমূলক, ও কোন্‌টী ভ্রমমূলক আমরা সহসা বুঝিতে পারি না। ইহাতে এই ঘটিয়াছে যে, আমরা কাঞ্চনকেও কাচ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। বিদেশীয় ও বিজাতীয় বাহ্য আকর্ষণে এবং আশুসুখ প্রলোভনে আমাদিগের চক্ষুকে এমনি ঝল্‌সাইয়া দিয়াছিল যে যাহা দেশীয় তাহাই ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ ও তাহাই মিথ্যা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু সেই স্রোত এক্ষণে ফিরিয়াছে।

আমাদের উপদেষ্টাদিগের নিষেধ ও বিধান করার দোষেও অনেক ভাল কথা অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাঁহাদের আদেশ সকল প্রহেলিকাবৎ। একটী কার্য্যের কারণ ও ফল সম্বন্ধে কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই; কেবল ইহা করা কর্ত্তব্য, তাহা করা অকর্ত্তব্য, মোটে এই মাত্র বলিয়া রাখা হইয়াছে। আদেশ লঙ্ঘনের দণ্ড বিধি এমন অযৌক্তিক ও অসম্ভব, যে নিতান্ত জ্ঞানান্ধ ভিন্ন কেহই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু যদিচ কার্য্যের কারণ ও ফল সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা করা হয় নাই, তথাপি যাঁহারা বিধানকর্ত্তা তাঁহারাও তত্তদ্বিষয়ের কারণ এবং ফল জানিতেন না এমন কখনই নহে। বিশেষ রূপে বুঝাইয়া না দেওয়ার কারণ স্বতন্ত্র থাকিবে। বোধ হয় যে ভাব হইতে ওঁকার শূদ্রের অনুচ্চার্য্য, ও বেদ শূদ্রের অস্পর্শনীয়, করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই ভাব হইতেই এসকলেরও বিশেষ জ্ঞান বিবৃত হয় নাই।

সে যাহাই হউক, আর্য্য বিজ্ঞানবিৎদিগের আদেশ ও বিধি, বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ অবহেলিত ও পাদ-দলিত হইয়াছে; সেই অবহেলা হইতে কিরূপ বিষময় ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে, তদনুসরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের মর্ম্মার্থ যথাসাধ্য প্রকাশ করাই আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল তৎপক্ষে কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা সাধারণের বিবেচনাসাপেক্ষ। পুরাকালের কোন নিগূঢ় কথার মর্ম্মাববোধ করাই দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ আমরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি, তাহার অনেক স্থলেই অনুমান ভিন্ন অবলম্বন নাই। সেই অনুমান অযৌক্তিক ও বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানের বিরুদ্ধ হইলে কে বা তাহা গ্রহণ করিবে? এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে তৎসমুদয়ই যথাযথ বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রতিপন্ন করিতে পারিব কি না সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে জনশ্রুতিও আমাদিগের অবলম্বনীয় হইবে।

প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করিব। ক্রমশঃ যে যে গভীরতর বিষয়ের বিবরণ করা যাইবে, তাহাদিগকে যথাক্রমে পর পর বর্ণন করিতে ত্রুটী করিব না। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দুই একটী উদ্ভট শ্লোক ও পারিভাষিক কথা উদ্ধৃত করিয়া তদ্ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১। ক্ষুৎপতনে উজ্জৃম্ভেষু জীবতিষ্টাঙ্গুলধ্বনিঃ।
শত্রোরপি চ কর্ত্তব্যা, অন্যথা তদ্বধোভবেৎ॥

শত্রুরও ক্ষুৎপতনে অর্থাৎ হাঁচিবার কালে, এবং উজ্জৃম্ভনে অর্থাৎ হাই তুলিবার কালে "জীব তিষ্ট" বলিবে এবং অঙ্গুলি ধ্বনি করিবে। তাহা না করিলে উক্ত ব্যক্তির বধভাগী হইতে হইবে।

পাঠকগণ দেখিলেন তো, কি অপরাধে, কেমন দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। এই অপরাধে আমরা কত লোকের বধভাগী হইয়াছি তাহার ইয়ত্তা কি?

এক্ষণে দেখা যাউক উক্ত আদেশ ও তল্লঙ্ঘনে এই গুরুতর দণ্ড ধানের মূল কোথায়। ক্লান্তি হইলে হাই তোলা স্বভাবিক এবং তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ক্লান্তিদূর হয়। যত অধিক পরিমাণে হাঁ করিয়া হাই তোলা যায়, ততই অধিক আরাম বোধহয়। এ স্থলে দুইটী বিপদাশঙ্কা আছে। হাই তুলিবার সময়ে অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস লওয়া হয় অথচ সেই সময়ে মুখ গহ্বর প্রসারিত থাকে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস স্রোত সজোরে বহিস্থ তৃণ, কুটা, পোকা পতঙ্গ প্রভৃতি মুখ গহ্বর মধ্যস্থ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। যদি ঘটনা ক্রমে উক্তরূপ আগন্তুক দ্রব্য বায়ুনলীতে প্রবেশ পথ পায় এবং তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিতে পারে, তজ্জনিত উত্তেজনায় বহুবিধ প্রাণ নাশক রোগোৎপত্তি হইতে পারে। বায়ুনলীর ক্রমাগত নিম্নতর বিভাগে যতই উক্ত আগন্তুক দ্রব্য প্রবেশ করিবে, ততই প্রবলতর রোগোৎপত্তি হইবে। এস্থলে সেই সকল রোগের নাম মাত্র উল্লেখ করিব। Laryngitis (বায়ুনলীর মুখ প্রদাহ), Tracheitis (বায়ুনালীর প্রদাহ); Bronchitis (যাহাকে সাধারণতঃ কাশ রোগ বলে),)* Pneumonia ফুস ফুস প্রদাহ) ইত্যাদি। এই সকল রোগ বিশেষতঃ প্রথমোক্তটী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে।

লেরিঙ্গাইটিস (Laryngitis) রোগে অনেকানেক সুবিখ্যাত ডাক্তারের মৃত্যু হইয়াছে। আমেরিকার স্বনামখ্যাত রাজনীতিবেত্তা ওয়াসিংটন এই রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ডাক্তার কার্টক্লিফও, অনেকের মতে, এই রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিপদাশঙ্কা এই যে, হাঁই তুলিবার কালে আত্যন্তিক মুখব্যাদান করিলে হন্বাস্থি অর্থাৎ চোয়ালের হাড়ের স্থান বিচ্যুতি (Dislocation of the lower jaw) ঘটিতে পারে। অতএব হাঁই তুলিবার কালে মুখ গহ্বরের সম্মুখে হস্ততুড়ি প্রদান করিলে আগন্তুক দ্রব্যের প্রবেশ পথ আবরিত থাকে ; জীবিত কীট, পতঙ্গ, তুড়িধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রাণভয়ে স্বতঃই দূরে পলায়ন করে। আর যে ব্যক্তি হাঁই তুলিতেছে, সেও মুখব্যাদান বিষয়ে সতর্ক হইতে পারে।

বায়ু পথে আগন্তুক দ্রব্য সমাগমে কি বিপদাশঙ্কা আছে তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক হাঁই তোলাতেই ঐরূপ ঘটিলে কি আর রক্ষা ছিল। প্রকৃতি জীবদেহকে এমন অভাবনীয় কৌশলে সুরক্ষিত করিতেছে যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। চক্ষুতে কোন আগন্তুক দ্রব্যপাত বা অভিঘাতের সম্ভাবনা হইতে না হইতেই, অতর্কিতভাবে পক্ষপুটে চক্ষুকে আবৃত করিয়া ফেলে। যদি এক অনুপলের তরে চিন্তা করিরা চক্ষুর পাতা ফেলিতে হইত, তাহাহইলে প্রতিদিন চক্ষুতে নিশ্চয়ই এত আঘাত লাগিত যে, আমরা চক্ষুষ্মান হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না। ঠিক সেইরূপ কোন বাহ্য বস্তু বায়ু নলীর দ্বারে যাইতে না যাইতেই তথায় উত্তেজনা জন্মে। সেই উত্তেজনা তত্রবিন্যস্ত স্নায়ু দ্বারা লম্বমজ্জায় নীত হয়। তথা হইতে সেই উত্তেজনা দ্বিগুণ বলের সহিত ফ্রেনিক (Phrenic nerve) স্নায়ু দ্বারা প্রত্যাগত (Reflexed) হয়। এই ফ্রেনিক স্নায়ু বহু শাখা প্রশাখায় বক্ষ ও উদর গহ্বর দ্বয়ের ব্যবধায়ক পেশীর (Diaphragm) তলদেশে বিন্যস্ত আছে ; সুতরাং এই স্নায় সকলের উত্তেজনায় উক্ত পেশীর ক্রিয়াধিক্য অর্থাৎ আক্ষেপ (Spasm) উপস্থিত হয়। এই পৈশিক আক্ষেপ হইতেই ক্ষুৎপতন অর্থাৎ হাঁচি হয়। হাঁচির বলে আগন্তুক দ্রব্য সজোরে বহির্নিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এতগুলি কার্য্য চক্ষুর নিমেষ মাত্রেই সম্পাদিত হয়। অপার জ্ঞানময় ঈশ্বরের কেমন অভাবনীয় কার্য্য কৌশল !

ক্ষুৎপতন হইলেই বিপদাশঙ্কা দূরীভুত হইল। তখনই আশীর্ব্বাদ সূচক বাক্য " জীব তিষ্ঠ" সমুচ্চারণ করিতে আদেশ আছে। আপদাশঙ্কা

বিদূরিত হইলে আশীর্ব্বাদ বাক্য স্বতঃই মনুষ্য হৃদয় হইতে সমুত্থিত হয়। ইহা অনৈসর্গিক নহে।

অঙ্গুলীধ্বনি দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানিয়া, এই কার্য্যের কিরূপ হাস্যজনক অপব্যবহার হইতেছে তাহা আমরা আগামীতে প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

(ক্রমশঃ)

আসামীয় জাতি।

আসামবাসীদিগের শারীরিক গঠন প্রণালী দৃষ্টে বোধ হয় তাহারা বাঙ্গালির অপেক্ষা অধিক বলবান, কিন্তু অত্যন্ত অহিফেন সেবন করাতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে বড় কানিয়া বা অত্যন্ত 'আফিংখোর,' বলিলে, সন্তুষ্ট হয়। ইহারা অহিফেন সেবাকে সম্মানের চিহ্ন মনে করে।

আসামীয় স্ত্রীদিগের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই সেই স্বাধীনতা উপভোগ করে। ভদ্র মহিলারা বঙ্গীয় মহিলাদিগের ন্যায় গৃহে রুদ্ধ হইয়া থাকেন। যে স্ত্রীরা স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করে, তাহারা হীনসাহস নহে, বরং এই শ্রেণীর পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক সাহসী।

পুরুষেরা বুদ্ধিমান ও চাতুরীকুশল, স্ত্রীরা শিল্পী। যদি আসামস্থ বালক বালিকারা রীতিমত শিক্ষা পাইত, তাহাহইলে আসামের সকল প্রকার উন্নতির দ্বার অতি সত্বর উন্মুক্ত হইতে পারিত। এ প্রদেশীয় কি ভদ্র কি অপর শ্রেণীর লোক, সকলেরই গৃহে সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হই, এণ্ডী মুগা প্রভৃতি বস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রও পরিপাটীরূপে প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল বস্ত্র প্রায় স্ত্রীলোকেরাই বয়ন করেন। ইহা ভিন্ন অপরাপর শিল্প কার্য্যেও ইহারা দক্ষ। সধবা স্ত্রীলোকেরা কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র-পরিধান বিধবার চিহ্ন মনে করিয়া উক্ত বস্ত্র আপনাদের অঙ্গে ধারণ করেন না। মুগা বস্ত্রই সধবাদিগের

ব্যবহৃত। এই স্থানে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য স্বতন্ত্র জাতি নাই, সুতরাং সকল সম্প্রদায়স্থ মহিলারা বস্ত্র বয়নকে গৃহকার্য্যের মধ্যে গণনা করেন। সূক্ষ্ম-বস্ত্র-প্রিয় বঙ্গ মহিলাদিগের ন্যায় আসামবাসিনীরা উক্ত বস্ত্রের আদর করেন না, বরং ঘৃণাই করিয়া থাকেন।

এই প্রদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রের নাম রাহা ও মেখলা। রাহা ও মেখলা সাধারণতঃ সূতা দ্বারা নির্ম্মিত, আঢ্য লোকেরা গরদ ও অপরাপর পশমী বস্ত্র দ্বারা রাহা ও মেখলা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় পরিবারস্থ মহিলাদিগকে অর্পণ করেন। মেখলা বালিসের খোলের ন্যায় শিলাই করিয়া কটিদেশে গ্রন্থি বন্ধন পূর্ব্বক পরিধান করে, রাহা কটিদেশস্থ বস্ত্রের সহিত সংলগ্ন হইয়া সমস্ত গাত্র সুন্দর রূপে আবৃত করিয়া দেয়। প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমনের সময় কেহ কেহ ওড়নাও ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় রাহা ও মেখলার সহিত কোন কোন স্থানে একটী করিয়া কামিজ ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়ে আসাম বাঙ্গালা অপেক্ষা অনেক সভ্য।

আসামে ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপর কোন জাতির মধ্যে বাল্য বিবাহ এবং রীতি মত বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই বলিলেও হয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির মধ্যে প্রথমতঃ গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ, অবশেষে রীতিমত বিবাহ হইলেও হইতে পারে। গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহিত দম্পতির পুত্র কন্যাদি সামাজিক নিয়মে উত্তরাধিকারী হইতে পারে। কিন্তু কেহ২ বিশেষতঃ বিত্তশালী লোকেরা দুই একটী পুত্র কন্যা হইলে পরে গান্ধর্ব্ব বিবাহিত স্ত্রীকে পুনর্ব্বার রীতিমত বিবাহ করে, এই বিবাহকে হোম জ্বালানি বিবাহ কহে। এই দেশীয়দিগের বিশ্বাস হোম জ্বালানি বিবাহ না হইলে হাতের জল সুদ্ধ হইতে পারে না, তাহার জন্যে অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধারও অন্তিম কালের পূর্ব্বে একবার হোম জ্বালানি বিবাহ হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহার পুত্র কন্যাদির হোম জ্বালানি বিবাহ হইতে পারিবে না। কেনই বা হইবে? পিতা মাতার বিবাহ না হইলে পুত্র কন্যার বিবাহ হওয়া কি সম্ভবপর? কিন্তু আসামীদিগেরও মধ্যে অভাব বুঝিয়া ব্যবস্থা আছে। দুইটী বা ততোধিক পুত্র বা কন্যা হইয়া অবিবাহিত পিতা বা মাতার লোকান্তর গমন হইল, এমন সময়ে পুত্র বা কন্যার যদি বিবাহ উপস্থিত

হয়, তখন একটা কদলী বৃক্ষের সহিত একতরের বিবাহ হইলেই পুত্র বা কন্যার হোম জ্বালানি বি াহ হইতে পারে।

আমাদের কোন বন্ধু আসামের এক বিচারালয়ে বিচারপতির কার্য্য করেন। তাঁহার নিকট অশীতি বর্ষ বয়স্ক এক বৃদ্ধের কোন মোকর্দ্দমা উপস্থিত ছিল। বিচারের দিন ধার্য্য হইলে উক্ত বৃদ্ধ বলিল মহাশয় বিচারের দিন পরিবর্জ্জিত করিলে ভাল হয়। বিচারপতি বলিলেন "কেন?" সে বলিল "আমার পুত্র কন্যারা আমাকে বিবাহ দিবে।" তিনি বলিলেন "এত বয়সে তুমি আবার বিবাহ করিবে?" সে বলিল "সে বিবাহ নহে, হোম জ্বালানি বিবাহ হইবে।"

পাঠিকা এই বিষয় পাঠ করিয়া মনে করিতে পারেন মন্দ কি? আবার সত্যযুগ উপস্থিত, গান্ধর্ব্ব বিবাহ ত সত্যযুগে হইত। কিন্তু এ সেই পবিত্র গান্ধর্ব্ব বিবাহ নহে। এই বিবাহ প্রথা দ্বারা যে আসামের কত দূর অনিষ্ট হইতেছে বলা যায় না। নিকৃষ্ট ভাবে যুবক যুবতী মিলিত হইল, কিছু দিন একত্রিত রহিল। পরে একটু মনান্তর হইলেই উভয়ে পৃথক্ হইয়া গেল। আবার উভয়েই মনোমত স্বামী ও স্ত্রী বাছিয়া লইল। এই প্রকার দুই একটা সন্তান হইলেও কেহ২ স্ত্রী বা স্বামী পরিত্যাগ করে। হোয়ালি স্ত্রী বিষয়ক, মোকর্দ্দমা দ্বারাই আসামের নিম্ন আদালত চলিতেছে। সর্ব্বদাই স্ত্রী ত্যাগ বা স্বামী ত্যাগ প্রভৃতি মকর্দ্দমাতে বিচারকেরা ব্যস্ত থাকেন। এই কুপ্রথা যদ্যপি আসাম হইতে শীঘ্র বিদূরিত না হয়, তবে যে এ প্রদেশের কি অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা কল্পনা দ্বারাও অনুভব করা যায় না।

ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত কলিতা ভিন্ন অপরাপর সকল জাতির মধ্যেই বিবাহ প্রণালী এক প্রকার নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী জামাতাকে শ্বশুর গৃহে বনবারি বা চাকরি করিতে হয়। এই প্রকারে যে কত দিন চাকরি করিতে হইবে তাহার নিরূপণ নাই। এই প্রকার বাস করিতে করিতে যদ্যপি শ্বশুর সন্তুষ্ট হইলেন তবে জুড়ন সম্বন্ধ নির্ণয় হইবে। এই অনুষ্ঠানে ভাবী বরকে কন্যার নিমিত্ত রীহা, খেলানা, প্রভৃতি বস্ত্র, থুরিয়া মণি মাদুলি কেরু প্রভৃতি অলঙ্কার দিতে হয়। এক একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে বনবারি ও জুড়ন হইয়া গেলেও সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া দেয়। অপর আর এক জনকে আবার বনবারিতে নিযুক্ত করে। আবার তাহার সঙ্গে জুড়ন হয়। পুনর্ব্বার

সম্বন্ধ ভঙ্গ করে। এই প্রকারে তাহার একটা ব্যবসা হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে আবার এই প্রকার হইয়া উঠে যে, কন্যা এই সকল ব্যাপার অসহ্য বোধ করিয়া মনোমত এক যুবকের গৃহে প্রবেশ করে।

প্রথম ঋতুর পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে বিবাহ হইবার পদ্ধতি নাই। প্রথম ঋতু হইলে দেশীয় রীতি অনুসারে যে স্ত্রীর বিবাহ হয়, তাহাকে বাকা-নোরিয়া বা ঋতুরিয়া বলে। এই বিবাহেতে যে অর্থব্যয় পড়িবে, তাহা ভাবী বরকে দিতে হইবে। এই ঋতু বিবাহের পরই বর বিবাহ অর্থাৎ হোম জ্বালানি বিবাহ হইবে। ঋতু বিবাহ হইলে পর আর সম্বন্ধ ভঙ্গ হইতে পারে না। এই প্রকার বিবাহ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এই প্রদেশে সচরাচর পূর্ব্বোল্লিখিত গান্ধর্ব্ব বিবাহই প্রচলিত। পূর্ব্বে যে প্রকার বিবাহ প্রনালীর বিষয় লেখা হইল তাহা সমস্ত আসামে প্রচলিত কিনা বলিতে পারি না, শিবসাগরে উক্ত প্রকার রীতি প্রচলিত আছে।

মুসলমান বীরাঙ্গনা

পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কোন জাতি বীরধর্ম্মের জন্য জগৎ বিখ্যাত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অগ্রে বীর রমণীর আবির্ভাব হইয়াছে। বীর প্রসবিনী জননী কখন নির্বীর্য্যা ও ভীরু স্বভাব হইতে পারেন না। রাজপুত, স্পার্টান ও রোমানদিগের ন্যায় আর কোন জাতি বীর পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই, ও ইহাদিগের রমণীগণের সাহসিকতা ও বীরত্ব জগতের অবিদিত নহে। সুতরাং মুসলমান জাতিও অধুনাতন কালে বীরধর্ম্মের সামান্য পরিচয় দেয় নাই। ইহাদিগের কামিনীগণ যে এক-কালে বীর প্রকৃতি-হীন হইবে এরূপ বিশ্বাস আমরা মনোমধ্যে ধারন করিতে পারি না। মুসলমান জাতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াও আমরা দেখিতে পাই, ইহাদিগের মধ্যেও স্পার্টানাদিগের ন্যায় বীরমাতা এবং রাজপুতদিগের ন্যায় বীরভার্য্যা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। এই স্থলে বঙ্গদেশীয়া পাঠিকাগণের প্রতি বক্তব্য, বাঙ্গালী জাতি ভীরু বলিয়া সকলের নিকট নিন্দিত ও হেয়। কিন্তু যে দিন বঙ্গনারীগণ

সাহসবতী ও বীরপ্রকৃতি হইয়া উঠিবেন, সেই দিন বাঙ্গালী জাতিও বীর ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইবে। এখন আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীগণ ভীরুত উত্তেজক হইয়া আছেন, এইজন্য তাঁহাদিগের গর্ভজাতগণ এত কাপুরুষ, তাঁহারা সাহস ও বীরত্বের উত্তেজক হউন, বাঙ্গালীজাতিকে ভিন্ন-প্রকৃতি দেখিতে পাইবেন। স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বত্র অসি চর্ম্ম লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবেন ও বীরদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন আমরা একথা বলি না, গৃহে বসিয়া তাঁহাদিগের বাক্যে, ভাবে ও ব্যবহারে তাঁহারা বীরদৃষ্টান্তের শিক্ষাদান করিতে পারেন, তাহাই আমরা দেখিতে চাই।

করবলার প্রান্তরে দুরাত্মা জিয়াদের সৈন্য দল মহাত্মা মহম্মদের প্রিয় দৌহিত্র, পরম ধার্ম্মিক হোসেনকে অকারণে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার উপক্রম করে, সেই সময় কোমর নাম্নী বীরনারী স্বীয় তনয় ওহেবকে হোসেনের শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য যেরূপে উত্তেজনা করেন, তদ্বিবরণ পারস্য পুস্তক 'রোজতঃ সহুদা' হইতে আমরা অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ওহেব নামক রূপ গুণসম্পন্ন এক যুবক ছিল। তাহার পরিণয়ের পর সতর দিন মাত্র অতীত হইয়াছিল। তখনও সে দাম্পত্য প্রণয়ের সুখাস্বাদ করে নাই। তাহার মাতার নাম কোমর। জননী আসিয়া তাহাকে বলিলেন "হে আমার হৃদয়-বাসী পুত্র! গৌরবান্বিত যুবক! আমার ক্ষীণ চক্ষুর আলোক! পরিশ্রান্ত চিত্তের আনন্দ! প্রাণদীপের জ্যোতিঃ তোমার প্রতি আমার এরূপ গাঢ় স্নেহ যে আমি তোমা ব্যতীত মুহূর্ত্তকাল যাপন করিতে পারি না। স্বপ্নে জাগরণে তুমি আমার হৃদয়ে আছ। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদের হৃদয়ের ধন কুমার হোসেনকে এই বিপদ সঙ্কুল করবলার প্রান্তরে কতকগুলি দুরাত্মা লোক আক্রমণ করিয়া বিপন্ন করিয়াছে। আমি ইচ্ছা করি তুমি স্বীয় শোণিতের সরবত আমাকে উৎসর্গ কর। তাহাহইলে তুমি যে আমার স্তন্য পান করিয়াছ, উহা তোমার সম্বন্ধে বৈধ হইবে। আমার এই অভিলাষ যে প্রেমের আধারে তোমার প্রাণধন স্থাপন করিয়া কুমার হোসেনের নিকটে উপস্থিত কর। তাহা করিলে পরলোকে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিব। হে আমার প্রাণস্বরূপ পুত্র! যাও সেই মহাত্মার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর, ঈশ্বর

মার্গানুসারী বীর পুরুষদিগের ন্যায় সংসারের সুখলালসা পরিত্যাগ কর, সুখ শাকে পদাঘাত করিয়া বন্ধুর অভিমুখে চলিয়া যাও, এ বিষয়ে একাগ্র হও, সংসারকে পশ্চাতে রাখিয়া দেও, প্রেমের পথ গ্রহণ, বুদ্ধির ভাব বিসর্জ্জন কর, বন্ধুর সন্নিদ্ধ আসন লাভ কর, বিপদকে অভ্যর্থনা কর।”

ওহেব বলিল “স্নেহময়ি জননি! কুমার হোসেনের প্রতি আমার প্রাণগত ভালবাসা তাঁহার জন্য প্রাণ দানে ক্ষতি মনে করি না। কিন্তু মা! সেই নব পরিণীতা ভার্য্যা যিনি এই বিদেশে আমার সহচরী হইয়া আছেন, আমার মন তাঁহার বিষয় ভাবিতেছে, তিনি এখনও আমার প্রণয়ের ফলভোগ করেন নাই। তুমি অনুমতি কর, আমি তাঁহার নিকটে যাই ও তাঁহাকে বুঝাইয়া বিদায় লইয়া আসি।” জননী বলিলেন “যাও, কিন্তু স্ত্রীলোক নির্ব্বোধ, সাবধান। সে কুহক কুমন্ত্রণাতে যেন তোমাকে প্রতারণা না করে। তুমি তাহার কথায় স্থায়ী সম্পদ-চিরকালের সৌভাগ্য হইতে যেন বঞ্চিত না হও।” ওহেব বলিল “মাতঃ! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমার প্রাণ কুমার হোসেনের প্রণয় রজ্জুতে এরূপ বদ্ধ নয় যে প্রবঞ্চনার অঙ্গুলি দ্বারা কেহ সেই গ্রন্থি উন্মোচন করিতে পারে। প্রেমের ছবি আমার হৃদয়ফলকে এরূপ অঙ্কিত নয় যে প্রতারণা বারি তাহাকে ধৌত করিতে পারে।”

অতঃপর যুবক পত্নীর নিকটে আগমন করিয়া বলিল “হে আমার প্রিয়তম ভার্য্যে! হৃদয়ের প্রণয়িনি! অদ্য এই করবলার প্রান্তরে মহাপুরুষ মহম্মদের বংশধর কুমার হোসেন বিপদাপন্ন, উপায়হীন ও নিঃসহায়, স্বদেশ ও স্বজনচ্যুত। ইচ্ছা যে আমার জীবন সম্পত্তি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করি, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদান করিয়া সৌভাগ্য সঞ্চয় করি, তাহাহইলে পরলোকে ঈশ্বরের প্রসন্নতা, মহাপুরুষ মহম্মদের আনুকূল্য, কুমারের জনক জননীর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার আমার প্রাণের সঙ্গী ও সহায় হইবে।” ইহা শ্রবণ করিয়া যুবতী আশা ও উৎসাহের সহিত বলিল “হে আমার সন্তাপহারী বন্ধো! জীবনের সখা সহস্রপ্রাণ কুমার হোসেনের কিঙ্করদিগের জন্য উৎসর্গ হউক। যদি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিতে বিধি থাকিত, আমি কুমারের জন্য সংগ্রাম করিয়া প্রাণদান করিতাম। কিন্তু একটী কথা, আমি নিশ্চয় জানি যে যিনি অদ্য কুমারের জন্য প্রাণ দিবেন,

কল্য তিনি পবিত্র স্বর্গের প্রান্তরে গৌরবের বাহনে ভ্রমণ করিবেন এবং স্বর্গীয় প্রাসাদে অপ্সরা বিদ্যাধরীগণের সঙ্গে সম্মিলিত হইবেন। অতএব এস কুমারের নিকটে যাই, ও তুমি তাঁহার সন্নিধানে যাইয়া এই প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবে না, সেই নিত্যধামে আমি তোমার সহায় ও সঙ্গিনী বন্ধু থাকিব।" ওহেব বলিল "উত্তম কথা।" পরে উভয়েই হোসেনের নিকটে উপস্থিত হইল। যুবতী ব্যাকুলভাবে করুণস্বরে বলিল "কুমার! শ্রুত আছি ধর্ম্মযুদ্ধে যাহারা ভূমিশায়ী হয়, স্বর্গের অপ্সরাগণ স্বীয় অঙ্কদেশ তাহাদের মস্তকের উপাধান করিয়া থাকে। পরলোকে তাহারা তাহাদের সখী সহচরী প্রণয়িনী হয়। এই যুবক প্রাণদানের প্রার্থী, আমি তাহার প্রণয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারি নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি এস্থানে নিরাশ্রয়া নিঃসহায়া। এখানে আমার পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় বন্ধু কেহই নাই। আমার প্রার্থনা যে কেয়ামতের দিন * যেন ইনি আমাকে তত্ত্ব করেন, আমারে পরিত্যাগ করিয়া যেন স্বর্গলোকে চলিয়া না যান—পরন্তু এই অনাথাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করেন, যেন আমি তোমার কন্যা ও ভগিনী মণ্ডলীর মধ্যে থাকিতে পারি। আমি তোমার অন্তঃপুরে তোমার একজন কিঙ্করী হইয়া থাকিব। তাহাহইলে আমার পবিত্রতার প্রতি কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।" হোসেন যুবতীর কথা শুনিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও কাঁদিয়া উঠিল। ওহেব আহ্লাদ সহকারে পত্নীর সকল কথায় সম্মতি দান করিয়া অঙ্গীকারে বদ্ধ হইল ও তাহাকে হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিল। তৎপরে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া সমরক্ষেত্রে উপনীত হইল। প্রবল পরাক্রমে সংগ্রাম করিয়া শত্রু পক্ষের শত শত বীরপুরুষকে শমন সদনে প্রেরণ করিল, পরিশেষে শত্রুর করবালের আঘাতে ছিন্নকণ্ঠ হইয়া পরলোকে চলিয়া গেল। জননী তাহার ছিন্ন মস্তককে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন তুমি "ধন্য ধন্য! তুমি মহাকার্য্য করিয়াছ, তুমি আমার যথার্থ পুত্র, তুমি আমার প্রাণ। এইক্ষণ আমার পূর্ণ প্রসন্নতা তোমার লাভ হইল।" তৎপরে মাতা সেই মস্তক

---

* মুসলমান শাস্ত্রে পাপপুণ্য বিচারের জন্য, এক নির্দ্দিষ্ট দিন আছে। সে দিন সকল মৃতব্যক্তি কবর হইতে উত্থান করিবে। তাহাই কেয়ামত।

বধূর ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। বধূ অঞ্জন শলাকায় স্বামীর মস্তকের শোণিত গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বীয় নেত্রদ্বয় রঞ্জিত করিল।

অলঙ্কার।

সম্ভ্রম প্রীতি।

(১২৯ সংখ্যার পর)

শেষবারে যখন আমরা অলঙ্কারের বিষয় লিখি, পাত্র ভেদে প্রীতির বিকাশ গুলি লিখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। সে প্রতিজ্ঞা বহু কারণে পূরণ হয় নাই। আমরা পাঠিকাগণকে পুনরায় এ বিষয় অবগত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কোন্ সময় কোন্ প্রকার প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইবে আমরা জানি না। সুতরাং এবারকার যত্নও কত দূর কৃতকার্য্য হইবে, আমরা বলিতে পারি-পারিতেছি না।

দাস প্রভু, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, বন্ধু এবং মনুষ্য আমরা প্রীতির অবলম্বন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহাতে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সঙ্গে আমাদিগের প্রথমেই মতভেদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা প্রীতিকে রসের মধ্যে আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহারা দম্পতীর প্রণয়েই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহারা প্রীতিকে কেন এক স্থানে আবদ্ধ রাখিলেন, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। সচরাচর প্রীতির প্রগাঢ় ভাব দম্পতীর মধ্যেই লক্ষিত হয় এবং প্রীতির যত প্রকার বিকাশ আছে, তাহা তদ্ভিন্ন অন্যস্থলে সাধারণতঃ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা অতি সাধারণ, সকল লোকের চক্ষেই পড়ে, কার্য্যে প্রধানতঃ তাহাই বর্ণনার বিষয়। তাঁহারা এই জন্যই প্রীতির অন্যান্য বিকাশ ছাড়িয়া দিয়াও বৎসল রসকে (পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ) স্বতন্ত্র একটী রস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় লোকাতীত হওয়া অনুচিত, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কাব্যাঙ্কিত যে ছবির সহিত লোকের সহানুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাই তাহার বর্ণন নিষ্ফল ও উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু

মনুষ্যত্বের আদর্শ লইবার কালে কবিকে তাঁহার ছবি গুলি চিত্রিত করিতে হইবে, তখন তিনি শুদ্ধ অসাধারণতা দোষে কোন একটী বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহার বর্ণনা বলে যদ্যপি তিনি পাঠকের হৃদয়কে সাধারণ সমভূমি হইতে উন্নত করিয়া তুলিবেন বলিয়া স্বীয় পদগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি মনুষ্য জাতির কোন সম্বন্ধের বিষয় উপেক্ষা করিতে পারেন না। যেখানে ধর্ম্মোপদেষ্টর কথা গিয়া পৌঁছিতে পারেনা, সেখানে যখন তাঁহার স্বর গিয়া পৌঁছিবে, তখন তিনি এ সম্বন্ধে আত্মকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে পারেন না। এই বিষয়ে উপেক্ষা করাতেই "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ" বলিয়া কাব্য পাঠ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দাস প্রভুর সম্বন্ধকে প্রীতির বর্ণনার বিষয় করাতে প্রথমেই এই আপত্তি উত্থিত হইতেছে। দাস ও প্রভুর মধ্যে প্রীতির উচ্চ বিকাশ অসাধারণ। সচরাচর দাস সকল অতি মূর্খ, যৎসামান্য অর্থের জন্য আপনাদিগের স্বাধীনতা বিক্রয় করে, প্রভুও নিষ্ঠুর ভাবে অর্থের বিনিময়ে পরিশ্রম গ্রহণ করেন। এ দুয়ের মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রীতি কি প্রকারে সম্ভাবিত হইবে? সত্য বটে সাধারণতঃ এই প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দাস প্রভুর উচ্চতর প্রীতি সম্বন্ধে অসাধারণ দৃষ্টান্তেও আছে। তুলনায় দম্পতী মধ্যে প্রীতির উচ্চ বিকাশ সাধারণ বটে, কিন্তু কাব্যে বর্ণনীয় তাহার অসাধারণ বিকাশ। যদি পৃথিবীতে দাস প্রভুর প্রীতির উচ্চ বিকাশের কোন দৃষ্টান্ত না থাকিত তবে এ প্রকার আপত্তি শোভা পাইত। যখন দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক দাস প্রভুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল সাধন করিয়াছে, প্রভুও দাসের জন্য যথেষ্ট ক্লেশভার বহন করিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধকে বর্ণনায় বিষয় হইতে অন্তরিত করা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নয়। কোন কাব্য দাস প্রভুর প্রীতি উপলক্ষ করিয়া বর্ণিত হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা রসত্ব গ্রহণ নিষ্ফল এ আপত্তি কার্যকর বোধ হয় না। কাব্যে বর্ণনীয় বিষয় অনেক থাকে। নায়কের জীবনের সমুদায় ঘটনার সঙ্গে প্রীতিমান দাসের অতি নিকট সম্বন্ধ। সেই সকল বিবিধ ঘটনার মধ্যে যদি সেই দাস প্রীতি সমুচিত ব্যবহার অসাধারণ ভাবে প্রদর্শন করিতে পারে, তবেই তাহার কাব্যে প্রধান পদ লাভ হইল। বৎসল রসসম্বন্ধেও যখন এই

একই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, তখন বৎসল রস যদি রস মধ্যে গণ্য হয়, ইহা সম্ভ্রম প্রীতি রস মধ্যে কেন পরিগণিত হইবে না ?

সম্ভ্রম প্রীতি রস স্থাপন করিতে গিয়া আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হইল। না বলিলে নয় এই জন্য বলিতে হইল। যখন লোকের চিরপরিচিত পথে পদচারণা করা যায়, তখন যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না। পরিচিত পথ ছাড়িয়া গেলেই, অনেক কথা বলিয়া উহার ঔচিত্য প্রদর্শন করিতে হয়। সে যাহা হউক, এখন আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

সম্ভ্রম প্রীতির অবলম্বন প্রভু। প্রভুকে অবলম্বন করিয়া যখন এই প্রীতির উদ্রেক হয়, তখন প্রথমতঃ তাঁহার কি কি গুণ বর্ণনীয় তাহাই অগ্রে বিচার্য্য। প্রথমতঃ প্রভুর দাসের প্রতি নিয়ত কারুণ্য প্রকাশ করা আবশ্যক। এই করুণার সঙ্গে যদি দৃঢ় প্রীতি অবস্থিতি না করে, তবে তাহা দৌর্ব্বল্যে পরিণত হয়। আমরা করুণরসের সঙ্গে দৃঢ়ব্রতত্ব গুণের একত্র কেন উল্লেখ করিলাম, পাঠিকাগণের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। প্রভুর স্বীয় ব্যবহার যদি অব্যবস্থিত হয়, তিনি যতই কেন করুণ হউন না, দাসের সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতে পারেন না। দাস যদি জানে আমার প্রভু যাহা বলিতেছেন, যাহা করিতেছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত, সত্যসঙ্গত, ইহার ব্যতিক্রম তাঁহার দ্বারা কখন সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহার বাক্য ও আচরণে তাহার শ্রদ্ধা হয় এবং তাঁহার ব্যবহার সুমিষ্ট করিয়া তুলে। প্রভু এক দিকে যেমন দৃঢ়ব্রত হইবেন, তেমনি তাঁহার ক্ষমাশীলতা এবং শরণাগত পালকত্ব গুণ থাকা আবশ্যক। তিনি সর্ব্বদা দাসের প্রতি অনুকূল, সত্যবাক্, শুভকারী, প্রণতাসুহৃৎ, প্রতাপা, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রবিৎ, বদান্য, তেজস্বী, কৃতজ্ঞ, প্রেমবশ্য ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হইবেন। অন্যান্য গুণ গুলি দেখিবা মাত্রই দাসের প্রতি প্রভুর উপযোগী গুণ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু দাসের প্রতি প্রভুর কৃতজ্ঞতা—ইহা শুনিতে একটু অসংলগ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। ফলতঃ এ গুণ না থাকিলে আর সকল গুণ দাসের চিত্তাকর্ষণে সক্ষম হয় না। যেখানে কৃতজ্ঞতা নাই, সেখানে উল্লিখিত অন্যান্য গুণ গুলিও স্থান পায় না। দাস প্রভুর জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিল, শরীরের শোণিত ক্ষয় করিতে কুণ্ঠিত হইল না, অথচ প্রভু সে সকল অবশ্য প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন, কিছুমাত্র তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইলেন না, এস্থলে পরস্পরে প্রীতিসঞ্চার অসম্ভব।

দাস পরিশ্রম করিয়া প্রভুর পরিশ্রম ন্যূন করিয়া দিল, তাঁহার মূল্যবান সময় অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত করিবার সহায়তা করিল, দুঃখ বিপদের সময় স্বয়ং দুঃখাপদ স্বীকার করিয়া তাঁহার দুঃখ বিপদ লঘু করিল, যে অবস্থায় অন্য সকলে পরিত্যাগ করিল, সে সময়ে বিশ্বস্ত ভৃত্য স্বীয় প্রভুকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না, সঙ্কট সময়ে উপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করিয়া প্রভুকে সঙ্কটোত্তীর্ণ করিল, এই রূপ নানা প্রকার উপকারে যদি প্রভুর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার না হয়,তবে তিনি দাসের কেন—কাহারও প্রীতিপাত্র হইতে পারেন না। এই একটীর অভাবে আর সকল গুণই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কৃতজ্ঞতা প্রীতিরই মানদণ্ড মাত্র, যেখানে কৃতজ্ঞতা নাই, সেখানে প্রীতিরও অভাব।

প্রভুর গুণের বিষয় আমরা এক প্রকার উল্লেখ করিলাম, এখন দাসের কি প্রকার গুণ থাকা আবশ্যক, তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। বিনীত ও বাধ্য ভাব দাসের সর্ব্ব প্রধান গুণ। এই গুণ দ্বারা সে প্রভুর চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। দাস যদি প্রভুর নিয়ত আজ্ঞানুসারী হয়, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়, বিনয় নম্র ব্যবহারে প্রভুর প্রীতিলাভ করে, তবে আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রভু বিপদাপন্ন হইলে যে দাস আপনাকে বিপন্ন মনে করে, প্রাণাত্যয়েও তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সম্পদ বিপদ সকল সময়েই যাহার প্রভুর প্রতি অনুরাগ অপ্রতিহত থাকে, সেই দাস প্রভুর অবশ্য প্রীতিপাত্র। প্রণয়ের একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে, প্রীতিপাত্রের অভাব সকল বাক্যে জ্ঞাপন না হইলেও প্রীতি প্রভাবে অনায়াসে সে সকল জানিতে পারে। এই জন্য প্রীতিমান্ দাস সর্ব্বদা আপনার প্রভুর অভাব সকল বিলক্ষণ অবগত থাকে। ঐ সকল অভাবের বস্তু যোগাইতে তাহার ইঙ্গিতেরও প্রয়োজন হয় না। দাস প্রীতিপ্রভাবে প্রভুর চিত্তজ্ঞ হয়, এবং চিত্তজ্ঞতা গুণে সে অনায়াসে প্রভুর চিত্ত অপহরণ করে।

দাস চারি প্রকার:—অধিকৃত, আশ্রিত, পার্ষদ এবং অনুগত। যাহারা প্রভুর নিকটে কোন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া তৎ সাধনে নিযুক্ত থাকে, তাহারা অধিকৃত। যাহারা স্বয়ং আসিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহারা আশ্রিত। যাহারা প্রভুর সঙ্গে নিয়ত অবস্থিতি করে, তাহারা পার্ষদ। যাহারা সর্ব্বদা প্রভুর সেবায় অনুরক্ত, প্রভুর যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই নির্ব্বাহ করে, তাহারা

অনুগত। এই সকল দাসে ক্রমে প্রেম, স্নেহ ও অনুরাগ উপস্থিত হয়। প্রভুর প্রতি সম্ভ্রম যখন বদ্ধমূল হয়, আর ত্রাস হইবার আশঙ্কা থাকে না, তখন উহা প্রেমে পরিণত হয়। প্রেম দ্বারা চিত্ত যখন একেবারে দ্রবভাব ধারণ করে, তখন তাহাকে স্নেহ এবং যখন প্রীতিপাত্রের জন্য দুঃখ সুখ বলিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহাকে অনুরাগ বলা যায়। আলঙ্কারিক রীতিতে নির্ণয় করিতে হইলে স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব সঞ্চারিভাব পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণ করিয়া এই রূপ বলিতে হয়। সম্ভ্রম প্রীতিতে সম্ভ্রম স্থায়ীভাব ; প্রভু অবলম্ব ভাব, অনুগ্রহ তাঁহার সহবাস সংসর্গ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব ; সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর নিয়োগ বহু মনে করা, প্রভুর যাহারা বশম্বদ তাহাদিগের প্রতি প্রেম ও সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষার অভাব ইত্যাদি অনুভাব, হর্ষ, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য চিন্তা, স্মৃতি, প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। (ক্রমশ)

আবর্ত্ত।

বিশ্বাধিপতি এই পৃথিবীর কত বস্তুতে যে কত প্রকার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা মনুষ্য যত দর্শন করে ততই তাঁহার অসীম শক্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়া আপনার ক্ষুদ্র বল বুদ্ধিকে ভুলিয়া যায়। এমন যে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্য যে অর্ণবপোতের ন্যায় আপনার সুবৃহৎ দেহ সাগরজলে বিস্তৃত করিয়া রাজ পরাক্রমের সহিত জলরাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, জলের মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর জল আছে, যেখানে ঐ তিমি একবার উপস্থিত হইলে রসাতলশায়ী হয়, আর জলের উপরিভাগে উত্থিত হইতে পারে না। উপরে যে ছবিটী রহিয়াছে উহা একটী আবর্ত্ত, উহার জল নিয়ত ঘূর্ণায়মান হইতেছে। যে কোন বস্তু উহার উপরে যায়, স্থির হইয়া থাকিতে বা উহার টান এড়াইয়া অন্য স্থানে আর যাইতে পারে না। গভীর জলরাশির অদ্ভুত টানে সেই বস্তু ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে ক্রমে গভীর জলগর্ভে নিমগ্ন হইতে থাকে। ঐ দেখ প্রকাণ্ড অর্ণবপোতখানি উহার উপরে পড়িয়া কিরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে! জলের মধ্য হইতে যেন কোন ভীমপরাক্রম জলরাক্ষসী উহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রবলবেগে জলের ভিতর টানিয়া লইতেছে। তিমি মৎস্য জলে ক্রীড়া করিতে করিতে কখন ঐ আবর্ত্তে পতিত হইলে একবারে প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া জলের সহিত তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। তাহার বৃহৎ দেহের আঘাতে জলরাশি চতুর্দ্দিকে তোলপাড় হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই ঘূর্ণী রাক্ষসীর গ্রাস হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। আবর্ত্ত আপনার ভয়ঙ্কর শক্তিতে দুর্জ্জয় জন্তুসকলকে অর্ণবপোতের ন্যায় গর্ভসাৎ করিয়া ফেলে।

নরওয়ের নিকটে উত্তর মহাসাগরে মালষ্ট্রম নামক একটি আবর্ত্ত আছে। উহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও প্রসিদ্ধ। উপরে উহার ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। ঐ সাগরের মধ্যে দুইটী দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপদ্বয়ের মধ্যে একটী গভীর প্রণালী আছে, তাহার জল ৬ ঘণ্টা কাল উত্তর দক্ষিণে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। যে সময়ে জলের স্রোত অধিক প্রবল হয়, কিম্বা বায়ু অধিক বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই সময় জলঘূর্ণন উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন ঘূর্ণন প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে, তখন ইহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও ভীষণ শব্দে দর্শকগণ বিস্ময়াপন্ন হয়। নায়েগারা নদীর জলপ্রপাত অপেক্ষাও ইহার শব্দ অধিক ভয়ঙ্কর ও অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার তর্জ্জন গর্জনে প্রস্তরময় উপকূল সকল

যেন কম্পিত হইতে থাকে। ঐ ঘূর্ণী জলের মধ্যস্থল হইতে বহুদূরে একটী প্রবল স্রোত বহিতেছে। তাহার সীমায় কোন জাহাজ আসিয়া পড়িলে একবারে তাহা প্রবলবেগে আবর্ত্তের মধ্যস্থলে আকৃষ্ট হয়. জাহাজের বৃহৎ বৃহৎ পাল দাড় প্রভৃতি যত কেন তাহার প্রতিকূলে স্থাপন করা যাউক না, কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারা যায় না। আবর্ত্ত সমুদ্রগর্ভস্থ প্রস্তরময় পাহাড়ের গায়ে জাহাজকে পুনঃ পুনঃ আছড়াইয়া চূর্ণ করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড সকল তরঙ্গ দ্বারা উৎক্ষেপ করিয়া থাকে। বৃহৎ তিমিকেও এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এককালে হত হইলে উপকূলে নিক্ষেপ করে। ভল্লুক প্রভৃতি ইতর প্রাণী সকল এক দ্বীপ হইতে অপর দ্বীপে যাইবার নিমিত্ত সাঁতার দিবার সময় এই জলস্রোতের টানে পড়িয়া প্রাণভয়ে একবারে ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে থাকে এবং প্রাণ-রক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই রক্ষা পায় না। পরিশেষে প্রবল প্রচণ্ড ঘূর্ণনের গর্জ্জন ও আকর্ষণের মধ্যস্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়া গভীর জলগর্ভে নিমগ্ন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভূমধ্যস্থসাগরে শিশিলি দ্বীপের নিকট চেরিবডিস নামে একটী আবর্ত্ত আছে। কিন্তু তাহা মালষ্ট্রমের মত ততদূর ভয়ঙ্কর নহে এবং সেখানকার জল সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত হয় না। অনেক নদী মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত আছে। আমাদের ভাগীরথী নদীতে টিটেগড় নামক স্থানে 'বিশালাক্ষীর দহ' নামে একটী আবর্ত্ত আছে, তাহার জল নিয়ত উচু নিচু হইতেছে। বোধ হয় যেন কোন গুপ্তশক্তি জলমধ্যে থাকিয়া জলরাশি আন্দোলন করিতেছে। উহার উপর নৌকা গেলে তুফানে যেমন নৌকা অস্থির হইয়া একবার উচু ও একবার নীচু হয় ও জল উঠিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ হয়। পলতার নিকট যেখানে গঙ্গাজল পরিষ্কৃত হইয়া নলের দ্বারা কলিকাতায় আনীত হয়, সেইখানে 'কপালেশ্বরের ঘোল' নামে একটী আবর্ত্ত আছে, তাহাতে প্রথমতঃ একটী ঢেউ উঠিতে দেখাযায়। সেই ঢেউ অত্যন্ত দ্রুতবেগে অনেক দূর হইতে একটা বৃহৎ চক্রের আকার ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শোঁ শোঁ শব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র করিয়া পরিশেষে একটী ক্ষুদ্রতম চক্রে পরিণত হয় এবং কল কল শব্দ করিতে করিতে অত্যন্ত জোরের সহিত জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এমন জোরে জল ভিতরে প্রবেশ করে, যে চতুর্দ্দিক অপেক্ষা সেই স্থানটা অত্যন্ত নীচু হইয়া যায়।

কোন বস্তুতে আশ্চর্য্য কোন শক্তি দেখিলে মনুষ্য অজ্ঞানতা বশতঃ তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আপনাদের বুদ্ধিশক্তি অনুসারে নানা প্রকার ঘটনা কল্পনা করিয়া থাকে। এই সকল আবর্ত্তের ভয়ঙ্কর শক্তি দেখিয়া পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের মনুষ্যগণ ইহাতে অদ্ভুত ঘটনা ও দৈবশক্তি প্রভৃতির আরোপ করিয়াছে। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার সন্নিকট চারঘাট নামক একটী স্থান আছে। তাহার নিকটে একস্থানে যমুনা নদী ইছামতীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। সেই-স্থানে 'হরেসুঁড়ির দহ' নামে একটী ক্ষুদ্র আবর্ত্ত আছে। এইরূপ প্রবাদ যে চারঘাটের ঠাকুরবার নামক পীর হরে সুঁড়ি নামক এক ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সপরিবারে ঐ স্থানে জলে ডুবাইয়াছেন। সমুদ্রের গর্ভে স্থানে স্থানে পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের গায়ে গহ্বর থাকে। সেই সকল গহ্বরে ঢেউ সকল যখন আঘাত করিতে থাকে, তখন একটা গম্ভীর শব্দ উত্থিত হয় এবং পাহাড়ের উচ্চ নীচতার জন্য তরঙ্গ সকল সেই স্থানে অত্যন্ত উচ্চ নীচ হয় এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা কত স্থানে কত প্রকার রহিয়াছে! মনুষ্যেরা যে পরিমাণে বুদ্ধিশক্তি মার্জ্জিত করিতেছে, সেই পরিমাণে তাহার কারণ বুঝিতে সমর্থ হইতেছে। যশোহর জেলার মধ্যে বরিশাল নামক স্থানে কামানের তোপের ন্যায় একটা গভীর শব্দ দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ শুনিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান দ্বারা এইরূপ নির্ণয় হইয়াছে যে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে কোন পাহাড়ের গহ্বরে ঢেউ লাগিয়া এইরূপ শব্দ হইয়া থাকে।

আবর্ত্ত সকলের যতদূর কারণ বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জলের মধ্যে পাহাড় প্রভৃতির অবস্থিতি, সবল স্রোতের গতিরোধ বা বাধা দিবার কোন প্রকার হেতু অথবা একদিক সরলগতি হইতে ২ একবারে অন্যদিকে জলের বক্রগতি প্রভৃতি প্রধান হেতু বলিয়া প্রতীত হয়। যাহা হউক আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত কত গূঢ় কারণ হইতে কত ব্যাপার নিয়ত এই পৃথিবীতে সংঘটিত হইতেছে, কে তাহা বুঝিতে পারে?

কি সুখ আমার। (১)

১

এইত শরত কাল পুনরায় আইল।
নিরমল শশধর গগনেতে উঠিল॥
অসংখ্য নক্ষত্র রাজী হাসি ২ ফুটিল।
অপরূপ বেশে ধরা পুনরায় শোভিল॥

২

এইত শরত কাল পুনরায় আইল।
অভাগীর মন আশা তথাপি না পুরিল।
সুন্দর শশাঙ্ক আজি করি দরশন
শৈশবের কথা হৃদে হইল স্মরণ।

৩

বহিল সুদীর্ঘ শ্বাস সে সব স্মরিয়া,
বহুদিন সুখ স্বপ্ন গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
নীরবেতে অশ্রুবিন্দু হইল পতন,
কিবা সুখে এ সংসারে রয়েছি এখন?

৪

অভাগীর এ দুঃখের নাহি অবসান
এ জীবনে আর সুখ পাব না কখন
অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ তাঁহার আনন
এ জীবনে আর নাহি পাব দরশন।

৫

প্রাসাদ উপরে বসি পুলকিত মনে
বলিতাম কত কথা শুনিত যতনে,
মৃদু ২ সমীরণ নীরবে বহিয়া
তাপিত জনের জ্বালা যাইত লইয়া।

---

(১) এ লেখাটী অতি সুন্দর হওয়াতে আমরা সম্পাদকীর স্তম্ভে গ্রহণ করিলাম। বা, বো, স।

৬

পূর্ণিমার নিশাকালে বিমল বিমানে,
হাসিয়া উদিত বিধু তারকার সনে,
প্রীতিভরে প্রতিবিম্ব চুম্বিত সরসী,
হেলি দুলি তার মাঝে খেলাইত শশী।

৭

হেরিয়া সে সব শোভা জুড়াত নয়ন,
এ সব যাতনা হৃদে ছিল না তখন।
এখন আমার চক্ষে বিষ দরশন,
কিছুতেই না জুড়াল তাপিত জীবন।

৮

কিছুতে মলিন মন হল না শীতল,
যত ভাবি তত বাড়ে যাতনা কেবল,
অবিরত মনে পড়ে পূর্ব্বের সকল,
প্রাণের প্রতিমা, মম পবিত্র নির্ম্মল।

৯

যখন বিষাদ ভরে যেতাম্ সদনে
হাসি মুখে সম্ভাষিত অতীব যতনে,
সকল মনের জ্বালা যাইত নিবিয়া
সরল পবিত্র সেই মুরতি হেরিয়া।

১০

প্রকৃতির নিয়মেতে চলেছে সংসার
তিথি মাস ছয় ঋতু আর সাতবার
নিরন্তর সুনিয়মে হতেছে চালিত
আমার মনের সাধ হলোনা পূরিত।

১১

যদিও নির্দ্দয় তুমি হয়েছ এখন,
তথাপিও কাঁদিতেছি তোমার কারণ,

সতত জাগিছ তুমি অন্তরে আমার
চিন্তার অনলে হৃদি হয়েছে অঙ্গার।

১২

অভাগীর কথা মনে পড়ে কি এখন?
কোমল্ অন্তর এবে পাষাণ মতন
নিরাশ সাগরে সুখ করি বিসর্জ্জন
কঠিন শিলার তুল্য করিয়াছ মন।

১৩

কিবা দোষে দোষী আমি নিকটে তোমার?
কেবল সহিছি নাথ যাতনা অপার,
মোর তরে নেত্র বারি করিও মোচন,
এ সংসারে অভাগীর কে আছে আপন?

১৪

যত দিন এ জগতে থাকিব বাঁচিয়া,
নিয়ত হৃদযে তুমি থাকিবে জাগিয়া
স্মৃতির তুলিতে যাহা এঁকেছি অন্তরে
সেই মূর্ত্তি চিরদিন রাখিব আদরে।

১৫

আর কোন স্থান নাহি পাইব সথায়
লভিব স্বর্গের সুখ হেরিলে তোমায়
মুহূর্ত্তের তরে যদি পাই দরশন,
না চাই লইতে হায় কুবেরের ধন।

১৬

মনে রেখ অভাগীরে বিদায় এখন,
চিতানলে এ যাতনা দিব বিসর্জ্জন
আনন্দে ত্যজিব দেহ তোমায় স্মরিয়া
পরকালে বিধি যদি দেন মিলাইয়া।

১৭

নেত্র বারি আর কেন হওরে পতন,
মোর তরে কেহ নাহি করিতে রোদন,
জীবনে নিরাশ এবে প্রণয়ে হতাশ।
চঞ্চল জগতে মম কিবা আর আশ!

১৮

সুখেতে কাটাও তুমি অমূল্য জীবন।
ঈশ্বর সদনে মোর এই নিবেদন।
তোমার সুখের কথা করিলে শ্রবণ,
প্রফুল্লিত হইবেক সন্তাপিত মন,
নীরবে জীবন দীপ নিবিবে যখন,
তখন তোমার মুখ করিব দর্শন।

কৃষ্ণনগরের পরিচিতা পাঠিকা

পতঙ্গজাতির কার্য্য কারিতা।

প্র। পতঙ্গজাতির প্রধান কার্য্য কি?

উ। পতঙ্গজাতি স্বভাবের প্রধান মেথর বা মলা পরিষ্কারক।

প্র। তাহারা কি মলা পরিষ্কার করে?

উ। সকল প্রকার ক্লেদ, মৃতদেহ এবং গলিত বা পচা বৃক্ষাদি।

প্র। এ সকল পদার্থ দূরীকৃত না হইলে কি অপকার হইত?

উ। তাহারা চক্ষু ও নাসিকার পক্ষে ক্লেশকর হইত এবং পীড়া জন্মাইত।

প্র। পতঙ্গেরা কি প্রকার ক্লেদ পরিষ্কার করে?

উ। পশু, পক্ষী ও সরীসৃপের ক্লে

প্র। কি কি পতঙ্গ ক্লেদ পরিষ্কার করে?

উ। মক্ষিকা এবং গোবর পোকা।

প্র। তারা যে প্রকারে ক্লেদ পরিষ্কার করে, তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

উ। তাহারা ক্লেদ খায় ও ক্লেদের মধ্যে গর্ত্ত খুলিয়া বাস করে, অথচ তাহাদের শরীরে ময়লার একটী দাগও লাগে না।

প্র। কোন্ কোন্ পতঙ্গ মৃতশরীর খায়!

উ। ডাঁশ, গোবর পোকা ও পিপীলিকা।

প্র। ডাঁশেরা কিরূপে পচা শব পরিষ্কার করে?

উ। তাহারা কেবল মাংসাদি খায় না, তাহাতে ডিম পাড়ে।

প্র। লিনিয়স ডাঁশের বিষয়ে কি বলেন?

উ। একটা সিংহ ও তিনটা ডাঁশে একটা মৃত ঘোড়া এক সময়ে খাইয়া ফেলিতে পারে।

প্র। এরূপ অসম্ভব কথা তিনি কিরূপে বলিলেন!

উ। ৩ টা ডাঁশ ৬০,০০০ ডিম্ব প্রসব করে, তারা ৫ দিনে বড়২ ডাশ হইয়া উঠে।

প্র। গোবর পোকার সংখ্যা কোথায় অধিক?

উ। বড় বড় নগরে।

প্র। তাহাদিগের দ্বারা কি উপকার হয়?

উ। তাহারা মৃত ও জীবন্ত পোকা ধরিয়া খায়, পচা মৃতদেহাদি খায় এবং গৃহের পোকা নষ্ট করে।

প্র। পিপীলিকার সংখ্যা অধিক কোথায়?

উ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে।

প্র। তাহারা কি উপকার করে!

উ। তাহারা দল বাঁধিয়া গৃহস্থের বাটীর ভিতর প্রবেশ করে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ময়লা সকল পরিষ্কার করিয়া ফেলে।

প্র। তাহারা কি পরিষ্কার করে?

উ। ইন্দুর, চিটকানা, গোবর পোকা, সোপোকা এবং শম্বুক প্রভৃতি জীবিত বা মৃত হউক, ইহারা আক্রমণ ও ভক্ষণ করে।

প্র। পোকারা পক্ষী প্রভৃতির কঙ্কাল বা হাড়ের গড়ন কিরূপে বাহির করে?

উ। একটী পক্ষীর পালক ছাড়াইয়া একটু মধু মাখাইয়া পিপীড়ার বাসার কাছে রাখিলে খাইয়া পরিষ্কার হাড়ের গঠন বাহির করিয়া দিবে। ধুইয়া পুঁছিয়া মনুষ্য এমন পরিষ্কার করিতে পারে না।

প্র। কোন্ ২ পোকা পচা উদ্ভিদ খায়?

উ। মাছি, মশা, পঙ্গপাল ও তুঁতপোকা।

প্র। মশাদিগের দ্বারা কি বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হয়?

উ। তাহাদিগের জন্য বদ্ধ জল পচিয়া বায়ুকে দূষিত করিতে পারে না।

প্র। কিরূপে?

উ। তাহাদিগের ছানা সকল জলের উপরিস্থ মলা পরিষ্কার করে।

প্র। পঙ্গপাল দ্বারা কি কার্য্য হয়?

উ। তাহারা আগাছা সকল খা-ইয়া ফেলে এবং তথায় ভাল ঘাশ ও শস্য জন্মে।

সেক্রেটিসের চরিত্র ও মৃত্যু।

সক্রেটিস গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী আথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। উহাঁর ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি এ পৃথিবীতে অতি অল্পই ছিলেন। গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লেটো, জেনোফন প্রভৃতি ইহাঁরই শিষ্য ছিলেন। ইনি কেবল অসাধারণ মেধা ও জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন এমত নহে; ইঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্র মনুষ্য জাতির আদর্শস্থল। সক্রেটিসের বিষয়ে অনেক নীতিগর্ভ ও কৌতুককর উপাখ্যান আছে। তাঁহার স্ত্রী জান্‌টিপা অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ও কলহপ্রিয়া রমণী ছিলেন। এমন স্বামী পাইয়া তিনি তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই, তিনি প্রায় দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্মনীতির উপদেশ দিয়া বাহিরে ২ বেড়াইতেন। বাটীতে যখনি যাইতেন, স্ত্রীর নিকট গালি তিরস্কার খাইতেন। বস্তুতঃ জান্‌টিপা তাঁহাকে জ্বালাইয়া বিরক্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু স্বামীর সাগর সমান গম্ভীর প্রকৃতির নিকট তাহা তৃণের আগুণের মত নিষ্ফল হইত। কথিত আছে একদিন জান্‌টিপা ঝঙ্কার ও মহা তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক সক্রেটিসকে গালি দিতে দিতে দেখিলেন, সক্রেটিস একটী উচ্চ বাচ্য না করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাই-তেছেন। তিনি অমনি ছাদ হইতে এক হাঁড়ী মলিন জল স্বামীর মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। সক্রেটিস হাসিয়া কেবল এই কথাটী বলিলেন "এত গর্জ্জনের পর বর্ষণ না হওয়াই আশ্চর্য্য।"

সক্রেটিস যদি স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহাহইলে তাঁহার ধৈর্য্যশীল হওয়া তত আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি ক্রোধনপ্রকৃতি হইয়াও আপনার চেষ্টায় তাহা সম্পূর্ণ দমন করিয়াছিলেন, ইহা অধিক আশ্চর্য্য। শুনাযায় এক সময় তাঁহার এক ভৃত্য কোন গুরুতর অপকর্ম্ম করাতে সক্রেটিস ক্রুদ্ধ হন এবং তাহাকে বলেন "যদি এখন আমার রাগ না হইত, তোমাকে বিলক্ষণ দণ্ড দিতাম।"

সক্রেটিসের চেহারা অত্যন্ত কদাকার ছিল। একজন গণক লোকের চেহারা দেখিয়া তাহার চরিত্র কিরূপ বলিয়া দিতে পারিত। ঐ গণকের বিদ্যা

পরীক্ষার জন্য কতক গুলি লোক সক্রেটিসকে তাহার নিকট লইয়াযায়। গণক পরীক্ষা করিয়া বলেন "ইহার ন্যায় দুষ্টপ্রকৃতির লোক আর দেখি নাই।" গণকের এই কথায় সকলে তাহাকে ভণ্ড বলিয়া প্রহার করিতে যায়, কিন্তু সক্রেটিস তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন "গণক ঠাকুর ঠিক্ গণিয়াছেন। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত দূষিত, আমার মনে অনেক কুইচ্ছা হয, আমি অনেক চেষ্টা করিযা সে সকলকে দমন করি।" (ক্রমশঃ)

বামাগণের রচনাবলী।

পিতৃ বিয়োগে কন্যার খেদ।

পিতা পিতা বলে আমি ডাকি একবার।
জনমের মত দেখা পাইব না আর॥
কোথায় গেলে ওগো পিতা হইয়া নিদয়।
তব কন্যা পুত্র কাঁদে ব্যাকুল হৃদয়॥
উচ্চরবে ডাকি পিতা না পাই উদ্দেশ।
কোথা আছ ওগো পিতা হয়ে ছদ্মবেশ॥
গৃহ দ্বার ছাড়ি পিতা পলায়ন করে।
ভ্রমিছ কি এবে তুমি স্বর্গীয় অম্বরে॥
তনয়া বিদায় দিয়া শ্বশুর ভবনে।
প্রস্থান করিলে পিতা ঈশ-সন্নিধানে॥
অভাগিনী সেই কন্যা এসেছে হেথায়।
চারিদিক নিরখিয়া দেখে শূন্য প্রায়॥
সেই ঘর সেই দ্বার সেই সমুদয়।
পিতা বিহনেতে সব অন্ধকার ময়॥
আদরিণী তব কন্যা হয়েছে আকুল।
বিষাদ সমুদ্রে পড়ি নাহি দেখে কূল॥
কে আর করিবে মোরে আদর সম্ভাষ।
এত দিনে সে আশায় হইনু নিরাশ॥
জন্ম জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছি।
এজনমে তাই আমি পিতা হারায়াছি॥

মম পিতা অদ্বিতীয় স্নেহের নিধান।
করিতেন দেবভাবে মর্ত্তে অবস্থান॥
মর্ত্তের নর'ক আর থাকিতে না পারে।
প্রাণ পাখী উড়ে গেলো বায়ুরূপ ধরে॥
এখন হয়েছ পিতা, স্বর্গীয় দেবতা।
কাঁদিতেছে তব কন্যা বলে পিতা পিতা॥
পিতা তুমি দয়াময় করুণা সাগর।
দেখিছ কি আমাদের দুর্দ্দশা নিকর॥
বিড়ম্বনা এত, ছিল বিধাতার মনে।
আকুল পরাণ যায় পিতা অদর্শনে॥
হায় বিধি তার সনে এত, বিসম্বাদ।
মম সনে তাই একি, সাধিতেছি বাদ॥
কি লাভ হইল তব পিতাকে হরিয়া।
অনাথা দুর্ব্বল জনে বিষাদে মথিয়া॥
কাঁদিতেছি দিনরাত মরমে মরিয়া।
মম প্রাণ বাহিরায় পিতা না দেখিয়া॥
মম প্রাণ বুঝি হবে পাষাণে গঠিত।
তাই এত শোকভারে না হয় চূর্ণিত॥
সবে বলে অবলার কোমল হৃদয়।
তবে কেন এতক্ষণ শোক ভার বয়?
আর যে সহিতে নারি দুঃখের লহরী
এস পিতা দাও দেখা অনুগ্রহ করি॥
কালিঘাটস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ভূত পর্ব্ব ছাত্রী।

* এই বালিকাটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় এবং এই তাঁহার প্রথম পদ্য রচনা। ইহার দুই একস্থানেই অতি সামান্য সংশোধন মাত্র করিয়া দিলাম। অভ্যাস করিলে ইনি যে কবিতা রচনায় দক্ষতা লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বা, বোং স।

বঙ্গ কামিনীর খেদ।

অস্তাচলে ভানু যবে করিলা গমন,
আরক্তিম রবি-কর হইল যখন।
কমলিনী ম্লান মুখে নত করি শির,
আবরিল আঁখিদ্বয় সলিল ভিতর।
নিশাসহ নিশানাথ নীলাম্বর মাঝে,
তারা গণ সহ আসি সুন্দর বিরাজে।
সরসীর স্বচ্ছনীরে সুনীল গগন,
প্রতিবিম্ব পড়ে কিবা সহতারা গণ।
সরসীর অম্বুরাশি সন্ধ্যা বায়ুভরে,
উথলিছে নভোসহ লহরে লহরে।
এক শশী শত খণ্ড হইয়া কেমন,
ক্ষণপ্রভা রূপ ধরি ঝলসে নয়ন।
কান্ত পেয়ে নলিনীর হরিষ অন্তর,
হাস্য মুখে নৃত্য করে সলিল উপর।
সরসীর চারি ধারে শোভে আহা কিবা,
পুষ্পোদ্যান পুষ্প সহ অতি মনোলোভা।
গন্ধবহ মধু গন্ধ আনিছে কেমন,
নাসিকার সার্থকতা করিছে সাধন।
সহকার সহ কত ব্রততী নিকর,
ভাতিয়াছে স্বচ্ছজলে বিম্ব মনোহর।
থেকে থেকে কুহুরবে কোকিল কুহরে,
সুধা যেন ঢেলে দেয় শ্রবণ বিবরে।
সেই সরে ছিল এক মর্ম্মর সোপান,
চন্দ্রমার স্নিগ্ধ করে অতি শোভমান।
আমি তথা একাকিনী নীরবে বসিয়ে,
বঙ্গবালা দুঃখ ভাবি ব্যথিত হৃদয়ে।

কেন বিধি নিরদয় স্বাধীনতা ধন—
হীন করি বঙ্গবালা করিলা স্বজন।
বঙ্গবালা দুঃখ দেখি পুরুষ কঠিন,
নাহি করে দয়া তারে রাখে পরাধীন।
পুরুষেরো বল, বীর্য্য স্বাধীনতা নাই,
গম্ভীরতা, বুদ্ধি, জ্ঞান হারায়ে সবাই।
তাই বুঝি অবলারো করিতে তেমন,
নাহি দেয় বিদ্যা চর্চ্চা করিতে কখন।
কভু যদি পুথি লয়ে বঙ্গাঙ্গনা গণে,
পাঠ করে সযতনে আহ্লাদিত মনে।
তাহাহলে সেই দণ্ডে পতি আসি কাছে,
কাড়ি লন পুথি খানি বিদ্যা শিখে পাছে।
কভু যদি বঙ্গবালা বসিয়া নির্জ্জনে,
স্বভাবের শোভা সব দেখে হৃষ্টমনে।
ঈশ্বরের মনোহর গঠন কৌশল,
ভাবে মনে তাঁহারিত দয়ায়, সকল।
স্থির ভাবে দাঁড়াইয়ে মানবের তরে,
সদা বাঞ্ছা তাহাদেরি উপকার করে।
ইহাতেও বঙ্গবালা শান্তি নাহি পায়,
ত্বরা করি দাসী আসি ডেকেলয়ে যায়।
ঈশ্বরের কীর্ত্তি দেখি জ্ঞান উপার্জ্জনে,
নাহি দেয় অনুমতি বঙ্গবালা গণে।
এইমত কত চিন্তা করিয়া করিয়া,
পড়িলাম সোপানেতে নিদ্রিত হইয়া॥

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৫৩ সংখ্যা । বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৮৩। । ১২ শ ভাগ

মৃত্যুকালীন মহাবাক্য।

খৃস্ট ধর্ম্মের প্রচারক মহর্ষি ঈশা স্বজাতীয়দিগের ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে তিনি উহাদিগের অত্যন্ত অপ্রিয় ও ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে প্রেকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া অতি নির্দ্দয়রূপে নিহত করে। ঈশা যখন ক্রুশে বিদ্ধ, তাঁহার মস্তকের উপর কণ্টকের মুকুট এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দর দর ধারে রক্ত বহিতেছে, তখন তিনি ঈশ্বরের নিকট তাঁহার প্রাণবধকারীদিগের জন্য এই প্রার্থনা করিলেন "পিতা! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে জানে না।"

সার ফিলিপ সিডনী নামক এক জন অল্প বয়স্ক ইংরাজ সেনাপতি ঝটফেন রণক্ষেত্রে একটা গোলা দ্বারা এরূপ গুরুতররূপে আহত হন, যে তাঁহার উরুর হাড় ভগ্ন হইয়া যায়। শিবির প্রায় এক ক্রোশ দূরে ছিল, সেই অবস্থায় তাঁহাকে সেখানে লইয়া যায়। অনর্গল রক্তপাত দ্বারা তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর দারুণ গ্রীষ্মকালের উত্তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। তিনি শিবিরে পৌঁছিয়াই এক গ্লাস জল আনিতে বলেন। জল পাত্র তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অধীনস্থ একটী আহত সৈনিক তাঁহার সঙ্গে নীত হইয়াছিল, সে সতৃষ্ণনয়নে গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। সার ফিলিপ সিডনী

তখনি জল পাত্র সৈনিককে পান করিতে দিলেন এবং বলিলেন "আমার অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন অধিক।" পরক্ষণেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

কার্ডিনাল উল্‌সী একসময়ে ইংলণ্ডে প্রভুত্ব ও ক্ষমতাতে সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। রাজানুগ্রহে যতদূর ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য হইতে পারে, তাঁহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডরাজ অষ্টম হেনরী যখন আপনার ধর্ম্মপত্নী কাথারিণাকে পরিত্যাগ করিয়া আনবোলিনকে বিবাহ করিবার প্রয়াসী হন, উল্‌সী তাঁহার সহায়তা না করাতে রাজার কোপের খর্পরে পড়েন। তাঁহার অট্টালিকা, ধনসম্পত্তি সকলি রাজাধিকার ভুক্ত হয়, তিনি নিজে সামান্য অপরাধীর ন্যায় ধৃত হইয়া রাজার নিকট আনীত হইতেছিলেন, পথে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রয় লন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। মরিবার সময় উল্‌সী বলেন "হায়! আমি রাজাকে আজীবন যেরূপ অচলা ভক্তির সহিত সেবা করিয়াছি, যদি তাহার অর্দ্ধেক ভক্তি দিয়া আমার ঈশ্বরের সেবা করিতাম, তিনি এ বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতেন না।"

লঙ্কাধিপতি রাবণ মৃত্যু শয্যাগত, রামচন্দ্র তাঁহার নিকট রাজনীতির উপদেশ গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলেন। রাবণ প্রাণনাশক পরম বৈরী রামচন্দ্রকে সমাদর করিয়া আপনার জীবনের পরীক্ষায় যে সকল সার কথা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সরল হৃদয়ে বলিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে দুইটী উপদেশ দিলেন 'শুভস্য শীঘ্রং' শুভকার্য্য যত শীঘ্র পার করিবে এবং 'অশুভস্য কাল হরণং' অশুভ কার্য্যে কাল বিলম্ব করিবে। লঙ্কেশ্বর আপনার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন "আমি স্বর্গমর্ত্ত রসাতল ত্রিভুবন জয় করিয়া সকল দেবতাকে আমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য করিয়াছিলাম। যমপুরীর ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে নরকে পাপীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত কাতর হইল, মনে করিলাম যমকে বলিয়া দিব, পাপীদিগকে আর যন্ত্রণা না দেয় এবং চৌরাশী নরক কুণ্ড বুজাইয়া ফেলিব। কিন্তু আজি নয় কালি এইরূপ করিয়া দিন গত হইল, অবশেষে হে রামচন্দ্র! তোমার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া জীবন শেষ হইল। দ্বিতীয়তঃ স্বর্গ অতি সুখময় স্থান, অনেক পুণ্য বা দৈববল ভিন্ন সেখানে কেহ যাইতে পারে না, এই জন্য মনে করিয়াছিলাম পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সিঁড়ী

করিয়া দিব, যে যখন ইচ্ছা করিবে, স্বর্গে আরোহণ করিবে এবং আমার চির-কীর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কিন্তু আজি নয় কালি করিয়া সময় অতীত হইল, শেষে হে রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে সংগ্রাম বাজিয়া আয়ু শেষ হইল। আর এক সময় মনে করিয়াছিলাম, পৃথিবীতে ক্ষীর, ইক্ষু, ঘৃত প্রভৃতি সমুদ্র থাকিতে আমার বাসভূমি লঙ্কাদ্বীপ কেন লবণ সমুদ্রে বেষ্টিত থাকিবে, অতএব লবণ সমুদ্র ছেঁচিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে ক্ষীরদ সমুদ্র স্থাপন করিব। কিন্তু আজি নয় কালি হইবে এইরূপ করিয়া দিন কাটাইলাম, অবশেষ হে দাশরথি! তোমার সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হইলাম, আর মনোরথ সিদ্ধ হইল না। অতএব 'শুভস্য শীঘ্রং' শুভ ইচ্ছা হইলে তখনি পূর্ণ কবিবে, কদাপি কাল বিলম্ব করিবে না। আর অশুভ কার্য্যে ঠিক্ ইহার বিপরীত করা উচিত। দেখ 'লক্ষ্মণদেব সূর্পনখার নাক কান কাটিয়াছেন বলিযা সে আসিয়া আমার পায় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তোমার ধর্ম্মপত্নী সীতাদেবীকে হরণ করিতে বলিল। আমার কেমন কুবুদ্ধি হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার কুমন্ত্রণা শুনিয়া সীতা হরণ করিলাম। ইহা না করিলে আমার রাজ্যও যাইত না, এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতির সহিত সবংশেও মরিতাম না এবং আমার নাম চিরকলঙ্কিত হইত না। অতএব অশুভ ইচ্ছা হইলে তাহা সাধনের কাল বিলম্ব করিবেক।" *

বৃহৎ জাতীয় পদ্ম।

পদ্ম সকল পুষ্পের রাজা, ইহার ন্যায় বৃহৎ পুষ্প আর কিছুই নাই। কিন্তু আমরা সচরাচর যে পদ্ম দেখিয়া থাকি, ইহা বৃহজ্জাতীয় পদ্মের তুলনায় কিছুই নয়। আমেজন নদের নিকটস্থ হ্রদাদিতে এই পুষ্প সচরাচর পাওয়া যায়। এই পদ্মের পাতার পরিধি ১২ হাত, ইহার শুভ্রবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ পুষ্প সকল জলের উপরে মৃণালাসনে হাসিতে থাকে। ইহার পাতা এরূপ দৃঢ়

---

* রাবণের কথার মধ্যে অনেক পৌরাণিক বর্ণনা থাকিলেও ইহার নীতি সকলকে আদরের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বা, বো, স।

যে একটী শিশু তাহার উপর সচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পারে, তথাপি তাহা জলে ডুবিবে না। পদ্ম দিনেই ফোটে, রাত্রে মুদিত হয়। কিন্তু বৃহৎজাতীয় পদ্ম যত রাত্রি হয়, তত ফুটিতে থাকে। প্রথমে তাহার বর্ণ শুভ্র, তৎপরে গোলাপী এবং সর্ব্বশেষে গাঢ় লোহিত হয়।

এই পদ্ম হইতে এক প্রকার সুগন্ধ উত্থিত হইয়া বায়ুকে আমোদিত করে। তিন দিন পরে ফুল বিশীর্ণ হইয়া জলমগ্ন হয় এবং বীজ পক্ক হইতে থাকে। আমেরিকার আদিনবাসীরা এই বীজ ছাড়াইয়া লয় এবং দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে।
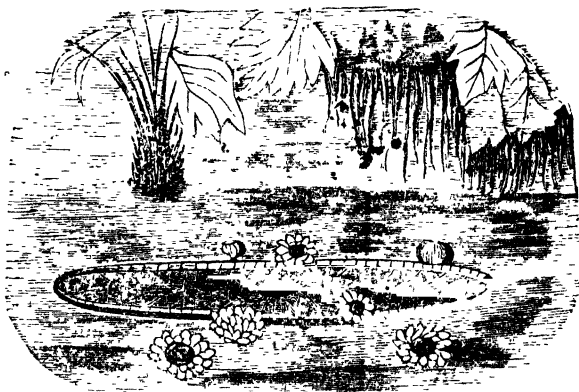
এই পদ্ম আবিষ্কারের এইরূপ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল এক পথিক আমেজন নদের তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে জঙ্গলাবৃত একটী গুপ্ত হ্রদ দেখিতে পায়। এই হ্রদ অতি সুন্দর বৃহজ্জাতীয় পদ্মে পূর্ণ ছিল। তিনি দেখিয়া এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে জলে ঝাঁপ দিয়া ফুল তুলিবার জন্য লোলুপ হইলেন। দেশবাসীরা তাঁহাকে নিরস্ত করিল এবং একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় কি ভাসিতেছে দেখাইল। একটী কুম্ভীর রৌদ্র পোহাইতেছিল। পথিক নিকটবর্ত্তী হইলে জলমধ্যে আকর্ষিত ও ভক্ষিত হইতেন। তিনি নিকটস্থ গ্রামে একখানি ডোঙ্গা ভাড়া করিলেন। হ্রদে ডোঙ্গা ভাসাইয়া এই আশ্চর্য্য বৃক্ষের পাতা ও ফুল তুলিতে লাগিলেন। পাতা এত বড়, যে ডোঙ্গাতে ২ টীর অধিক ধরিল না। পথিক এই পুষ্পের বীজ ইংলণ্ডে আনয়ন করেন। কিউ উদ্যানে সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়,

সেখানে কতকগুলি বীজ পাঠাইয়া দেন। একটী পুষ্করিণীতে হাফর করিয়া তাহাতে বীজ বপন করা হয়, পুষ্প সকল অতি সুন্দর জন্মিয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়ার নামানুসারে এই ফুলের নাম বিক্টোরিয়া রিজিয়া হয়। এই পদ্ম কলিকাতার গঙ্গাপারে কোম্পানির বাগানে একটী সরোবরে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা আমেরিকার পদ্মের তুল্য বৃহৎ না হউক, ইহা দেখিয়াও দর্শকগণ অত্যাশ্চর্য্য হইয়া থাকেন।

হিন্দু বিবাহ।

কাহার সহিত কাহার বিবাহ নিষিদ্ধ।

হিন্দুদিগের মধ্যে এখন যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিকে, বৈশ্য বৈশ্যাকে এবং শূদ্র শূদ্রকে বিবাহ করেন, এক বর্ণের পুরুষ অন্য বর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে না, পূর্ব্ব কালে এ নিয়ম ছিল না। 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' নীচকুল হইতেও গুণবতী স্ত্রীলোককে গ্রহণ করা হইত। বৈদিক সময়ে সকল বর্ণেরই মধ্যে বিবাহ চলিত। পৌরাণিক সময়েও উচ্চ জাতির পুরুষ নিম্ন জাতীয় স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিতেন। ক্ষত্রিয়কন্যা দ্রৌপদী যখন স্বয়ম্বর সভায় অর্জ্জুনকে বিবাহ করিতে যান, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিয়াছিলেন। এরূপ আরো কত শত দৃষ্টান্ত আছে। তবে সবর্ণ পাইলে অসবর্ণ বিবাহ হইত না। আর নীচ বর্ণের পুরুষ উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারিতেন না, এই মাত্র নিয়ম ছিল। অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ হিন্দুদিগের পতনের সময় অর্থাৎ কলিযুগেই হইয়াছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে,

> "সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং।
> দ্বিজানা মসবর্ণাসু কন্যাসু পরমস্তথা।
> ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥

সমুদ্র ভ্রমণ, গৃহস্থদিগের কমণ্ডলু ধারণ, দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অসবর্ণ বিবাহ, পণ্ডিতেরা কলিযুগে এই সকল কার্য্য পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন।

অসবর্ণ বিবাহ যাহা চিরকাল হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা রহিত হইবার মূল কি? বোধ হয় কলিযুগে ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছ জাতিদিগের অধিক সমাগম হইতে লাগিল, তাহাদিগের সহিত মিশিয়া হিন্দু জাতির পাছে বিলোপ বা কলঙ্ক হয়, এইজন্য বোধ হয় জাতি বন্ধন আরো দৃঢ়তর করা হয় এবং প্রত্যেক বর্ণ যাহাতে আপনার আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারে, তাহার উপযোগী ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়।

মনুর ব্যবস্থায় অসবর্ণ বিবাহের বিধি আছে। শূদ্র কেবল সবর্ণ বিবাহ করিবে, এইরূপ শাসন আছে।

এক ক্ষেত্রে যেমন এক প্রকার বীজ বপন করিলে ফসল উত্তম হয় না, সেইরূপ এক গোত্রের স্ত্রীপুরুষ বিবাহিত হইলে বলিষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট গুণান্বিত সন্তান উৎপন্ন হয় না, ইহা হিন্দুরা অনেক কাল অবধি জানিতেন। এই জন্যে যাহাদের মধ্যে রক্তের সংস্রব আছে, তাহাদিগের বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পিতার সপিণ্ড, সগোত্র এবং সমান প্রবর এবং মাতামহের সপিণ্ড ও সমানোদকের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

যে সাত পুরুষকে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করা যায়, তাহাদিগকে সপিণ্ড বলে। এক ঋষির নামীয় বংশ সগোত্র। প্রবর গোত্রের শাখা। 'সমানোদক' যাহাদিগের তর্পণ করা যায়। ইহা চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্তই গণ্য হইয়া থাকে। সগোত্রাদির বিবাহ অতি জঘন্য বলিয়া হিন্দু সমাজে পরিচিত আছেঃ—

সমান গোত্র প্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্যচ।
তস্যামুৎপাদ্য চণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।।

সগোত্রা ও সমানপ্রবরা বিবাহে ও তাহার সংসর্গে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যায় এবং তদুৎপন্ন সন্তান চণ্ডাল হয়।

বৌধায়নের মতে না জানিয়া পিতার সগোত্রাকে বিবাহ করিলে তাহাকে মাতৃবৎ পালন করিতে হইবে।

এই জন্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছেঃ—

অসপিণ্ডাচ যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে।

মাতার অসপিণ্ডা এবং পিতার অসগোত্রা রমণী দ্বিজাতিদিগের বিবাহ ও সংসর্গ নিমিত্ত প্রশস্ত।

পরিণীয়ো সগোত্রাস্তু সমান প্রবরাস্তথা।
তস্যাং কৃত্বা সমুৎসর্গং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ।।
মাতুলস্য সুতাঞ্চৈব মাতৃ গোত্রাস্তথৈবচ।

সগোত্রা ও সমানপ্রবরা এবং মাতুল কন্যা ও মাতৃ সগোত্রাকে বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে।

পিসীর ও মাসীর কন্যাকে বিবাহ করিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপালন করিবে।

রক্তের সংস্রব যত দূর পর্য্যন্ত আছে, তাহা পরিত্যাগ করা হিন্দু বিধিসিদ্ধ। তবে তত অধিক দূর পর্য্যন্ত বিচার করিতে না চাহিলে একান্তপক্ষে উপদেশ এই;—

সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ॥

হে রাজন্! পিতৃপক্ষের সপ্তমী ও মাতৃপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাবিধি বিবাহ করিবে। অর্থাৎ পিতৃকুলের সাত পুরুষ এবং মাতৃকুলের পাঁচ পুরুষের মধ্যে শ্রাদ্ধে না বাধে এমত দেখিয়া কন্যা গ্রহণ করিবে। দ্বিজাতির যাহা বিহিত, শূদ্রেরও তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইংরাজী প্রবচন।

১। অভাব উদ্ভাবনের প্রসূতি।

২। ঘোলাটে জলে মৎস্য ধরিও না।

৩। বাতির দুই দিক্ জ্বালিও না।

৪। ছুঁচার ঢিবিকে পর্ব্বত করিও না।

৫। নিশ্চিত ছাড়িয়া অনিশ্চিত আশা করিও না।

৬। আত্ম প্রশংসার ঢাক বাজাইও না।

৭। ব্যথিত পদে ভ্রমণ করিও না।

৮। সাঁতার না জানিলে ডুব জলে যাইও না।

৯। নূতন হাকিম, নূতন হুকুম।

১০। কোন ব্যক্তি দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না।

১১। যারা শুনিয়াও শুনে না তাদের চেয়ে কালা কেহ নাই।

১২। যারা দেখিয়াও দেখিতে চায় না, তাদের চেয়ে অন্ধ কেহ নাই।

১৩। কোন গুলাব কণ্টক বিহীন নয়।

১৪। মনের ইচ্ছা থাকিলে কিছুই অসম্ভব নয়।

১৫। কিছু ত্যাগ করিতে চাহিও না, কিছু লাভও করিও না।

১৬। সকল অপব্যয় অপেক্ষা সময়ের অপব্যয় অপকৃষ্ট।

১৭। দুইটী অনিষ্টের কমটী গ্রহণ কর।

১৮। একটী কুদৃষ্টান্তে অনেক সদুপদেশ বিনষ্ট করে।

১৯। দুপর রাত্রির পূর্ব্বের ১ ঘণ্টা ঘুম, পরের দুই ঘণ্টার সমান।

২০। একজনের আহার অন্যের বিষ।

২১। একটী কণ্টকে আর একটী কণ্টক বাহির হয়।

২২। একটী পীড়িত মেষ সমুদায় পালকে নষ্ট করে।

২৩। আড়ালে ঘৃণা করা অপেক্ষা স্পষ্ট ভর্ৎসনা করা ভাল।

২৪। সুযোগ লোককে চোর করে।

২৫। সুবিধা ছাড়িলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

২৭। ধৈর্য্য সকল ব্যথার ঔষধ।

২৮। যেমন বৃক্ষ তেমনি ফল।

২৯। প্রতীকার অপেক্ষা নিবারণ ভাল।

৩০। অহঙ্কার বিনাশের পূর্ব্বে গমন করে।

৩১। দীর্ঘসূত্রিতা সময়ের চোর।

৩২। দুরবস্থার জন্য প্রস্তুত হও, ভাল অবস্থা আপনাপনি প্রস্তুত হইবে।

৩৩। হঠাৎ ক্রোধ সর্ব্বনাশ-জনক।

৩৪। শীঘ্র কাটতি হইলেই বণিক্ বড় মানুষ হয়।

৩৫। রোমনগর এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই।

৩৬। ক্ষুধাকে দমন কর ও জিহ্বাকে শাসন কর।

৩৭। বৎসর গত না হইলে তাহার কুফলের গণনা করিও না।

৩৮। অন্যের গুণানুসন্ধান এবং নিজের দোষানুসন্ধান কর।

৩৯। যে পর্য্যন্ত না পাও, পরিশ্রম কর, পরিশ্রম বিফল হইবে না।

৪০। আত্মরক্ষা স্বভাবের প্রথম নিয়ম।

৪১। চোর ধরিতে চোর নিযুক্ত কর।

৪২। আপনার স্থানে বৈস, কেহ তোমাকে উ'ইতে পারিবে না।

৪৩। নির্লজ্জ অভিলাষ পূরণের উপায়ও নির্লজ্জ।

৪৪। মিথ্যাবাদীকে দেখাইয়া দেও, তাহাকে চোর প্রমাণ করিয়া দিব।

৪৫। মৌন কোন হানি করে না।

৪৬। শীঘ্র পাকিলে শীঘ্র পচে।

৪৭। ভাল করিয়া জমাও, ভাল করিয়া খরচ কর।

৪৮। বাক্য সকলের আছে, কিন্তু চিন্তা অল্প লোকের।

৪৯। গায় দিবার লেপ যেমত লম্বা, সেইমত পা খেলাও।

৫০। লৌহ গরম থাকিতে থাকিতে পেট।

বিবিধ শিক্ষা।

১। যে কার্য্য করিতে স্থির করিয়াছ, তাহার আরম্ভ কর, কার্য্যের সুবিধা হইবে। সকলের মনে রাখা উচিত, আরম্ভ না হইলে কখন শেষ হইতে পারে না। বাগানের প্রথম আগাছাটী উপড়ান, ক্ষেত্রে প্রথম বীজটী বপন, সেবিংশ ব্যাঙ্কে প্রথম টাকাটী দেওয়া এবং পথের প্রথম মাইল চলা এ সকল যদিও সামান্য, কিন্তু মহৎ ফলদায়ক। যে কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছ তাহা আরম্ভ করিলে আগ্রহের পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার সহিত আশা, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আপনা হইতে আইসে; সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি হয়। কত ব্যক্তি স্বভাব সংশোধন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনের কত উপায় কল্পনা করিয়া থাকে, যদি তাহা ধরিয়া কার্য্য করিত, তাহারা মহৎ ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারিত। কিন্তু আজি নয় কালি করিয়া কার্য্যের আরম্ভ কখনই হয় না, তাহাদিগের উন্নতিরও কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

২। কেবল চক্ষু দ্বারা দেখিলে ৩০০০ নক্ষত্রের অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না। ছয় প্রকার আকারের নক্ষত্র দেখা যায়, তন্মধ্যে ২০ টা প্রথম এবং ৭০ টা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। যতদিন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, তত দিন এই পর্য্যন্ত জানা ছিল। কিন্তু এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া অসংখ্য

ক্ষুদ্র নক্ষত্র দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। লর্ড রসের দূরবীক্ষণ দ্বারা এত দূরস্থ নক্ষত্র দেখা গিয়াছে; যে (যদি আলোকের গতি প্রতি সেকণ্ডে লক্ষ ক্রোশ আইসে ধরা যায়,) উক্ত নক্ষত্রের কিরণ এই পৃথিবীতে আসিতে ১৪ হাজার বৎসর গত হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের মতে ৬০০০ বৎসর জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির ৮০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে!!

৩। সমুদ্রের গভীরতা—সার জেম্‌স রোস সমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা মাপেন। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের ৯০০ মাইল পশ্চিমে একটী স্থানের গভীরতা ৩০,৩০০ ফিট অর্থাৎ প্রায় ৬ মাইল হয়। উত্তমাশা অন্তরীপের ৩০০ মাইল পশ্চিমে একটী স্থানের গভীরতা মাপিতে ৪৯॥ মিনিট যায় অর্থাৎ ১৩,৩,৫৬ মাইল মাপা হয়। কাপ্তেন ডেনহাম রাইও জেনিরো ও উত্তমাশা অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিকের গভীরতা মাপেন, ইহা ৪৪২৩৬ মাইল হয়, হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর ২৮০০০ মাইল, ইহা হইলে সমুদ্র গর্ভে ২ টী হিমালয় ডুবিয়া যায়। পণ্ডিত লাপলাসের মতে সমুদ্রের মোট গভীরতা ৪।•৫ মাইল, যদি জলের পরিমাণ আর সিকি বাড়িত, তাহা হইলে সমুদায় পৃথিবী জলমগ্ন হইত, তাহার কেবল দুই একটা পর্ব্বত জাগিয়া থাকিত।

৪। কোন বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, মনুষ্যের জীবনের পরিমাণ তাহার নাড়ীর গতি দেখিয়া ঠিক্ করিয়া বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের পরমায়ু গড়ে ৭০ বৎসর। নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে গড়ে ৬০ বার ধরিলে সমুদায় জীবনে মনুষ্যের নাড়ী ২২০৭,৫২০,০০০ বার চলিবে। কিন্তু অমিতাচার বা অন্যান্য কারণে নাড়ীর গতি দ্রুততর হইতে পারে। যদি মিনিটে নাড়ী ৬০ বারের পরিবর্ত্তে ৭৫ বার চলে, ৫৬ বৎসরে নাড়ীর নির্দ্দিষ্ট গতি শেষ হইয়া যাইবে, সুতরাং পরমায়ু ১৪ বৎসর কমিয়া যাইবে। অধিক পরিশ্রম, অপরিমিত পান ভোজন এবং অন্যান্য অত্যাচার করিয়া লোকে অল্পায়ু হইয়া থাকে।

৫। তমাক সেবনে মানুষের অপকার হইলেও ঘোড়ার বড় উপকার হয়। ১৭৬০ সালে উইলিয়ম ইলিস নামে একজন ইংরাজ কৃষক ও অশ্ব-

বৈদ্য একখানি চিকিৎসাপুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে লেখেন প্রতিদিন ঘোড়ার ক্ষুরে এক কাঁচ্চা করিয়া তমাক দিলে ৭ দিনে তাহার গার পোকা, ক্ষুরের দোষ দূর হইবে এবং ক্ষুর শক্ত হইবে।

৬। মৎসা, মাংস, ফল ও তরকারী সকল বহুদিন টাট্‌কা রাখিবার সহজ উপায়—এই সকল দ্রব্য কিঞ্চিৎ জল বা তাহাদিগের নিজের ২ রসে ফুটাইতে হয়, পরে তাহা টিন বা কাচ পাত্রের মধ্যে এমন করিয়া বন্ধ করিতে হয় যে, ভিতরে এক বিন্দু বাতাস না যায়। ইহা হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিলে বা বহু দূরের পথে লইয়া গেলেও ঐ সকল দ্রব্য পচিয়া বা নষ্ট হইয়া যাইবে না।

৭। এক আকারের একই অক্ষর যদি সাদা কাগজের উপর কাল অক্ষরে এবং কাল কাগজের উপরে সাদা অক্ষরে ছাপান যায়; সাদা অক্ষর কাল অক্ষর অপেক্ষা বড় দেখাইবে এবং অধিকতর দূর হইতে পড়া যাইবে। ইহার কারণ কেবল আলোকের বিকীরণ শক্তি। চক্ষুর তলা যত প্রশস্ত, উজ্জ্বল বস্তুর প্রতিবিম্ব তদপেক্ষা অধিক দূর বিস্তারিত হয় এবং কাল বস্তুর প্রতিবিম্ব যে স্থান অধিকার করে, তাহার উপরেও উজ্জ্বল বস্তুর প্রতিবিম্ব বিস্তারিত হইয়া পড়ে। সাদা অক্ষর এই কারণে বাস্তবিক যত বড়, তদপেক্ষা অধিক বড় দেখায়।

৮। অনেক বহু দর্শনে এই বিবরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছেঃ—হাজার লোকের মধ্যে ২০ জন প্রতি বৎসর মরিয়া থাকে। ৩০ বৎসর পরে কোন নগর বা গ্রামের লোক সংখ্যা পুনরায় নূতন হয়। বৃদ্ধ লোকদের গ্রীষ্মকালে যদি ৪ জন মরে, শীতকালে ৭ জন মরিবে। প্রত্যেক দেশের চতুর্থাংশ লোক অস্ত্রধারণে সমর্থ। স্ত্রীলোক ১০০ জন মরিলে পুরুষ ১০৮ জন মরিবে। স্ত্রীলোকেরা প্রায় ৬০ বৎসর বাঁচে। তৎপরে যদি বাঁচিয়া থাকে, পুরুষদের অপেক্ষা তাহারা কম মরিবে। যত মনুষ্য জন্মে, তাহার অর্দ্ধেক ৭ বৎসর হইবার পূর্ব্বে মরিয়া যায়। ৩১২৫ জন লোক মরিলে তন্মধ্যে ১ জন শত বৎসর বয়স্ক পাওয়া যায়। নিম্ন ভূমি অপেক্ষা উচ্চ প্রদেশে অধিক বৃদ্ধ লোক দেখা যায়।

উপন্যাস-কুললক্ষ্মী।

(১৪৭-১৪৮ সংখ্যা ২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

হেমলতার অনুমান সত্য, বস্তুতঃই কুললক্ষ্মীর বিমাতাও পাড়ার অন্যান্য বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ একত্র হইয়া কুললক্ষ্মী কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে বলিয়া নানা প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিল। কুললক্ষ্মী তাহাদের কথা বাহির হইতে শুনিয়া বড় ভীত হইয়া ধীরে ধীরে বাটী মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেরই মুখ আরক্তিম হইল; কুললক্ষ্মীর বিমাতা একে বারে ধাইয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশে ধরিলেন, বলিতে লাগিলেন "কুলাঙ্গারী!" তুই আমার মান খোয়ালি, আমার নাক কান সব কাটালি, জানিস্ না, তোর সম্বন্ধ করেছে, সে বরটী একজন বিশিষ্ট কুলীনের ছেলে, তোর এম্নি দুশ্চরিত্রের কথা শুনিলে তোকে কেন বিয়ে কর্‌বে? যাতনায় ও দুঃখে কুললক্ষ্মীর বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছিল, সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল "হে করুণাময় বিনোদকে কোথায় রাখিলে? তোমার এ দুঃখিনী কন্যাকে কে রক্ষা করিবে?" কুললক্ষ্মীর মাতা বলিলেন "নির্লজ্জা! এখনও বিনোদকে ডাকিস্? তাকে যমালয় পাঠান হয়েছে। ফের বিনোদকে ডাকিস্ তো তোকেও সেখানে পাঠাব।" কুললক্ষ্মীর বিমাতা আর বাড়াবাড়ি করিলেন না, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন শীঘ্র ওর বাবার নিকট সংবাদ দেওয়া যাক্, বিবাহটা দিয়া ফেলিলেই সোজা হইয়া আসিবে। পরে আপন ভ্রাতা ও অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে কুললক্ষ্মীকে শীঘ্র বিবাহ দিয়া ফেলিতে হইবে, আপাততঃ একটী ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা যাক্, তা হলে আর কোন ভয় নাই। কুললক্ষ্মীকে বলা হইল তোমার বাপ চিঠী লিখেছেন, তোমাকে বড় ঘরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। শীঘ্র চল গৌণ করিলে ভাল হইবে না। কুললক্ষ্মী ধীরে ধীরে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অনাথনাথ দীনবন্ধুকে ডাকিতে ২ ঘরে চলিল। ভাবিতে লাগিল, হায়! বড় ঘরই কি আমার শ্মশান হইবে।"

পাঠিকা ভগিনি! কুললক্ষ্মীর বর্ত্তমান অবস্থা পরে শুনিবেন, এক্ষণে কুললক্ষ্মী কে? এবং কেন এত কষ্ট পাইতেছে? তাই শুনুন। কুললক্ষ্মীর

মাতা কে এবং মাতুলালয় কোথা কেহ জানে না অধিক কি তাহা কুল-লক্ষ্মীও অবগত নয়। কুললক্ষ্মীর পিতাকেসকলেই জানে, কেননা তিনি সাহবাজ নগরস্থ একজন বিশিষ্ট কুলীন, তাঁহার নাম সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়; জীবিকা বিবাহ। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়ঃক্রম ৫৯ বর্ষের ন্যূন হইবে না, ১২ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া এ বয়সে ৩৫ টী বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই ভাটি অঞ্চলের, ১০। ১১ টী মাত্র মাত্র বিক্রমপুরের ভারী ২ শ্রোত্রিয় এবং কুলীন দুহিতা। তাঁহার পত্নীগণ সকলেই পিত্রালয়ে বাস করেন, তিনি আপন গর্ভধারিণী এবং চারিটী বিমাতা ও দুই তিনটী বৈমাত্র ভগিনীসহ সাহবাজনগরে বাস করেন, তাহার কন্যা সন্তানের মধ্যে সেই গৃহকন্যা কুললক্ষ্মী মাত্র। পুত্র ১০। ১১ টী আছে।

ভাটিঅঞ্চলে তিনি বিবাহ করিয়া অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিবাহের পরে আর সেখানে ২। ১ বারের অধিক যান নাই। যাহা-হউক এক্ষণে কুললক্ষ্মীর বিষয় শুনুন। উনবিংশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মাতা ও দুইটী ভগিনীসহ যাত্রীর দলে মিশিয়া কাশী-ধামে গমন করিয়াছিলেন। পথে সঙ্গীদিগেকে হারাইয়া দস্যু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হন। দস্যুরা তাঁহার নিকট যে কিছু পাথেয় ছিল অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। সর্ব্বেশ্বর কোন মতে কাশীতে উপস্থিত হইয়া এক দিন "বাঙ্গালি টোলা" বেড়াইতে গিয়া একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত পরিচিত হইলেন। ব্রাহ্মণের একটী যুবতী কন্যা ছিল, অর্থাভাবে কুলীন পাত্র আনিয়া তাহাকে বিবাহ দিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ জানিতে পারিলেন সর্ব্বেশ্বর ভাল কুলীন এবং অর্থাভাবে অত্যন্ত বিপদে পতিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, ইহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব। এই মনে করিয়া তিনি সর্ব্বেশ্বরকে নিজ বাসাতে সমাদরে বাস করাইলেন এবং কয়েক দিন তাহার চরিত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া একদিন কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বেশ্বরের অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, সুতরাং বিপুলানন্দে ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছু দিবস পরে তিনি ব্রাহ্মণকন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া ৭০ টী টাকা হস্তগত করিলেন। সর্ব্বেশ্বর মাতার

অনুরোধে এক বৎসর কাশী বাস করিয়া ব্রাহ্মণের অতি কষ্টে সঞ্চিত অর্থ ভোজন করিলেন। সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত, এমন সময় ব্রাহ্মণ তনয়ার একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। সর্ব্বেশ্বর কন্যা দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন, কেননা তাহার কুল রক্ষা করিবার জন্য একটী কন্যার বড় প্রয়োজন ছিল। সর্ব্বেশ্বর ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া দেশে গমন করিলেন যে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলেই তিনি আপন স্ত্রী ও কন্যা নিজ দেশে লইয়া প্রতিপালন করিবেন। সর্ব্বেশ্বর দেশে যাইয়া বিবাহের কথা প্রায় বিস্মৃত হইলেন, এমন সময় কাশী হইতে এক পত্র আসিল, তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে, তিনি মৃত্যু সময়ে একজন আত্মীয়ের হস্তে কন্যাটী সমর্পণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন ইহার স্বামীর নিকট পত্র লিখিবেন এবং তিনি আসিলে তৎসঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন। সর্ব্বেশ্বরর নিকট ক্রমে ক্রমে ৩।৪ খানা পত্র আসিল, তিনি যেন শুনিয়াও শুনিলেন না; বিশেষতঃ স্ত্রীকে প্রতিপালন করা যে অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম তাহা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কন্যার জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন, কারণ তদভাবে তাঁহার কুল যায় ২ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের আত্মীয় দুইবৎসর সর্ব্বেশ্বরের প্রতীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। তাহার বাটী কাশীতেই ছিল। ব্রাহ্মণের সেই আত্মীয়ও অল্প দিবস পরেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন, কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের পত্নীর ক্লেশ পাইতে হইল না, সেই আত্মীয় ব্যক্তির হেমচন্দ্র নামে একটী শিক্ষিত পুত্র ছিলেন, তিনি এই নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণতনয়াকে কন্যাসহ আপন ভগিনীবৎ প্রতি পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা ভগিনী কিছুই ছিল না এবং তিনি বিবাহও করেন নাই, সুতরাং একমাত্র সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রীই তাহার সংসার চালাইতে লাগিলেন। হেম বাবু কন্যাটীর নাম সরলা রাখিলেন এবং তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মাতার উত্তেজনায় এবং কন্যাটীকে আনিবার আশায় কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাশীধামে গমন করিলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহার পত্নীর বাসস্থান প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় হেম বাবু গুরু দরবার দর্শন করিতে অমৃত সহরে গমন করিয়াছিলেন। বাড়ীতে একটী

মাত্র চাকর ছিল। সর্ব্বেশ্বর পত্নীকে বলিলেন যে আমার বাড়ীতে চল, পরের বাড়ী থাকিয়া কাজ নাই। কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাতে সম্মতা হইলেন না, তিনি বলিলেন হেম বাড়ী না আসিলে যাওয়া কিরূপে হইবে, সে কি মনে করিবে? আপনি কিছু দিন থাকুন, পরে সে আসিলে যাইব। সর্ব্বেশ্বর বলিল তবে কন্যাটীকে দেও, আমার মাতা ইহাকে দেখিতে চান, দেখাইয়া আবার আনিব। কিন্তু তাহারা ইহাতে একেবারে কাঁদিতে লাগিল সুতরাং সর্ব্বেশ্বর মনে করিলেন যে অপহরণ করা ব্যতীত আর উপায় নাই। তিনি ২ মাস কাশীতে থাকিয়া কন্যা অপহরণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং এক দিন রজনীতে সরলাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বুঝিলেন যে ইহা স্বামীর কর্ম্ম। আপনার সাধ্যমত অনুসন্ধান করিলেন। পরে হতাশ্বাস হইয়া হেম বাবুর নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে দেখিলেন হেম বাবুর ওলাউঠা হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। তাহার এক বন্ধু এই পত্র খানা লিখিয়াছেন। সরলার আর অনুসন্ধান হইল না। তাঁহার মাতা বিষম বিপদে পড়িলেন। সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় হৃষ্টমনে কন্যা আনিয়া মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাহার দ্বারা কুল রক্ষা হইবে বলিয়া তাহার সরলা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কুললক্ষ্মী নাম রাখিলেন। কুললক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন এবং মাতা কোথা? এই প্রশ্ন মধ্যে মধ্যে করিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বসমীপে বলিয়াছিলেন যে কুললক্ষ্মীর মাতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং কুললক্ষ্মীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিতেন তোমার মাতা স্বর্গে গিয়াছেন। কুললক্ষ্মী বড় শান্ত ছিল, কেহ মারিলে বা তিরস্কার করিলে 'মা মা' বলিয়া কাঁদিত। পিতা কুললক্ষ্মীর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। বিবাহ হইবার দুই দিবস পূর্ব্বে সেই বরের মৃত্যু হইল সুতরাং কুললক্ষ্মী অবিবহিতা রহিলেন। বরের মৃত্যু হইলে কুলীনের কন্যার ঘর ভিন্ন বিবাহ হইতে পারে না, তবে অনেক টাকার দ্বারা নূতন ঘর করিলে হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর নির্ধন, বিবাহ করিয়া যে কিছু পান তাহা সাংসারিক খরচেই ফুরাইয়া যায়। সাহবাজনগরে দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন,

তাঁহার পুত্র বিনোদ কুললক্ষ্মীর অপেক্ষা ৬ বৎসরের বড়। তিনি শৈশবকাল হইতেই কুললক্ষ্মীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ তাহার মা নাই দেখিয়া সুশীল বিনোদ আরও অধিক ভাল বাসিতেন। কুলকে কেহ মারিলে বিনোদ তাহাকে মারিতেন, কুললক্ষ্মী মা মা বলিয়া কাঁদিলে বিনোদেরও চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইত. বিনোদ অতি দয়ালু ছেলে বলিয়া সাহবাজনগরস্থ সকলেই তাহার প্রশংসা করিত। বিনোদ প্রথমে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া নিজ মাতুলের সহিত কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, অচিরেই বিনোদ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। বিনোদ সাহবাজ নগরে থাকিতে কুলকে একটু একটু পড়িতে শিখাইতেন, আহ্লাদবশতঃ প্রথমতঃ কেহ বাধা প্রদান করিতেন না সুতরাং বিনোদের যত্ন সফল হইল, কুললক্ষ্মী অল্প দিনেই সুন্দর রূপে বাঙ্গালা শিখিলেন। বিনোদ কলিকাতা যাওয়ার পরেও কুললক্ষ্মী নিজ যত্নে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে অনেক বাধা পাইতে হইত। বিনোদ ছুটীর সময় সাহবাজনগরে থাকিতেন, সেই সময় কুললক্ষ্মীকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করিতেন। কুললক্ষ্মীর নিকট বিদ্যা ও ধর্ম্ম উভয় প্রিয় ছিল। বিনোদ কুললক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং কুললক্ষ্মীও বিনোদকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, কুললক্ষ্মী মনে করিতেন এ সংসারে বিনোদই তাহার আপনার লোক। বিনোদ কুলীন পুত্র, সুতরাং চারিদিক্ হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু তিনি বাল্য বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তাহার পিতা ও পিসা বলিলেন "পাঠ শেষ হইলে বিবাহের কথা।" যাহাহউক ৩।৪ বৎসর বিনোদ বিবাহের হস্ত হইতে মুক্ত পাইলেন। সকলে চুপি ২ বলিতে লাগিল বিনোদ বুঝি কুললক্ষ্মীকে বিবাহ করিবে। দুই এক জনে কৌতুক করিবার জন্য বিনোদের পিতার নিকট এই কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন "তাহা কি সম্ভব, আমরা তত উচ্চ কুলীন নই যে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দুহিতা আমার পুত্র বিবাহ করিতে পারেন।" দুই এক জনে কুললক্ষ্মীর পিতার নিকটেও এই প্রস্তাব করিল। তিনি বলিলেন "কাহার এতাদৃশ ভাগ্য যে আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে?

বামন হইয়া চাঁদ ধরা? কন্যাকে কাটিয়া ফেলিব, তবু আমি জীবিত থাকিতে উহা হবে না।” .

বিনোদের সম্বন্ধকেরা বিনোদকে বিবাহের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। এ দিকে কুললক্ষ্মীর পিতাও কুললক্ষ্মীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং কোনরূপে ৩।৪ শত টাকা হস্তগত করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ এক প্রকার স্থির করিলেন। বর মধ্যপাড়া নিবাসী খুব ভাল কুলীন, বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর, চারিটী মাত্র বিবাহ করিয়াছেন। কুললক্ষ্মী সম্বন্ধীদের নিকট বলিলেন “আমার বিবাহ হইয়া কাজ নাই, আমি চিরকাল কুমারী থাকিব।” কুললক্ষ্মীর পিতা মনে করিলেন যে বিনোদের প্রতি ভালবাসাতেই কুললক্ষ্মী এইরূপ বলিতেছে। অতএব বিনোদ যাহাতে কুললক্ষ্মীর নিকট পত্র লিখিতে এবং সাক্ষাৎ করিতে না পারে এমন স্থানে রাখা উচিত। তিনি এই স্থির করিয়া কুললক্ষ্মীকে ১ বৎসর যাবৎ বজ্রযোগিনীতে আপনার এক শ্বশুরালয়ে রাখিয়াছিলেন এবং এক বৎসর কাল বিবাহের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে ছিলেন। কিন্তু কুললক্ষ্মী কোন মতেই স্বীকৃতা হয় নাই। বিনোদেরও একটী সম্বন্ধ একবারে ঠিক হইল, বিনোদ জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্দে আসিয়াছিলেন সেই মাসেই তাহার পিতা বিবাহের দিন ধার্য্য করিলেন, বিনোদ সেই বিবাহ এড়াইবার জন্যে এবং কুললক্ষ্মীর বর্ত্তমান ক্লেশ মোচনের কোন উপায় করিবার জন্য বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের শুভদৃষ্টি।

সম্প্রতি আমাদিগের দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ দুইটী কার্য্য করিয়াছেন। প্রথম, ছাত্রীবৃত্তিস্থাপন দ্বিতীয়, বালিকাবিদ্যালয়ের পরিদর্শিকা নিয়োগ। বালিকাদিগের শিক্ষার পরীক্ষা ও পরীক্ষার উপযুক্ত পারিতোষিক দান না হইলে তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে

পারে না। এ দেশের বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা করিবার মেধা আমরা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বালিকারা বালকদিগের অপেক্ষা যে কোন অংশে নিকৃষ্ট এরূপ বোধ হয় হয় নাই, প্রত্যুত সমান সুবিধা পাইলে সমবয়স্ক বালক অপেক্ষা বালিকা অধিক শিক্ষা করিতে পারে, ইহাই আমাদিগের অনুভূত হইয়াছে। বালকদিগের পাঠনা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, উত্তরোত্তর পরীক্ষা করিবার এবং পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা আছে, বালিকাদিগের সেরূপ কিছুই নাই, সুতরাং বালিকাদিগের অপেক্ষা বালকেরা অধিক শিক্ষানৈপুণ্য প্রকাশ করিলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। এ দেশে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা বালিকাদিগের পরীক্ষা ও পারিতোষিক দানের প্রণালী সর্ব্ব প্রথমে রীতিমত প্রতিষ্ঠা করেন, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। গবর্ণমেণ্ট এই হিতকরী সভার সদৃষ্টান্তে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য যেমন নিম্ন শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর তিন প্রকার পরীক্ষা ও পারিতোষিকের নিয়ম আছে, বালিকাদিগের জন্যও সেইরূপ হইবে। বালকদিগের যে সকল পাঠ্য পুস্তক আছে, বালিকাদিগকেও তাহা পাঠ করিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। উভয়ের পাঠের প্রভেদ এই, বালকদিগের জন্য উচ্চ অঙ্গের গণিত ও বিজ্ঞানের স্থলে বালিকাদিগের সূচিকার্য্যের পরীক্ষা হইবে। ছাত্রবৃত্তি হিসাবে যত টাকা থাকে, তাহার অনধিক চতুর্থাংশ বালিকাদিগের জন্য প্রদত্ত হইবার অনুমতি হইয়াছে। বালিকারা বালকদিগের ন্যায় এক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া বৃত্তি লইয়া অন্য স্থানের উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা এক স্থানে থাকিয়া যাহাতে ছাত্রীবৃত্তি উপভোগ ও শিক্ষার উন্নতি করিতে পারে, তাহার নিয়ম হইতেছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আপাততঃ বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী এবং ঢাকা এই তিন বিভাগে ছাত্রীবৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে, কারণ এই তিন বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার সমধিক উন্নতি হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দেখিলে অন্য অন্য বিভাগেও এ রীতি প্রবর্ত্তিত হইবে। ছাত্রীবৃত্তি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার যে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহ দান করা হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু বালিকাদিগের বৃত্তি পরীক্ষার জন্য বালকদিগের হইতে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলে আমাদিগের মতে ভাল হয়। বালিকাবিদ্যালয় সকলে এখন যে প্রকার পাঠ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক স্থির হওয়া আবশ্যক। যেমন গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে বালিকাদিগের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইরূপ অন্য দুই একখানি পুস্তক অথবা পাঠ্যের সীমা পরিবর্ত্তন করিলে যদি আপাততঃ বালিকাগণের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক হয়, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বালিকাদিগের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু বালকদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া যদি বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কেবল আশা দিয়া নিরাশ করিবেন। বালকদিগের ছাত্রবৃত্তি সংখ্যাও তত অধিক নহে, তাহা হইতে টাকা কাটিয়া বালিকাদিগকে দিলে তাহারই বা কি পাইবে, ইহারাই বা কি পাইবে? তদপেক্ষা, গবর্ণমেণ্ট বালিকাদিগের নিজস্ব করিয়া যদি কিছু স্বতন্ত্র বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া দেন, তাহাহইলে কোন গোলযোগ হয় না।

গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় অনুগ্রহ ইনস্পেক্ট্রেস্ বা পরিদর্শিকা নিযোগ। বঙ্গদেশে রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী প্রথম পরিদর্শিকা পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর কন্যা বটেন, কিন্তু একটী ইংরাজের সহধর্ম্মিণী। ইহাঁর স্বামীর নামানুসারে ইহাঁর নাম বিবী হুইলার। বাঙ্গালী ও ইংরাজী নাম একত্র হইয়া ইহাঁর নাম মনোমোহিনী হুলার হইয়াছে। যাহাহউক মনোমোহিনী অতি সুশিক্ষিতা ও গুণবতী রমণী, তিনি পদের যথার্থ উপযুক্ত। ইংরাজ কন্যা এ পদ পাইলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম না, কারণ বাঙ্গালী মেয়েদিগের শিক্ষার পরীক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সুসাধ্য নহে। হিন্দু গৃহের বধূও এ কার্য্যের ভার গ্রহণে অসমর্থ, কারণ তিনি বিদ্যাতে পারদর্শিনী হউন, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত যোগ রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন, সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া পরিদর্শন কার্য্যও যে উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাও আশা করা যায় না। নূতন পরিদর্শিকা আপাততঃ কলিকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগণার বালিকা বিদ্যালয় সকল

পরিদর্শন করিবেন। মনোমোহিনী হুইলার তাঁহার পদোচিত কার্য্য সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাহ করিতে কৃতকার্য্য হউন, আমরা অন্তরের সহিত জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত পিতা ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির ন্যায় উপযুক্ত দেশহিতৈষী বাঙ্গালীদিগের পরামর্শ লইয়া বালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থাদি করেন, ইহা দেখিলে আমরা আহ্লাদিত হই। স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী স্থিরীকরণের এখনও অনেক বিষয় অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষ বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে।

পরিশেষে সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের গবর্ণর হইয়া বাঙ্গালীদিগের সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে যেমন উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেছেন, সেইরূপ দুর্ভাগ্য রমণীদিগের কল্যাণ বিধানার্থেও অগ্রসর হইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। তিনি যে সুনিয়মের সূত্রপাত করিলেন, তাহার কিরূপ কার্য্য হয় দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার অন্যান্য অভাব বিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

বালুকারণ্য।

পৃথিবীতে যেমন সমুদ্র আছে, জল ভিন্ন তথায় আর কিছুই দেখা যায় না, জঙ্গল আছে, ঘন বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; সেইরূপ বালুকারণ্য আছে, বালুকা ভিন্ন তথায় আর কিছুই নাই। বালুকারণ্য মরুভূমি, তথায় একটী বৃক্ষ বা তৃণ উৎপন্ন হইতে পারে না, একটী জীব বাস করিতে পারে না, তথায় একটী বিহঙ্গের সুস্বর বা মক্ষিকার গুণ গুণ শব্দ ও শ্রুত হয় না, কিন্তু দক্ষিণে বালুকা, বামে বালুকা সম্মুখে বালুকা, পশ্চাতে বালুকা, পদতলে বালুকা, চারিদিকে বালুকা ধূ ধূ করিতেছে। মস্তকের ঊর্দ্ধদিকে প্রচণ্ড সূর্য্য অগ্নিময় কিরণ বর্ষণ করে, কিন্তু তাহাকেও জ্বলন্ত বৃহৎ বালুকাপিণ্ড বলিয়া বোধ হয়। ইহার উপরে ভয়ানক ঘূর্ণা বায়ু উত্থিত হইয়া বালুকারাশি দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে এক করিয়া ফেলিয়া থাকে। পৃথিবীতে যদি কিছু ভীষণতম দৃশ্য থাকে, সে

এই বালুকারণ্য, কিন্তু ইহা দৃশ্য হইয়াও অদৃশ্য, কেন না ভ্রমণকারীকে সর্ব্বক্ষণই অন্ধ করিয়া ফেলে, তাহাকে আপনার করাল মূর্ত্তি দেখিতে দেয় না। বালুকারণ্য উষ্ণপ্রধান দেশেই সুবিস্তৃত রাজ্যরূপে বিস্তৃত দেখা যায়। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে দিল্লী হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত একটী বালুকারণ্য আছে। ইহা ভ্রমণ করিতে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। চিন তাতারে গবি নামক এক অতি বৃহৎ বালুকাময় মরুভূমি আছে। কিন্তু আরব ও আফ্রিকাতে ইহা যেরূপ ভীষণ আকারে প্রসারিত রহিয়াছে, এরূপ আর কুত্রাপি নহে। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে এই স্থান এরূপ ভয়াল মূর্ত্তি ধারণ করে যে তাহা বর্ণনা করা যায় না, সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন আসিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে বোধ হয়। মরুভূমি সকলের মধ্যে মধ্যে দ্বীপের ন্যায় এক একটী ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড আছে, তাহার ভাব ঠিক্ উহার বিপরীত। তাহাতে রসাল বৃক্ষাদি, সুন্দর পানীয় জলপূর্ণ জলাশয়, এবং শীতল ছায়া ও বায়ু-প্রবাহ পথিকের মনে স্বর্গের শোভা অঙ্কিত করে। বালুকারণ্য মধ্যস্থ দ্বীপাবলিতে মনুষ্যের বাসও আছে। এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানের অব্যবহিত সন্নিধানেই এরূপ মনোহর স্থান কেবল সৃষ্টিকর্ত্তার অপার করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

বালুকারণ্য যদিও নীরস বালুকাতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এক সময়ে ইহা জলময় সমুদ্র ছিল, সমুদ্র হইতে বাষ্প উঠিয়া ক্রমে তাহার লবণাংশ পড়িয়া থাকে এবং কালে এক এক সমুদ্রের জল সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায় ও তাহা বালুকারণ্যে পরিণত হয়। জগদীশ্বরের অপার কৌশল! তিনি নগরকে সমুদ্র এবং সমুদ্রকে নগর করিতেছেন। আবার জলময় সমুদ্রকে নীরস বালুকারণ্যে পরিণত করিতেছেন। এক সময়ে বালুকারণ্যও অগাধ জলপূর্ণ সমুদ্র হইবে আশ্চর্য্য কি? এই সকল ঘটনার কার্য্যকারণ সর্ব্বক্ষণই চলিতেছে, কিন্তু এক একটী পরিবর্ত্তন হইতে হয়ত লক্ষ বৎসর অতীত হইয়া যায়। পৃথিবী যে কত দিনের কে বলিতে পারে?

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বালুকারণ্য সাহারা। ইহা আফ্রিকার উত্তরাংশে কর্কটবৃত্তের উভয় দিকে স্থাপিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৩০০০ এবং

প্রস্থ ১০০০ মাইল। ইহার আয়তন সমুদায় আফ্রিকার পঞ্চমাংশ হইবে। ইহার উত্তরে মরক্কো; দক্ষিণে সেনিগাল নদী, পশ্চিমে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং পূর্ব্ব দিকে লোহিত সমুদ্র।

পৃথিবী ভ্রমণকারী সুবিখ্যাত হম্বোল্ট সাহারার বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—"বালুকারণ্যের প্রথম অংশ অনাবৃত সমতল পাষাণময় ভূমি, পর্য্যটক তাহার উপর দিয়া অনেক দিন গিয়াও বালুকার চিহ্ন দেখিতে পায় না, উপরে আকাশ এবং নীচে কেবল কঠিন মৃত্তিকা দেখিতে পায়। তৎপরে নুড়ি পাথরে পূর্ণ প্রশস্ত ভূমি, তাহার ভিতরে মধ্যে মধ্যে ৩০ ফিট নিম্ন উপত্যকা দেখা যায়। ইহা পার হইয়া গেলেই বালুকার সমুদ্র, তাহাতে লবণের পরিমাণ এত অধিক যে সমস্ত ভূমি লবণাবৃত বোধ হয়, দেখিতে ঠিক্ যেন শুভ্র বরফাচ্ছন্ন বিস্তৃত দেশ। মধ্যে মধ্যে হরিৎবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত এক এক খণ্ড ভূমি দেখা যায়, তাহা তালগাছ ও জলের উৎস দ্বারা সুসজ্জিত। এই দুই প্রকার ভূমির দৃশ্য এত আশ্চর্য্য বিভিন্ন, যে কবিরা বৈসাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত ইহা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। জীবন বালুকারণ্যের তুল্য এবং তন্মধ্যে সম্পদ এক একটী সুন্দর উদ্ভিদ ও জলপূর্ণ দ্বীপ। পথিক যখন বালুকারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, চক্ষু অন্ধপ্রায় হইয়া যায়, ধূলাতে কণ্ঠরোধ হয়, তাপ ও দারুণ তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া যায়, তখন এইরূপ একটী স্থান দেখিলে কি আহ্লাদিত হয়, কি আনন্দের সহিত তথায় পদার্পণ করে! কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে ঘোর বাত্যা, তাহাকে উড্ডীয়মান বালুকা দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় তাড়িতেছিল, মরীচিকা বারংবার প্রলোভন দেখাইয়া প্রবঞ্চনা করিতেছিল, সহস্র সহস্র ভ্রমণকারীর মৃত দেহ তাহার পথ ছাইয়াছিল এবং প্রতিক্ষণে মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিতেছিল। হঠাৎ সে যে স্থানে আসিয়া পড়িল, তথায় নির্ম্মল সলিলে কম্পমান বৃক্ষপত্রের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, হরিদ্বর্ণ তৃণশয্যায় ভূমিকে আশ্চর্য্য শোভান্বিত করিয়াছে, পুষ্পশোভিত সুপক্ক ফল ভরাবনত সহস্র সহস্র নিবীড় পল্লবাবৃত শাখা সম্মিলিত হইয়া চক্ষু পীড়নকারী সূর্য্য কিরণকে প্রতিরোধ করিয়াছে; যে বাতাস অগ্নিকুণ্ডের শিখার ন্যায় বালুকাময় ভূমির উপরে শরীর দগ্ধ করিতেছিল, তাহা এখন

সিগ্ধ ও সুগন্ধময় হইয়া পথিকের অঙ্গ শীতল ও সকল পর্যটন ক্লেশ দূর করিয়া দিতেছে।

মরুভূমির মধ্যে এই প্রকার হরিৎ ভূমিখণ্ড ব্যতীত মস্তক রাখিবার একটু স্থান আর কোথাও নাই। কিন্তু এরূপ ভূমিখণ্ডও অতি অল্প সংখ্যক। যে গুলি আছে, তাহারও অর্দ্ধিকাংশ গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহাতে লবণাক্ত অল্পমাত্র জল পাওয়া যায়। অন্য ঋতুতে জলাশয়ের ধারে উদ্ভিদ অবিলম্বে উৎপন্ন হইয়া জল শুকাইতে দেয় না। এই কারণে এই অরণ্য দিয়া সকল সময়ে যাইবার সুবিধা নাই। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতুতে টিম্বকটু হইতে টাফিলেট এবং ফেজান হইতে বোর্ণোতে যাত্রী সকল প্রায় গমনাগমন করিয়া থাকে।

বালুকারণ্যে বৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানেও প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না। আফ্রিকার নীল নদের নিকটে কেবল দুই এক স্থানে বৃষ্টি হয়। সমুদ্রের উপর বায়ু যেমন সংবৎসর এক দিকে বয়, ইহার উপরেও বায়ু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে নিয়ত বহিয়া থাকে এবং সেই দিকে বায়ুস্তম্ভ উঠিয়া থাকে। মিসর দেশীয় এক প্রকার কণ্টকবৃক্ষ অরণ্যের প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এক জন গ্রন্থকার বালুকারণ্যে এক দিন কাটান কিরূপ কষ্টকর, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। "বালুকারণ্যের ভিতরে পড়িয়া কোন্ দিকে গিয়া বিশ্রাম স্থান লাভ করিবে, তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পার না। প্রথম ২। ৩ দিন ছোট ছোট গুল্ম দেখিতে পাও, তৎপরে তৃণশূন্য প্রশস্ত মাঠে আসিয়া পড়। কত কত পাহাড় নূতন উৎপন্ন হইয়াছে, কত কত উপত্যকা গত সপ্তাহের ঝটিকা দ্বারা খনিত হইয়াছে, পাহাড় ও উপত্যকা সবই বালি, বালি, বালি, কেবল বালি, বালির পর বালি, তাহারই উপর দিয়া যাইতে হয়। পৃথিবী এরূপ বালুকাময় যে আকাশের দিকে চক্ষু উত্তোলিত করিতে হয়, কিন্তু সে আর কিছুর জন্য নয়, কেবল 'পরিত্রাহি' বলিয়া ঈশ্বরকে ডাকিবার জন্য। সূর্য্যের দিকে তাকাইতে হয়, তিনি খাটাইবার মনিব। তাহাকে দেখিয়া কি পরিমাণে কিরূপ খাটুনি খাটিতে হইবে, ঠিক্ করিয়া লইতে হয়। প্রাতঃকালে তাঁবু ফেলিলেই তিনি উপস্থিত হন। তুমি উষ্ট্র পৃষ্ঠে

আরোহণ করিয়া চল, তিনি পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতে থাকেন এবং সমস্ত দিন কাজ করিতে হইবে বলিতে থাকেন। তার পর অনেক ক্ষণ আর তাঁহার সহিত দেখা নাই। কারণ তোমার মুখ চক্ষু ঘোমটায় ঢাকা, তাঁহার উজ্জ্বল মহিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করিতে পার না। কিন্তু তা বলিয়া তিনি কাছে নাই, মনে করিবার যো নাই, জ্বলন্ত লৌহ শলাকা দ্বারা মস্তক সর্ব্বদা বিদ্ধ করিতে থাকেন। মুখে কথা নাই, তোমার আরব সঙ্গীরা গোঁয়াইতে, থাকে তোমার উষ্ট্রেরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তোমার চর্ম্ম পুড়িতে থাকে এবং স্কন্ধ ফাটিয়া পড়ে, যে রেশমের ঘোমটায় মুখ ঢাকা, তাহাই দেখ এবং তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের অলোকে এক একবার অতি কষ্টে উঁকি মার। কিন্তু দিন চলিয়া যায়, সূর্য্য ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে আসিয়া দেখা দেয় এবং কোমল করে তোমার হস্ত ধারণ করিয়া পারস্য রাজ্যের দিকে সুদীর্ঘ ছায়াপাত করিয়া চলিয়া যায়। (ক্রমশঃ)

হেক্তর ও ইন্দুমুখী।

(১১৭ সংখ্যা ২০৭ পৃষ্ঠার পর)

এতেক বলিয়া বীর সমুৎসুক মনে,
প্রসারেন বাহু, কোলে লইতে নন্দনে;
মস্তকে মুকুট ভাতি ঝকমক্ করে,
ভয়ে শিশু কান্দিয়া ধাত্রীরে আঁটি ধরে,
দেখিয়া দম্পতী মৃদু হাসিলা পুলকে
হেক্তর সত্বর সুস্থ করেন বালকে।
মস্তক হইতে "ভয়" করি উন্মোচন,
রাখিলা মুকুট ভূমে ঝলসে নয়ন।
আগ্রহে চুম্বিয়া সুতে, তুলি শূন্য-দেশে
প্রার্থনা করেন বীর দেবের উদ্দেশে :—
"হে ভূলোক পতি বিভু সর্ব্ব শক্তিমান্!
হে অমর বৃন্দ! রক্ষ আমার সন্তান!

আশীর্ব্বাদ করো যেন আমার সমান
রক্ষিবারে পারে ত্রয় রাজ্য-পাট মান'!
দেশ বৈরী-বিপক্ষেতে করিয়া সমর
ভবিষ্যতে হয় যেন দ্বিতীয় হেক্টর!—
এ রূপে সংগ্রাম-জয়ী হইয়া যখন,
আসিবে ফিরিয়া বাসে নাশি বীরগণ;
জয়-ধ্বনি করি লোকে বাড়া'বে সম্মান,
বলিবে, 'পিতার চেয়ে বীর বলবান!'
সন্তানের জয় ধ্বনি শুনি ত্রয়ময়,
উথলিবে জননীর প্রফুল্ল হৃদয়!"

এত বলি বীরবর, সতৃষ্ণ নয়নে
চাহি প্রিয়া-পানে, কোলে দি'লেন নন্দনে!
যতনে প্রাণের ধনে বুকেতে করিয়া,
সান্ত্বিলা সুন্দরী, ফিরি চাহেন হাসিয়া!
ভয়েতে নীরব শিশু শান্ত ভাব ধরে,
পুলকে মাতার নেত্রে অশ্রু-বিন্দু ঝরে!
আকুল বীরেন্দ্র তাহা করি দরশন
মুছাইয়া মৃদুভাবে করেন সান্ত্বন!—
"ইন্দুমুখি! জীবনের জীবন আমার!
বিদরে হৃদয় দুঃখ দেখিলে তোমার!
অসময়ে কেন প্রিয়ে! কর বিলাপন!
কাল-পূর্ণ না হলে কি মরে কোন জন?
থাকিতে সময় কার সাধ্য হিংসা করে?
পূর্ণ হ'লে পরমায়ু আপনিই মরে!
যে দিন যখন যার কাল পূর্ণ হ'বে,
অমনি আসিয়া মৃত্যু কবলিয়া ল'বে!
না মানিবে কোন বাধা, কাকুতি মিনতি,
না শুনিবে কোন কথা, নিষ্ঠুর নিয়তি!

বলেতে উপেক্ষা তার করিবার নয়,
ধন-জনে বশীভূত কখন না হয়,
কিছুতে তাহার গতি না হয় বারণ,
পলাইলে ত্রাণ নাই অবশ্য মরণ!
মর্ত্ত্য-লোকে নিয়তির অধীন সবাই,
জন্মিলে মরিতে হবে, অব্যাহতি নাই!
কেহ ক্ষণ, কেহ দিন, কেহ বর্ষ পরে,
কেহ বা শতায়ু কেহ দুই শত ধরে;
চিরদিন ভব ধামে, না রহিবে কেহ,
সমভাবে নাশ হ'বে সকলের দেহ!
ধনী-দীন, রাজা-প্রজা, ঋণী—মহাজন,
মূর্খ—সূক্ষ্ম-বুদ্ধিধারী, সাধু—অভাজন,
ভীরু—সাহসিক আর বীর-হীনবল,
সমভাবে মৃত্যু আগে নমিবে সকল!
তাই বলি, প্রাণপ্রিয়ে! স্থির কর মন।
অকারণ বিলাপনে কিবা প্রয়োজন!
সুস্থ হ'য়ে শশিমুখি, যাহ নিজালয়ে,
গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাক অন্যমনা হ'য়ে!
সমর আমারে প্রিয়ে, করিছে আহ্বান,
যাই চলি, হাসি কর বিদায় প্রদান!
বিলম্বে বিপদ রাশি বাড়িছে কেবল!
রণ-ক্ষেত্র পুরুষের পুরুষার্থ-স্থল!—
যথা বীরগণ ঘোর করিতেছে রণ,
সকলের অগ্রে আমি করিব গমন—
নামেতে যেমন অগ্রগণ্য সবাকার,
তেমতি বিপদে অগ্রে আহ্বান আমার!"
বলিতে বলিতে বীর সত্বর হইয়া,
মস্তকে মুকুট পুন পরেন তুলিয়া;

সান্ত্বিয়া প্রাণের ধনে বিবিধ যতনে,
বিদায় চুম্বন ল'য়ে বাহিরিলা রণে;
পাছে অমঙ্গল হয় ভাবিয়া অন্তরে,
নয়নের জল রামা নয়নে সম্বরে।
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি যেন প্রাণ বাহিরায়,
অনিচ্ছায় প্রাণেশ্বরে দিলেন বিদায়!
সতৃষ্ণ নয়নে ঘন চান বার বার,
বাষ্পে রোধে আঁখি দৃশ্য নাহি চলে আর।
ধীরে ধীরে ফিরে যান আবাসে আপন,
শোকে অবসন্ন হৃদি করে বিলাপন,
কাঁদে বামা, কাঁদে সাথে পুরনারী গণ
জীয়ন্ত হেক্তর-শোকে মরণ ক্রন্দন।

সমাপ্ত।

নূতন সংবাদ।

১। ১২৮৩সালের ১ লা বৈশাখ লর্ড লিটন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া গবর্ণর জেনেরল ও মহারাণীর প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সুমিষ্ট বাক্য, ও শিষ্টাচার দ্বারা সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছেন। আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনারল এক জন বিখ্যাত কবি এবং ভারতবর্ষকে বহু কবি ও পণ্ডিতের জন্মভূমি বলিয়া সমাদর করেন। তিনি এখন সহধর্ম্মিণী ও ৩টী শিশু কন্যার সহিত সিমলা পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। জগদীশ্বর তাঁহার রাজত্ব ভারতের মঙ্গলের কারণ করুন্।

২। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় লর্ড বিশপ মিলমানের পশ্চিমাঞ্চলে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি দেশীয় সমাজের ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইহাঁরই সাহায্যে ইহাঁর ভগিনী কুমারী মিলমানের দ্বারা ভবানীপুরে একটী বালিকাবিদ্যালয় সুন্দররূপে চলিতেছিল। সেটী বোধ হয় বন্দ হইবে।

৩। ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়া এখন আপনাকে ভারতেশ্বরী বলিয়া পরিচিত করিবার অভিলাষ প্রকাশ

করাতে 'Empress of India' অর্থাৎ ভারতের সম্রাজ্ঞী বলিয়া তাঁহার নূতন উপাধি স্থিরীকৃত হইয়াছে। আগামী ২৪ এ মে মহারাণীর জন্ম দিনে তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র তোপধ্বনি হইয়া তাঁহার এই উপাধি ঘোষিত হইবে।

৪। সম্প্রতি কলিকাতায় লোক সংখ্যা গণনা হয়। অধিবাসীর সংখ্যা ৪,২৩,০০০ হইয়াছে।

৫। বঙ্গদেশের রমণীগণ অপেক্ষা মন্দ্রাজের স্ত্রীলোকগণ অধিক উন্নতি প্রদর্শন করিতেছেন। পনুম জনাকামা রগাবিয়া নাম্নী একটী মান্দ্রাজী বিদ্যাবতী রমণী স্বামি সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণের চিহ্ন স্বরূপ 'পিক্‌চর অব ইংলণ্ড' নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

৬। ভারতহিতৈষী বাবু কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে যুবরাজের স্মরণার্থ আলবার্ট 'হল' নামে একটী গৃহ গত ১০ ই বৈশাখ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৭। ইংলণ্ডেশ্বরী অনেক দিনের পর আপনার শ্বশুরালয় জর্ম্মণি দর্শন করিয়া পুনর্বায় ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

৮। যুবরাজ গত ২০ বৈশাখ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ হইতেছে।

৯। রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী হুইলার কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হুগলীর বালিকা বিদ্যালয় সকলের পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। সোমপ্রকাশ পত্রে এই কয়েকটী ঔষধ প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠিকাগণের জানিয়া রাখিলে উপকার দর্শিতে পারেঃ—

(১) টাকের মহৌষধ—মস্তকে টাক ধরিতে আরম্ভ হইলে, সেই স্থানে বিচুটীর ডাঁটা বা ফল রগড়াইয়া দিবে। দিনের মধ্যে দুই বার দিবার বিধি। প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় এইরূপ ৩। ৪ দিন দিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে!

(২) বৃশ্চিক দংশন—বৃশ্চিক যে স্থলে কামড়াইবে, সেই স্থলে জীবিত মক্ষিকা রগড়াইয়া দিবে।

(৩) মুখব্রণ—স্থলপদ্মের পাপড়ী দিনে দুই তিন বার করিয়া ব্রণের উপর ৩। ৪ দিন দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

(৪) ছারপোকা বিনাশ—বাদা-

মের পাতা জলে ভিজাইয়া দ্রব্যাদিতে মাখাইবে, এবং সেই রস সমস্ত গৃহে ছড়াইবে, তাহা হইলে কিছু দিন ছারপোকা আর গৃহে দেখা দিবে না। ঐ পাতার রসে গন্ধক মিশ্রিত করিলে, নিশ্চয়ই ঐ কীট একেবারে বিনষ্ট হইবে।

১১। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ফিয়ার সাহেবের পত্নী লেডী ফিয়ার এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের একজন পরম বন্ধু। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। ইহাঁর যাইবার পূর্ব্বে বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু মনোমোহন ঘোষের বাটীতে ইহাঁর সম্মানার্থ একটী সভা হয়, তথায় দেশীয় বিদ্যার্থিনী অনেকগুলি রমণী কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দান করেন।

পুস্তক সমালোচনা।

১। হিতোপাখ্যান মালা ২য় ভাগ, পারস্য পুস্তক বুস্তা হইতে সঙ্কলিত। দৃষ্টান্তের সহিত উপদেশ প্রদান করিলে অধিকতর ফলোপধায়ী হয়। এই পুস্তকে আমরা যেমন তাহার সমীচীন উদাহরণ দেখিতেছি, এইরূপ আর অল্প পুস্তকে পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার সুনীতি ইহা হইতে শিক্ষা করা যায়, বিশেষতঃ ইহা পাঠ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা বর্দ্ধন করিবার উপায় লাভ করা যায়। এই পুস্তকখানি বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্য মধ্যে সন্নিবেশিত হইবার উপযুক্ত। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ নীতগর্ভ উৎকৃষ্ট পুস্তক নারীগণের জন্য বিশেষ আবশ্যক, এই গ্রন্থ দ্বারা সে অভাব অনেকটা পূর্ণ হইয়াছে। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ এ গ্রন্থ খানি অধ্যয়ন করিয়া উপকৃত হইবেন।

২। শিশুসন্তানের শিক্ষা বিষয়ে পিতা মাতার কর্ত্তব্য, বাবু গিরিশ চন্দ্র সেন দ্বারা প্রকাশিত। একখানি মহম্মদীয় পুস্তক হইতে ইহা অনুবাদিত। ইহার উপদেশ সকল পিতামাতাদিগের পক্ষে জানা উচিত, তদ্দ্বারা তাঁহারা বালক বালিকাদিগের অনেক ইষ্টসাধন করিতে পারিবেন। মুসলমান দিগের গ্রন্থে এরূপ সুনীতি ও সদাচারের উপদেশ আছে, দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইলাম।

বামাগণের রচনা।

নববর্ষ।

পরিয়া নূতন সাজ নবীন রাজন।
সুবিশাল বিশ্ব রাজ্য করিতে শাসন॥
হাসিতে হাসিতে আসি হইল উদয়।
প্রফুল্ল প্রকৃতি দেবী তাহার প্রভায়॥
নানা আভরণ পরি সাজিয়া যতনে।
যাইতেছে ধীরে ধীরে বরিতে রাজনে॥
নব পত্রে তরুগণ শোভিত সুন্দর।
গাইছে বিহগ গীত শ্রুতি মনোহর॥
সমীরণ মৃদু মৃদু বহিয়া বহিয়া।
নৃপতি মঙ্গল বার্ত্তা যাইছে ঘোষিয়া॥
আমোদে উন্মত্ত হয়ে নাগরিকগণ।
করিতেছে স্থানে, স্থানে মঙ্গলাচরণ॥
চলিলে বিরাশি ওহে ভারত ছাড়িয়া।
নিজ রাজ্য নিজ ধন অপরে সঁপিয়া॥
আশীর্ব্বাদ করি যাও বঙ্গবাসীগণে।
সদা যেন সুখে তারা থাকে প্রাণে প্রাণে॥
নবরাজ! এবে তব নবীন উৎসাহ।
সতত কুশলে কার্য্য করিবে নির্ব্বাহ॥
নবীন যুবকগণ নব আশা করে।
কায় মনে ব্রতী হবে দেশহিত তরে॥
মোহ নিদ্রা পরিহরি ভারত সন্তান।
শুভ কার্য্য তরে সদা হবে যত্নবান্॥
সাধিবে দেশের হিত সকলে মিলিয়া
মাননীয় হবে তারা সুপুত্র বলিয়া॥
ভারত অবলাগণ সদা বিষাদিনী।
বঙ্গদেশে জনমিয়া সতত দুঃখিনী॥

নাহি আশা নাহি সুখ নাহিক সহায়।
ভাগ্য তাহাদের প্রতি অতি নিরদয়॥
তাহাদের দুঃখ রাশি করিবে মোচন।
তোমার কুশল তারা করিবে কামন॥
সুনিয়মে নবরাজ্য করিবে শাসন।
প্রজা হিত কাজ সদা করিবে সাধন॥
তবে তো স্নেহের পাত্র হইবে সবার।
সুযশ তোমার সদা হইবে প্রচার॥
বঙ্গবাসী প্রতি ঘরে সুখেতে থাকিবে।
রাজার মঙ্গল চিন্তা নিয়ত করিবে॥
জগদীশ করিবেন তোমার মঙ্গল।
নিয়ত করহে তুমি বঙ্গের কুশল॥

কৃষ্ণনগর শ্রীপ্রসন্নময়ী।

বঙ্গীয়া ভগ্নীগণের প্রতি উপদেশ।

এস বঙ্গ ভগ্নীগণে, হরষিত হয়ে মনে,
ঈশ্বরের লইগে শরণ।
সুখেতে থাকিব সবে, কোন দুঃখ নাহি রবে,
এড়াইব শমন ভবন।
ভয়ানক দেশাচার, রবেনা রবেনা আর,
অন্তর্হিত হইবে নিশ্চয়।
যাইবে যতেক পাপ, হৃদয়ের অনুতাপ,
আর হবে ধর্ম্মের উদয়॥
কপটতা দূরে যাবে, অন্তর নির্ম্মল হবে,
মনে প্রীতি পাবো সর্ব্বক্ষণ।
অতএব ভগ্নী গণ, হয়ে আনন্দিত মন,
কর তাঁর নাম উচ্চারণ॥
বিপদ ভঞ্জন বই, দেখ আর গতি কই,
এ ভবে পাইতে পরিত্রাণ।

কেবা আছে হেন্ জন, রক্ষা করে সেই ক্ষণ,
যে সময় বাহিরাবে প্রাণ ॥
মাতাপিতা বন্ধুগণে, যত্ন করি অনুক্ষণে,
তথাপিও রাখিতে নারিবে।
ছাড়িয়া সবার মায়া, ত্যজি এ অলীক কায়া,
বন্ধুগণে ফেলিয়া যাইবে ॥
তাই বলি সকলেরে, বিশুদ্ধ হয়ে অন্তরে,
পড়ি এসো চরণে তাঁহার।
দয়াময় দয়া করে, সদয় হইয়া নরে,
পাপ হতে দিবেন নিস্তার ॥
আমাদের প্রতি ভাই, দয়া তাঁর সর্ব্বদাই,
এক ভাবে আছে সর্ব্বক্ষণ।
না ভোলেন কভু তিনি, কিবা দিবা কি রজনী,
অকাতরে করেন রক্ষণ ॥
সেই দয়াময় প্রতি, সদত রাখহ মতি,
ত্যাগ করি কুসংস্কার চয়।
বৃথা কাল্পনিক ভাবে, পূজিলে কি ফল পাবে,
নাহি হবে ধর্ম্মের উদয় ॥
অতএব এস ভাই, যাতে সবে ত্রাণ পাই,
সেই চেষ্টা করি হে যতনে।
দয়াময় চরণেতে, এস বলি সকলেতে,
ক্ষমা কর পাপিনী সন্তানে ॥
এ ভব সাগরে ভাই, তাত বিনা গতি নাই,
আমাদের নাহিক উপায়।
অসীম তাঁহার স্নেহ, বলিতে না পারে কেহ,
প্রণাম করহ তাঁর পায় ॥

শ্রীমতী হরিমতি চট্টোপাধ্যায় কালনা।

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS, HARINABHI.

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৫৪ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৮৩। | ১২শ ভাগ

পুরাণ কথা।

সমুদ্র মন্থন।

আমাদিগের পুরাণ সকলে 'সমুদ্র মন্থন' একটী পুরাকালীন অতি আশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া বর্ণিত আছে। যেমন কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপের কতকগুলি পণ্ডিত (১) এমন একটী বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যাহা আহার করিলে আর মৃত্যু হয় না; পূর্ব্বকালে দেবতাগণ সেইরূপ একটী দ্রব্য লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, এই দ্রব্যকে তাঁহারা 'অমৃত' বলিয়া অভিহিত করেন। অমৃত কোথায় পাওয়া যাইবে, এই চিন্তায় দেব-

(১) এই পণ্ডিতেরা 'Alchemists' বা ফলিত রাসায়নিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ইহাঁরা ৩ টী বস্তুর অনুসন্ধানে বিশেষ চেষ্টা করেনঃ—(১) পরশ পাথর (Philosopher's stone), (২) অমৃত রস (elixir of life), (৩) অবিশ্রান্ত গতি (Perpetual motion)। তাঁহাদের আশা ছিল, পরশ পাথর দ্বারা যাহা স্পর্শ করিবে, তাহাই স্বর্ণময় হইবে; অমৃতরস পানে মৃত্যু নিবারিত হইবে; অবিশ্রান্ত গতি দ্বারা একটী কল একবার চালাইয়া দিলে চিরকাল আপনাপনি চলিতে থাকিবে। দুঃখের বিষয়, পণ্ডিতগণ ৩ টীর একটীও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যাহাহউক, ইহাঁদিগের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ অদ্ভুত ও মহোপকারী রসায়ন বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

গণ ব্যাকুল হন। দেবগণ কোন সঙ্কটে পড়িলে অগ্রে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তাঁহারা অমৃতের সন্ধান জানিবার নিমিত্ত পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন, "সুর ও অসুরদল একত্র হইয়া সমুদ্রকে মন্থন করিলে অমৃত উৎপন্ন হইবে।" তিনি আরো বলিলেন "সমুদ্র মন্থন করিলে প্রথমে অনেক প্রকার রত্ন ও আশ্চর্য্য পদার্থ উৎপন্ন হইবে, কিন্তু তাহা পাইয়া মন্থনে ক্ষান্ত হইলে অভীষ্ট ফল লাভ হইবে না। ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমাগত মন্থন করিলে অবশেষে 'অমৃত' উৎপন্ন হইবে।"

বিষ্ণুর আদেশে দেবগণ সমুদ্র মন্থনে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহারা অসুরদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অসুরগণ দেবতাদিগের চিরশত্রু। কিন্তু দেবতাদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও অমর হইবার বড় অভিলাষ। সমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত পাইবে, এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সাহায্য দানে স্বীকৃত হইল—গোপনে স্থির করিল, যখন অমৃত উৎপন্ন হইবে, তখন দেবতাগণের নিকট তাহা কাড়িয়া লইয়া আপনারা খাইয়া ফেলিবে। যাহাহউক দেবগণ ও অসুরগণ অমৃত লাভের জন্য ত একত্র মিলিত হইলেন, কিন্তু সমুদ্র মন্থন কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে? আমাদিগের পাঠিকাগণের অনেকে 'ঘোল মন্থন' কার্য্য কিরূপে করিতে হয় জানেন। একটী মথন দণ্ড চাই, এক গাছি দড়ী চাই; দড়ীদ্বারা মথন দণ্ড ঘুরাইলে ঘোল হইতে মাখন উৎপন্ন হয়। কিন্তু সমুদ্রের মন্থন দণ্ড কত বড় চাই! তাঁহারা মন্দর পর্ব্বতকে মথন দণ্ড করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু সে পর্ব্বত এগার হাজার যোজন উন্নত ও সেই পরিমাণে ভূমি মধ্যে প্রোথিত তাহা কিরূপে উঠাইবেন? দেবতাগণ বিষ্ণু ও ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে তাঁহারা অনন্ত বাসকীকে পর্ব্বত উত্তোলন করিতে আদেশ করিলেন। বাসকী পর্ব্বত উঠাইয়া দিলেন। এত বড় পর্ব্বতকে বেষ্টন করিবার রজ্জুও তদনুরূপ চাই। বাসকী নিজে সেই রজ্জু হইতে সম্মত হইলেন। পর্ব্বত সমুদ্রের উপর রাখিলে পুতিয়া যাইবে, এই জন্য দেবগণ ও অসুরগণ কূর্ম্মরাজকে অনুরোধ করিলেন, তিনি ইহা পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন। কূর্ম্মরাজ তাহাই করিলেন।

দেবগণ ও অসুরগণ সমুদ্র গর্ভস্থ কূর্ম্মরাজের পৃষ্ঠের উপর মন্দর পর্ব্বতকে চাপাইয়া বাসুকীকে তাহার চারিদিকে বেড় দিয়া ধরিলেন। দেবগণ বাসুকির পুচ্ছ দেশ ও অসুরগণ মুখদেশ ধারণ করিলেন। তাঁহারা এমত বলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে সর্পরাজ আপনার বিষ সংবরণ করিয়া রাখিবার জন্য যত্ন করিলেও তাহার মুখ হইতে, ধূম ও অগ্নিকণার সহিত নিশ্বাস বায়ু বহির্গত হইতে লাগিল। এই ধূম মেঘ ও অগ্নিকণা বিদ্যুৎ হইয়া পরিশ্রান্ত দেবাসুরগণের উপর শীতল বারি বর্ষণ করিতে লাগিল, মন্দর পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেও আরম্ভ হইল।

দেবাসুরগণ স্নিগ্ধ ও সবল হইয়া মহাবলে মন্থন করিতে লাগিলেন। সমুদ্রের উপর মন্দরের ঘর্ষণে মেঘ গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল, সমুদ্রস্থ কোটি কোটি জলচর পেষিত হইয়া মরিতে লাগিল। পর্ব্বতস্থ বৃক্ষগণ পরস্পরের ঘর্ষণে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া তাহার উপরিস্থ বন ও বন্যজন্তু সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্র মেঘোৎপন্ন জল সেচন করিয়া সেই প্রবল হুতাশন নির্ব্বাণ করিলেন। অগ্নিদ্বারা গিরিশিখরস্থ বিবিধ গুণসম্পন্ন বৃক্ষের নির্যাস ও স্বর্ণাদি ধাতু গলিয়া সমুদ্রকে ক্ষীররূপে পরিণত করিল। ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল। কিন্তু তথাপি অমৃত উৎপন্ন হইল না। এ দিকে দেবাসুরগণ ঘোরতর পরিশ্রমে ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট নারায়ণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মার অনুরোধে নারায়ণ তাঁহাদিগের বল বিধান করিলে তাঁহারা অধিকতর উৎসাহের সহিত পুনরায় সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সমুদ্র হইতে শান্তমূর্ত্তি, সুশীতল-রশ্মি চন্দ্র উত্থিত হইয়া আকাশ উজ্জ্বল করিয়া শোভা পাইলেন। দেবাসুরগণ দেখিয়া আশ্চর্য্য ও পুলকিত হইলেন। পরে ঘৃতরাশি মধ্য হইতে শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট ও শ্বেতপদ্ম হস্তে লক্ষ্মী উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার পরে সুরাদেবীও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উত্থিত হইল। চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরা ও উচ্চৈঃশ্রবা সকলেই আকাশ পথ অবলম্বন করিয়া দেবতাগণের পক্ষে গমন করিলেন। পরে অত্যুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি দিগ্‌দেশ উজ্জ্বল করিয়া ঘৃতাম্বু হইতে উত্থিত হইল এবং নারায়ণের বক্ষস্থল শোভিত করিল। পরিশেষে ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া সমুদ্র হইতে

আবির্ভূত হইলেন। তাহা দেখিয়াই দৈত্যগণ 'এই অমৃত আমার, এই অমৃত আমার' বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। দেবগণ অমৃত এখনও উঠে নাই বলিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর শ্বেতকায় চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত মহাগজ উদ্ভূত হইল, ইন্দ্র তাহা আপনার হস্তগত করিলেন। এখনও অনেক রত্ন পাওয়া যাইবে' এই ভাবিয়া দেবাসুরগণ মন্থনে ক্ষান্ত হইলেন না; কিন্তু রত্নের পরিবর্ত্তে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় কালকূট গরল উৎপন্ন হইল। তাহার কটু আঘ্রাণে ত্রিলোকবাসী মূর্চ্ছিত হইল। গরলে সৃষ্টিনাশ হইবার উপক্রম দেখিয়া ব্রহ্মা মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সেই বিষ ভক্ষণ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন। বিষ ভক্ষণে মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইল, ইহাতেই তাঁহার নাম নীলকণ্ঠ হইল।

সমুদ্র মন্থন শেষ হইলে দানবগণ বুঝিতে পারিল, দেবতাগণ তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া সকল ধনই লইয়াছে, তখন তাহারা অমৃত ও লক্ষ্মীকে পাইবার জন্য ভয়ঙ্কর বিবাদ আরম্ভ করিল। তাহারা দেবতাগণের নিকট হইতে অমৃতভাণ্ড কাড়িয়া লইল। দেবগণ নিরুপায় হইয়া নারায়ণের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। নারায়ণ ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুর-দিগের নিকট আগমন করিলেন। অসুরেরা তাঁহার রূপ দেখিয়াই ভুলিয়া গেল এবং তিনি বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিবেন বলাতে তাঁহার হস্তে অমৃত ভাণ্ড সমর্পণ করিল।

নারায়ণ অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া অমৃত হরণ করিয়া লইয়া গেলেন এবং দেবতাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দেবগণ পরমাহ্লাদে অমৃত পান করিতে লাগিলেন। অসুরগণের মধ্যে রাহু নামক এক দৈত্য দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণের সঙ্গে বসিয়া অমৃত পান করিতেছিল, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাকে চিনিতে পারিয়া বিষ্ণুকে বলিয়া দিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ সুদর্শনচক্র দ্বারা তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিলেন। অমৃত কণ্ঠ পর্য্যন্ত গিয়াছিল, এজন্য রাহুর মুখ অমর হইল, কিন্তু তাহার দেহ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া মৃত্যুর অধীন হইল। চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুর শত্রুতা করিয়াছিল, বলিয়া সে তাহাদিগের চিরশত্রু হইল এবং তাহার মুখ এখনও ইহাদিগকে গ্রাস করিতে আইসে।

দেবতা ও অসুরগণের সহিত পরে অনেক কাল ধরিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়,

কিন্তু অবশেষে নারায়ণের সুদর্শনে বহু দৈত্য নিপাত হইয়া অবশিষ্টগণ ভূগর্ভে ও সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত হইল। সুরগণ অমৃত পানে অমর হইয়া এবং অসুরগণের উপর জয় লাভ করিয়া মন্দর পর্ব্বতকে স্বস্থানে স্থাপন করিলেন এবং অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সমুদ্র মন্থন যদিও একটী পৌরাণিক উপন্যাস মাত্র, কিন্তু চিন্তা করিলে ইহার মধ্যে অতি সুন্দর উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার সমুদ্র, মন মন্দর পর্ব্বত, অধ্যবসায় বাসুকী সর্প, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল দেবগণ এবং কুপ্রবৃত্তি সকল অসুর দল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং কুপ্রবৃত্তি উভয়েরই ইচ্ছা অমরত্ব লাভ করে। এই জন্য উভয়ে মনকে লইয়া সংসার সমুদ্রে ঘুরাইতে থাকে। কুপ্রবৃত্তির সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সংগ্রাম হইতে মনুষ্যের আত্মার যাঁহা কিছু মঙ্গল ও উন্নতি হয়। এই সংগ্রাম হইতে বিবেকরূপ চন্দ্রের উদয় হয়, ঈশ্বরের কৃপারূপ লক্ষ্মী প্রকাশিত হয়, নানাবিধ পুণ্যরত্ন এবং ধর্ম্মপথে চলিবার সুন্দর উপায় উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মন সুন্দররূপে চালিত ও সংসার সমুদ্র সুন্দররূপে মথিত হইলে অবশেষে অমৃত লব্ধ হয়। অসুরগণ অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলকে বঞ্চনা করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য ও অমরত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু ঈশ্বরের এমনি সুন্দর কৌশল যে কুপ্রবৃত্তি সকল পরাস্ত ও মরণশীল হয় এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলই জয়যুক্ত ও অমর হইয়া থাকে। রাহু দৈত্য মোহ, সে ছদ্মবেশে সৎপ্রবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমরত্ব পাইবার অধিক প্রয়াসী। কিন্তু বিবেক চন্দ্র ও বুদ্ধি সূর্য্য তাহাকে ধরিয়া দিলে সে বিনষ্ট হয়। মোহ ছিন্নমস্তক হইলেও সময় সময় বিবেক ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে আইসে, আত্মার উন্নতির এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় না, যখন মোহ এককালে তিরোহিত হইবে। যাহাহউক মোহরাহু বিবেক ও বুদ্ধিকে এককালে গ্রাস করিতে পারে না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল অমৃত পান করিয়া অমর হইয়া ঈশ্বরের হস্তে অমৃতভাণ্ড সমর্পণ করে, কেননা তাহারা জানে ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই চিরকাল জীবিত থাকিবে। সমুদ্র হইতে যেমন অমৃত উঠিয়াছিল, গরলও উঠিয়াছিল। বিষয় সমুদ্রে যাহার মন অমৃত লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া কুপ্রবৃত্তি দ্বারা অধিক চালিত হয়

তাহার ভাগ্যে কালকূট গরলই উৎপন্ন হয়, তাহাতে সৃষ্টি দগ্ধ করিতে পারে। শিবরূপী মহাকাল সেই বিষ পান করিয়া সৃষ্টিকে রক্ষা করেন, কালের কিছু-তেই মৃত্যু নাই। এখন আমাদিগের প্রত্যেকের মনই সমুদ্র মন্থন করি-তেছে, কাহার ভাগ্যে কি লাভ হইতেছে, প্রত্যেকেই বিবেচনা করুন্।

ইংরাজী প্রবচন।

১। পয়সার খবর লও, টাকা আপনার খবর আপনি লইবে।

২। সময়ের ঝুঁটি ধর। *

৩। তুমি কিপ্রকার সংসর্গে থাক বল, তুমি কিরূপ লোক বলিয়া দিব।

৪। মিতাচার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

৫। যে গাধা অধিক ডাকে, সে কম খায়।

৬। সুপথ্য, শান্তি এবং প্রফুল্লতা এই তিন মহাত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎ-সক।

৭। কৃপণ আপনিই আপনার নিগ্রাহক।

৮। কাক আপনার শাবককে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ভাবে।

৯। প্রভুর দুই হস্ত অপেক্ষা চক্ষু অধিক কার্য্য করে।

১০। বৃহৎ বোঝা হইলেই লাভ-জনক হয় না।

১১। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়াই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট ধন।

১২। যাহার মন দোষী, তাহার নিন্দাকারীর আবশ্যকতা নাই।

১৩। সুদীর্ঘ দিনেরও শেষ আছে।

১৪। জনতার অনেক মস্তক, কিন্তু মস্তিষ্ক নাই।

১৫। দেবালয়ের যত নিকট, ঈ-শ্বর হইতে তত দূর।

১৬। ধর্ম্মের পথ শান্তির পথ।

১৭। যে মুষিকের একটী মাত্র গর্ত্ত, সে শীঘ্র ধৃত হয়।

১৮। মানুষের কার্য্যের জোয়ার ভাঁটা আছে, জোয়ারে ভাসিতে পারি-লেই সম্পদ্ পাওয়া যায়।

* সময়ের দেবতা শনি গ্রীক পু-রাণে একটী বৃদ্ধ লোক বলিয়া বর্ণিত। তাহার মাথার সম্মুখে একটী ঝুঁটি, হাতে কাস্তে এবং পশ্চাতে দুই খানি পাখা। অর্থাৎ সময় না আসিতে আসিতে ঝুঁটি ধরিলে সে ঠকাইতে পারে না। কিন্তু সে চলিয়া গেলে অতি শীঘ্র উড়িয়া গেল, দেখা যায়। তাহার হস্তের অস্ত্র দ্বারা জগৎসংসার ধ্বংস করিয়া যাইতেছে।

১৯। এমত সাধারণ নিয়ম নাই, যাহার ব্যতিরেক স্থল নাই।

২০। অমিশ্র আনন্দ কিছুই নাই।

২১। সত্যকে নিন্দা করা যায়, কিন্তু লজ্জিত করা যায় না।

২২। মন্দ ভাবে না লইলে মন্দ কথা কিছুই নাই।

২৩। যাহারা গ্রীষ্মে কাজ না করে, তাহারা শীতে মরে। †

২৪। সময় ও জল স্রোত কোন ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করে না।

২৫। সময়ে মুকুল হইলে সময়ে ফল হয়।

২৬। দ্বিতীয় আঘাতেই বিবাদ হয়।

২৭। ভ্রান্ত হওয়া মনুষ্যের, ক্ষমা করা ঈশ্বরের ধর্ম্ম।

২৮। অধিক রাঁধনীতে ব্যঞ্জন নষ্ট।

২৯। অধিক মেশামিশিতে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

† ইংরাজদিগের দেশে শীতকালে ঝড় বৃষ্টি বরফপাত প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হয়, তখন সহজে কেহ গৃহের বাহির হইতে পারে না। এই জন্য সকলে গ্রীষ্মকালে শীতের জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া রাখে।

৩০। পিটারের চুরি করিয়া পলকে দান। ‡

৩১। বাণিজ্য ধনের প্রসূতি।

৩২। সম ব্যবসায়ী দুই জনের মিলন হয় না।

৩৩। উপায় ধরিয়া চল, ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিবেন।

৩৪। বিজ্ঞতা বিনা সাহস বিফল।

৩৫। যদি বড় মাছ ধরিতে চাও, ছোট মাছের মায়া ছাড়।

৩৬। যুদ্ধ যমের ভোজ।

৩৭। নষ্ট করিও না, অভাবে পড়িবে না।

৩৮। কূপ না শুকাইলে জলের মর্য্যাদা জানা যায় না।

৩৯। যে রোগের ঔষধ নাই, তাহা সহ্য করিতে হইবে।

৪০। দারিদ্র্য দ্বারস্থ হইলে প্রণয় গবাক্ষ দিয়া পলায়ন করে।

৪১। মদ ভিতরে আসিলে, বুদ্ধি বাহিরে যায়।

৪২। যখন রোমে আছ, তখন রোমের লোকদের মত চল।

৪৩। যেখানে অনেক ধোঁয়া

‡ পিটার ও পল উভয়েই ধার্ম্মিক ব্যক্তি। একজনের অনিষ্ট করিয়া অন্যের ইষ্ট সাধন করা "গোরু মারিয়া জুতা দান করা।"

সেখানে কিছু না কিছু আগুণ আছেই।

৪৪। যেখানে শব, সেখানেই দাঁড়-কাকের পাল।

৪৫। যেখানে ইচ্ছা আছে, সে-খানে উপায়ও আছে।

৪৬। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ আশা।

৪৭। যে ব্যক্তি বাতাসে থূৎকার করে, সে আপনার মুখে থূৎকার করে।

৪৮। কলঙ্ককারীদিগের কথার অ-ভাব হয় না।

৪৯। অত্যাচার ধূলাতে লেখ, কিন্তু দয়া প্রস্তরে।

৫০। অস্থিদ্বারা কুকুরকে বধ করা যায় না।

হিন্দু বিবাহ।

কাহার সহিত, কাহার বিবাহ নিষিদ্ধ।

(১৫৩ সংখ্যা ৭ পৃষ্ঠার পর)

বিবাহ নিষেধ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্র মতে মূল সূত্র এই, পিতৃকুলের সপ্তমী ও মাতামহকুলের পঞ্চমী কন্যা পর্য্যন্ত বিবাহের যোগ্যা নয় অর্থাৎ যে কন্যার সহিত বরের পিতা হইতে সাতপুরুষ পর্য্যন্ত এবং মাতা হইতে পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে বাধে, তাহাকে বিবাহ করিবেক না। এরূপ ব্যবস্থার কারণ আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, স্ত্রী পুরুষের রক্তের নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলে তাহাদিগের বংশের পক্ষে অনিষ্টের কারণ হয়।

দত্তক পুত্রের গর্ভধারিণী ও গ্রহীত্রী উভয়মাতার সপিণ্ডা ও সমানোদকা কন্যা বিবাহযোগ্যা নয়। গ্রহীত্রীর পিতৃকুলের সহিত পিণ্ড দানের এবং গর্ভধারি-ণীর পিতৃকুলের সহিত রক্তের সম্বন্ধ, এই জন্য এ উভয়স্থলই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু সম্বন্ধ অধিক বাছিতে গিয়া পাছে পাত্র পাত্রীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে, এই জন্য স্থল বিশেষে সুবিধা বিধান করা হইয়াছে। নিকট সম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক যদি ত্রি-গোত্রান্তরিতা হয়, তাহাহইলে তাহাকে বিবাহ করিবার হানি নাই। মনে কর বরের প্রপিতামহ কাশ্যপ গোত্র (১), তাঁর কন্যা সাণ্ডিল্য গোত্রা (২), তাঁর কন্যা সাবর্ণ গোত্রা (৩), তাঁর কন্যা

বাৎস্য গোত্রা (৪); এস্থলে শেষোক্ত কন্যা বরের সহিত তিন গোত্র অন্তরে আছেন, অতএব বিবাহযোগ্যা হইতে পারেন। মৎস্য পুরাণে আছে,

"সন্নিকর্ষেঽপি কর্ত্তব্যং ত্রিগোত্রাৎ পরতো যদি।"

তিন গোত্রের পর হইলে নিকট সম্পর্কীয়াকেও বিবাহ করা যায়। বৃহন্মনু বলেন,

"অসম্বন্ধা ভবেদ্ যাতু পিণ্ডৈনৈবোদকেন বা।

সা বিবাহ্যা দ্বিজাতীনাং ত্রি-গোত্রান্তরিতা চ যা॥"

যে কন্যার সহিত তর্পণ বা পিণ্ডের সম্পর্ক না থাকে, অথবা যে ত্রিগোত্রান্তরিতা; তাহাকে দ্বিজগণ বিবাহ করিতে পারেন।

নিকট সম্পর্কীয়া হইলে রক্তের সংস্রব জন্য যে দোষ, অধিক গোত্র অন্তর হইলে সে দোষ থাকে না। কারণ ভিন্ন গোত্রের রক্তের সহিত যোগ হইয়া তাহা খণ্ডিয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা যদিও সপ্তমী ও পঞ্চমী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু অভাব পক্ষে সে কঠিন নিয়মের শৈথিল্যও করিয়াছেন।

উদ্বহেৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং তদভাবেতু সপ্তমীং।

পঞ্চমীং তদভাবেতু পিতৃপক্ষেত্বয়ং বিধিঃ॥

সপ্তমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং পঞ্চমীঞ্চ তথৈবচ।

এবমুদ্বাহয়েৎ কন্যাং ন দোষঃ শাকটায়নঃ।

তৃতীয়াম্বা চতুর্থীম্বা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

সপ্তমী ছাড়াইয়া বিবাহ করিবে, তদভাবে সপ্তমী কন্যাকে, তদভাবে পঞ্চমী কন্যাকে বিবাহ করিবে, পিতৃকুলের পক্ষে এই বিধি। শাকটায়নের মতে পিতৃ ও মাতৃ উভয় পক্ষেই সপ্তমী, ষষ্ঠী ও পঞ্চমী কন্যার অথবা তৃতীয় ও চতুর্থী কন্যার বিবাহ দেওয়াইবে।

দত্তক মীমাংসার চতুর্বিংশতি মতে বলে,

যাতু দেশানুরূপেণ কুল মার্গেণ চোদ্বহেৎ।

নিত্যং স ব্যবহার্য্যঃ স্যাদেতদেব প্রতীয়তঃ॥

যে কন্যার দেশানুরূপ ও কুলাচারানুসারে বিবাহ হয়, সে কন্যা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্যা।

এই শেষোক্ত মতটি যাহাদিগের মধ্যে পাত্র পাত্রী পাইবার অসুবিধা, তাহাদিগের কার্য্য সাধন উদ্দেশে সংস্থাপিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কুলীন ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মধ্যে এই মত্য প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে পরিবর্ত্ত ও নিকট সম্পর্কীয় বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। মূল ব্যবস্থাপকেরা এরূপ কার্য্য দূষণীয় বলিয়াছেন। টীকাকারেরা আপনাদিগের বুদ্ধি কৌশলে ইহার প্রশস্ততা স্থাপন করিয়াছেন।

জননীর সপত্নীর ভ্রাতৃকন্যা এবং ঐ কন্যার কন্যা বিবাহযোগ্যা নয়।

পিতার সকল পত্নীই মাতা এবং তাঁহাদের ভ্রাতারা মাতুল; সুতরাং ইহাঁদের কন্যারা ভগিনী এবং তাঁহাদের কন্যারা ভাগিনেয়ী। এরূপ ভগিনী ও ভাগিনেয়ীদিগের সহিত বিবাহ সুসঙ্গত নয়। অধ্যাপকের কন্যাও সম্বন্ধে ভগিনী, এজন্য বিবাহর যোগ্যা নয়।

মাতৃনাম্নী কন্যা অবিবাহ্যা। মৎস্য সূক্তে মহাতন্ত্রে আছে,

'মাতুর্যন্নাম গুহ্যং স্যাৎ সুপ্রসিদ্ধ মথাপি বা।
তন্নাম্নী যা ভবেৎ কন্যা মাতৃ নাম্নীং প্রচক্ষতে॥
প্রমাদাদ্ যদি গৃহ্নীয়াৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
ততশ্চান্দ্রায়ণং কৃত্বা তাং কন্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মাতার গুপ্ত বা প্রসিদ্ধ যে নাম, যে কন্যার সে নাম, তাহাকে মাতৃনাম্নী বলা যায়। ভ্রম ক্রমে কেহ এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত ও চান্দ্রায়ণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

নামের জন্য যদিও ধর্ম্মত কোন বাধা নাই, কিন্তু ইহা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। এই জন্য মাতার নামে কন্যার নাম থাকিলে তাহা পরিবর্ত্ত করিবার বিধানও আছে:—

"মাতৃনাম্নী যদা কন্যা বিবাহে কুলজা হি সা।
বিপ্রৈর্নামান্তরং কার্য্যং তস্যা পিত্রোরণুজ্ঞয়া॥ রাজমার্ত্তণ্ডীয় পুরাণং॥

বাগ্‌দানের পর যদি জানা যায় যে কন্যা মাতৃনাম্নী, তাহাহইলে তাহার পিতা মাতার অনুমতি লইয়া বিপ্রদ্বারা অন্য নাম রাখিয়া বিবাহ করা যায়, সে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না।

সমান প্রবরাচাপি শিষ্য সন্ততিরেবচ।
ব্রহ্মদাতু গুরোশ্চৈব সন্ততি প্রতিষিদ্ধ্যতে॥ উদ্বাহতত্বং॥

সমান প্রবরা, শিষ্যের কন্যা এবং বেদোপদেষ্টা গুরুর কন্যাও বিবাহ যোগ্যা নয়।

বিবিধ শিক্ষা।

১। ধর্ম্মোপদেষ্টা চামর্স একটী ভাল উপদেশ দিয়াছেন। কিছু না কিছু কাজ কর। হাজার হাজার লোক জন্মে, নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়, পরে সংসার নাট্যশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, আর তাহাদিগের বিষয় কিছুই শুনা যায় না। কেন এমন হয়? তাহারা কাহারও উপকার করে নাই; কাহাকেও সৎপথ দেখায় নাই, এমন এক ছত্র লেখে নাই বা এক কথা বলে নাই, যাহা পুনরায় উল্লেখ করা যায়, এইরূপেই মরিয়াছে। তাহাদিগের যে আলোক ছিল, অন্ধকারে মিশিয়া গেল, ক্ষুদ্রজীবী পতঙ্গ অপেক্ষা তাহাদিগের জীবনের মূল্য অধিক নহে। অমর আত্মাতে ভূষিত হইয়া হে মনুষ্য! তুমি কি এইরূপে জীবন ধারণ করিবে ও মরিবে? কোন না কোন প্রকার কার্য্যের জন্য জীবন ধারণ কর। সৎকার্য্য কর এবং ধর্ম্মের কীর্ত্তিস্তম্ভ ধরাতলে রাখিয়া যাও, সময়ের ঝটিকাতে তাহা ভগ্ন করিতে পারিবে না। বৎসর বৎসর যে সকল লোকের সঙ্গে একত্র হও, স্নেহ, দয়া এবং ভালবাসার অক্ষরে তাহাদিগের হৃদয়ে তোমার নাম লিখিয়া রাখ, তাহা হইলে তোমার নাম বিলুপ্ত হইবে না। রাত্রির ললাটে তারকামালা যেমন উজ্জ্বল, লোকের হৃদয়ে তোমার নাম ও সৎকার্য্য সেইরূপ উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। আকাশে তারকমালা যেমন, পৃথিবীতে সৎকার্য্য সকলও তেমনি উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ করে।

২। ফুসফুসের সুস্থতা পরীক্ষা—ফুসফুস অসুস্থ হইলে হাঁপ, যক্ষ্মা, রক্তকাশ প্রভৃতি বিবিধ উৎকট পীড়ার উৎপত্তি হয়। যাঁহাদিগের এইরূপ রোগের আশঙ্কা হয়, তাঁহারা সর্ব্বদাই ডাক্তারের নিকট গিয়া ফুসফুস পরীক্ষা করান। ফুসফুস সুস্থ থাকিলে কোন রোগের আশঙ্কা নাই।

ফুসফুস পরীক্ষার একটী সহজ উপায় এই:—এক ব্যক্তি যত জোরে পারে টানিয়া নিশ্বাস লউক, তৎপরে ধীরে ধীরে অথচ. কর্ণগোচর হয় এমতরূপে এক দুই করিয়া গণনা করুক, গণনার সময়ের মধ্যে পুনরায় যেন নিঃশ্বাস টানিয়া না লয়। একবার নিঃশ্বাস টানিয়া কতক্ষণ গণিতে পারে সাবধানে দেখিতে হইবে। ক্ষয়কাশ হইলে ৮ সেকণ্ডের বেশী গণিতে পারিবে না, ছয় সেকণ্ডের কমও হইতে পারে। হাঁপানীতে ৯ হইতে ১৪ সেকণ্ড হইতে পারে। ফুসফুস সুস্থ হইলে ২০ হইতে ৩৫ সেকণ্ড পর্য্যন্ত গণিতে পারা যায়।

৩। মাকড়সার জালের উপকারিতা—ডাক্তার জাক্সন তাঁহার জ্বর বিষয়ক পুস্তকে লেখেন যে পালাজ্বর আরোগ্য বিষয়ে কুইনাইন, আর্সিনিক প্রভৃতি যতপ্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হয়; সে সকলের অপেক্ষা মাকড়সার জাল অধিক ফলদায়ক। রোগীকে অগ্রে জোলাপ দিয়া পরে ৫ ধান ওজনের মাকড়সার জালের বটিকা ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবেক। রক্তকাশ, শিরঃপীড়া, খেঁচুনী প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী। পুড়িয়া ফোস্কা হইলে তাহাতে ইহার প্রলেপ দিলেই আরোগ্য হয়। নীচের ঘরে, অন্ধকার ও ভিজা স্থানে যে সকল কাল মাকড়সা থাকে, তাহাদিগের জালেই এইরূপ ঔষধের কার্য্য করে।

৪। তরকারী টাট্‌কা রাখিবার উপায়—২ সের লবণ এক পাত্র জলে গুলিলে যেরূপ লবণাক্ত জল হয়, তাহাতে সকল প্রকার তরকারী টাট্‌কা থাকিতে পারে। তরকারী এই লবণাক্ত জলের মধ্যে রাখিয়া উত্তমরূপে ঢাকিতে হইবে, তাহা হইলে তাহা নষ্ট হইবে না।

৫। শরীরের উপর আলোকের গুণ অতি আশ্চর্য্য। এ দেশের স্ত্রীলোক ও শিশুগণ প্রায় অন্ধকূপ মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কত রোগ ও অনিষ্ট হইয়া থাকে, সংখ্যা করা যায় না। ডুপরট্রেন নামক এক ফরাশী চিকিৎসক পারিসের এক সম্ভ্রান্তা রমণীর চিকিৎসা করিতে যান। অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তার তাঁহার রোগের চিকিৎসা করিয়া হার মানিয়া গিয়াছিলেন। ডুপরট্রেন অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী নগরের এক সঙ্কীর্ণ গলিতে বাস করেন,

সেখানে সূর্য্যালোক কখন প্রবেশ করে না। তিনি তাঁহাকে একটী উৎকৃষ্ট স্থানে বাসা নাড়িয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াই স্ত্রীলোকটীর উপকার বোধ হইল এবং অল্প দিনের মধ্যে রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। সার জেম্‌স উইলি সেণ্টপিটার্স বর্গের এক কারাগার দেখিয়াছেন, তাহার যে দিকে সূর্য্যের আলো পড়ে, তাহাতে রোগীর সংখ্যা যত, যে দিকে পড়ে না তাহাতে তিন গুণ অধিক। ডাক্তার এডওয়ার্ড্‌স্ আলোকের একটী আশ্চর্য্য কার্য্য পরীক্ষা করিয়াছেন। বেঙাচি সকলকে পাত্রে জল বদলাইয়া বদলাইয়া এবং আহার দিয়া যদি অন্ধকার স্থানে রাখা যায়, তাহারা বাঁচিবে, আকারেও বাড়িবে, বৃহদাকার বেঙাচি হইতে থাকিবে কিন্তু বেঙ হইবে না। আলোকে রাখিলে তবে বেঙাচি আবার গিয়া বেঙের আকার হয়। ডাক্তার এডওয়ার্ড্‌স্ আরো বলেন, যাহারা পর্ব্বত-গুহায় বা অন্ধকারময় খনি মধ্যে বাস করে, তাহারা বিকলাঙ্গ সন্তান সকল উৎপাদন করে এবং নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। আলোকের অভাবই ইহার কারণ। সূর্য্য যে জীবের জীবন স্বরূপ তাহার সন্দেহ নাই।

৫। কীটের উৎপাত হইতে বৃক্ষ রক্ষার উপায়—একটী পাত্রের উপরে একখণ্ড রবার দগ্ধ কর, ইহা ক্রমে আটার ন্যায় ফোঁটা ফোঁটা হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায় তাহা পাত্রে অনেক ক্ষণ রাখ। পরে এক গাছি মোটা সূতা বা দড়ী তাহাতে ভিজাইয়া বৃক্ষের চারিদিকে ৮।১০ ফের দেও। গলিত রবার এরূপ আটাল, যে কীট বৃক্ষে উঠিতে গেলেই তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকিবে, উপরে উঠিতে পারিবে না।

৬। কোন ইংরাজ বলেন গুণবতী ভার্য্যা ৩টী বস্তুর সহিত সমান, অথচ সেই ৩টী বস্তু হইতে বিভিন্ন হইবেন। তিনি শম্বুকের ন্যায় নিজ গৃহে থাকিবেন, কিন্তু শম্বুকের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বস্ব পৃষ্ঠে বহিয়া লইয়া যাইবেন না। তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় কথা শুনিয়া পরে বলিবেন; কিন্তু প্রতিধ্বনির ন্যায় কেবল শেষ কথাটীর পুনরুক্তি করিবেন না। তিনি নগরের ঘড়ীর ন্যায় ঠিক্ সময় ও নিয়ম রক্ষা করিবেন, কিন্তু নগরের ঘড়ীর ন্যায় সমুদায় নগরবাসী শুনিতে পায়, এমন উচ্চ রব করিবেন না।

৭। চিন্তা করিতে শেখ। একটী চিন্তা হইতে আর একটী চিন্তা আইসে। একটী মনের ভাব কাগজের উপর লেখ, আর একটী ভাব যোগাইবে, তৎপরে আর একটী যোগাইবে, ক্রমে এক পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিবে। সাগরের গভীরতা মাপিতে পার, ত মনের গভীরতা মাপিতে পার না। চিন্তার কূপ এমন গভীর যে তাহার তলা পাওয়া যায় না। তাহাহইতে যত ভাব টানিবে, ততই তাহা পরিষ্কার ও আরামজনক হইবে। যদি চিন্তার প্রতি ঔদাস্য কর এবং অন্যের চিন্তা লইয়া নিজের কথায় প্রকাশ কর, আপনার কত ক্ষমতা জানিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম ভাব সকল বিশৃঙ্খল, অস্পষ্ট ও জড়ীভুত হইয়া আসিতে পারে। তাহাতে হতাশ হইও না। সময় ও অধ্যবসায়ক্রমে ভাব সকল সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কৃত হইবে। চিন্তা করিতে শেখ, লিখিতে শিখিবে। যত অধিক চিন্তা করিতে শিখিবে, তত উৎকৃষ্টরূপে ভাব প্রকাশ করিতে পারিবে।

বালুকারণ্য।

(১৫৩ সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর)

পথিকগণ যখন বালুকারণ্য ভ্রমণ করে, অনেকে একত্রে দল বাঁধিয়া যায়। কারণ এই ঘোর সঙ্কট স্থলে পরস্পরের রক্ষার জন্য পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন। পথে প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপ, বালুকার ভীষণ ভাব, বাত্যার অত্যাচার এবং ক্ষুধা তৃষ্ণার দারুণ ক্লেশত আছেই, ইহার উপর দস্যুগণের আক্রমণ ভয়ে সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত থাকিতে হয়। উষ্ট্রগণ এই পথের প্রধান সম্বল। আরবেরা উষ্ট্রকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলিয়া বর্ণনা করে। ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে ইহা এই ভয়ঙ্কর স্থানের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহার শরীর দৃঢ়, যে ক্লেশভার বহনে অশ্বের প্রাণ বিয়োগ হয়, ইহা তাহা অনায়াসে বহন করিতে পারে। ইহার যেমন ধৈর্য্য, সেইরূপ মেধা, আবার এরূপ স্বাভাবিক সংস্কার সকল আছে, যে তাহার সাহায্য পাইলে বালুকারণ্যে ভ্রমণ করা মনুষ্যগণের পক্ষে অসম্ভব হইত। উষ্ট্রের হাঁটুতে অত্যন্ত পুরু ও কঠিন চামড়া আছে, এজন্য তাহারা তপ্ত বালুকার উপরে হাঁটু পাতিয়া অনায়াসে শুইয়া পড়িতে

পারে, কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করে না। ইহার দন্ত সকল কাঁচির ন্যায়, তদ্দ্বারা মরুভূমিজাত ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত তৃণাদি কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করে। ইহার নাসারন্ধ্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে মরুভূমির বালুকা, অগ্নি ও বিষাক্ত বাত্যা বহিলে অনায়াসে তাহা রুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু ইহার পার তলার গঠন পারিপাটী সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। ইহার পার তলা মখমলের ন্যায় নরম, ইহার শরীরের চাপে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, বালুকার মধ্যে পুতিয়া যায়। এরূপ না হইলে বালুকারণ্য পথে অগ্রসর হওয়া যাইত না। উষ্ট্রের আর একটী অদ্ভুত গুণ আছে। গোরু প্রভৃতি রোমন্থক জন্তুর পাকস্থালী ৪ টা, উষ্ট্রের ৫ টা। অতিরিক্ত পাকস্থালীতে ইহা জল পুরিয়া রাখিতে পারে এবং বহুদূর পথে গমনের সময় সেই জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। ইহার আশ্চর্য্য একটী সংস্কার আছে, তাহার সাহায্যেও অনেক সময় আরোহী মনুষ্যের জীবনরক্ষা হইয়া থাকে। তিন পোয়া পথ দূরে জল থাকিলে উষ্ট্র এক প্রকার ঘ্রাণ দ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারে এবং তাহার আরোহী কিছুমাত্র জানিতে না জানিতে সে তাহাকে জলাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও পরমাহ্লাদিত করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান কৌশল ও অপার করুণার প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে? যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, সেখানে সেইরূপ আয়োজন করিয়া তিনি জীবের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

যাত্রীগণ দলবদ্ধ হইয়া যখন মরুভূমি পার হইতে থাকে, তখনকার দৃশ্য কবি-লেখনীর বর্ণনীয়। উষ্ট্রগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুশিক্ষিত সৈন্যদলের ন্যায় তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে। কাহার চলনে এক চুল অগ্র পশ্চাৎ হয় না। যে যাহার নিজের স্থানে থাকে, কেহ নিজস্থান একবারও পরিত্যাগ করে না। যখন ক্লান্ত বা নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া একটী উষ্ট্র পতিত হয়, তখন অপর একটী তাহার স্থান অধিকার করে। পশ্চাদ্‌গামী উষ্ট্র সম্মুখগামী উষ্ট্রকে কেবল তাহার লাঙ্গুল দেখিয়া চিনিয়া থাকে, সেই লাঙ্গুল না দেখিলেই তাহার স্থানে আপনি আইসে। এই দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য বর্ণনাতীত। চারিদিকের ভূমি প্রশস্ত, অনাবৃত, ধূধূ করিতেছে, কেবল সূর্য্যের তাপে অগ্নিকুণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া উষ্ট্রের কণ্ঠসংবদ্ধ ঘণ্টা নিক্কণ

শুনিতে শুনিতে কয়েক ব্যক্তি দল বাঁধিয়া চলিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদায় পৃথিবী জীবশূন্য, তন্মধ্যে কেবল এই কয়েকটী প্রাণী মাত্র জীবিত, তাহারাও আপনাদিগকে মৃত্যু গ্রাসে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছে। ঘণ্টাধ্বনিতে এরূপ স্থলেও একটু আরাম বোধ হয়। চলিতে চলিতে আরব উষ্ট্রারোহীরা আপনাদিগের ভোজ্য খেজুর ও রুটির অংশ উষ্ট্রগণকে ভক্ষণ করিতে দেয় এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া গান করিতে থাকে। ইহা শুনিলে বোধ হয় যেন সত্য ঘটনার রাজ্য হইতে বিদায় লইয়া কল্পনা বা উপন্যাসের রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছি।

অনেক সময় যাত্রিগণের মরুভূমি যাত্রা শেষ যাত্রা হইয়া থাকে। বাণিজ্য বা ধর্ম্মোদ্দেশে কেরো বা অন্য নগর হইতে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও দলবলে বদ্ধ হইয়া অনেক লোক বহির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু অরণ্য মধ্যে ভয়ঙ্কর বালুকাবাত্যা উত্থিত হইয়া সকলেরই জীবন মুহূর্ত্তেকের মধ্যে শেষ করিয়া দেয় এবং ভীষণদৃশ্য মনুষ্য কঙ্কালে একটী স্থান আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ১৮০৫ সালের ২০০০ লোক ১৮০০ উষ্ট্র সজ্জিত করিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটী উষ্ণবাত্যা উত্থিত হইয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠস্থ জলাধার সকলের জল শুকাইয়া ফেলিল এবং অন্ধকারের ন্যায় হইয়া যাত্রীদিগের উপর আসিয়া পড়িল। সকলেরই শ্বাসরুদ্ধ, গাত্রদগ্ধ এবং প্রাণ অদম্য তৃষ্ণায় আকুল করিয়া ফেলিল। উষ্ট্র সমেত সকল লোক বালুকানিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তীর্থযাত্রীর দল রাত্রিকালেই চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মশাল জ্বালিয়া লইয়া যায়। এরূপ ভ্রমণ অত্যন্ত আরামজনক বলিয়া বর্ণিত আছে। আবাসিডিস নামক যবনরাজের মাতা যখন তীর্থ যাত্রা করেন, তাঁহার সঙ্গে ১,২০,০০০ উষ্ট্র যায়। ৯০০ উষ্ট্র এক জন কালিফের কেবল পরিচ্ছদ সকল বহন করিয়া লইয়া যায় এবং অবশিষ্টগণের অনেকে সরবত শীতল করিবার বরফ বহন করে। মিশরের এক সুলতান মরুভূমি ভ্রমণ করেন। ৪০০ উষ্ট্র কেবল মিঠাই প্রভৃতি খাদ্য লইয়া যায় এবং ২৮০ টী উষ্ট্র ডালিম ও অন্যান্য ফলের বোঝা লইয়া যায়। এক ব্যক্তি স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়াছেন, কেরো হইতে একটী তীর্থযাত্রীর দল একটী স্থান দিয়া চলিয়া যাইতে ৫ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। যখন এরূপ দল যায়, সহস্র ২ উষ্ট্র নানাবিধ চিত্রবিচিত্র সাজে

ঘণ্টা ও পতাকায় ভূষিত হইয়া শোভা পায়, তাহাদিগের আরোহীগণ দামা, বংশী ও বীণা বাজাইতে বাজাইতে যায়, কেহ কেহ অলঙ্কারে ভূষিত, কেহ কেহ রৌপ্যময় লাগাম ধারণ করিয়া আছে, কাহার কাহার মস্তকে উট পক্ষীর পালক উড়িতেছে—ইহার মধ্যে স্বর্ণখচিত বস্ত্রভূষিত পবিত্র উষ্ট্র, হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদধারী দুই ব্যক্তি কর্তৃক চালিত হইয়া স্বর্ণাক্ষর লিখিত কোরাণ পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এক দিকে এই উজ্জ্বল দৃশ্য, অন্যদিকে পথিমধ্যে যাত্রীদিগের ভয়ঙ্কর বিপৎপাত, কি বিপরীত ভাবই মনোমধ্যে উদ্রেক করিয়া দেয়! তীর্থ স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে এই সুসজ্জিত দলের শত শত লোক বাহন সহ ভূতলশায়ী ও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। নিম্নে মরুভূমি ভ্রমণের একটী ছবি প্রকটিত হইল।
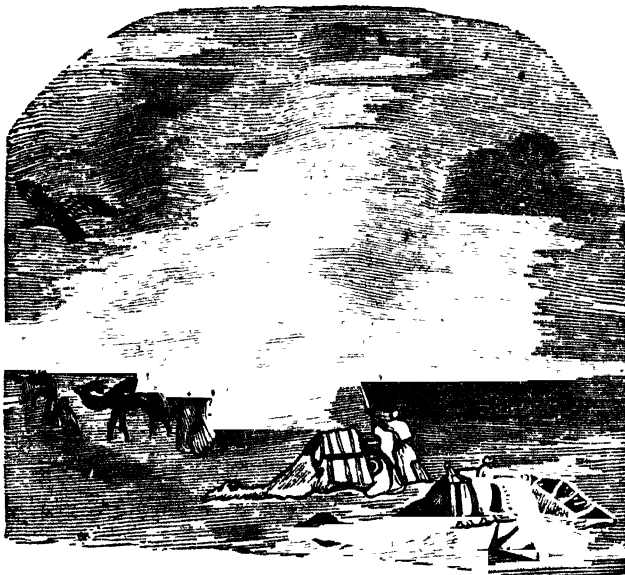
মরুভূমি পর্য্যটন করিতে ২ এক ব্যক্তি উপদেশ দিতেছেন, সতর্ক হইয়া চল, নতুবা মৃত্যুর দ্বারস্থ হইবে। পথ ছাড়িয়া গেলেই মরিবে, যাত্রীদিগের পদাঙ্ক ধরিয়া যাও, মৃত দেহ সকল মাইলষ্টোন। যাত্রীদিগের স্বর এত ক্ষীণ হইল কেন, উষ্ট্র সকলকে দ্রুতগতিতে যাইতে উত্তেজিত করিতেছে কেন?

হে পথিক! তোমার মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে, মনের মধ্যে একটী গূঢ় চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেটী কি সকলেই জানে। তোমার পথে কি ভয়ানক পদার্থ পড়িয়া আছে, দেখ, তাহার মাথা উল্টাইয়া পড়িয়াছে, হাঁ বিস্তৃত, সে জলের জন্য আকুল হইয়াছিল, মৃত্যু উপহাস করিয়া তাহার নাক মুখ বালুকাপূর্ণ করিয়া দিয়াছে, সে বাতাসের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, বাতাস তাহার পঞ্জরাস্থি মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। পদতলস্থ বালুকার ন্যায় উষ্ণ ও দগ্ধ কলেবর হইয়া এইরূপে আমরা বালুকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছি। তখন জল কি অমূল্য ধন, জল কি অমূল্য ধন, কেবল সেই চিন্তাতেই মন আকুল হইতেছে।

পলিয়ারি জাতির বিবরণ।

দিনাজপুর ও মালদহের কোন কোন স্থান এই জাতীয় লোকদিগের বাস ভূমি। পলিয়ারা আপনাদিগকে সাধারণতঃ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ইহাদিগের ব্যবহার প্রণালী দর্শন করিলে সেরূপ বোধ হয় না। ইহারা বলে যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করেন, তখন তাহারা প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া এ প্রদেশে পলায়ন করে। এই নিমিত্ত এই জাতি 'পলিয়া' বা পলায়িত, বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, আমরা অপর কোন জাতি নহি, "পলাতক ক্ষত্রিয়।" ইহাদের মধ্যে তিনটী সম্প্রদায় আছে। ভজনা, দেশী ও ব্যবহারী বাবু। ইহাদের ব্রাহ্মণ নাই, ভজনারাই ব্রাহ্মণের কার্য্য ভজন, পূজনাদি নির্ব্বাহ করে। এই জন্যই এই শ্রেণীর নাম ভজনা বা অধিকারী। ইহাদের জীবনোপায় কৃষিকার্য্য। দেশী—ইহারাও কৃষি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বাবু বা ব্যবহারী—ইহাদের জীবনোপায় চাষ ও বাণিজ্য। সকল প্রকার জন্তুই এই শ্রেণীর খাদ্য এবং ইহারা অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিয়া থাকে। দেশীও বাবুদের মধ্যে আদান প্রদানাদি চলিতে পারে, বাবুরা মদ্য ও কুক্কুটাদি অভক্ষ্য ভক্ষণ না করিলে হয়। এই জাতীয়দিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই। বয়স

ও গুণ (যে অধিক পরিমাণে চট বুনিতে পারে) অনুসারে ২৫ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত বিবাহের পণ দিতে হয়।

ইহাদিগের বিবাহের রীতি এই যে বিবাহ দিবস কন্যা স্বগণ সমভিব্যাহারে বরের গৃহে গমন পূর্ব্বক বরের হস্তধারণ করিয়া বলে "উঠ উঠ পলিয়া পোৃা, ধক্‌রা বুনিয়া পুষবোতো।" এই ইহাদের বিবাহের মন্ত্র। পূর্ব্বে এই জাতিদিগের মধ্যে পীঠ বিবাহ ছিল। ভাই ভগ্নীকে স্কন্ধে করিয়া বর-গৃহে গমন না করিলে আর বিবাহ হইত না। এখন আর সে প্রথা নাই। ইহারা বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয়কে "গুয়াকাটা" বলে। গুয়াকাটার সাত দিবসের মধ্যে বর-গৃহে বা কন্যা-গৃহে যদি কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু বা গৃহ-দাহ হয়, তাহা হইলে ঐ বিবাহ স্থগিত থাকে। এই জাতি মধ্যে সর্ব্বত্রই বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা বিবাহের মন্ত্রটী কেবল পৃথক্। "নূতন বস্ত্র পুরাতন কন্যা শংখ বর্জ্জিত খাড়ু ধন্যা।" স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রের সাধারণ নাম বুকানী। এই বুকানী রক্ত-নীল-পীত কৃষ্ণ প্রভৃতি সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া ইহাদের অঙ্গ শোভা পরিবর্দ্ধন করে। ইহাদের পোসাকী কাপড়ের নাম কালা কপা, ধলা কপা, ভীম বরি। সাধারণ পরিধেয় বস্ত্রের নাম নীমসুতী ও লক্ষী। পলিয়ারা অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে। মোটা সূত্র দ্বারা যে এত উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কার বস্ত্র হয়, ইহারে পূর্ব্বে আর জানিতাম না। ইহারা ২ বা ২॥ হস্ত প্রস্ত, ৪ হস্ত দীর্ঘ এক এক খণ্ড বস্ত্র বক্ষের উপরিভাগে গ্রন্থি বদ্ধ করিয়া লম্বমান করিয়া দেয়। বোধ হয় ইহারা বুকের উপর বস্ত্র পরিধান করে বলিয়াই বস্ত্রের সাধারণ নাম বকুনী হইয়াছে। এই স্থানে বিলাতী বস্ত্রের তত আদর নাই, কারণ পলিয়া স্ত্রীলোকেরা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করে, তাহা অপর দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে চট পরিধান করার প্রথা ছিল, এখন কোন ২ স্থানে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগকে চট পরিতে দেখা যায়। বিধবাদিগের যে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা এক হস্তে শংখ বা বলয় ধারণ করে। এইরূপ এক হস্তে শংখ বা বলয় ধারণ করাই বিধবাদিগের সাধারণ চিহ্ন। পলিয়াদিগের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা চতুর

কার্য্যাক্ষম ও সাহসী। এ প্রদেশ হইতে যে সকল চট কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়, তাহা ঐই, সকল স্ত্রীলোক দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ধর্ম্মভাব সচরাচর সভ্য জাতির ন্যায় সতেজ নহে। কোন ভয় বা বিপদ উপস্থিত হইলে মেছনী নামক দেও অর্থাৎ অপদেবতাকে পূজা করে। পলিয়া পল্লীতে স্থানে স্থানে সন্ন্যাসী, হরি, কালী প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের ভাষা বিকৃত বাঙ্গালা। বাঙ্গালা ছাড়া কতকগুলি শব্দও ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, যেমন ইহারা স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে "থোপ" এবং স্বামীর বড় ভগ্নীকে "বড় ধনা" বলিয়া থাকে। ইহারা গহনার মধ্যে সচরাচর চন্দ্রহার পরিধান করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা কটীদেশে পরিধান না করিয়া গলদেশে ধারণ করে।

গার্হস্থ্যদর্পণ।

হিসাব রাখিবার নিয়ম।

গৃহিণীদিগকে স্বহস্তে অর্থ ব্যয় করিতে হইলেই স্বহস্তে হিসাব রাখা উচিত। কেহ কেহ বলেন আপনার ধন আপনি ব্যয় করিব, কাহাকেও কিছু নিকাস দিতে হইবে না, তবে আর হিসাবের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে হিসাব না রাখিলে কোন বিষয়ে কত ব্যয় হয় তাহা ঠিক্ জানা যায় না, এবং তাহা না জানিলে মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগের আসক্তি যেরূপ প্রবল, তাহাতে ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আয়ের সীমা অতিক্রম করে। পরিমিতাচরণের অভ্যাস ও ব্যয়ের শাসন রাখিতে হইলে নিয়মিত হিসাব রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে গৃহিণীর যে সমুদয় হিসাব রাখা আবশ্যক, তাহা অতি সহজেই শিক্ষা করা যায়। প্রথমতঃ আয় ব্যয়ের বিবরণ লিখিবার নিয়ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। খাতার পৃষ্ঠার বামদিকে "জমা" লিখিয়া মধ্য পর্য্যন্ত কসি টানিয়া "খরচ" লিখিয়া শেষ পর্য্যন্ত কসি টানিবে। এইরূপে খাতার পৃষ্ঠা দুই স্তম্ভে বিভক্ত করিয়া যে দিন যে টাকা যাহার নিকট বা যে হিসাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার বিবরণ জমার স্তম্ভে লিখিতে হয়

এবং সেইরূপ যে দিন যে কারণে যত ব্যয় হয়, তাহার বিবরণ খরচের স্তম্ভে লিখিতে হয় এবং প্রত্যহ হিসাবে যত বাকী থাকে তাহা স্বহস্তে মজুত টাকার সহিত মিলাইয়া রাখিতে হয়। জমা খরচের হিসাব ১ সংখ্যক নিদর্শনে প্রদর্শিত হইল। জমা অপেক্ষা খরচ কদাচ অধিক হইতে পারে না, কারণ জমার টাকা যদি শেষ হইয়া যায়, তবে কোথা হইতে খরচ চলিবে? পরে যে টাকা হইতে খরচ করা যাইবে, সেই টাকাই জমায় ধরিতে হইবে। এই রূপে প্রত্যহ জমা খরচ লিখিয়া মাসের শেষ দিনে যে টাকা বাকী থাকিবে, সেইটাকা আগামী মাসের প্রথমদিন মজুত বলিয়া জমা লিখিবে। আহারাদির ব্যয় ব্যতীত সন্তানাদির শিক্ষা, বস্ত্রাদি ক্রয় বা ভৃত্যাদির বেতন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ব্যয় যদি গৃহিণীকে চালাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকারে লিখিলেই হইবে। এই হিসাব দ্বারা কখন কত টাকা হাতে থাকে, কোন্ জিনিসের কোন্ সময়ে কত মূল্য এবং কোন্ জিনিস কত দিনে কত খরচ হয় ইত্যাদি বিষয় জানা যায়। প্রতিমাসে কোন্ বিষয়ে কত ব্যয় হয়, তাহা জানিতে হইলে সেই বিষয় গুলি স্থির করিতে হয়, পরে উক্ত মোট হিসাব হইতে চুম্বক করিয়া প্রত্যেক মাসে যে বিষয়ে যত ব্যয় তাহা জানা যাইতে পারে। ব্যয়ের বিষয় গুলি স্থির করা আপনাপন বিবেচনাধীন। প্রথমতঃ সে বিষয় গুলির মধ্যে এক দফায় (ক) আহারাদি বিষয়ক,(খ) বস্ত্রাদি বিষয়ক, (গ) শিক্ষা বিষয়ক, (ঘ) বেতন বিষয়ক, (ঙ) লোকাচার বিষয়ক, (চ) দানধর্ম্মাদি বিষয়ক, (ছ) চিকিৎসা বিষয়ক ইত্যাদি প্রকারে স্থির করিতে হয়। পরে সেই বিষয় গুলিকে আরো বিশেষরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে যথা (ক) আহারাদি বিষয়ক ব্যয়ের বিশেষরূপে বিভাগ করিতে হইলে (ক ১) চাউল, (ক ২) ডাল কলাই আদি, (ক ৩ ঘৃত, (ক ৪) তৈল, (ক ৫) দুগ্ধ, (ক ৬) চিনি (ক ৭) ময়দা (ক ৮ বাজার খরচ ইত্যাদি প্রকার পৃথক ২ খরচ ধরা যাইতে পারে। শিক্ষা বিষয়ক ব্যয়ের বিশেষ বিভাগ করিতে হইলে (গ ১) বিদ্যালয়ের বেতন (গ ২) পুস্তক, (গ ৩) কাগজ ইত্যাদি লিখিবার প্রয়োজনীয় বস্তু, (গ ৪ গার্হস্থ্য শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ধরা কর্ত্তব্য। জম খরচের হিসাবে প্রত্যেক খরচের পূর্ব্ব প্রকার বিভাগানুসারে চিহ্ন],

সহজে মাসিক ব্যয়ের চুম্বক প্রস্তুত করা যায়। এই প্রকারে বারো মাসের চুম্বক করিলেই বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত হয়। মাসিক ও বার্ষিক চুম্বক হিসাবের প্রণালী ২ ও ৩ সংখ্যক নিদর্শনে দৃষ্ট হইবে।

উক্ত প্রকার চুম্বক করিবার সময় প্রকৃত আয় ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কোন ব্যক্তিকে মাসের কোন দিন যদি ৫ টাকা কর্জ্জ দেওয়া যায়, এবং সেই ব্যক্তি সেই মাসের মধ্যেই তাহা পরিশোধ করে, প্রথম কারণে খরচ ৫ টাকা ও দ্বিতীয় কারণে জমা ৫ টাকা মাসিক বিবরণে ধরিবার কোন ফল নাই, কিন্তু সে মাসে পরিশোধ না হইলে কর্জ্জ প্রদান বলিয়া খরচ ধরিতে হইবে নতুবা হিসাব মিলিবে না। কি মাসিক কি বার্ষিক বিবরণে জমার দিকে পূর্ব্ব মাসের বা বৎসরের মজুত টাকা জমা ধরিয়া এবং খরচের দিকে শেষ যাহা বাকী থাকে অর্থাৎ হাতে যাহা তহবিল মজুত থাকে, তাহা ধরিলে উভয় দিক মিলিয়া যাইবে।

আয় ব্যয় স্থিতি বিবরণ বিষয়ে উক্তরূপ হিসাব রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু অপরের সহিত দেনা পাওনার বিষয়ে পৃথক্ হিসাব রাখিতে হয়—যথা গোয়ালার দুগ্ধের হিসাব, ভৃত্যের মাহিনার হিসাব, ময়রার সন্দেশের হিসাব, ধোপার কাপড়ের হিসাব ইত্যাদি। এই সকল হিসাবে দুগ্ধ সন্দেশ ইত্যাদি বস্তু জমায় ধরা যায়। ভৃত্যের মাহিনার হিসাবে মাস গত হইলেই তাহার নামে জমা লেখা যায়। ধোপা মাহিনায় নিযুক্ত হইলেও তাহার সেইরূপ হিসাব রাখিতে হয়, কিন্তু ফুড়িদরে কাপড় কাচিলে প্রত্যেক বার যত কাপড় কাচান যায়, তাহা জমার দিকে ধরা যায় এবং এই সকল হিসাবে যে দিন যে টাকা দেওয়া যায় তাহা যেমন পূর্ব্বোক্ত জমা খরচের হিসাবে খরচ লেখা যায় তেমনি যাহাকে টাকা দেওয়া যায় তাহার হিসাবেও খরচ লিখিতে হয়। যে সকল বস্তু জমায় ধরিবার কথা লেখা গেল সে সকল যে দিন যত পাওয়া যায় তাহা পৃথক্ লিখিয়া রাখা আবশ্যক—যথা গোয়ালার হিসাবের জমার দিকে এই মাত্র লেখা যাইতে পারে যে অমুক মাসে এত দুগ্ধ এত দরে জমা এত। কিন্তু সেই মাসের প্রত্যেক দিনে কত দুগ্ধ লওয়া গিয়াছে তাহার পুনশ্চ পৃথক্ হিসাব রাখা কর্ত্তব্য। সেইরূপ যে দিন ধোপা কতগুলি কাপড় কাচিতে লইয়া যায় ও কত কাপড়

ফিরিয়া আনিয়া দেয়, তাহারও পৃথক্ হিসাব রাখিতে হয়। এইরূপ পৃথক্ হিসাব দুগ্ধাদি বস্তু গ্রহণ বিষয়ে রাখিতে হইলে খাতার বামদিকে নীচে নীচে তারিখ ও উপরে পরে পরে মাস লিখিলে যে মাস সেই স্তম্ভের নীচে ও যে তারিখ সেই তারিখের সমান, দক্ষিণে বস্তুর কত ওজন বা পরিমাণ তাহা লিখিলেই হইবে।

ধোপার কাপড়ের হিসাব রাখিতে হইলে প্রত্যেক বার বা খেপের তারিখ উপরে লিখিয়া কাপড়ের বৃত্তান্ত ও সংখ্যা নিয়ে লিখিতে হয়, কিন্তু প্রতিবারেই প্রায় সমান প্রকার কাপড় হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কাপড়ের বৃত্তান্ত প্রত্যেক বার লেখার আবশ্যকতা নাই। হিসাবের পৃষ্ঠায় বামদিকে তাহা লিখিয়া উপরে পরে পরে মাস ও তারিখ লিখিয়া তারিখের স্তম্ভের নীচে ও কাপড়ের নামের সমান দক্ষিণে সংখ্যা ধরিলেই হয়। যদি অনেকগুলি লোকের কাপড়ের হিসাব রাখিতে হয় তাহাহইলে প্রত্যেকের নামে বস্ত্রাদির বিবরণ পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া সংখ্যা লিখিবে। এমন স্থলে প্রত্যেকের কাপড়ে নামের আদ্যাক্ষর বা কোন বিশেষ চিহ্ন স্থির রাখিলে কোন গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

সামান্য কর্জ্জ দেওয়া বা কর্জ্জ গ্রহণ বিষয়ে দেনা পাওনা এক হিসাবে লিখিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত দেনা পাওনা অধিক কাল ব্যাপী বা পৌনঃ পুনিক ঘটিলে প্রত্যেক লোকের নামে পৃথক্ হিসাব রাখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার হিসাবের নিদর্শন প্রদর্শিত হইতেছে।

১ ম সংখ্যা।

জমা খরচের হিসাব।

সন ১২৮৩ সালের

বৈশাখ মাসের

জমা		খরচ	
১ বৈশাখ		১ বৈশাখ	
গত মাসের বা বর্ষের বাকী মজুত	৮	(ক৩) ঘৃত /২॥ সের	২৲

জমা—

পূর্ব্ব পৃষ্ঠা হইতে আনীত	৮৲
৩ রোজ	
অমুক বাটীর	
মাঘমাসের ভাড়া আদায়	৫৲
	১৩৲
৫ রোজ	
অমুক নম্বর কাগজের	
৩১ ডিশেম্বর ১৮৭৫ শোধ	
সুদ আদায়	২৫৲
	৩৮৲

ইত্যাদি

খরচ—

পূর্ব্ব পৃষ্ঠা হইতে আনীত	২৲
(ক৮) বাজার খরচ	।০
	২।০
২ রোজ	
(ক৪) তৈল /৩ সের	১৲
(ক৮) বাজার খরচ	।০
	৩॥০
৩ রোজ	
(ক১) চাউল ১॥ মণ	৩।৵০
(ক৮) বাজার খরচ	।০
(গ১) অমুকের স্কুলের মাহিনা	২৲
	৯৵০
৪ রোজ	
(ক১) বাজার খরচ	।০
(গ২) অমুকের অমুক পুস্তক	॥০
(গ৩) কাগজ	৶০
	১০৲
৫ রোজ	
(ক৪) বাজার খরচ	।০
(ক৫) অমুক গোয়ালা মাঘমাসের দুগ্ধের হিসাবে শোধ	৭॥০
	১৭৸০

ইত্যাদি

২য় সংখ্যা।

১২৮৬ সালের মাসিক হিসাব।

জমা	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ … চৈত্র	খরচ †	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ … চৈত্র
পূর্ব্বমাসের মজুত	৮৲*	১৩৲	আহারাদি		
ভাড়া	৫৲	+	বাজার	৭৸৹	
সুদ	২৫৲	+	চাউল	৩৷৶৹	
দোকানের লাভ	১০৲		ঘি	২৲	
অমুকের বেতন	৫০৲		তেল	১৲	
	৯৮৲		ইত্যাদি	+	
				১৩২৲	
			শিক্ষা		
			স্কুলের মাহিনা	২৲	
			ইত্যাদি	+	
				৬৲	
			মাহিনা		
			অমুক	+	
			অমুক	+	
			ইত্যাদি		
			মোট খরচ	৮৫৲	
			মজুত	১৩৲	
				৯৮৲	

বারো মাসের মোট ধরিয়া বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিতে হইলে জমার দিকে এই মজুত টাকা ও চৈত্র মাসের শেষ দিনে যাহা বাকী থাকে, তাহা খরচের দিকে ধরিতে হয়, মধ্যে বাকী বা মজুত টাকা ধরিবার প্রয়োজন নাই।

† জমা খরচে ১২ মাস দুই বার করিয়া না লিখিয়া এক এক মাসের জমা ধরিয়া পরে তাহার নীচে খরচ ধরা যাইতে পারে।

৩ সংখ্যা।

বার্ষিক আয়ব্যয় স্থিতি।

	১২৭৬	১২৭৭…১২৮৩		১২৭৬	ইত্যাদি
জমা			খরচ †		
মজুত	×	৫	আহারাদি		×
ভাড়া	×	×	শিক্ষা		×
সুদ	×	×	মাহিনা		×
মাহিনা	×	×	লোকাচার		×
দোকানের লাভ	×	×	ইত্যাদি		×
	১২২৫				
খরচ					৯২০
			সঞ্চয় ব্যাঙ্ক		৩০০
					১২২০
			মজুত		৫
					১২২৫

† জমা ও খরচে এক এক বৎসর দুইবার না ধরিয়া আগে এক এক বৎসরের জমা, পরে তাহার নীচে সেই সেই বৎসরের খরচ ধরা যাইতে পারে।

৪ সংখ্যা।

দুগ্ধের হিসাব।

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	ইত্যাদি
১—	/২॥০			
২—	/৩			
৩—	/৩			
৪—	/২৸০			
৫—	/৩			
৬—	/৩			
ইত্যাদি	×			
মোট	২/৫			

৫ সংখ্যা।

অমুক গোয়ালার হিসাব।

জমা		খরচ	
১২৮২ শালের		৫ জ্যৈষ্ঠ	
বৈশাখ মাসে		বৈশাখ মাস শোধ	১০॥৶০
২/৫ দুগ্ধ	১০॥৶০	৮ আষাঢ়	
জৈষ্ঠ মাসে		জ্যৈষ্ঠ মাসের শোধ	১০৷৶০
২/৩ দুগ্ধ	১০৷৶০		
	২১		২১
ইত্যাদি		ইত্যাদি	

৬ সংখ্যা।

ধোপার কাপড়ের হিসাব।

কাপড়ের বৃত্তান্ত	বৈশাখ				জ্যৈষ্ঠ			
	৫	১২	১৯	২৬	২	৯	১৬	২৩
অমুকের পেণ্টুলন	১							
চাপকান	১							
পিরাণ	২							
চাদর	১							
অমুকের পাজামা	১							
চায়নাকোট	১							
ইত্যাদি অথবা	+							
সাদা ধুতি	২							
উড়ুনি	২							
ইত্যাদি	+							

৭ সংখ্যা।

অমুক ধোপার হিসাবে।

জমা		খরচ	
৫ বৈশাখ…	৩৫	২ জ্যৈষ্ঠ	
১২ বৈশাখ…	৩৮	বৈশাখ শোধ	২৶৫
১৯ বৈশাখ…	১৯	ইত্যাদি	
২৬ বৈশাখ…	১৮		
	১১০		
আড়াই কুড়ির দর	২৶৫		
ইত্যাদি			

স্মুবর্ণ মৎস্য।

পঞ্চাল রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর স্বয়ংবর স্থলে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়, তাহাতেই আমরা সোণার মাছের কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সে সোণার মাছ শিল্প কৌশলে নির্ম্মিত নির্জীব পদার্থ, জীবিত সোণার মাছের কথা কি পাঠিকাগণ শ্রবণ করিয়াছেন? এই মৎস্য চিন দেশে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে দেশের ধনবান্ ব্যক্তি মাত্রেই ডোবা কাটিয়া বা জলপূর্ণ চিনের পাত্রে করিয়া এক এক ঝাঁক মৎস্য পুরিয়া রাখেন। মৎস্য গুলি একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যখন জলের উপরি ভাগে আনন্দে ক্রীড়া করিতে থাকে, তখন তাহার অপরূপ শোভা বর্ণনা করা যায় না। দুঃখের বিষয় ইহারা এরূপ ক্ষীণজীবী, যে নিকটে কামানের শব্দ হইলে কিম্বা গলিত আলকাতরার ঘ্রাণ পাইলে ইহাদিগের অধিকাংশ এককালে মরিয়া যায়। যে জলে তাহাদিগকে রাখা হয়, তাহার উপরে ছিদ্রযুক্ত মৃণ্ময় পাত্রের এক একটী ঢাকুনী থাকে, সূর্য্যের তাপ একটু প্রখর হইলেই মৎস্যেরা তাহার ভিতরে গিয়া আশ্রয় লয়। সপ্তাহের মধ্যে পাত্রের জলও দুই তিন বার বদলাইয়া দিতে হয়। জল বদলাইবার সময় মৎস্যকে আর একটী জলপূর্ণ পাত্রে লইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু উহাদিগকে জালে না জড়াইয়া অন্য প্রকারে তুলিয়া লওয়া যায় না। একটু হাত গায় লাগিলেই তাহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত হয়।

সুবর্ণ মৎস্য সকল যদি ডোবার মধ্যে থাকে, তাহাদিগকে আহার করাইবার সময় ঘণ্টা বাজাইতে হয়। ঘণ্টার শব্দে তাহারা জলের উপরি ভাগে ভাসিয়া ভাসিয়া উঠে। পেকিনে ৩। ৪ মাস অর্থাৎ শীতকালে তাহাদিগকে চিনের পাত্রে করিয়া তুলিয়া রাখা হয়। পুনরায় বসন্তাগম হইলে তাহাদিগকে ডোবায় জলে ছাড়িয়া দেয়।

উষ্ণপ্রধান দেশের সুবর্ণ মৎস্যের বংশ অতি সত্বর বাড়িয়া উঠে। পোনা সকল যখন জলে চরিতে থাকে, যদি তুলিয়া অন্য স্থানে ফেলা না হয় মৎস্যেরা ছানাদিগের অধিকাংশ খাইয়া ফেলিবে।

সুবর্ণ মৎস্য প্রথমতঃ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, সে রঙ বদলাইয়া শাদা হয়, পরে শাদা রঙ সোণার রঙ হইয়া ফুটিয়া উঠে। সোণার রঙ প্রথমে লাঙ্গুলে দেখা যায়, পরে তাহা সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হয়।

চিনেরা বড় অপেক্ষা ছোট সুবর্ণ মৎস্যই অধিক ভাল বাসে। ছোট মৎস্য সকল দেখিতে অধিক সুন্দর এবং অনেক সংখ্যক একত্র থাকিতে পারে। এই মৎস্য সকলের রঙ পাটল বর্ণ, তাহার উপরে সোণার গুঁড়া সকল যেন কে ছড়াইয়া দিয়াছে; কতকগুলি শাদা রূপার ন্যায় উজ্জ্বল, আর কতকগুলি শাদার উপরে লাল লাল চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত।

মরিয়া গেলে সুবর্ণ মৎস্যের আর উজ্জ্বলতা থাকে না। ইহাদিগের পুরুষ ও স্ত্রী প্রভেদ করিবার লক্ষণ এই যে মৎস্য-রমণীদিগের কান্‌কুরা ও সম্মুখের ডানায় শ্বেতবর্ণ চিহ্ন সকল আছে। ইহাদিগের পুরুষদিগের সেই সেই স্থান অতি উজ্জ্বল ও প্রভাময়।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪ এ মে মহারাণী বিক্টোরিয়ার জন্ম দিন গিয়াছে। সেই দিন অবধি তিনি "Express of India" ভারতের সম্রাজ্ঞী এই উপাধি ধারণ করিয়াছেন। এ নাম তাঁহার পক্ষে শোভাকর হইয়াছে।

২। পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য মনোনয়নে নারীদিগের মত গ্রহণ করা আবশ্যক, এই প্রশ্ন লইয়া কয়েক বৎসর ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে। এ বৎসর এ সম্বন্ধে যে বিল উপস্থিত হয়, ১৫২ জন তাহার সপক্ষ ও ২৩৯ জন বিপক্ষে মত দেওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এখন না হউক

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ন্যায়ের জয় এক দিন হইবেই হইবে।

৩। বোম্বাইয়ের 'বিদ্যাসাগর' বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বিধবাবিবাহ ও সর্ব্বপ্রকার সমাজ সংস্কার কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। ইহাঁর স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ তথায় দাতব্য সংগৃহীত হইতেছে। সংগৃহীত অর্থে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহের সাহায্যার্থ একটী 'ফণ্ড' করা হইবে।

৪। লর্ড নর্থব্রুক নিরাপদে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। ভারতেশ্বরী তাঁহাকে 'আরল' উপাধি দান করিয়াছেন।

৫। তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের অধিপতি আবদুল আজিজ অতি দুর্ব্বল, অপব্যয়ী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রাজা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার রাজ্যের খৃষ্টান প্রজারা তাঁহার বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং প্রবল পরাক্রম রুসিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য গ্রাস করিবার অভিলাষী হন। তুরুষ্কের সৌভাগ্য, সুলতানের মন্ত্রিগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র মুরাদ ইফেণ্ডিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তিনি যখন রাজবাটী হইতে কারাগারে যান, ৫২ ভরাপূর্ণ তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী তাঁহার সমভিব্যাহারী হন। দুঃখের বিষয় সুলতান আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছেন।

৬। মাস্কেন হইজ নামক একজন আমেরিকাবাসী সম্রান্ত শিল্পী মনুষ্যের চর্ম্মদ্বারা পাদুকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা না কি গোচর্ম্মের পাদুকা অপেক্ষা কোমল। কিন্তু টেকসই হয় কি না সন্দেহ।

৭। বাবু কেশবচন্দ্র সেন কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্য পথে মোড় পুকুর নামক গ্রামে একটী অতি সুন্দর উদ্যান ক্রয় করিয়াছেন এবং 'সাধন কানন' তাহার নাম করণ করিয়াছেন। তিনি পরিবার ও কতকগুলি বন্ধু বান্ধব লইয়া তথায় আছেন। এ উদ্যানটী ঈশ্বর-সাধনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান হইয়াছে।

৮। বরদা গুইকুমার পরিবারের রাণী রুক্মা বাই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি লর্ড নর্থব্রুক ও লর্ড লিটনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার বার্ষিক বৃত্তি ৬০০০ টাকার পরিবর্ত্তে ১২০০০ করিয়া লয়াইছেন।

৯। আমাদিগের পাঠিকাগণ সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ রমণী কুমারী নাইটিঙ্গেলের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনে একটী ধাত্রী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ধাত্রী-

গণ সমূহের পীড়িত ও গরিবদিগের সেবা শুশ্রূষা করিবে।

১০। ভারতেশ্বরী ইতিমধ্যে এক দিবস ২০০ বৃদ্ধ, অতুর ও দুঃখী লোকের প্রত্যেককে ২৷৷০ হইতে ৪ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। দয়াব্রতের জন্য আমাদিগের মহারাণী চিরকাল বিখ্যাত।

১১। সাধারণ লোকে মনে করে, রাজা হইলে না জানি কি সুখ সৌভাগ্য লাভ হয়! কিন্তু রাজাদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব অল্প আছে। একখানি সংবাদপত্রে রাজাদিগের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫৪০ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ২৯৯ জন সিংহাসনচ্যুত, ১৫১ জন গোপনে হত, ১০০ জন যুদ্ধে বিনষ্ট এবং ২০ জন আত্মহত্যায় গতাসু হইয়াছেন। ১১ জন পাগল হইয়া মরিয়াছেন, ৬১ জন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজ্যত্যাগ, ২৫ জন ধর্ম্মার্থ জীবন দান, ৬২ জন বিষ প্রয়োগে এবং ২০৮ জন বিচারে মৃত্যুদণ্ডে অপমৃত হইয়াছেন।

১২। মান্দ্রাজ অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালোর নগরে ৪০ টী বালিকা সংগৃহীত হইত না। এখন তথাকার গবর্ণমেণ্ট ও মিসনরী বালিকা বিদ্যালয়ে ৪০০ জনের অধিক ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন গ্রামে গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় হইয়াছে।

১৩। মহারাণী স্বর্ণময়ী আলবার্ট হলের জন্য ১০০০ এবং তাহার পুস্তকাদির জন্য ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৪। মান্দ্রাজে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতেছে, শিক্ষার প্রকৃত ফল যে বিদ্যানুরাগিতা তাহাও তত্রত্য স্ত্রীগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাঞ্জোরের রাজকুমারী একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় খুলিয়াছেন, তাহার সমুদায় ব্যয় স্বয়ং নির্ব্বাহ করিবেন। ইহাতে শতাধিক ছাত্র হইয়াছে। আর একটী হিন্দুরমণী মৃত্যুকালে বার্ষিক ১৫০ টাকা আয়ের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারাও একটী সংস্কৃতবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বামাগণের রচনা।

শৈশব।

সুখের শৈশব কাল মানব জীবনে।
চিন্তা পাপীয়সী হায় পশে না মরমে॥

সঙ্গীগণ সঙ্গে করি লতা পাতা লয়ে।
দিবা নিশি খেলা করে প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
শত্রু মিত্র ভেদ জ্ঞান থাকে না তখন।
সকলের প্রতি করে সমান যতন॥
নিরমল চিত সদা সলিল সমান।
কিছু মাত্র বোধ নাহি মান অপমান॥
সরল সুন্দর হাসি শোভিত অধর।
দরিদ্রতা নিবন্ধন কাঁদে না অন্তর॥
নিরাশ হইয়া মনে করে না রোদন।
আশা মায়াবিনী নাহি করে প্রতারণ॥
মায়াময় সংসারের মোহের ছলনে।
ক্ষণে হাসি, ক্ষণে চিন্তা নাহি তার মনে॥
এই বেলা হাস শিশু হৃদয় ভরিয়া।
নারিবে হাসিতে আর এমন করিয়া॥
সুখের শৈশব কাল যাইবে যখন।
স্বচ্ছ হৃদয়েতে কালী পড়িবে তখন॥
স্বপনের মত সব অনুভব হবে।
মানস আকাশ ঘোর মেঘে আববিবে॥
নব, নব চিন্তানলে দহিবেক হিয়া।
জীবন হইবে ভার থাকিয়া থাকিয়া॥
ক্ষণেক সুখের শশী হৃদয়ে উদিবে।
অচিরে ভাবনা রাহু তাহারে গ্রাসিবে॥
বিজনে নয়ন জলে ভাবিবে কখন।
শৈশব সুখের কথা করিয়া স্মরণ॥
আমোদেতে খেলা কর থাকিতে সময়।
শৈশব বিগতে সুখ হবে না উদয়॥

২৩ এ মার্চ্চ, কৃষ্ণনগর। শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।

১৫৫ সংখ্যা | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৮৩। | ১২ শ ভাগ

ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন উপাধি গ্রহণ।

ইংলণ্ডেশ্বরীর উপাধি এত দিন 'Queen' অর্থাৎ রাজ্ঞী ছিল, এখন তিনি 'Empress' অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী নাম ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নাম কিন্তু তাঁহার সকল রাজ্য সম্বন্ধে নহে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও অন্যান্য রাজ্য সম্বন্ধে তিনি যে রাজ্ঞী ছিলেন, তাহাই রহিলেন, কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি সম্রাজ্ঞী হইলেন। রাজ্ঞী ও সম্রাজ্ঞী নামের কি প্রভেদ তাহা পাঠিকাগণ বোধ হয় একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারেন। যিনি বৃহৎ রাজ্য শাসন করেন এবং যাঁহার অধীনে অনেক রাজা আছে, তিনি সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী নাম ধারণের উপযুক্ত। আমাদিগের দিল্লীর বাদসাহেরা সম্রাট্ ছিলেন, চিন রুসিয়া অষ্ট্রিয়া জর্ম্মণি প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরাও সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। মহারাণী বিক্টোরিয়ার অধিকার সমুদায় পৃথিবী-ব্যাপী, ইহা এত বড় বিস্তৃত যে কথিত আছে দিবারাত্রির কোন সময়েই তাঁহার রাজত্বের মধ্যে সূর্য্য অস্তগত হয় না। এরূপ স্থলে 'বিক্টোরিয়া' যে সম্রাজ্ঞী নাম ধারণ করিবার উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই। যাঁহারা সম্রাট্ নাম ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও অপেক্ষা যখন তিনি বল বিক্রম ও প্রতাপে ন্যূন নহেন, তখন তাঁহাদিগের তুল্য গৌরবসূচক নাম কেন না গ্রহণ করিবেন? কিন্তু ইংরাজগণ পুরাতন 'রাজ্ঞী' নামেরই পক্ষপাতী

এবং সম্রাজ্ঞী নামের বিরোধী। * 'ঘর পোড়া গোরুর' যেমন আগুণ দেখিলে ভয় হয়, সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী নামে তাঁহাদিগের সেইরূপ মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের প্রতিবাসী ফরাসীদিগের ইতিহাসে তাঁহারা দেখিয়াছেন, উহাদিগের অধিপতিরা যতদিন রাজা নামে আখ্যাত ছিলেন, ততদিন শান্ত ও ধীর ছিলেন, কিন্তু সম্রাট নাম ধারণ করিয়া বিপ্লবকারী ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। ইংরাজদিগের রাজা নামে মাত্র রাজা, কাজে 'কলের পুতুল' বলিলে হয়। ইংরাজজাতি তাঁহাকে যে দিকে ফিরাইবেন, তাঁহাকে সেই দিকে ফিরিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় সম্রাট্ নাম তাঁহাদিগের অসহ্য। পাছে নামের সহিত রাজা অধিক ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠেন, এইটী তাঁহাদিগের ভয়। ইংরাজদিগের এ ভয় যে কতদূর সমূলক তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাঁহাকে তাঁহারা নামে রাজা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে কি নামে সম্রাট্ করিয়া রাখিতে পারেন না? তাঁহাদিগের রাজার নিজস্ব ধন ও বল অতি অল্প, থাকিবার মধ্যে এক মান আছে, তাঁহারা রাজাকে 'সকল গৌরবের আকর' বলিয়া মানিয়া থাকেন, এরূপ স্থলে তাঁহার সে মান ও গৌরব খর্ব্ব করিয়া রাখিলে তাঁহার কি রহিল?

যাহাহউক ইংলণ্ডেশ্বরী ইংরাজজাতির মনের ভাব জানিয়া কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই উচ্চ গৌরবসূচক 'সম্রাজ্ঞী' নাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অনেক মতামতের পর তাহা পার্লেমেণ্টের গ্রাহ্য হইয়াছে। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া, অনেক গালি বিদ্রূপ ও প্রতিবন্ধক সহ্য করিয়া মহারাণীর নামের এই জয় সংসাধন করিয়াছেন। রাজ্ঞীর শুভ জন্মদিন গত ২৪ মে হইতে তিনি মহারাণী বা ভারতের সম্রাজ্ঞী বলিয়া সমুদায় সাম্রাজ্য মধ্যে ঘোষিত হইয়াছেন। অতঃপর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমুদায় দলিল পত্রে তাঁহার এই নাম লিখিত হইবে, ভারতবর্ষের মুদ্রাতে তাঁহার এই নাম অঙ্কিত হইবে, ভিন্ন দেশীয় রাজা ও সম্রাট্ দিগের সহিত কার্য্যকালে তাঁহার এই নাম উল্লিখিত হইবে, কেবল ব্রিটিষ দ্বীপ পুঞ্জের দলিল পত্র ও মুদ্রা প্রভৃতিতে তাঁহার এ নূতন উপাধির উল্লেখ হইবে না। মহারাণী বিক্টোরিয়ার এই নূতন উপাধি গ্রহণ তাঁহার নিজের এবং ভারত-

বর্ষের সম্বন্ধে একটী. বিশেষ ঘটনা বলিতে হইবে। ভারতবর্ষ মহারাণীর 'রাজমুকুটের অত্যুজ্জ্বল মণি' বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার উপাধির সঙ্গে ভারতবর্ষের নাম সংযুক্ত হওয়াতে তাঁহার গৌরব অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। অনাথ ভারতবর্ষও এতদিনের পর 'আপনার অধীশ্বরী' বলিয়া একজনকে স্ব-নামে ডাকিবার পথ পাইলেন। শতাধিক বর্ষ হইল, ইংরাজগণ ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন এবং একে একে প্রায় সমুদায় প্রদেশ করতলস্থ করিয়া 'মহারাজ চক্রবর্ত্তী' হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এতদিন ভারতের অধীশ্বর বলিয়া কাহাকেও সম্বোধন করিতে পারা যাইত না, ভারতরাজ্য; রাজ্য সকলের মধ্যে গণনাস্থলেই আসিত না, ইংলণ্ডের. নামের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে মহারাণী স্বয়ং যখন ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি ভারতের বিলুপ্ত নাম উদ্ধার করিয়া আপনার অঙ্গের আভরণ করিবেন আশা ছিল, তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই। এতদিন পরে সেই ঘটনা সম্পন্ন হইল, ইহাতে আমাদের মনে আনন্দোদয় হইতেছে। এখন ভারতবর্ষের সহিত মহারাণীর সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইল, ইহার প্রতি তাঁহার মমত্ব অধিক হইবে, ইংরাজজাতি ভারতবর্ষের কল্যাণকর প্রস্তাব সকল বরাবর যেমন অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন, এখন আর সেরূপ করিতে পারিবেন না এই আশা হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের এই আশা আশঙ্কা-শূন্য নহে। ইংলণ্ডস্থ যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতে মহারাণীর নূতন উপাধি ভারতবর্ষের অমঙ্গলের কারণ হইবে। তিনি ইংলণ্ড প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজ্ঞী রহিলেন, তথায় কোমলভাবে শাসন করিবেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্রাজ্ঞী হইলেন, এখানকার শাসনে কঠোরতা ও যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশিত হইবে। এ কথা শুনিলে আমাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং আনন্দের স্থলে বিষাদ আসিয়া মনকে অধিকার করে। কিন্তু মহারাণীর মনে যে এরূপ অশুভ অভিপ্রায় আছে, ইহা আমরা কখন বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের দোষেই আমাদিগের দুঃখ। তিনি এতদিন 'রাজ্ঞী' ছিলেন, তাহাতে আমাদিগের উপর রাজপুরুষগণ যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই, পরেও যে এককালে 'গঙ্গা জল' হইবেন, এরূপ আশা করা যায়

না। যাহাহউক আমরা এখন হইতে ভারতেশ্বরীর নিকট ভারতের দুঃখ জানাইতে পারিব। ইংলণ্ডেশ্বরী হইয়া রাজকীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা তিনি আমাদিগকে যে সকল উদার স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়াছেন, ভারতেশ্বরী হইয়া সে সকল যে হরণ করিয়া লইবেন ইহা কখন মনেও করিতে পারি না। আমাদিগের স্বত্বাধিকার সকল যদি অব্যাহত থাকে এবং আমরা যদি আপনাদিগের অধীশ্বরীর নিকট দুঃখ জানাইতে পাই, তাহাহইলে আমাদিগের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ কেহই রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। এখন আমরা মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি ‘Empress of India’ ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়াকে চিরজীবিনী করুন, এবং তাঁহাদ্বারা দীনহীন ভারতবর্ষের সমুদায় দুঃখ মোচন ও কল্যাণ বর্দ্ধন করুন্।

অর্থ দান।

অর্থদান করাই দয়ার এক মাত্র কার্য্য এবং অর্থদান না করিলে দয়া প্রকাশ হয় না, এ কথা যথার্থ নয়। মনে যদি দয়ার ভাব থাকে, সহস্র প্রকারে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। কায়িক শ্রম করিয়া দুর্ব্বলকে সাহায্য করা, মিষ্টকথা বলিয়া শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করা, শিক্ষাদান করিয়া অজ্ঞানের মনের অন্ধকার দূর করা, সদুপদেশদ্বারা পাপী ব্যক্তিকে সৎপথে ফিরাইয়া আনা, এক জনের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা, এ সকল দয়ার কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বলিয়া অর্থ সাহায্য যে সামান্য সাহায্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন। মনুষ্যের পৃথিবীতে থাকিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই অর্থের প্রয়োজন। পৃথিবীতে দরিদ্র লোকেরা অর্থের অভাবে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। আগে তাহাদিগের প্রাণরক্ষা, পরে শিক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞানী হওয়া বা সদুপদেশ শুনিয়া ধার্ম্মিক হওয়া! অতএব যাঁহার অর্থ আছে, দয়াপ্রকাশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে নিরন্ন, বিবস্ত্র, নিরাশ্রয় লোকদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। পরে তিনি মিষ্ট বাক্য বর্ষণ বা জ্ঞান ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া দরিদ্রের অন্যপ্রকার দুঃখ দূর করুন। অর্থ থাকিতে যিনি অর্থদ্বারা পরোপকার করিতে চান না, অন্য প্রকারে দয়া প্রকাশ

করিবার আশা দেন, তিনি কেবল ফাঁকীর কথা বলিয়া ঈশ্বরকে ও দরিদ্র দিগকে প্রতারণা করেন। ' কে না জানে মুখের বাক্য দ্বারা বা মনের প্রার্থনা দ্বারা লোকের উপকার করিতে কিছু ব্যয় হয় না, সুতরাং তাহা অনায়াসে করা যাইতে পারে? কিন্তু অর্থ দিয়া দয়া করা কঠিন কার্য্য। মনে দয়ার ভাব আসিলেও এবং বাক্যে তাহার পরিচয় দিলেও, দয়ারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠে না। একজন চতুর ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, দরিদ্রকে দুপয়সা দিয়া সাহায্য করিবার ইচ্ছা করিয়াও অনেকের পকেটে হাত দিতে ২ সে ইচ্ছা জুড়াইয়া যায়, অনেকের পয়সা স্পর্শ করিয়াও হাতে তুলিবার উৎসাহ থাকে না, অল্পব্যক্তি তাহা তুলিয়া গরিবের হস্তে অর্পণ করিতে পারে। ইহাতেই বুঝা যায় মনে দয়া হওয়া বা মুখে "আহা! আহা!" বলা অপেক্ষা দুপয়সা দান করিয়া ফেলা কত কঠিন কার্য্য!

প্রাচীন কালে অর্থদান দয়ার একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল এবং অর্থ থাকিলে সাধ্যমত তাহা দান করিয়া দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে কেহ ত্রুটি করিতেননা। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে২ লোকের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনকার অধিকাংশ লোকে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত, নিঃ স্বার্থভাবে তাহা কাহাকেও প্রাণ ধরিয়া দিতে পারেন না। এখনকার দাতাদিগের অধিকাংশের দান যশের নিমিত্ত। তাঁহারা হয়ত রাজার সন্তোষের জন্য সহস্র ২ মুদ্রা অনায়াসে দান করিবেন, কিন্তু অন্নাভাবে জীর্ণকায় বা ঔষধ পথ্যাভাবে মৃতপ্রায় একব্যক্তিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও কড়ার সাহায্য করিবেন না। ক্ষমতা উপার্জন যশোলাভ, অন্যের মনোরক্ষা বা সন্তোষ সাধনের জন্য যে দান তাহা দয়ার চিহ্ন নহে, তাহা দ্বারা এক কণা মাত্রও পুণ্য উপার্জ্জন করা যায় না। দুঃখীর দুঃখ দর্শনে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার দুঃখ মোচন করাতেই দয়া, তাহাতেই পুণ্য সঞ্চয় হয়। সাধ্য থাকিতে যিনি ইহাতে ত্রুটী করেন, তিনি আপনার কর্ত্তব্য হেলন করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী। "যিনি দরিদ্রকে দয়া করেন, তিনি ঈশ্বরের দয়া লাভ করেন এবং যিনি দরিদ্রকে বঞ্চনা করেন, তিনি ঈশ্বরের দয়া হইতেও বঞ্চিত হন," ইহা যথার্থ কথা।

বর্ত্তমান সভ্যতার সময়ে অর্থ দান করা লোকের বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে দয়াশূন্য বলিতে স্বীকৃত নন। তাঁহারা অর্থ

দান না করিয়াও আপনাদিগকে ধার্ম্মিক জানাইবার জন্য নানাপ্রকার ওজর আপত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ নীতি শাস্ত্রবিদ্ ডাক্তার পেলী এক এক করিয়া এই আপত্তি সকলের যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন এবং যেরূপে তাহা খণ্ডনের চেষ্টা পাইয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রদর্শন করিলাম।

১। "আমাদিগের দান করিবার মত অতিরিক্ত অর্থ নাই। অর্থাৎ দান না করিয়া অন্য কোন না কোন প্রকারে ব্যয় না করা যায়, এমন অর্থ নাই—আমরা যেরূপে যাহা ব্যয় করিব ও জমাইব স্থির করিয়াছি, তাহার অধিক অর্থ নাই।" ইহা দ্বারা এইটী সপ্রমাণ হয় যে ব্যয় ও সঞ্চয়ে যত টাকা ধরিয়াছি তাহা কমান আমাদিগের স্বেচ্ছাধীন বা কর্ত্তব্য কি না, তাহা আমরা একবারও ভাবি না এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ দান যে ব্যয়াঙ্কের মধ্যে পূর্ব্বাহ্নেই ধরা উচিত ছিল, তাহা আমরা বুঝি না।

২। "আমাদিগের আপনাদিগের পরিবার আছে এবং দাতব্য গৃহেতেই আরম্ভ হয়।" পিতা আপন পরিবারের আবশ্যক অভাব সকল যাহাতে মোচন করিতে পারেন, এরূপ করিয়া আয় ব্যয় বিষয়ে মিতাচারিতা অবলম্বন করিবেন। যতদিন সেরূপ আয়ের সংস্থান না করিতে পারেন, ততদিন তিনি বদান্যতা প্রকাশে ক্ষান্ত থাকিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ একজনকে অভাবগ্রস্ত করিয়া অন্যের অভাব পূরণ করিলে সাধারণ সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। কৃপণতা প্রকাশের ওজর এই পর্য্যন্ত, ইহার অধিক ওজর গ্রাহ্য হইতে পারে না।

৩। "কেবল অর্থ দিলেই যে দয়া প্রকাশ হয় তাহা নহে, কিন্তু হিতৈষণা, জগতের মঙ্গল প্রার্থনা, সকল মনুষ্যের প্রতি ভাল বাসা, অন্তরের সদ্ভাব ইত্যাদি অনেক প্রকারেও দয়া প্রকাশ করা যায়।" যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা সেণ্ট জেমসের কথা শ্রবণ করুন;— "তোমাদের কোন ভাই ভগিনী অন্ন বস্ত্রের জন্য অভাবগ্রস্ত হইয়া যদি তোমাদিগের নিকট ভিক্ষা করিতে আইসে এবং তোমরা অন্নবস্ত্র না দিয়া মিষ্ট মুখে বিদায় করিয়া বল "যাও, তোমার অন্ন বস্ত্রের দুঃখ থাকিবে না" ইহাতে তাহার কি উপকার করিলে?"

৪। "অমুক ধর্ম্মোপদেষ্টা (সেণ্টপল) তাঁহার উপদেশের (করিন্থীয়-

দিগের প্রতি প্রথম পত্রের ১৩ অধ্যায়) অমুক অধ্যায়ে দরিদ্রদিগকে দান করিবার বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই।”

সৎস্বভাবের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সময় উপদেষ্টা সকল কর্ত্তব্যের উল্লেখ না করিতে পারেন, কিন্তু তা বলিয়া দয়া করিবার ওজর করা যায় না।

৫—“আমরা গবর্ণমেণ্টকে দরিদ্রদিগের পালনার্থ টাক্স দিয়া থাকি।” ইহা বলিয়া ওজর করিলে আমরা ঋণ শোধ করিয়া থাকি, বলিয়া দান করিব না, বলাও যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের দেয় রাজস্ব আয় হইতে বাদ দিয়া আমাদিগের ঠিক আয় ধরা কর্ত্তব্য।

৬—“আমরা অনেক দরিদ্রকে খাটাইয়া প্রতিপালন করিয়া থাকি।” যদি নিজের প্রয়োজনে খাটান না হয়, তাহা হইলে এ ওজর শুনা যাইতে পারে। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে খাটাইয়া এ কথা বলিলে ইহা যারপর নাই স্বার্থপরতার কথা।

৭। “আমরা যত ভাবি, গরিবেরা তত কষ্ট অনুভব করে না। কষ্ট সহিয়া সহিয়া তাহাদিগের অভ্যস্ত হইয়াছে এবং তাহা তাহারা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে।” অভ্যাস দ্বারা কষ্ট যত সহ্য হউক, আত্যন্তিক শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণাতে অবশ্যই ক্লেশ অনুভব হয়, কামারের কি অগ্নিময় লৌহ-দণ্ড স্পর্শে শরীর দগ্ধ হয় না! বিশেষতঃ কোন ব্যক্তি কতদূর দুঃখ সহিতে পারে, তাহা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না, তাহাকে কতদূর সুখী করিতে পারি, ইহাই চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

৮। “দুঃখীদিগকে যত দেও, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হয় না, বা সে কথা ভাবে না।” প্রথমতঃ ইহা সত্য নয়। দ্বিতীয়তঃ কাহাকেও দয়া করা কৃতজ্ঞতা লাভের জন্য নয়।

৯—“দরিদ্রতার ভাণ করিয়া লোকে প্রতারণা করে।” আমরা ভাল অভিপ্রায়ে দান করিলে তাহাতে আমাদিগের পুণ্যের হানি হইবে না, আর দুঃখে না পড়িলে লোক ভিক্ষা করিতে আসে না।

১০—“অর্থ সাহায্য করিলে আলস্য হয়।” পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে তাহাহইতে এই কুফল উৎপন্ন হয়।

১১—নিকটে অনেক দুঃখী গরিব আছে, তাহারা থাকিতে দূরের লোককে

সাহায্য করা উচিত নয়।" এরূপ স্থলে নিকটের গরিব লোকদের কতটুকু সাহায্য করি দেখান আবশ্যক।

শাসন সমতা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, (১) রাজপুরুষ বা শাসনকর্ত্তা হইলেই কেহ প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না; তাঁহাকে প্রজাদিগের স্বাধীনতা এবং স্বত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। যে গুলি রাজ কার্য্যের অন্তর্গত নয়, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা। রাজা যে প্রজাদিগের উপর অযথা প্রভুত্ব করেন এবং সময়ে সময়ে প্রজারাও যে রাজার ক্ষমতা অমান্য করিয়া অপরাপর প্রজার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহার কারণ এক পক্ষে বলাধিক্য। যখন শাসন তন্ত্রের কোন পক্ষের এই বলাধিক্য না থাকে, প্রত্যুত যখন রাজপুরুষ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে এরূপ শক্তির সমতা থাকে যে, কোন পক্ষে আর কাহারও উপর অত্যাচার করিতে না পারে, অথচ কেহ কোন অন্যায়াচরণ করিলে অপরে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়, তখনই সমাজে "শাসন সমতা" আছে বলা যায়।

যে সমাজে এক পক্ষ প্রবল, অথচ তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে, এমন অপর কোন প্রতিযোগী পক্ষ নাই, সেখানে যে প্রবল পক্ষ যথেচ্ছাচার করিবে, অন্যায় করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বরং সেরূপ না করাই ইতিহাসে আশ্চর্য্য। শাসন সমতার অভাবে সমাজের যে কিরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়, তন্মধ্যে যে কিরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাসন সমতা অভাবে কত লোককে একজনের কোপে পড়িয়া অন্যায় বিচারে যাবজ্জীবন অসহ্য কারাবাস ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, কত লোককে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে, কত লোককে বধ্য ভূমিতে প্রাণ

---

(১) আশ্বিন মাসের বামাবোধিনীতে 'রাজার ক্ষমতা কে দিল' এবং কার্ত্তিকের 'রাজকার্য্য' এই দুই প্রস্তাব দেখ।

বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে, কত লোককে মৃত্যু অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ভয়ঙ্কর যন্ত্র সমূহে পেষিত হইতে হইয়াছে, কত ন্যায়-পরায়ণ বিচারককে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইয়াছে, কত শ্রেণীর লোককে অপরের দাসত্বে শরীর মন সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিয়াও কীটের অধম হইয়া জীবন যাপন করিতে হইয়াছে।

বস্তুতঃ শাসন সমতাই সমাজোন্নতির মূল ভিত্তি। অতএব কি উপায়ে ইহা সংস্থাপিত হইতে পারে, সকলের সে বিষয়ে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রাজনিয়ম প্রতিপালন করা অথবা অপরকে রাজশাসন উল্লঙ্ঘন করিতে না দেওয়া প্রজার যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, শাসন সমতার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহার প্রতীকার করাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য; নতুবা সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে, সমাজে থাকা যে জন্য তাহা বিফল হইবে। আমরা নিজে অনধিকার চর্চ্চা করিব না, তবে অপরকেই বা অনধিকার চর্চ্চা করিতে দিব কেন? নিজে কোন বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করিলে যেরূপ অনিষ্ট ঘটে, অপরে করিলেও সেইরূপ ঘটে। কিরূপে শাসন সমতা রক্ষা করিতে পারা যায় সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু সামাজিক জীব মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত যে সমাজ রক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য তিনি সমাজে শাসন সমতা রক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য।

এ সম্বন্ধে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমরা দেখিয়াছি প্রজাদিগের অভিমত না হইলে সাধারণতঃ রাজপুরুষগণ প্রভুত্ব করিতে পারেন না। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে প্রজাদিগের অনভিমত হইলেও তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন বলপ্রভাবে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না। দেশ ভেদে শাসন প্রণালীও ভিন্নরূপ, কিন্তু তন্মধ্যে কোন্ প্রণালীটি শাসন সমতা রক্ষার অনুকূল? কিরূপ শাসন প্রণালীতে রাজা ও নানা শ্রেণীর প্রজা সমূহের পরস্পরের মধ্যে শক্তির তুল্যতা আছে? ইহার উত্তরে মোটামোটি এই বলা যাইতে পারে যে, সকল প্রকার শাসন প্রণালীতে শাসন সমতা রক্ষা হওয়া সম্ভব। বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র, সম্ভ্রান্ততন্ত্র অথবা নিকৃষ্টতন্ত্র সকলেই শাসন সমতা রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রনালীতে সমাজের একাংশের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত; সেই একাংশ, নিজ স্বার্থ সাধনার্থ বহু লোকের স্বার্থ বিস্মৃত হইতে পারে, এজন্য

তৎ কর্তৃক অপরের উপর অন্যায় প্রভুত্ব প্রকাশ হওয়া অসম্ভব নহে, এবং ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আবার এইরূপ শাসন প্রণালী বিপর্য্যস্ত করাও নিতান্ত কঠিন নহে। কিন্তু প্রতিনিধি শাসন প্রণালীতে অর্থাৎ যে দেশে প্রত্যেক শ্রেণীর লোক স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুরূপ ব্যক্তি বর্গকে নির্ব্বাচিত করিয়া রাজকার্য্য আলোচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারে, তথায় এই সমতা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রক্ষিত হয়। কেননা এরূপস্থলে সকল প্রজা সমভাবে আপনার পক্ষ সমর্থন করে। যদি কেহ কোনরূপ অন্যায় কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিতে চায়, তবে অন্যে তখনই তাহার প্রতিবাদ ও অন্যথা করিতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষা।

বঙ্গাঙ্গনাগণের বিদ্যাশিক্ষা করা কর্ত্তব্য কিনা, সে বিষয়ের বিচার করিবার সময় এক প্রকার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রায় সকলেই ইহার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন; কিন্তু বোধ হয় অনেকেই ভালরূপ বুঝেন নাই, বিশেষতঃ পুরুষ যতদূর বুঝিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা তাহার কিছুই বুঝেন নাই। তাহার কারণ অনেক, বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতি অতি অল্প দিনই লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র; তথাপি এত অল্প দিন নহে, যে বুঝাইয়া দিলে বঙ্গদেশে বিদ্যার যথার্থ মর্ম্মজ্ঞা শতকরা অন্ততঃ পাঁচ সাতটি স্ত্রীলোক দুর্লভ থাকিত। ইহাতেই বোধ হয়, রক্ষকদিগের অযত্ন এবং শিক্ষাদানে উপেক্ষা হেতু ঐরূপ উন্নতি হইতে পারিতেছে না। বাল্যকালে বালিকাবিদ্যালয়ে যতদূর শিক্ষালাভ সম্ভব, প্রায় তাহাতেই বিদ্যাশিক্ষার পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সুদীর্ঘ মানব জীবনের মধ্যে ৫। ৬ বৎসরের অধিক কাল পাঠ হইতে পারে না। বঙ্গবাসীগণ বিদ্যাকে অর্থকরী জানেন, সুতরাং বিদ্যা শিখিয়া স্ত্রীলোকের ধনোপার্জ্জন অসম্ভব জ্ঞানে, অধিক বিদ্যা শিক্ষা করা কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই আবশ্যক বোধ করেন না। এই ভ্রান্ত মত সকলের (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের) অন্তঃকরণ হইতে দূরীকৃত না হইলে, বঙ্গ বামাগণের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। স্ত্রীজাতি যাহাতে আত্মোন্নতির আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারেন, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বুঝাইবার চেষ্টা করা উচিত। ইহার আবশ্যকতা বুঝিলেই আপনা আপনি

এতদভাবে একটি ক্ষতি বোধ হইবে এবং উন্নতি ঐ ক্ষতিবোধেরই এক প্রকার অনুবর্ত্তী হইবে।

স্ত্রীজাতি মনুষ্য সমাজ মাত্রেরই অর্দ্ধাঙ্গ। বঙ্গসমাজে লোক সংখ্যায় স্ত্রী ও পুরুষ, এতদুভয়জাতি প্রায় সমান অংশে আছে। পুরুষ জাতি যত কেন বিদ্বান্, উন্নতরুচি, সমাজসংস্কারক হউন না, স্ত্রীজাতির উন্নতি না হইলে কিছুতেই সমাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না, পুরুষ জাতির চিত্তও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে না। অশিক্ষিতা গৃহিণীরা কত সদনুষ্ঠানের পথে কণ্টক স্বরূপা হইয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয়, যে সকল লোকেরই মানসিক বৃত্তির উন্নতি ও অবনতি স্ত্রীলোকদিগের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ শৈশবাবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, সন্তান জননীর চিত্তবৃত্তির অনুকারী হইবেই হইবে। বৃক্ষকে অপরিণত অবস্থায় যে দিকে নত করিবে, সেই দিকেই নত হইয়া থাকিবে। অনুকরণপ্রিয়তা মনুষ্য স্বভাবের একটী প্রধান গুণ, এবং বাল্যাবস্থায় প্রথম শিক্ষার মূল। যে বালক অহো-রাত্র জননীর নিকটেই রহিয়াছে, সে যে জননীর দোষ গুণের অনুকরণ করিবে না ইহা একেবারে অসম্ভব। অদৃশ্য পথ দিয়া মাতার মনোবৃত্তি সরল শিশুর অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা একেবারে অধিকৃত করিয়া বসিবে। ঐ শিশু পরিণত বয়সে যদি দেবতুল্য চরিত্র হয়, তাহা হইলেও সেই চরিত্রের মধ্য-দিয়া মাতৃ-চরিত্র উজ্জ্বলরূপে বিকসিত হইবে; জননীর চরিত্র অপেক্ষা সন্তা-নের চরিত্র সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা জননী চরিত্রের মার্জ্জিত অবস্থামাত্র। আর যদি শিশুর স্বভাব পশু অপেক্ষাও জঘন্য হয়, তাহাতেও জননীর দোষ অন্ততঃ অধিকতর কলুষিত হইয়া লক্ষিত হইবে। সন্তা-নের চরিত্র পিতা মাতার চরিত্র হইতে কোন কোন অংশে সম্পূর্ণরূপ বিপ-রীত বোধ হইলেও তাহাতে যে অনেকাংশে পিতা মাতার মনোবৃত্তি সকল নিহিত আছে, তাহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। এক একটী উদাহরণ একশত উপদেশ অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী। বালককে সহস্রবার জননীর রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের উদাহরণ দেখিতে হয়। অতএব পুত্রের উন্নতির আশা করিবার অগ্রে আপনার অন্তঃকরণের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বীর

মাতা হওয়া ক্ষত্রিয়াণীগণের শ্লাঘার বিষয় হওয়াতেই ক্ষত্রিয়-তনয়গণের নিকট বীরত্বের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। উপন্যাস লেখক সুপ্রসিদ্ধ ওয়ালটর্ স্কটের হৃদয় জননীর নিকট হইতে কবিত্বের আস্বাদ প্রাপ্ত হন। বীরবর নেপোলিয়ন কৈশোরে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, তিনি জননী ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় করিতেন না। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, তাহার জননীর তেজঃ স্বভাবতঃ অপর স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক ছিল, সুতরাং নোপালিয়নের তেজস্বিতা তাঁহারই অনুকারী বলিতে হইবে। এই প্রকারের উদাহরণ ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ ব্যাক্তিলের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে অনেক পাওয়া যায়। স্ত্রীজাতির শিক্ষার বিশেষ ফলের পরিচয় এইখানেই এক প্রকার দেওয়া হইল। স্ত্রীলোককে সংসারের সমস্ত দোষ ও গুণের আকরস্বরূপা বলিলেও বলা যায়, এবং স্ত্রীজাতির দোষ গুণের উপর সংসারের সমস্ত কর্ম্মফল নির্ভর করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষার গুণে এই সমস্ত দোষ গুণের অনেক তারতম্য হয়, এমন কি যদি সংসারে সকল স্ত্রীই সচ্চরিত্রা, বুদ্ধিমতী, কার্য্যদক্ষা, ও পবিত্রহৃদয়া হন, তাহা হইলে আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষগণ ক্রমে এই সংসারেই স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন।

আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে দেখাইব, যে স্ত্রীর সহিত স্বামীর চরিত্রের কতদূর সাদৃশ্য সম্ভব। যদিও বাল্যকালে সকল ঘটনাই শিশুদিগের অনুকরণীয়, ও বাল্যকালের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী, এমন কি ঐ শিক্ষা স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে, তত্রাপি পরিণত বয়সেও মনুষ্য-স্বভাবের অনুকারিতা গুণ একেবারে লোপ পায় না। যদি সঙ্গদোষে পবিত্র হৃদয়ও কলুষিত হয়, এবং সদ্‌গুণে নরাধমও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে জীবনের চিরসঙ্গিনী স্ত্রীর চরিত্রের সহিত মনুষ্যের পূর্ব্ব চরিত্র মিলিত হইয়া তাহার যে একটী নূতন অবয়ব হইবে, তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। পতি ও পত্নীর চিত্ত সমভাবাপন্ন না হইলে, উভয়ের মধ্যে কেহই সুখী হন না। সুতরাং এক জনের চিত্ত উন্নত করিতে গেলে, তৎসঙ্গে অপরেরও উন্নতি আবশ্যক এবং বাল্যাবধি উভয়ের শিক্ষা প্রায় সমানরূপ থাকিলেই সাংসারিক জীবনের উন্নতিও সমানরূপে হইতে পারে।

কেবল উল্লিখিত অভাবদ্বয় মোচন করাই যে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য তাহা নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যে স্ত্রী ও পুরুষ, এতদুভয়েরই বিদ্যা-

শিক্ষার সামান প্রয়োজন। যে যে কারণে পুরুষের বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক, সেই সেই কারণেই স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষাও প্রয়োজনীয়। বঙ্গীয় মহিলাগণ অবরোধবর্ত্তিনী বলিয়া, বিদ্যাশিক্ষার অধস্তম উদ্দেশ্য (অর্থলাভে দাসত্ব) সাধন করিতে পারেন না, কিন্তু অপরাপর সমস্ত বিষয়েই বিদ্যা সমভাবে পূজ্য। প্রথমোক্ত দুইটী কারণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি সমভাবেই বর্ত্তে। সন্তান সন্ততির শিক্ষা, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের নিকট হইতেই লব্ধ, এবং পরস্পরেরই অনুকরণীয়। বাল্মিকী, হোমর্, কালিদাস, সেক্ষপীয়র, মিল্টন্, ভবভূতি, নিউটন্, ফ্রাঙ্কলিন, আর্য্যভট্ট, মিহির, শঙ্করাচার্য্য, সাংখ্য, কুমৎ, হ্যামিল্টন্, প্রভৃতি লোক যে যে গুণে জগদ্বিখ্যাত, সেই সেই গুণ স্ত্রীজাতিরও অনায়ত্ত নহে। তবে গৌতম, ঈশা, লুথাব, সক্রেটীস্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ যতদূর বিখ্যাত হইয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে তত দূর হওয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এককালে অসাধ্যও নহে। এতদ্ব্যতীত মানবহৃদয়ের যে সমস্ত সদ্গুণ সংসারকে মোহিত করিয়া থাকে, বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত ঐ সমস্ত গুণের চরমোন্নতি এক প্রকার অসম্ভব। যতগুলি লোককে দয়া, ধর্ম্ম, অহিংসা প্রভৃতি সদ্গুণ সমষ্টি দ্বারা বিভূষিত দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে বিদ্যাহীন কয়টী? যদিও উক্ত সদ্গুণ সমূহের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক বটে, কিন্তু উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া একাধারে অনেকগুলি গুণের সন্নিবেশ যথা নিয়মে শিক্ষিত লোক না হইলে হইতে পারে না। স্ত্রীপুরুষের মানসিক বৃত্তি সমতা প্রাপ্ত হইয়া উভয়ের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইলে, দম্পতীর সুখের ইয়ত্তা থাকে না, এবং ইহাদের দ্বারা সংসারের অশেষবিধ উপকারের সম্ভাবনা। স্ত্রীর দয়ায় উত্তেজিত হইয়া পুরুষের বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় এক একটি পরিবার পৃথিবীতে এক এক কীর্ত্তি স্থাপন করে। যদিও আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা হইলে, পুরুষের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সমান হইতে পারেন, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে। আমরা এ সকল বিষয় ক্রমে বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

উপন্যাস-কুললক্ষ্মী।

(১৫৩ সংখ্যা ১৭ পৃষ্ঠার পর)

কুললক্ষ্মী কোথায়? পিতৃমাতৃহীনা অনাথিনী লোকসমাজে তিরস্কৃতা বালিকা কোথায়? চল ভগিনি! সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্বশুরালয়ের বড় ঘরে যাইয়া দেখি, তবেই ধূলিধূষরিত কুললক্ষ্মীর দেহলতা ধরাতলে পতিত দেখিতে পাইব। দিনের পর দিন যাইতেছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতেছে, পক্ষের পর পক্ষ যাইতেছে, কুললক্ষ্মী সেই একটী রুদ্ধ গৃহেই পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছে—কখন কাঁদিতেছে, কখন ভাবিতেছে। হায়! সময়ে কি না করে! যে কুললক্ষ্মী কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে একটু নির্জ্জনতার সুখ সম্ভোগের জন্য নিবিড় অরণ্যের আশ্রয় লইয়াছিল, আজ তাহারই পক্ষে নির্জ্জনতা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, একটু মনুষ্য কণ্ঠ শুনিতে, মনুষ্যের ছবি দেখিতে বাসনা হইতেছে। কিন্তু কোথায় মনুষ্য? একমাত্র কুললক্ষ্মীর বিমাতা রাত্রিতে যাইয়া তাঁহার গৃহে শয়ন করেন, দিবসে আহারীয় প্রদান করিয়া আসেন, অন্য লোকের তথায় যাইবার যো নাই। কুললক্ষ্মীর নিকট পড়িবার পুস্তক নাই, লিখিবার কাগজ কলম মসী কিছুই নাই, কথা বলিবার লোক নাই। কুললক্ষ্মী ভাবে আমার আর কেহ নাই, কেবল ঈশ্বর আছেন। তিনি আমার নিকটেই আছেন—না না আমাকে কোলে করিয়াই আছেন কেননা আমি বড় অনাথা, আমার আর কেহ নাই। ঈশ্বর তবে আমারই, যদি জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরই আমার হইলেন, তবে আমার নাই কি? আবার ভাবে বিনোদ কোথায়? আমিই বা কোথায়? আর কি এই ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব, আর কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে? এ জন্মে কি আর তাঁহার মধুমাখা উপদেশ শুনিব না, আর কি এই দগ্ধ কর্ণে তাঁহার স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনিব না, আর কি তিনি তেমন স্নেহময় কোমল দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া স্নেহের অশ্রু বর্ষণ করিবেন না! তবে আমি বাঁচিয়া আছি কেন? আত্মহত্যা মহাপাপ, তাই বাঁচিয়া আছি। ছি পাপ করিব না, ঈশ্বরই আছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন। কুললক্ষ্মীর এই অসীম দুঃখের আর ভাগী নাই। যদি বিনোদ বাবু দুঃখের ভাগী হন, তবু তিনি বিদেশে। এই মরুভূমিতে

কুললক্ষ্মীর দুঃখের সময় একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা অংশী হইতেছে, এই বালিকা আর কেউ নয় সেই হেমপ্রভা! হেমপ্রভা কেন যে কুলর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে, কেহ বুঝিতে পারে না। হেম সর্ব্বদাই কুললক্ষ্মীর বিমাতার নিকটে আসিয়া কুলর সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করে। ইহাতে আর কিছু ফল হউক না হউক, হেমপ্রভা প্রত্যুত্তরে যার পর নাই তিরস্কৃতা হয়, কিন্তু কুললক্ষ্মীর মনে সুখ দুঃখ উভয়ই ঝটিকাবৎ প্রবাহিত হইতে থাকে। সুখ এই যে এই মরুভূমিতে একটী ক্ষুদ্র বালিকা তাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছে, এই শ্মশানে একটী প্রাণীও তাহাকে ভাল বাসে। কিন্তু হেম নিতান্ত সরলা বালিকা, সে শুদ্ধ তাহার জন্যই তিরস্কৃতা হয় এই দুঃখ। হেমপ্রভা এক দিন প্রাতঃকালে কুললক্ষ্মীর ঘরের নিকট মলিন বদনে দাঁড়াইয়া আছে; এমন সময় সহসা কুললক্ষ্মী বলিয়া উঠিল "হায়। হেমকে যদি দিনে একবার দেখিতে পাই, তবু আমি বাঁচিতে পারি।" আহা কুললক্ষ্মী তুমি কি বলিলে! হেম তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়াই কাঁদিতেছে, তুমি একবার চক্ষু তুলিয়া চাও, তবেই দ্বারের ফাটা দিয়া হেমকে দেখিতে পাইবে। হেম আর থাকিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, বলিতে লাগিল "দি দি! তুমি কি অভাগিনী হেমকে মনে কর? হেম যে তোমার বিমাতার ভয়ে চুপি চুপি তোমাকে দেখিয়া যায়, তুমি তা জাননা! আমি কি করে ঘরে আসিব? একবার মুখ তুলে দেখ দি দি! তোমার হেম তোমার দ্বারেতেই দাঁড়াইয়া আছে।" হেমপ্রভা বালিকাস্বভাব বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, কুললক্ষ্মীও আর সহ্য করিতে পারিল না "হেম একবার আমার বক্ষে আয়, আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি" এই বলিয়া কুললক্ষ্মীও মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার সমস্ত লোক কান্না শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দুটী বালিকার পরস্পর ভালবাসা ও কান্না দেখিয়া সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ বলিতে লাগিলেন হেম কচি মেয়ে কুলর সঙ্গে দেখা করিবে তার আর কি? সর্ব্বেশ্বর স্ত্রী বলিলেন "জাননা যে দুষ্ট মেয়ে কি জানি কার চিঠী পত্র এনে দিয়ে সর্ব্বনাশ ঘটাবে।" এই রূপে একটা ভারী গোল হইতেছে, এমন সময় সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় কুললক্ষ্মীর বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই সমুদায় স্ত্রীলোককে শুভ কর্ম্মের উলুধ্বনি করিতে বলিলেন। তিনি হেমপ্রভার ও

কুললক্ষ্মীর কান্না শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহারা কাঁদিতেছে কেন? ক্রমে ক্রমে সমুদায় সমাগত স্ত্রীলোকগণ তাহাদের কান্নার কারণ বর্ণন করিলেন। কতজনে সর্ব্বেশ্বরকে মন্দ বলিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর মনে মনে বলিতে লাগিলেন না হবে কেন? কুলর জন্যত হেম কাঁদিবেই, তিনি হাসিয়া বলিলেন হেম তুমি কুললক্ষ্মীর সহিত স্বচ্ছন্দে সাক্ষাৎ কর, কিন্তু বই কাগজ কলম কি চিঠী পত্র কিছু আনিয়া দিতে পারিবে না। হেমপ্রভা বিপুলানন্দ সহকারে তাই স্বীকার করিল। কুললক্ষ্মী বিবাহের দিন ধার্য্য, এই সংবাদে প্রায় সংজ্ঞাশূন্যা হইয়াছিল, কিন্তু এই ঘোর বিপদের সময় যে হেমপ্রভাকে দেখিতে পাইবে এই আনন্দে উৎসাহিত হইল! হেমপ্রভা অনুমতি প্রাপ্তি মাত্রে অমনি দৌড়িয়া যাইয়া কুললক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হইল এবং একেবারে কুললক্ষ্মীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বালিকার ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কুললক্ষ্মীও আর ভালবাসা গোপন করিতে পারিল না, এই অভাগিনী বালিকার প্রতি বিবিধমতে স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কুললক্ষ্মী হেমকে একেবারে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার পানে চাহিতে লাগিল, অশ্রুজলে হেমের ক্ষুদ্র দেহলতা প্লাবিত হইতে লাগিল। দুটী বালিকা অনেকক্ষণ রোদন করিল ও অনেকক্ষণ পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিল। হেমপ্রভা বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "দি দি! আর ছাড়িব না আর ছাড়িব না, তোমাকে একা ফেলে আর যাব না, আমিও চিরদিন এই গৃহে রুদ্ধ থাকিব।"

পাঠিকা ভগিনি! কেন হেমপ্রভার কুললক্ষ্মীর প্রতি এত ভালবাসা তা সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা কর,—গোপনে জিজ্ঞাসা কর তবেই জানিতে পারিবে! যে কঠিন হস্ত কুললক্ষ্মীকে শৈশবে মাতৃকোল হইতে হরণ করিয়াছে, সেই কঠিন হস্তই এই অভাগিনী হেমপ্রভাকেও মাতৃকোল হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে!! কুললক্ষ্মীকে নিয়া পলায়ন করিবার ২। ৩ বৎসর পরে সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় গদাধর চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন, এই গমনের বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে গ্রামের জমীদার ঘোষ বাবুদের বাড়ীর জন্য একটী পোষ্যপুত্র লইয়া আসা। সর্ব্বেশ্বর এক দিন কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছেন, দেখেন কালীবাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলেন বর্দ্ধমানের রাজমাতা কালী দর্শনে আগ-

করিয়াছেন, তিনি দীন দরিদ্র লোক ও ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিবেন। একটী প্রাঙ্গণে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র স্তূপাকার রহিয়াছে। সম্মুখে চারি জন রক্ষক এবং ১০।১২ জন কর্ম্মচারী দানের কাপড় হস্তে উঠাইয়া দিতেছেন, রাজজননী বস্ত্র বিতরণ করিয়া দীন হীনগণকে মাঘ মাসের প্রবল শীতের হস্ত হইতে মুক্ত করিতেছেন। অসংখ্য দরিদ্র কাঙ্গালি আসিয়াছে। সর্ব্বেশ্বর দাঁড়াইয়া দান দেখিতেছেন। এমন সময় দেখেন একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোক একটী পীড়িত কন্যা কোলে করিয়া জ্বরে ও শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজজননীর কৃপাদৃষ্টির প্রার্থিনী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বেশ্বর দেখিলেন সমুদায় ভিখারিণীদের মধ্যে এই স্ত্রীলোকটীতে প্রকৃত দুঃখ এবং দরিদ্রতার ছবি চিত্রিত রহিয়াছে। সর্ব্বেশ্বর দুঃখিনীর প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ক্রমেই তাঁহার মন বিস্ময় সাগরে ডুবিতে লাগিল—তিনি মৃতবৎ নিষ্পন্দ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দুঃখিনীকে দেখিয়া রাজ-জননী একখানা বস্ত্র ও তাহার কন্যার জন্য একটী সিকি প্রদান করিলেন। দুঃখিনী অন্যান্য কাঙ্গালির ন্যায় অনর্থক আর কিছুর প্রার্থনা না করিয়া রাজমাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সেই দুঃখিনীটী এরূপ ব্যাধিক্ষীণা এবং ক্ষুধাতুরা যে অধিক দূর চলিতে পারিল না, একটুকু চলিয়াই একটী বৃক্ষ মূলে বসিয়া পড়িল। সর্ব্বেশ্বর তাহাকে ভালরূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন, অতএব ব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট গমন করিলেন। দুঃখিনী সর্ব্বেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিল এবং অনিমেষ চাহিয়া থাকিয়া একেবারে সর্ব্বেশ্বরের চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল " প্রভু! একবার বলুন,—এক বার দয়া করিয়া বলুন আমার সরলা কোথায়? আমি যদি শুনিতে পাই যে সরলা বাঁচিয়া আছে, তবে সুখে মরিতে পারিব।" সর্ব্বেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন " হাঁ কন্যাটী বাঁচিয়া আছে।" পরে তাহার স্ত্রীর ক্রোড়ে যে কন্যাটী ছিল সেইটীর পানে চাহিয়া বলিল, " তোমার সেই গর্ভে কি এই কন্যা জন্মিয়াছে? দুঃখিনী বলিল " যখন আপনি সরলাকে নিয়া যান, তখন এটী গর্ভে ছিল।" সর্ব্বেশ্বর কর্কশ বাক্যে বলিল " তোমার এ দশা হইল কেন? হেম বাবু কোথায়? এখন আর তাঁহার গর্ব্ব কর না? বুঝি হেম বাবু তাড়াইয়া দিয়াছে।" দুঃখিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল " না হেম তাড়াইয়া দেয় নাই, সে বাঁচিয়া থাকিলে আমার কখনও এমন দশা হইত না। হেম মরি-

য়াছে—প্রভু! আমিও মরিব, আমি আর বাঁচিব না, কিন্তু হায় সরলাকে আর দেখিলাম না, আপনি তাহাকে দেখিবেন।" আর—অনশনে এবং দুর্ব্বলতায় দুঃখিনীর কণ্ঠরোধ হইতেছিল, বলিল আর এই অভাগিনী কন্যাটাকে আমি মরিলে নিয়া যারেন, নচেৎ মরিবে।" সর্ব্বেশ্বর বলিল "সে যাহাহউক তুই কেন এই অবস্থায় স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া আমার নাক কাটাইতেছিস্? এই কথা আর মুখে আনিয়া কাজ নাই, যে পর্য্যন্ত হইয়াছে সেই ভাল।" পরে সর্ব্বেশ্বর বিলল "তুমি, এখানে কেন? দুঃখিনী বলিল "আমি কন্যা শোকে আপনার বাড়ী অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এখন আর চলিতে পারি না; আমার আয়ু শেষ হইয়াছে, আপনি এক দিনের জন্যেও আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এক দিনের জন্য আমার কথা রাখুন; এক বার আমাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া যান, আমি সরলাকে দেখিয়া মহাসুখে আপনার চরণে পড়িয়া মরিব। কেহ জানিতে পারিবে না যে আমি আপনার স্ত্রী, আমি দাসীবৎ থাকিব—কিন্তু এই মেয়েটাকে যেন দাসীর মেয়ে বলিয়া লোকে ঘৃণা না করে।

সর্ব্বেশ্বর স্ত্রীর কথায় সংমত হইলেন এবং গদাধর চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া স্ত্রী ও কন্যার সহিত বাড়ী চলিলেন। পথে সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী আর চলিতে পারে না। সর্ব্বেশ্বর দেখেন স্ত্রী আর চলিতে পারে না, একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তখন উপায় ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া স্ত্রীকে এক পান্থশালায় ফেলিয়া কন্যা ও গদাধর চক্রবর্ত্তীর সমভিব্যাহারে বাড়ী চলিলেন!!! গদাধর বলিল যে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আপনি কন্যাটীর কি পরিচয় প্রদান করিবেন? কন্যাটী আমাকে দিন, আমি আপনাকে ২০০ শত টাকা দিব। সর্ব্বেশ্বর টাকার লোভেই হউক অথবা আপনার ঘোরতর কুকার্য্য গোপনের জন্যই হউক, গদাধরকে কন্যাটী প্রদান করিল! গদাধর সেই হইতে হেমপ্রভাকে আনিয়া আপন বাড়ীতে রাখিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কন্যাটীকে আপন ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিবেন, কিন্তু ভ্রাতা দেশত্যাগী হওয়াতে হেমপ্রভা কুমারী অবস্থাতেই রহিয়াছে। পাঠিকাগণ এখন হেমপ্রভার পরিচয় পাইলেন, এবং কুললক্ষ্মীর সহিত তাহার সোদরা সম্বন্ধও বুঝিতে পারিলেন।

(ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য দর্পণ।

নৈমত্তিক কার্য্যপ্রণালী।

পুত্র কন্যাদির বিবাহ, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ, অথবা রোগীর সেবা শুশ্রূষা ইত্যাদি কারণে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, সেই সকলকে নৈমিত্তিক কার্য্য বলা যাইতে পারে, কেন না সে সকল কার্য্য নিত্য করিতে হয় না, কোন ঘটনা বশতঃ অর্থাৎ নিমিত্ত প্রযুক্ত উপস্থিত হইলেই সম্পাদন করিতে হয়। নৈমিত্তিক কার্য্য আনন্দসূচক হইলে আত্মীয় এবং বন্ধু বান্ধবদিগেকে আহ্বান পূর্ব্বক ভোজন করান, তৎকার্য্যের প্রধান অংশ। এবিষয়ে গৃহস্বামী ও গৃহিণী উভয়েরই যত্ন ও সুনিয়ম রক্ষা দ্বারা কার্য্য সুসম্পাদিত হয় এবং তাঁহাদিগের দোষে অধিক ব্যয়েও সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য সম্পাদিত হয় না। কোন কর্ম্মোপলক্ষে কেহ২ অনেক লোককে নিমন্ত্রণ না করিলে পরিতৃপ্ত হন না, কিন্তু "অবস্থানুগতাচেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া" অবস্থা অনুসারে চেষ্টা এবং সময় অনুসারে ক্রিয়া কর্ম্ম এ কথা মনে রাখিয়া সকল কার্য্যই করিতে হয়। যে কোন উপলক্ষেই হউক, বন্ধুবান্ধবদিগের নিমন্ত্রণ করা আমোদের বিষয়, কিন্তু অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া আমোদ করা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য। আপনার অবস্থা বিবেচনা করা অনেকের পক্ষে সহজ নহে, অপরের প্রশংসাবাদ ও স্বীয় আশাভিমানাদি দ্বারা আপনার অবস্থাবিষয়ক বিবেচনায় বুদ্ধির ভ্রান্তি হইয়া থাকে, এইটী স্মরণ রাখিয়া আপন অর্থ সঙ্গতি বিবেচনানুসারে ব্যয়-পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে নির্ব্বোধ লোকেরা নিন্দা করে ক্ষতি নাই, কেননা কষ্টে পতিত হইলে, তাহারা কেহই কষ্টভোগ করিবে না। যাহার কৃত কর্ম্ম, তাহারই ফলভোগ।

ব্যয়ের বিহিত পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া স্থানের বিষয় বিবেচনা করিতে হয়, কেননা প্রায় অনেকেই স্থান সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত অনেক লোককে আহ্বান করিয়া কষ্ট দিয়া থাকেন। "স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত মহাশয়দিগের কষ্ট হইতেছে, কিছু মনে করিবেন না" এরূপ কথা দ্বারা সুশীলতা প্রকাশ করা অপেক্ষা বাস্তবিক যাহাতে কষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা করাই শ্রেয়ঃ।

আহূত লোকদিগের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, এমন যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনেকস্থলে গৃহস্বামী কার্য্যের নানা প্রকার প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকাতে আহূত ব্যক্তিদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে পারেন না, কিন্তু তাহাদিগের নিকট উপস্থিত থাকিয়া সম্ভাষণাদি করাই বিশেষ আবশ্যক ও তৃপ্তিজনক, তাহা করিতে কার্য্যের ব্যাঘাত নাহয় এমন বিবেচনা করিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করা উচিত।

কার্য্যানুসারে সময়ের নিয়ম ও সহকারী লোকদিগের নিয়োগ করিবার নিয়ম পূর্ব্বে স্থির করিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পূর্ব্বে আহরণ করিতে হয়। নিত্য কার্য্যানুরোধে স্থান কাল লোক নিয়োগাদি বিষয়ে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয়, নৈমিত্তিক কার্য্যে সেই সকল নিয়মের প্রতি দৃঢ়তর রূপে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলেই তাহা সুসম্পাদিত হইতে পারে। যে কোন কার্য্যই হউক, তাহা সুসম্পাদিত করিতে হইলে তাহার নিয়ম স্থির করা ও তাহার তত্ত্বাবধান করাই বিশেষ প্রয়োজনীয়; অতএব বৃহৎ কার্য্যের স্থলে গৃহস্বামী বা গৃহিণী স্বয়ং কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত না হইয়া সকল কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং আত্মীয় বা অনুগত লোকদিগের যোগ্যতা বুঝিয়া তাহাদের উপর কার্য্যের বিশেষ ২ ভাগের ভারার্পণ করিবেন। যত বৃহৎ ব্যাপারের কার্য্যই হউক, কার্য্যবিভাগ ও লোক নিয়োগ যথাযোগ্যরূপে করিতে পারিলেই তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। পুত্রকন্যার বিবাহ অথবা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম্মোপলক্ষেই সমারোহ অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু বন্ধু বান্ধবদিগের আহ্বানাদি কার্য্য শাস্ত্রবিধান বা ব্যবহারানুরোধে করিতে হয়, তাহার মধ্যে কিছুই কঠিন বা বৃহৎব্যাপার বলিয়া গণ্য নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন কথাই লিখিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু পরিবারস্থ কাহারও পীড়া উপস্থিত হইলে যে সকল নিত্যাতিরিক্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা অতিশয় যত্ন ও স্নেহ ব্যতীত সুসাধিত হয় না। রোগীর সেবা শুশ্রূষার ন্যায় যত্নের কার্য্য বোধহয় শিশুপালন ব্যতীত আর কিছুই নাই। রোগীর কখন কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তন্মোচনার্থ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাবৎ কষ্ট ও রোগীর অবস্থা

স্মরণ রাখিয়া চিকিৎসককে সমুদায় বিষয় জানাইতে হয় এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ পথ্যাদি দিতে হয়। অতিশয় সহিষ্ণু ও নিরালস্য না হইলে এই কার্য্য যথাযোগ্যরূপে সম্পন্ন করা যায় না, এবং রোগীর নিকট নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করা আবশ্যক হইলে দুই তিন ব্যক্তিকে সময় ভাগ করিয়া রোগ—সেবার ভার লইতে হয়। এইরূপ কষ্টের সময় উপকার করাই,আত্মীয় লোকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।

রোগীর সেবাশুশ্রূষা বিষয়ে যত্ন করিলেই যথেষ্ট হয় না, গৃহিণীদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। অনেক রোগ এমন আছে যে অকস্মাৎ প্রকাশ পায়,এবং আশু প্রতীকার করিতে হয়—এমন কি চিকিৎসককে সংবাদ দিতে ও তাঁহার উপস্থিত হইতে যে কালবিলম্ব হয়, তৎকাল মধ্যেই কোন প্রতীকার না করিয়া থাকা যায় না। অতএব গৃহিণীদিগের চিকিৎসা বিষয়ের জ্ঞান থাকিলে অনেক উপকার বোধ হয়। তদ্ভিন্ন শিশুদিগের রোগ হইলে তাহারা তাহাদিগের কষ্ট প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না বাহ্যলক্ষণ-দ্বারা তাহাদের রোগ অনুমান করিয়া লইতে হয়। চিকিৎসক অল্পক্ষণ মাত্র রোগীর নিকট থাকিয়া সমস্ত লক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না, সুতরাং শিশু-দিগের রোগ নির্ণয় করা কঠিন হইয়াপড়ে। এরূপস্থলে রোগের বাহ্যলক্ষণ বিষয়ে গৃহিণীর কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলে তিনি চিকিৎসককে রোগ নির্ণয় বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন।

উপসংহার।

কোন ২ পুস্তক পাঠে আমোদ হয়, সে সকল পুস্তক অবকাশ মতে পড়িলেই যথেষ্ট। কোন ২ পুস্তক পাঠ দ্বারা বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়, সে সকল পুস্তক মন স্থির করিয়া পড়িতে হয় ও চিন্তা করিয়া বুঝিতে হয়। কোন ২ পুস্তক পাঠে জ্ঞান লাভ হয়। সে সকল পুস্তক যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া হৃদয় ভাণ্ডারে জ্ঞানরূপ রত্ন সঞ্চয় করিতে হয়। কোন কোন পুস্তক পাঠ দ্বারা কার্য্যের নিয়ম শিক্ষা করা যায়, সে সকল পুস্তক যেমন পাঠ করিতে হয়, তেমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। গার্হস্থ্যদর্পণ খানি এই শেষ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। সংসারের কার্য্য সকল ইহাতে প্রতিবিম্ব

রূপে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু সেইসকল কার্য্য অভ্যাস করাই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, নতুবা শুদ্ধ গ্রন্থ পাঠ দ্বারা কোন ফলই লাভ হইবে না। ইহাতে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা পড়িয়া অনেকেই বলিবেন যে এ সকল কথা কে না জানে, এসকল কথা কি পড়িতে হয়, না শিখিতে হয়? বাস্তবিক তাহা সত্য, কিন্তু সে সকল কথানুসারে কার্য্য করাই উচিত। সামান্য দর্পণ দ্বারা কেশবিন্যাস করিতে যেরূপ সাহায্য পাওয়া যায়, গার্হস্থ্য-দর্পণ দ্বারা সাংসারিক কার্য্য করিতে সেইরূপ মাত্র সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন স্বীয় হস্ত সঞ্চালন দ্বারা কেশবিন্যাস করিতে হয়, তেমনি স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা সংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়।

প্রথমতঃ কর্ত্তব্য বিধান অর্থাৎ কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কি রূপে গুরুলোকের সেবা শুশ্রুষা করিবেক, কিরূপে পতিসেবা করিবেক, কিরূপে শিশুদিগের পালন করিবেক, কিরূপে অধীনস্থ ও আত্মীয় এবং কিরূপে অপর সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ করা আবশ্যক, এ সকল শুদ্ধ পাঠ করিলেই জানা যায় না। যখন যাহার প্রতি যেমন কর্ত্তব্য, তখন তাহার প্রতি তেমনি কার্য্য করিলেই সংসারের সকলের প্রীতিভাজন হওয়া যায়, সকলের সহিত সদ্ভাব থাকে, এবং সকলে মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বাহ্যশৌচ—স্নান, পরিচ্ছদ, পরিশ্রম ও বিশ্রাম এবং আহার ইত্যাদি বিষয়ক নিয়মের জ্ঞান না থাকিলে গৃহিণী সংসারের সকলকে বিশেষতঃ শিশুদিগকে তত্তৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করাইতে এবং স্বয়ং সে সকল নিয়ম পালন করিতে পারেন না, অতএব সেই সকল নিয়মের জ্ঞান লাভ হইলে তদনুসারে কার্য্য করাই বিশেষ আবশ্যক, নতুবা শুদ্ধ পুস্তক পাঠ দ্বারা কোন ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল নিয়ম পালন করিলে সংসারের সকলে সুস্থ শরীরে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে যথাসময়ে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন।

তৃতীয়তঃ কি প্রকার স্থানে বাস করিবে, গৃহের কোন্ ২ স্থানে কি ২ দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া গৃহ সজ্জা করিবে, কিরূপে গৃহের সমুদয় অংশ ও সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী পরিষ্কার রাখিবে, সময়ের কিরূপ ও ব্যয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া

কার্য্য করিবে এবং কিরূপ নিয়মে আয়ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ লিখিয়া রাখিবে, এই সকল কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য না করিলে সুশৃঙ্খলে ও সুনিয়মে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। কার্য্য করাই কার্য্যের শিক্ষা, এবং কার্য্য করিতে ২ তদ্বিষয়ে বুদ্ধি যোগায়, এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া গৃহিণীরা গার্হস্থ্যদর্পণ ও এবম্বিধ পুস্তক পাঠ করিবেন।

চতুর্থতঃ নৈমিত্তিক কার্য্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদপেক্ষা অধিক লেখা বাহুল্য, কেননা কার্য্যমাত্রেরই সম্পাদনের একই প্রকার নিয়ম, অতএব কার্য্যের সাধারণ নিয়ম অবগত থাকিলে এবং কার্য্যের বিশেষ প্রকরণ অনুসারে নিয়মের তারতম্য করিয়া লইলেই তৎ-সম্পাদনার্থ সুপ্রণালী আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নিত্য কার্য্য বিষয়েও যে সকল নিয়ম ও কার্য্য প্রণালী লিখিত হইয়াছে, তাহার এবং গৃহস্থের অবস্থা, পরিবারস্থ লোকসংখ্যা, গৃহের স্থান পরিমাণাদিরও নানা কারণ বশতঃ তারতম্য করিয়া লইতে হইবে।

সাংসারিক কার্য্য সুসম্পাদনার্থ গৃহিণীর যে সকল বিষয় জানা কর্ত্তব্য তন্মধ্যে পশ্চাল্লিখিত বিষয়গুলি লিখিত হইল না। (১) পাক প্রকরণ-প্রথমতঃ। দেশীয় রন্ধন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের মতে অন্ন, পরমান্ন ব্যঞ্জনাদি সামান্য চলিত রন্ধন; দ্বিতীয়তঃ মোগল মতে মাংস রন্ধন; তৃতীয়তঃ মদকদিগের মতে ছানার ও নারিকেলের মিষ্টান্নের পাক, এবং পশ্চিমের হালুইকরদিগের মতে সুজি, ডাল কুমড়া ক্ষীর ইত্যাদি দ্রব্যের মিষ্টান্ন পাক; চতুর্থতঃ পশ্চিম নিবাসী দিগের মতে আচার ও মোরব্বা প্রস্তুত করিবার প্রণালী; পঞ্চমতঃ ইংরাজ-দিগের মতে কেক্, পুডিং বিসকুট পামরুটী এবং দেশীয় সাধারণ মতে রুটী, লুচি, পুরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী। (২) দ্রব্যগুণ—প্রথমতঃ আহারীয় দ্রব্য সকলের গুণ, এবং কি রোগে কি পথ্য ও কি কুপথ্য, কোন্ ঋতুতে কি ফল মূলাদি উৎপন্ন হয় এবং কি ২ দ্রব্য ভোজনজনিত অজীর্ণতা হয় ও কি ২ দ্রব্য সেবনে তাহা আরাম হয়; দ্বিতীয়তঃ কি ২ দ্রব্য সংযোগে বা কি ২ প্রকরণ দ্বারা কি ২ বস্তু পরিষ্কৃত বা কি ২ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করা যায়, যথা রেশমী বস্ত্র পরিস্কার করিবার প্রকরণ, ছারপোকা নষ্ট করিবার প্রকরণ ইত্যাদি; (৩) গৃহচিকিৎসা অর্থাৎ যে সকল রোগের আশু প্রতীকার করা আবশ্যক, সে সকল রোগ এবং

শিশুদিগের রোগ নির্ণয় করিবার লক্ষণ ও আরাম করিবার ঔষধ ও ব্যবস্থা।

উক্ত বিষয় গুলি যদিও গার্হস্থ্যদর্পণের অভিপ্রায়ানুসারে হওয়া অত্যাবশ্যক, কিন্তু স্বয়ং পাকক্রিয়া কুশল না হইয়া পাক প্রকরণের বিষয় লেখা, স্বয়ং চিকিৎসক নাহইয়া গৃহচিকিৎসার ব্যবস্থা প্রদান করা অনধিকার চর্চ্চা; বিবেচনায় লেখক তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইলেন। উক্ত বিষয় সকলে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহাদের মধ্যে কাহারো দ্বারা যথোচিত রূপে লিখিত হইবে এই আশার উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য-বিধান, স্বাস্থ্যবিধান, নিত্যকর্ম্ম প্রণালী ও নৈমিত্তিক কার্য্য প্রণালী এই চতুরঙ্গ-সম্পন্ন গার্হস্থ্যদর্পণ খানি গৃহিণীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

সিংহল দেশীয় জলৌকা।

বর্ষাকালে এদেশে জলৌকা অথবা জোঁকের উপদ্রব সকলের বিদিত আছে। কিন্তু সিংহল দেশীয় জলৌকার উপদ্রব আরও ভয়ানক। ইহাদিগকে নিম্নভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ের উপর আর্দ্র ভূমিতে বন্য তৃণাদির মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য জলৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, যেখানকার ভূমি শুষ্ক, ইহাদিগকে কদাচ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ের উপর যে স্থানে ইহারা অসংখ্য পরিমাণে জন্মে, সে স্থান উত্তাপে শুকাইয়া গেলে ইহাদিগের একটীকেও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু একবার মাত্র বৃষ্টিপাত হইলেই পুনরায় সহস্র সহস্র জলৌকা দেখা দেয়। ইহারা মরিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, কি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে নূতন জলৌকার উৎপত্তি হয়, এপর্য্যন্ত এ বিষয়ের কিছুই স্থির হয় নাই।

ইহারা আর্দ্র ভূমিতে জন্মে বটে, কিন্তু পুষ্করিণী, নদী অথবা অন্য কোন রূপ জলাশয়ে থাকে না। ইহারা ভূচর জীব। ইহারা প্রায় এক বুরুল লম্বা হইয়া থাকে এবং সামান্য সূচিকার ন্যায় সূক্ষ্ম হয়। রক্ত শোষণ করিলে ইহাদিগের শরীর হংস পুচ্ছের ন্যায় স্থূল হইয়া উঠে। ইহারা আপনাদিগের শরীর এরূপে আকুঞ্চন করিতে পারে যে বস্ত্রের মধ্যে থাকিলে ইহাদিগকে সূত্র

বলিয়া ভ্রম হয় এবং এইরূপে অলক্ষিত ভাবে মানুষের গাত্রের উপর উঠিয়া পৃষ্ঠ অথবা গলদেশের রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। সিংহলের কাফি-কর বর্গ ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পদদেশ এক প্রকার মোটা এবং ঘন বুনান কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। সেই দেশবাসী ইতর লোকে গাত্রে তৈল, তামাকু-ভস্ম অথবা লেবুর রস মাখিয়া থাকে। লেবুর রসে জলৌকাকৃত ক্ষত হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হয় এবং শীঘ্র২ ক্ষতের মুখ শুকাইয়া যায়।

জলৌকাগণ শরীরের এক প্রান্ত ভূমি-সংলগ্ন করিয়া ঠিক্ সোজা হইয়া আপন শিকারের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা এরূপ সতর্ক যে, মনুষ্য অথবা অশ্ব নিকটে গেলেই দ্রুতবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আইসে। ইহারা আপন শরীরের উভয় প্রান্ত ভূমি সংলগ্ন করিয়া অর্দ্ধ বৃত্তাকারে চলে। ইহারা এত ক্ষুদ্র এবং এরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র করে, যে যখন প্রথম রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে, তখন কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় না। যখন শরীরহইতে রক্ত নির্গত হয় এবং যখন ইহারা রক্ত খাইয়া স্থূল হইয়া ঝুলিতে থাকে, তখনি স্পষ্ট অনুভূত হয়। ইহারা অশ্বদিগকে পাগল করিয়া তুলে, ইহাদিগকে ঝাড়িয়া ফেলিবার নিমিত্ত তাহারা মুহুর্মুহুঃ ভূমে পদাঘাত করে এবং ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়। ইতর লোক এবং পালকিবাহকদিগের অনাচ্ছাদিত পদদেশ ইহাদিগের একটী সুন্দর আক্রমণ স্থল। ইহারা পক্ক পলগুচ্ছের ন্যায় পদের গ্রন্থিতে ঝুলিতে থাকে। ইহাদিগের কৃত ক্ষত হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়। দষ্ট ব্যক্তি যদি সুস্থ ও সবলকায় হয়, এবং ক্ষত দেশ যদি উদ্বেজিত না হয়, তবে সামান্যরূপ ফুলিয়া ও বেদনা হইয়া সারিয়া যায়। কিন্তু দুর্ব্বলকায় এবং অসুস্থ ব্যক্তিদিগকে কামড়াইলে ও ক্ষত স্থান চুলকাইলে ঘা হইয়া বিষম হইয়া উঠে। তখন অঙ্গ হানি এমন কি প্রাণ নাশ পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। ১৮১৮ অব্দে বহুসংখ্যক মান্দ্রাজি সিপাহি, কুলি এবং পেয়াদা এই জলৌকাকৃত ক্ষতে প্রাণ হারায়।

এই জলৌকাগণ রক্তের সন্ধান পাইলে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং যাত্রিদিগের মধ্যে যাহারা সকলের পশ্চাতে পড়ে, তাহাদিগকে অধিক উৎপাত সহ্য করিতে হয়।

এই বিশ্ব সংসারে যে কত অদ্ভুত জীব আছে তাহা কে বলিতে পারে?

চন্দ্রলোক।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। চন্দ্র দেখিতে এত সুন্দর, অতএব ইহা অবশ্যই অতীব প্রীতিকর স্থান হইবে, সকলের এইরূপ বোধ হয়। কবির কল্পনা ইহাকে পুণ্যাত্মাদিগের নিবাস স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। যাহা কিছু মনোহর সমুদায়ই চন্দ্রলোকে পাওয়া যায়, এইরূপ সকলের বিশ্বাস। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞান বলে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্র সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছে; চন্দ্রলোকে যাইতে আর আমাদিগের সাধ নাই। পণ্ডিতেরা চন্দ্র সম্বন্ধে কি বলেন পাঠিকাবর্গকে তাহার মর্ম্ম বলিতেছি

প্রথমতঃ—চন্দ্রলোক অত্যন্ত পর্ব্বতময়, ইহার উপরিভাগ কেবল নিম্নোন্নত ভূমিভাগে পরিপূর্ণ। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পতিত হইয়া চন্দ্র আলোকিত হয় এবং তাহাই প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে আইসে; সুতরাং চন্দ্রের যে যে ভাগে সূর্য্যালোক বিশিষ্টরূপে পতিত হয়, তাহা আমরাও সাতিশয় উজ্জ্বল দেখিতে পাই এবং যে যে ভাগে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পায় না সেই সেই স্থান অন্ধকারময় দেখা যায়। আমরা যে চন্দ্র মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাই, সে কেবল এই কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্রলোকের যে যে স্থান কৃষ্ণবর্ণ সেই ২ স্থান গভীর এবং তন্মধ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পায় না; যে যে ভাগ বিশিষ্টরূপে উজ্জ্বল তাহা পর্ব্বতময়। পাঠিকাবর্গ কলঙ্কই বলুন, আর বুড়ী চরকা কাটিতেছে বলুন অথবা চন্দ্র খরগোষ কোলে করিয়া আছে যাই বলুন, পণ্ডিতেরা চন্দ্রমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সমুদায়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন!

দ্বিতীয়তঃ—চন্দ্রলোকে বায়ু নাই; এক স্তর বায়ুরাশি যেমন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, চন্দ্রে সেরূপ নাই। যদি থাকে ত তাহা এত তরল ও লঘু যে পৃথিবীস্থ কোন জীব তাহাতে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। চন্দ্রের চতুর্দ্দিক যে বায়ু বেষ্টিত নহে, পণ্ডিতেরা তাহার কয়েকটী কারণ দেখাইয়াছেন।

(ক) বায়ুর গুণ এই যে ইহা আলোকের জ্যোতিঃ হ্রাস করে, অর্থাৎ আলোক বায়ু ভেদ করিয়া আসিলে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইয়া থাকে; অতএব চন্দ্রে বায়ু থাকিলে,

যখন কোন নক্ষত্র ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট* হইতে থাকে তখন প্রথমতঃ চন্দ্রোপরিস্থ-বায়ুরাশির পশ্চাতে পড়াতে তাহার জ্যোতিঃ হ্রাস হইবে, পরে চন্দ্রের পশ্চাতে পড়িলে একবারে অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক কোন নক্ষত্রের জ্যোতিঃ হ্রাস হয় না, চন্দ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইলে সে একবারেই অন্তর্হিত হয় ইহাতে বোধ হইতেছে চন্দ্রে বায়ু নাই।

(খ) চন্দ্রে অনুপ্রবেশ হেতু কোন নক্ষত্র যতক্ষণ অদৃশ্য হইয়া থাকে, বায়ু থাকিলে তদপেক্ষা অল্পক্ষণ অদৃশ্য থাকিত; কারণ নক্ষত্র অদৃশ্য হইবার পর ও পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্ব্বে তাহার রশ্মি সমুদায় বায়ুতে প্রতিফলিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইত*।

(গ) সূর্য্য রশ্মি বায়ুতে প্রতিফলিত হওয়াতে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ও অস্তের পরে একবারে অন্ধকার হয় না, পরন্তু অল্প অল্প সন্ধ্যালোক থাকে। চন্দ্রেও সেইরূপ। যদি চন্দ্রে বায়ু থাকিত, তাহা হইলে (এই প্রতিফলন জন্য) ইহার আলোকিত ভাগের পার্শ্বদেশে অল্পালোকিত ভাগ থাকিত, সুতরাং আমরা চন্দ্র-কলার পার্শ্বদেশে অপেক্ষাকৃত অল্পালোকবিশিষ্ট অন্য আর এক কলা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না; অতএব চন্দ্রে বায়ু নাই।

তৃতীয়তঃ—চন্দ্র আমাদিগের দুই পক্ষে ২৯।।০ দিনে, আপনার কেন্দ্রে একবার আবর্ত্তন করে; এবং পাঠিকাবর্গ জানেন যে গ্রহ উপগ্রহগণের আবর্ত্তনেই তাহাতে দিবারাত্রি হইয়া থাকে, অতএব চন্দ্রের দিবা এক পক্ষ ও রাত্রি এক পক্ষ। এক পক্ষকাল ব্যাপিয়া সূর্য্য ক্রমাগত আকাশের উপরে বিচরণ করে, এবং অন্য এক পক্ষ সূর্য্য দেখা যায় না। ক্রমাগত এক পক্ষ সূর্য্য আকাশের উপরে থাকাতে এত উত্তাপ জন্মে যে মনুষ্যশরীর তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া যায়,

* যাঁহারা চন্দ্রোদয় লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে অমাবস্যার পর চন্দ্র আকাশের পশ্চিমে দেখা দেন, এবং প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে গগণের পূর্ব্বভাগে সরিয়া আইসেন, কিন্তু তারকামণ্ডলীর এরূপ গতি নাই; সুতরাং চন্দ্র যখন সরিয়া আসিতে থাকেন, তখন কোন না কোন নক্ষত্রকে অতিক্রম করিয়া আইসেন। আবার নক্ষত্রগণের দূরতা চন্দ্র অপেক্ষা অধিক সুতরাং যখন চন্দ্র কোন নক্ষত্রকে অতিক্রম করেন, তখন নক্ষত্র চন্দ্রের পশ্চাতে ঢাকিয়া পড়ে; নক্ষত্র-গণের এইরূপ চন্দ্রান্তরালে আবৃত হওয়াকেই চন্দ্রে অনুপ্রবেশ বলে।

ক্রমাগত একপক্ষ কাল সূর্য্য অদৃশ্য থাকাতে ভূমি অসম্ভব শীতল হয়। সে শীত আমাদিগের কেন্দ্র সন্নিকটস্থ ভূভাগের অপেক্ষা ২৫,৩০ গুণ অধিক।

চতুর্থতঃ—চন্দ্র দুই পক্ষে আপনার কক্ষে থাকিয়া পৃথিবীকে একবার বেষ্টন করিয়া আইসে; সুতরাং চন্দ্রের বৎসর আমাদিগের দুই পক্ষ এবং তাহাই চন্দ্রের এক দিন। অতএব চন্দ্রের ঋতু পরিবর্ত্ত ইহার এক দিনে সংঘটিত হইয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ—চন্দ্রে জল নাই; জল থাকিলে মেঘের উদয় হইত এবং তাহা হইলে নক্ষত্রগণ চন্দ্রে অনুপ্রবেশের পূর্ব্বেই কখন কখন অদৃশ্য হইত। আর যদিই জল থাকে, তাহা হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রে দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তাপ সুতরাং সমুদায় জল বাষ্প হইয়া যায় এবং রাত্রিতে অত্যন্ত শীত সুতরাং তখন সমুদায় জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। সুতরাং চন্দ্রে কোন প্রকারেই জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে চন্দ্রমণ্ডলের প্রকৃতি যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা মনুষ্যগণের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি, ইহাতে পৃথিবীর জীবগণ হইতে ভিন্নপ্রকৃতির জীব থাকিতে পারে। তাহারা হয়ত নিম্নোন্নত পর্ব্বতভূমিতে শীতোত্তাপ সহ্য করিয়াও বাস করিতে পারে এবং জলাভাবেও বাঁচিতে পারে।

নূতন সংবাদ

১। আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনারল লর্ড লিটন সম্প্রতি আপনার কোমলতা ও দয়াশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এক অভিপ্রায় পত্র লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবাসী ভৃত্যদিগকে ইংরাজেরা ঘুঁষি মারিয়া হত্যা করিয়া থাকেন, অতএব অতঃপর যে কোন ইংরাজ ভৃত্যকে ঘুঁষি মারিবেন, তাঁহাকে দণ্ড বিধি আইনের অধীনস্থ হইয়া শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। যে ঘটনায় এই অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় তাহা এই;—আগ্রার ফুলার নামে এক উকীল সস্ত্রীক গির্জায় যাইবার সময় কাটারু নামক সইসকে দেখিতে পান নাই। তাহাকে ডাকিলে সে আসিল। তখন সাহেব তাহাকে গুরুতর প্রহার করিয়া মৃতবৎ ফেলিয়া গির্জায় চলিয়া যান। অল্পক্ষণ পরে লোকটী মরিয়া যায়। আগ্রার মাজিষ্ট্রেট এই নরহত্যার জন্য ফুলারকে কেবল ৩০ টাকা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেন।

গবর্ণর জেনারল এইরূপ অবিবেচনার জন্য হাইকোর্ট ও উত্তর পশ্চিম গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করেন এবং মাজিষ্ট্রেট ১২ মাসের মধ্যে উৎকৃষ্টতর বিচার শক্তির পরিচয় না দিলে স্বাধীন কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইবেন না এই আদেশ করেন। গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের এই সদাশয়তার জন্য ইংরাজ মহল অত্যন্ত ক্ষেপিয়াছেন, কিন্তু সমুদায় ভারতবাসী তাঁহাকে কোটীং স্বরে ধন্যবাদ করিতেছেন।

২। বিবী গারেট আণ্ডারসন এম ডি চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা চিকিৎসা ব্যবসায়ে পুরুষদিগকে পরাস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া পুরুষ ডাক্তারগণ ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন।

৩। একখানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে লিখিত হইয়াছে, স্ত্রীলোকের মস্তকের কেশ সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার হইতে ২ লক্ষ পর্য্যন্ত। আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের গণনায় শরীরের লোম সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩।। কোটী, তাঁহারা মস্তকের কেশের কি সংখ্যা করেন নাই?

৪। লণ্ডনে স্ত্রীলোকদিগের খৃষ্টান টেম্পারেন্স সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ সভ্য স্ত্রীলোক। ঐ নারীগণ সুরাদলনী নামে বিখ্যাত হউন।

বামাগণের রচনা।

সেই এক দিন।

সেই এক দিন! হতেছে স্মরণ;
যে দিনেতে হায়, সকল ফুরায়,
কিছুই বলিতে থাকেনা আপন।'

থাক্‌না কেনরে হয়, হস্তী সব,
কিম্বা ধন জন, থাক্ অগণন,
স্বর্ণ-সিংহাসন বিপুল বিভব।

থাক্ রাজ্য হোক্ উপাধি-ভূপতি।
মনিময় হার, অক্ষয় ভাণ্ডার,
থাক্ হীরা চুণি, বহুবিধ মতি।

থাক্‌রে যতেক বন্ধু পরিজন।
সেই দিনে হায় কে হবে সহায়,
যে দিনে ধরিবে দুরন্ত শমন।
থাকুন্‌ জনক, অথবা জননী,
থাক্‌রে সোদর, থাক্‌রে ভগিনী,
রাখিবে কি তারা বল ২ শুনি?
জনমের মত যাইছে যে জন,
আর কি তাহারে, ফিরাইতে পারে,
করিয়া যতন, অথবা বারণ?
তবে রে কি হবে সে দিন ভাব না,
যাইবে যে দিনে, শমন ভবনে,
সে দিনের দিন মনেতে করোনা।
হইলে সে দিন উদয় হৃদিতে।
ধরেনা আমার, আনন্দ অপার,
একাননে তাহা পারিনা বলিতে।
সে সুখের দিন উপমা রহিত
কিন্তুরে আবার, ভাবি পুনর্ব্বার,
যাইব কি নিয়ে কাহার সহিত?
আমি রে পাপিনী বঞ্চিতা ধর্ম্মেতে,
কার ভরসায়, হইব নির্ভয়,
অমূল্য রতনে পারিনা চিনিতে।
দেখিতেছি যাহা, কিছু স্থায়ী নয়,
তথাপি ত মন, না হয় চেতন?
অচেতন হয়ে সদাই রয়।
ওহে জ্ঞানাধার অজ্ঞান আমার,
নাশিয়া সকল, করহে নির্ম্মল;
তোমার করুণা অসীম অপার।

হরিমতি। কালনা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

সন ১২৮২ সাল।

ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস উনাউ ১।/০
শশীভূষণ দত্ত মুসলমান পাড়া ২।০
বসন্তকুমারী মিত্র বর্দ্ধমান ১।/০
দুর্গাপ্রসন্ন দাস কালীয়া ২।৵০
হেমচন্দ্র সিংহ লক্ষ্ণৌ ১২৸০ মধ্যে ২৸০
রাজকুমার রায় ঢাকা ২।৵০
মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাশীপুর ২।৵০
বনমালী চট্টোপাধ্যায় দানাপুর ১৵০
ব্রজেন্দ্রকুমার রায় হেয়ার স্কুল ২।০
দীনেশচন্দ্র বসু জাফর গঞ্জ ২।৵০
অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়পাতিয়ালা
৮১ সমেত ৩৲
চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী সন্ন্যাসীকাটা ২।৵০
দুর্গাপ্রসাদ মুখো গোরক্ষপুর ২।৵০
বিশ্বেশ্বর সেন ঢাকা ২।৵০
মতিলাল ঘোষ বৌবাজার ১৵০
যদুনাথ বসু আরা ২।৵০
কুসুমকুমারী দেবী শান্তিপুর ২।৵০
কৃষ্ণচন্দ্র পাল বেরিলী ১।/০
দুলালচন্দ্র দে শ্রীহট্ট ২।৵০
মুক্তাকিশোরী চৌধুরী
গোয়াতলী ২৵০ মধ্যে ।০
গোপীকৃষ্ণ সেন ময়মনসিংহ ২।৵০
হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় উনাউ ১।/০
মহম্মদ নবি নসিরগঞ্জ ৩৸৵০ মধ্যে ২৲

হরনাথ ভট্টাচার্য্য কটক(৮১সালসমেত)৩
পার্ব্বতীচরণ রায়ফরিদপুর ৮০।৮১
সমেত ৬৲
রামপ্রসাদ সেন ঢাকা ২৸৵০ মধ্যে ২।৵০
ক্ষেত্রমোহন সেন শ্রীরামপুর ২।/১০
হরিশ্চন্দ্র স্কোয়ার বারাণসী ২।৵০
হরকামিনী দেবী মূলফৎগঞ্জ ২।৵০
গুরুচরণ মুখোপাধ্যায় রাকি ২।৵০
লক্ষ্মীনারায়ণ রায় বর্দ্ধমান ১।/০
শ্রীনাথ রায় লক্ষ্মী ২।৵০
শ্রীকৃষ্ণ হাজরা শিয়ালদহা ১৵০
অমৃতলাল পাল শ্যামবাজার ২।০
সীতানাথ দত্ত নিকেতন ১।০
ভুজঙ্গভূষণ রায় পটলডাঙ্গা ২।০
বিন্ধ্যবাসিনী দাসী ময়মনসিংহ ২।৵০
শ্রীনাথ চন্দ্র ঐ ১।/০
নন্দকুমার চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ ২।৵০
রাধিকানাথ চট্টো আমুলিয়া ৯।৵০
নিবারণচন্দ্র পাল চেতলা ১৸০ মধ্যে ১৲
উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ভবানীপুর ২।০
হারাণচন্দ্র মুখো আলিপুর ২।০মধ্যে ১৲
গঙ্গাহর দাস বাগবাজার ১৵০
বিশ্বনাথ সিংহ লক্ষ্ণৌ ২।৵০
রামদাস বসু কাচড়াপাড়া ১।/০
অন্নপূর্ণাদেবী মাথাভাঙ্গা ২।৵০
জগদ্বন্ধু দে বক্সার ৫।০ মধ্যে ৫৲
কিশোরীমোহন সেন গাজীপুর ২।৵০
কালীমোহন মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ ১।/০

ভুবনময়ী দাসী রঙ্গপুর ২॥৵০
মহালক্ষ্মী ঘোষ এলাহাবাদ ৬৵০
কেদারনাথ কুলভি বাঁকুড়া
৮১। সমেত ৩৵৶০
কাদম্বিনী ও স্বর্ণময়ী শ্রীপুর ২॥৵০
শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জামতারা ৪৵মধ্যে ২
রামেশ্বর দাস রাঞ্চি ।৵০
গোপালচন্দ্র মুখো লক্ষ্ণৌ ২॥৵০
যোগেন্দ্রনাথ সরকার টাকি ॥৶০
হরিমতি চট্টো কালনা ১॥৵০
কুমুদকামিনী মুখো গোঠপাড়া ২॥৵০
রাধাশ্যাম গুঁই বড়বাজার ১
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ঠনঠনিয়া ১৵০
ছত্রধর ঘোষ পটলডাঙ্গা ১৵০
গুরুচরণ দাস ভবানীপুর ২।০
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তালতলা ১
বৈকুণ্ঠনাথ সেন যোড়াসাঁকো ১
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী বাগবাজার ১॥০
অনূপচন্দ্র মুখো জনাই ৮০।৮১সমেত ৬
ঈশানচন্দ্র বসু গয়া ১।৵০
ব্রজেন্দ্রকুমার মুখো হালিসহর ৮০।৮১
সমেত ৬
রমানাথ চট্টো লক্ষ্ণৌ ১২॥৵০ মধ্যে ১০
অবিনাশচন্দ্র চন্দ্যোপাধ্যায় আগরা ১
যোগমায়া চক্রবর্ত্তী বৈটকখানা ১৵০
সাধুচরণ দে চুনাপুকুর ॥০
হেরম্বনাথ দেব শিয়ালদহা ৮১ সালের ২।০
বামাসুন্দরী দত্ত কোচবিহার ২॥৵০
মনোহরা দাসীরা, বসুদুহিতা ঢাকা ২॥৵০

১২৮৩ সাল।

গৌরিবল্লভ সেন বৈদ্যপুর ২॥৵০
তারাসুন্দরী ঘোষ তেওড়া ২॥৵০
বেণীমাধব মিত্র গোয়ালন্দ ২॥৵০
শিবচন্দ্র দেব কোননগর ২।০
বনমালী চট্টোপাধ্যায় দানাপুর ১॥৶
চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী সন্ন্যাসী কাটা ২।৵০
মহারাণী স্বর্ণময়ী কাসিমবাজার ২॥৵০
দুর্গাপ্রসাদ মুখো গোরক্ষপুর ২॥৵০
ব্রজেন্দ্রকুমার বসু ফুরা ২॥৵০
কালীশঙ্কর কবিরাজ সদ্যপুষ্করিণী ২॥৵০
পাঁচদোনা বালিকা বিদ্যালয় ঢাকা ১।৵০
হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় উনাউ ১।৵০
হরিশ্চন্দ্র স্কোয়ার বারাণসী ২।৵০
হরকামিনী দেবী মূলফত্র গঞ্জ ২।৵০
লক্ষ্মীনারায়ণ রায় বর্দ্ধমান ১।৵০
শ্রীনাথ রায় লক্ষ্মী ২॥৵০
মদনমোহন মিত্র সিমলা ।০
গোপীকৃষ্ণ সেন ময়মনসিংহ ২॥৵০
অম্বিকাচরণ আদিত্য এলাহাবাদ ২॥৵০
তিনকড়ী ঘোষ সিমলা ১৵০
রাধিকানাথ চট্টোপাধ্যায় আমুলিয়া ॥৵০
মহেন্দ্রনাথ মিত্র লক্ষ্ণৌ ২॥৵০
কুঞ্জকান্ত সাহা বোয়ালিয়া ২॥৵০
রামদাস বসু কাচড়াপাড়া ১।৵০
জগদ্বন্ধু সান্যাল ফাইজাবাদ ২॥৵০
অন্নপূর্ণাদেবী মাথাভাঙ্গা ২।৵০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৫৬ সংখ্যা | শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৮৩। | ১২ শ ভাগ

নীতি-সূত্র।

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

যিনি সকল জীবকে আপনার ন্যায় দেখেন, তিনিই পণ্ডিত।

এই বচন দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে আপনার প্রতি সকলেরই স্বভাবতঃ যত্ন আছে। আপনার ক্ষুৎপিপাসা শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ অনুভব দ্বারা আমরা স্বভাবতঃ কি কি বস্তু প্রিয় ও গ্রাহ্য এবং কি কি বস্তু অপ্রিয় ও ত্যাজ্য তাহা জানিতে পারি। অতি শৈশবকালে আমরা স্বভাবতঃই এ বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকি, এবং মাতা পিতাদি সেই শিক্ষা প্রদানে সহকারী হইয়া থাকেন। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি হইলে সেই শিক্ষার অভিপ্রায় যত বুঝিতে পারা যায়, ততই আমাদিগের শরীর রক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সৌভাগ্যশালী হইবার চেষ্টা আরব্ধ হয়। কিন্তু সৌভাগ্যশালী হইলে শুদ্ধ উক্ত অভিপ্রায় সাধনে আমরা সক্ষম হই এমন নহে, তদ্দ্বারা আমরা লোকসমাজে সকলের সম্মান ও বিশ্বাসভাজনও হইতে পারি। অতএব আপনার শরীর সুস্থ থাকিবে, অক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে, লোক সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে ইহা সকলেরই প্রথম চেষ্টা। এই আত্ম হিতানুরাগ ধর্ম্মের উপদেশে পরোপকার ব্রতে রত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ,

শাস্ত্রবিহিত ও নীতি-সঙ্গত; অতএব সকল জীবকে কিরূপভাবে দেখিবে, তাহা মীমাংসা করিতে হইলে আত্ম-হিতানুরাগ-সঙ্গত আচার ব্যবহারাদি পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

দুর্ভাগ্যের পর সৌভাগ্যোদয় হইলে যে পরিমাণে সুখ, সৌভাগ্যের পর দুর্ভাগ্য ঘটিলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দুঃখ হয়। অতএব যাহাতে অবস্থার হীনতা না হয়, তাহাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বা আত্মহিতানুরাগীর প্রথম চেষ্টা। শারীরিক স্বাস্থ্য,ধন বা সম্মান ইত্যাদি বিষয়ের হানিজনক ব্যাপার হইতে তিনি সাবধানে নিবৃত্ত থাকেন; তিনি স্বকীয় কার্য্যে পরিশ্রম ও কৌশল প্রয়োগ দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে যত্নবান হয়েন, কিন্তু অনিশ্চিত বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না,কেন না অনিশ্চিত লাভের প্রত্যাশায় হস্তগত সম্পত্তি বিসর্জ্জন করা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য! কোন বিষয় বুদ্ধিগম্য না হইলে তাহা বুঝিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি লোককে প্রতারণা করেন না, নিজের গুণ বিস্তীর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া লোকের মনে আশ্চর্য্য জন্মাইবার ইচ্ছা করেন না এবং চাতুরী বা কৌশল দ্বারা মহৎ লোকের কটাক্ষপাতের প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহার গুণ কখন তাঁহার নিজ মুখে প্রকাশ পায় না,কার্য্যেতেই দেখা যায়। তিনি মিথ্যাকে ভয় করেন এবং সদা সত্যবাদী হয়েন, তিনি অসত্য কথা ব্যবহার করেন না, কিন্তু আবশ্যক না হইলে সকল কথা ব্যক্ত করাও বিজ্ঞোচিত মনে করেন না। তিনি কার্য্যেতেও যেরূপ, কথাবার্ত্তাতেও সেইরূপ সাবধান থাকেন। তিনি কখন চাঞ্চল্য বা বাচালতা প্রকাশ করেন না। তিনি শিষ্টাচারী হন এবং কোন বিষয়ে আপনার প্রাধান্য কদাপি প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন না, বরং আপনার গুণ সকল অপ্রকাশিত রাখিতে ইচ্ছা করেন। তিনি সকলের সহিত সদ্ভাব রাখেন, কিন্তু বন্ধুতা বিষয়ে অতি সাবধান থাকেন, যে কোন ব্যক্তিকেই বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন না। ধীর সচ্চরিত্র প্রকৃত প্রেমানুরক্ত কোন ব্যক্তির সহিত ঘটনাবশতঃ মিলন হইলে পরস্পরের অন্তঃকরণের ভাব ও ব্যবহারের সমতা হেতু যে আন্তরিক সৌহৃদ্য জন্মে, সেই সৌহাদ্যকেই যথার্থ বন্ধুতা বলিয়া মানেন এবং সেই সুহৃদের সহিত পরামর্শ ও মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করেন, উপস্থিত সুখ সম্ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া ভাবী সুখাশায় কখন নিশ্চেষ্ট থাকেন না; বরং অগ্রে পরিশ্রম পরে বিশ্রাম, অগ্রে কষ্ট পরে সুখ, ইহাই

তাঁহার কার্য্যের রীতি এবং উপস্থিত সুখ ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম ও পরিমিতাচরণ দ্বারা ভাবী ও স্থায়ী সুখলাভে যত্ন করেন। তিনি তাঁহার আয়ের পরিমাণানুসারে ব্যয়ের সীমা নির্দ্ধারিত করেন এবং অবস্থা বুঝিয়া বরং উপস্থিত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করেন এবং সেই সঞ্চয় যত্নপূর্ব্বক রক্ষা ও বৃদ্ধি করেন, কোন মতে অনিশ্চিত লাভের প্রত্যাশায় তাহা নিয়োগ করেন না। কোন সংস্রব না থাকিলে তিনি অপরের কার্য্যে হস্তার্পণ করেন না, অপরের কথায় কর্ণপাত করেন না, আপনার কার্য্যেই সম্পূর্ণ মনোযোগী থাকেন, অপরকে অযাচিত পরামর্শও প্রদান করিতেন না। স্বদেশ হিতার্থে তাঁহার পরামর্শ বা পরিশ্রম আবশ্যক হইলে তিনি তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করেন, কিন্তু উপযাচক হইয়া কোন পদোন্নতি বা গৌরবের প্রত্যাশা করেন না।

আত্মহিতানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয় ধর্ম্ম না হউক, অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার যত্ন আপনি করিতে পারে না, তাহাকে কেহ বা অগ্রাহ্য করে, কেহ বা ঘৃণা করে, কেহ বা দয়ার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আত্ম-হিতানুরাগ মনুষ্যের প্রথম ধর্ম্ম। কিন্তু স্বার্থানুরাগী হইয়া সর্ব্বসাধারণের অহিত চেষ্টা করা অতি নীচাশয় লোকের কার্য্য। আত্মহিতানুরাগকে পরিমাণ দণ্ডস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পরহিতানুরাগী হইবে। আমি যেরূপ আমার সুখ সাধনে রত থাকি, সকল লোকই সেইরূপ নিজ ২ সুখ সাধনে রত থাকে এবং আমারও যেমন আপনার সুখ সাধনে চেষ্টা করিতে অধিকার, তেমনি সকলেরই অধিকার আছে। লোক মাত্রেই স্বত্ব বিষয়ে সমান। যত লোক তত অবস্থাভেদ আছে, কিন্তু কি ধনী কি দরিদ্র, কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, সকলেরই স্বত্ব সমান, তাহার কিছু মাত্রই প্রভেদ নাই। বল বিদ্যা ধন সম্পদ কিছুতেই স্বত্বের তিল মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। সকলেই এক জগৎপিতার পুত্রকন্যা, তাঁহার দৃষ্টিতে সকলেই সমান। অতএব যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি অপরের কোন হানি না করিয়া আপনার ইষ্টসাধনে যত্ন করে, সেপর্য্যন্ত তাহাকে নিবারণ করিবার কাহারও অধিকার নাই। আমি যথেচ্ছা অঙ্গচালনা করি, বা ধনের ব্যবহার করি, বা বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্চালনা করি,

বা ধর্ম্মযাজনা করি, যে পর্য্যন্ত অপর কাহারও কোন হানি না করি, সে পর্য্যন্ত কাহারও কিছু প্রতিপক্ষতা করিবার অধিকার নাই। আমি কেবল ঈশ্বরের নিকট দায়ী; কিন্তু যেই মাত্র কোন কার্য্য দ্বারা অপরের হানি হয়, তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য নিবারণ করিতে অপরের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। সেই অধিকার অনুসারে সমাজের শাসন প্রণালী ও দণ্ডনীতি নিয়মিত হইয়া থাকে। আত্মহিতে প্রবৃত্তি ও পরের অহিত হইতে নিবৃত্তি এককালে অভ্যাস হইয়া থাকে, কেন না লোকমাত্রেরই স্বত্ব সমান। এই স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান মনুষ্যের মনে থাকাতে যে পরিমাণে আত্মহিতে প্রবৃত্তি হয়, সেই পরিমাণে পরের অহিত হইতে নিবৃত্তি হয়। আমি যে পরিমাণে আপন হিত অভিলাষ করি, অপর সকলেই আপন আপন হিত সেই পরিমাণেই অভিলাষ করে, অতএব সেই পরিমাণেই অপরের অহিত হইতে বিরত থাকিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন "অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরেষাং ন তদাচরেৎ।" আপনার যাহা অপ্রিয় সে ব্যবহার অপরের প্রতি করা কর্ত্তব্য নহে। এইটি ন্যায়পরতা ধর্ম্মের মূল।

কুপ্রবৃত্তি-প্রধান ব্যক্তি অপরের সুখের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আপনার সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া থাকে, সুতরাং সে ব্যক্তি বলদ্বারা বা ভয়প্রদর্শনদ্বারা অপর লোককে পীড়ন করিয়া স্বার্থসাধন করিতে সঙ্কুচিত হয় না, নিজের কোন বস্তুর অভাব হইলে চৌর্য্য বা প্রতারণা দ্বারা অপর লোকের বস্তু গ্রহণ করিতে ধাবমান হয় এবং আপনার গৌরব সাধনার্থ আবশ্যক হইলে অম্লানবদনে অপরের গ্লানি করিয়া থাকে। কিন্তু উক্তরূপে কুপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া যে পরিমাণে আত্মসুখ সাধন করা যায়, সেই সকল প্রবৃত্তিকে দমন করিলে তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আত্মহিত সাধিত হইতে পারে—ফলতঃ এইরূপে কুপ্রবৃত্তিজনিত দুষ্কর্ম্মের ফল হইতেও বিমুক্ত থাকা যায়, এবং রিপুক্ষয়জনিত জয়োল্লাসে মনে অতুল আনন্দানুভব হয়।

আত্মহিতানুরাগ প্রণালী ক্রমেই অর্থাৎ সকলে আমার উপকার করুক, এই ইচ্ছা থাকাতে আমিও অপরের উপকার করি এই প্রবৃত্তি হয়। সকলেই আপনাকে কেন্দ্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সকল বস্তুই আপনার সুখের নিমিত্ত মনে করিয়া থাকেন! কথায় বলে "যে যার আপনার দিকেই টানে," সুতরাং

পরস্পরের টানাটানিতে এক প্রকার চলিতেই হইবে। পরস্পরের বিরোধদ্বারা একটী সুনীতি স্থাপিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। উপমাদ্বারা এই বিষয়টি বিলক্ষণ বোধগম্য হইতে পারে। একটি ভৌতিক বস্তুর আকর্ষণ শক্তিদ্বারা ইহার পরমাণুসমূহ ও অন্যান্য ভৌতিক পদার্থসমূহ ইহার কেন্দ্রভাগে আকর্ষিত হয়, অপর ভৌতিক বস্তু সকলের প্রত্যেকেরও সেইরূপ আকর্ষণ শক্তি আছে, সুতরাং পরস্পরের আকর্ষণ শক্তির সামঞ্জস্য হইয়া একটি অচিন্ত্য সুনিয়মে ভৌতিক পদার্থসমূহের কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিদ্বারা ইহার উপরিস্থ সমস্ত বস্তু ইহাতে আকৃষ্ট হয়। সেই শক্তির প্রভাবে চন্দ্র ইহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান থাকে, এবং সেইরূপ শক্তির প্রভাবে ইহা স্বয়ং চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হয় এবং সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদিগের আকর্ষণশক্তির সামঞ্জস্য হইয়া এক চমৎকার অনির্ব্বচনীয় নিয়মে সৌরজগতের কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। পুনরায় এই সৌর জগতের সহিত অন্যান্য সৌর জগতের—এবম্প্রকার পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ থাকাতে সমস্ত বিশ্ব সংসারের ভৌতিক কার্য্য অপূর্ব্ব নিয়মে চলিয়া বিশ্বেশ্বরের অচিন্ত্য কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যেমন ভৌতিকপদার্থের প্রেম। সেই আকর্ষণশক্তি যেমন আধার ও অবস্থাভেদে কৈশিকাকর্ষণ আকর্ষণ শক্তি, তেমনি আত্মার মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি ভিন্ন ২ নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ উক্ত প্রেম পাত্র ও প্রকারভেদে স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, সৌহার্দ্দ্য, দয়া ইত্যাদি ভিন্ন ২ নামে অভিহিত হয়। অতএব কি প্রণালী মতে অপরের প্রতি সেই প্রেম সঞ্চালিত হয়, তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

অপর লোক সকলের মধ্যে আপনার অব্যবহিত পরেই আত্মীয় অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করা যায় তাহাদের প্রতি অনুরাগ জন্মে। আত্মীয়বর্গের মধ্যে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি। যদিও পিতা মাতার প্রতি অনুরাগ প্রথম অনুভূত হয় এবং সেই অনুরাগ পরম পবিত্র ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তথাপি অনুরাগের প্রকৃত প্রাবল্য বা আকর্ষণ বিবেচনা করিলে সন্তানের প্রতি যে স্নেহ, তাহা পিতা মাতার প্রতি ভক্তি অপেক্ষা অধিক। পরে ভ্রাতষ্পুত্র ভাগিনেয় ইত্যাদি ক্রমে সম্পর্ক যত দূর হইবে, উক্ত অনুরাগও তত হীনবল হইয়া থাকে। আত্মীয়বর্গ মধ্যে শুদ্ধ সম্বন্ধের নৈকট্য

প্রযুক্ত অনুরাগের তারতম্য হয় এমন নহে,সহবাস প্রযুক্ত সেই অনুরাগের যেমন প্রাবল্য হয়,পৃথক্ থাকা প্রযুক্তও তেমনি তাহার হ্রাস হয়। সেই কারণে কোনং সম্পর্ক না থাকিলেও বাসস্থানের সান্নিদ্ধ্য প্রযুক্তই প্রতিবাসীদিগের সহিত একপ্রকার আত্মীয়তা এবং পরস্পরের প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মে। এই কারণ প্রতিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্ক না থাকিলেও অনেকস্থলে সম্পর্ক পাতান যায় এবং একত্র বাস ব্যতীত যাহাদের সহিত একত্র বিষয় কর্ম্ম করা যায়, তাহাদিগের সহিতও একপ্রকার আত্মীয়তা ও অনুরাগ জন্মে। বাল্যকালে সহাধ্যায়ীদিগের সহিত এবং পূর্ণবয়স কালে সহকর্ম্মীদিগের সহিত নিয়ত আলাপ এবং পরস্পরের বাধ্যবাধকতা প্রযুক্ত বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মে, বিশেষতঃ পাঠ্যাবস্থায়মনে সাংসারিক চিন্তা ও স্বার্থপরতার প্রাবল্য না থাকাতে সহপাঠীদিগের মধ্যে অনেক স্থলে যেমন আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য দেখা যায়, তেমন প্রায় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পদোন্নতি বা লাভপ্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয়ে স্বার্থপরতা প্রবল হইয়া সহকর্ম্মীদিগের মধ্যে ততদূর আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য হয় না। বস্তুতঃ সৌহার্দ্দ্য সম্বন্ধ পরস্পরের আন্তরিক ভাবের সমতা প্রযুক্তই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সেই সম্পর্ক যত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও সদ্গুণদ্বারা সম্বদ্ধ হয়, ততই তাহা স্থায়ী ও শুভ-ফলপ্রদ হয়, নতুবা স্থায়ী ও প্রকৃত বন্ধুতা জন্মে না। এক ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহা ইংরাজি ভাষায় ভ্রাতৃপদে বাচ্য, এবং এ দেশের পুরাতন ব্যবহারানুসারে জাতিপদে বাচ্য, কিন্তু এক্ষণে জাতিধর্ম্ম লোপদ্বারা স্বজাতীয় এবং সম-ব্যবসায়ী এই দুই পদার্থ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে,কেননা এক্ষণে জাতি প্রায় কিম্ভূত কিমাকার অভিপ্রায়হীন নিরর্থ পদার্থ হইয়াছে। এক বংশ-সম্ভূত, এক গ্রাম নিবাসী, এক কার্য্য ব্যবসায়ী, এক নগরবাসী, ও এক দেশীয়, ইত্যাদিক্রমে আমাদের সম্বন্ধের যত দূরতা হয়, তত অনুরাগের হ্রাস হয়। তন্মধ্যে এক ধর্ম্মাবলম্বী বা এক মতাবলম্বী হইলে যেরূপ অনুরাগ থাকে, ভিন্নমত বা ভিন্নধর্ম্মপ্রযুক্ত সেরূপ হয় না, তাহার অনেক হ্রাস হয়। কিন্তু স্বদেশের সীমা পর্য্যন্ত অনুরাগের বিস্তৃতি দ্বারা প্রত্যেক লোকের সম্বন্ধে যদিও ইহা হীনবল হয়, তথাপি সমাজসম্বন্ধে ইহার বিলক্ষণ প্রাবল্য দেখা যায়। আত্মীয়ানুরাগ, পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি, দাম্পত্যপ্রীতি, আত্মহিতানুরাগ কিছুই স্বদেশানু-

রাগের সহিত তুল্য-বল নহে, এবং স্বদেশ-হিতার্থে যে ব্যক্তি আত্ম জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করে তাঁহাকে সকলে ধন্য বলিয়া মানে, স্বদেশের উন্নতি সাধনে ও গৌরব রক্ষার্থে যাহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশিত হয়, তাহাকে সকলে সুপণ্ডিত বলিয়া গণন করে, এবং স্বদেশ রক্ষার্থে যে ব্যক্তি শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করেন, সকলে তাহাকে যথার্থ বীর বলিয়া চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। স্বদেশানুরাগের ন্যায় প্রবল ও প্রশংসনীয় অনুরাগ আর কিছুই নাই। অনুরাগ স্বদেশকে অতিক্রম পূর্ব্বক মানব জাতি মাত্রে সঞ্চারিত হইয়া লোকানুরাগ নাম ধারণ করে। নিষ্কাম লোকানুরাগ অতি মহৎ ধর্ম্ম। সকল মনুষ্যই এক পরম পিতার পুত্র, এই সম্বন্ধ সূত্রে কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল কি হিন্দু কি যবন সকলকেই সমানভাবে দয়া করা, ভীত ব্যক্তিকে অভয় দান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান, শীতার্ত্তকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধ পথ্য দান, শিক্ষার্থীকে বিদ্যা দান করা,—যাহার যেরূপ দুঃখ বা অভাব তাহা বুঝিয়া, অর্থাৎ অপর ব্যক্তির আত্মার স্থানে আপন আত্মাকে অধিষ্ঠিত করিয়া অপর ব্যক্তির কি কি দুঃখ বা অভাব আছে তাহা আপনার আত্মাতে অনুভব করিয়া, আপনার সাধ্যানুসারে ধন দ্বারা পরিশ্রম দ্বারা, কথা দ্বারা, যে কোন প্রকারে সেই দুঃখ মোচন করা, সেই অভাব দূর করা সকল ধর্ম্মের সার, ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত পরম ধর্ম্ম।

নারিচরীত।

ফতেমা বিবী।

নারীকুলরত্ন ফতেমা মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের কন্যা ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম খদিজা। তিনি বাল্যকালেই মাতৃহীনা হন। ফতেমা পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আট বৎসর কাল তিনি যেরূপ অসাধারণ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত পিতার সেবা করিয়াছিলেন এরূপ কোন কন্যা কখনও করিয়াছেন কি না সন্দেহ; ফমেতা যেমন পিতৃগত-প্রাণা ছিলেন, মহম্মদ তদ্রূপ দুহিতৃ-বৎসল ছিলেন। মহাত্মা মহম্মদ তাঁহাকে ক্ষণকাল চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে কষ্ট বোধ করিতেন। পিতার স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত ও উপদেশে

ফতেমা শৈশবকাল হইতে অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল। ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে সেই সৌন্দর্য্য আবার সমধিক উজ্জ্বল হয়। তিনি সর্ব্বদা দীন বেশে থাকিতেন। যৌবন কালেও ভোগ বিলাসে কিছুমাত্র মনঃসংযোগ করেন নাই। ধর্ম্ম সাধনায় ও কঠোর বৈরাগ্য ব্রত পালনে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। পরম ধার্ম্মিক আলিকে তিনি পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে সুবিখ্যাত হোসন্ ও হোসেনের জন্ম হয়। ফতেমার জন্ম বৃত্তান্তাদি সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উক্তি আছে। এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা অনাবশ্যক। কেবল তাঁহার জীবনের দুই একটী সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

একদা কোরেশ্ বংশীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক মহাপুরুষ মহম্মদের নিকটে আসিয়া বলিল, "হে মহম্মদ! যদিচ ধর্ম্ম মতে তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য নাই, কিন্তু সম্বন্ধে আমরা নিকট—এক নগরবাসী ও প্রতিবেশী। ইচ্ছা করি না যে সম্পূর্ণরূপে তোমার সঙ্গে বান্ধবতা ছিন্ন হয়। অদ্যএক বিবাহ আছে,তোমার অমুক আত্মীয়াকে অমুকের সঙ্গে বিবাহ দিতেছি। আমাদের ইচ্ছা যে তোমার কন্যা ফতেমা বিবাহভবনে যাইয়া আত্মীয়তাপ্রদর্শন ও উদ্বাহোচিত কার্য্যসম্পাদন করে।" মহম্মদ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন "ভাল, আপনারা গমন করুন। আমি ফতেমাকে পাঠাইব।" তাহারা চলিয়া গেল। মহম্মদ ফতেমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বৎসে! লোকের সঙ্গে সদ্ভাব করিব, শত্রুর উৎপীড়ন সহ্য করিব। শত্রুতা রূপ বিষকে কৃতজ্ঞতা রূপ সুধার সঙ্গে তুল্য করিয়া গণনা করিব। অদ্য আরবের ভদ্র লোকেরা আমার নিকটে আসিয়া এই আবেদন করিয়াছেন, যে তুমি তাঁহাদের ভবনে বিবাহ সভায় উপস্থিত হও। আমি তোমাকে পাঠাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি। তুমি কি বল?" ফতেমা বলিলেন "ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের যাহা আদেশ তাহাই হইবে। আমি আজ্ঞাধীনা দাসী, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। পিতঃ তোমার আদেশে আমি বিবাহ সভায় যাইব বটে, কিন্তু ভাবিতেছি কোন্ বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইব। অন্যান্য মহিলারা মহামূল্য রমণীয় পরিচ্ছদ সকল পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবে। আমার সামন্য বস্ত্র, জীর্ণ চাদর দেখিয়া তাহারা হাস্য উপহাস করিবে। আত্বার ভার্য্যা শিবার কন্যা আবুজোহিলের ভগিনী ও অন্য অনেক আরবীয়

মহিলা কিরূপ অসত্যাচারিণী ও মন্দপ্রকৃতি, তুমি তাহা ভাল জান। তাহারা সেখানে উপস্থিত থাকিবে। তোমার অবিদিত নাই, হমালতস্থতা তোমার গম্য পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তোমার নিন্দা ব্যতীত আবুসফিয়ানের স্ত্রীর অন্য কোন কার্য্য নাই। তাহারা সেই সভাতে উপস্থিত থাকিবে। সেই সকল রমণী রোম ও মিশর দেশীয় মহামূল্য বস্ত্রে, এরাকের অলঙ্কার পুঞ্জে ও মনিমুক্তা খচিত কিরীটে বিভূষিত হইয়া সুবর্ণ মণ্ডিত উচ্চ উপধানে পৃষ্ঠস্থাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট থাকিবে। সেই সভাতে তোমার কন্যাকে বেশভূষাবিহীন জীর্ণ চাদরে আবৃত হইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। তাহারা আমাকে দেখিলেই বলিবে এই বালিকার কি ঘটিয়াছে? ইহার মাতার প্রচুর সম্পত্তি ছিল তাহা কি হইল, কেন এরূপ বেশে আসিয়াছে? পিতঃ। ইহাদের ধর্ম্ম জ্ঞানের চক্ষু নাই। ইহাদের সকলেরই দৃষ্টি বাহ্য জগতে বদ্ধ। ইহারা এই উপলক্ষে তোমার কত কুৎসা করিবে। আমা দ্বারা তোমার অপমান হইবে, ইহা আমার অসহ্য।

ফতেমা এই প্রকার অনেক কথা বলিতেছিলেন ও অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। তখন মহম্মদ বলিলেন "বৎসে! দুঃখিত হইও না, আমার নিকটে উত্তম পরিচ্ছদ ও সুন্দর আভরণের কিঞ্চিন্মাত্র মূল্য ও মর্য্যাদা নাই। অদ্য যাহারা পীত ও লোহিতাদিবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কুসুমের ন্যায় অহঙ্কারের উদ্যানে শোভা বিস্তার করিতেছে, কল্য তাহারা অকিঞ্চিৎকর তৃণের ন্যায় নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। বৎসে! আমাদের গৌরব বৈরাগ্য বস্ত্রে।"

মহম্মদ এ বিষয়ে আরও কিছু বলিলে ফতেমা কহিলেন "আমি তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারিণী নহি, আমার আর বিলম্ব করিবার সাধ্য নাই।" এই বলিয়া তিনি পিতৃ-গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন, কোন লোক জন সঙ্গে না লইয়া একাকিনী বিবাহ সভায় চলিয়া গেলেন। কথিত আছে যে সেই সময়ে ফতেমা অলৌকিক কৌশলে দিব্যাভরণ ও বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১) কোরেশ বংশীয় নারী

(১) আমাদিগের পুরাণে যেমন আছে দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় শিবানী মলিন ছিন্নবস্ত্রে যাইতেছিলেন, পথে ধনাধিপতি কুবের তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নানা রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দেন, মহম্মদের কোন ধনাঢ্য ভক্ত পথে তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পাইয়া সেইরূপ সজ্জিত করিয়া দিয়া থাকিবেন আশ্চর্য্য নহে।

গণও আরবীয় মহিলাগণ পথের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিল যে এইক্ষণেই মহম্মদের কন্যা জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া আগমন করিবে। আমাদের সুশোভন অলঙ্কার পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই সে মনে কষ্ট পাইবে। ঈর্ষ্যাগ্নি তাহার অন্তরে শিখা বিস্তার করিবে। তাহারা এই ভাবে চিন্তা করিতেছিল এমত সময়ে সংবাদ পহুছিল যে ফতেমা উপস্থিত। যখন ফতেমা গৃহাভ্যন্তরে পদার্পণ করিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে গৃহ সমুজ্জ্বল হইল, তিনি উপনীত হইয়াই মুসলমান জাতির পদ্ধতি অনুসারে সভাস্থ মহিলাদিগকে বিনীতভাবে সেলাম করিলেন। কোরেশকামিনীগণ বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা আর সেলামের প্রত্যুত্তর দান করিতে পারিল না, সেই বিনয় ও শীলতার মূর্ত্তিস্বরূপ ফতেমাকে দেখিয়া তাহাদের চক্ষু স্থির ও বুদ্ধি জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তাহারা আসন হইতে উঠিয়া গিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল হাঁগা ইনি কোন্ রাজার কন্যা? কোন্ নরপালের মহিষী? এই কে অকস্মাৎ সভাস্থলে উপস্থিত। ইহা ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ, ও সৌভাগ্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা বটে, এই অভাগাদিগের গৃহে ইনি চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন কেন? ইহাঁর রূপের আলোকে যে চন্দ্র সূর্য্য পরাস্ত হইল পরে যখন তাহারা জানিতে পাইল ইনি ফতেমা, তখন তাহাদের শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা সম্মুখস্থ উচ্চ সিংহাসন ফতেমাকে প্রদান করিয়া এক পার্শ্বে মস্তক অবনত করিয়া রহিল। কতকগুলি মহিলা বিনীতভাবে নিবেদন করিল "হে মহাপুরুষ মহম্মদের প্রিয় দুহিতা! আমরা তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছি, ইহাতে তোমার গৌরবান্বিত হৃদয় ক্ষুন্ন হইয়া থাকিবে। তুমি কিছু আদেশ কর, যাহা তোমার প্রসন্নতার কারণ হইবে, তাহা আমরা সম্পাদন করিব। বল তোমার জন্য কি প্রকার খাদ্য সামগ্রী ও কিরূপ সরবত আনয়ন করিব।" ফতেমা বলিলেন "খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে আমার সন্তোষ নাই। ভোগ সুখে বিরাগ আমার এবং আমার পিতৃদেবের স্বভাব। আমরা অনশন ব্রত পালন করি। আমার সন্তোষ আমার পূজনীয় পিতার সন্তোষে বরং ঈশ্বরের প্রসন্নতাতে। তোমরা পৌত্তলিকতার অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীর হইতে বাহির হইয়া জ্যোতির রাজ্যে আগমন কর, ধর্ম্মেতে বিশ্বাসী হও, প্রভুর সঙ্গে প্রীতি স্থাপন কর, শত্রুতা পরিহার কর। কতকগুলি মহিলা ফতেমার কথা শ্রবণে ও তাঁহার অলৌকিক প্রভাব

দর্শনে মোহিত হইয়া গেল এবং তাহারা " লা এলা আলা আল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা" (ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত) এই কল্মা (বাক্য) উচ্চারণ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

ফতেমা কোন বিশেষ রোগে আক্রান্তা হইয়া পরলোক গমন করে কি না, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিতৃ বিয়োগ শোকই তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীত হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পর ফতেমা শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছিলেন না, দিবা রাত্রি ক্রন্দন করিতেন, পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেন। এক দিবস তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। আপন স্বামী আলিকে ডাকিয়া বলেন যে "কল্য পিতৃদেবকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন তিনি শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া কাহার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, পিতঃ! তোমার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় দগ্ধ ও শরীর শীর্ণ হইয়াছে। পিতৃদেব বলিলেন আমিও এখানে প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি বলিলাম পিতঃ সে কে, তুমি যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছ? কহিলেন তোমার প্রতীক্ষায় আছি, হে ফতেমা! বিচ্ছেদ যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার জন্য আমার প্রাণ আকুল। তোমার শরীর পিঞ্জর ভগ্ন করিবার এই তো সময় বটে। এক্ষণে আত্মাকে শরীর সম্পর্ক শূন্য কর—এই নিকৃষ্ট সঙ্কীর্ণ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রসারিত উন্নত জগতে গৃহস্থাপন কর। সংসার রূপ ক্লেশের কারাগার হইতে আনন্দকর পরলোক উদ্যানের অভিমুখে চলিয়া আইস। ফতেমা! তুমি না আসিলে আমি যাইব না।" আমি বলিলাম "পিতঃ! আমিও তোমার দর্শনার্থী। তোমার সহবাস সম্পদ্ সম্ভোগ করি, সর্ব্বদা আমার এই আকাঙ্ক্ষা।" তাহাতে তিনি বলিলেন "তবে শীঘ্র চলিয়া আইস, কল্যই আমার নিকটে আসিবে।" পরে আমি জাগরিত হইলাম। সেই উন্নত লোকে যাইবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে অদ্য দিবাবসানে কি নিশার প্রথম ভাগে ইহলোক হইতে যাত্রা করিব আমি গেলে আমার মৃত্যুতে তুমি শোকাকুল হইবে, কল্য আমার সন্তানগণ ক্ষুধাতুর না থাকে, এজন্য রুটি প্রস্তুত করিতেছি, পুত্র কন্যার বস্ত্র ধৌত করিতেছি। আমি চলিয়া গেলে কাল কে আর তাহা করিবে? এজন্য আমি একাজ করিতেছি। আমার অভাবে কল্য কে আমার নিরাশ্রয় শিশুদিগে

মন যোগাইবে? আমি ইচ্ছা করিয়াছি তাহাদের কেশ বিন্যাস করিব। জানি না আমি চলিয়া গেলে তাহাদের মুখের ধূলি কে ঝাড়িয়া দিবে।”

আলি ইহা শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করেতে লাগিলেন এবং বলিলেন “ফতেমা! আজ পর্য্যন্ত তোমার পিতৃ বিয়োগের শোক আমার অন্তরে রহিয়াছে। সেই মহাত্মা যে আঘাত করিয়া গিয়াছেন, অদ্যও তাহার যন্ত্রণা যায় নাই। আবার তোমার বিয়োগ উপস্থিত। আঘাতের উপর আঘাত, বিপদের উপর বিপদ।” ফতেমা বলিলেন “আলি! সেই বিপদে ধৈর্য্য ধারন করিয়াছ, এই শোকেও সহিষ্ণু হইবে। এক্ষণে এক মুহর্ত্তও আমা হইতে দূরে থাকিও না। আমার নিশ্বাস বায়ুর অবসানের সময় হইয়াছে। নিত্য ধামে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে এই অঙ্গীকার রহিল। ইহা বলিতে-ছিলেন এবং হোসন হোসেনের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করতঃ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। মাতার কথা শ্রবণ করিয়া হোসন হোসেনও কাঁদিতে লাগিল। ফতেমা বলিলেন “বৎসগণ! কিঞ্চিৎকাল তোমরা মাতা-মহের সমাধি উদ্যানে যাইয়া অবস্থিতি কর এবং আমার জন্য প্রার্থনা কর। তাহারা জননীর আজ্ঞানুসারে চলিয়া গেল। পরে ফতেমা উপধানে পৃষ্ঠ স্থাপনপূর্ব্বক আলীকে বলিলেন “প্রিয়তম! নিকটে বস, বিদায়ের সময় উপস্থিত।” আলি বসি-লেন, খেদ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ফতেমা আস্মা নাম্নী পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন “অন্ন প্রস্তুত কর, আমার স্নেহের হোসন হোসেন ফিরিয়া আসিলে আহার করিবে। গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে অমুক স্থানে বসাইয়া ভোজন করাইবে। আমার নিকটে আসিতে ও আমার অবস্থা দেখিতে দিবে না।” আস্মা তদনুরূপ আচরন করিল। এদিকে ফতেমা আ-লিকে বলিল “ক্ষণকাল আমার নিকটে থাক, ও আমার মস্তক তোমার ক্রোড় দেশে স্থাপন কর, জীবনের অল্প অবশিষ্ট।” আলী বলিলেন “ফতেমা” তোমার এপ্রকার কথা শ্রবণ ও এপ্রকার ভাব দর্শন করিতে আমি অক্ষম।” ফতেমা কহিলেন “আলি! পথ মুক্ত, আমাকে প্রস্থান করিতেই হইতেছে, মন শোকাকুল, সর্ব্বথা মনের কথা তোমাকে কিছু বলা কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমার কথা শ্রবণ কর, আমার বিচ্ছেদের সরবত বাধ্য হইয়া পান কর।” আলি বসিয়া ফতেমার মস্তক অঙ্কদেশে স্থাপন করিলেন। ফতেমা চক্ষু উন্মীলন করিয়া আলির মুখের

দিকে তাকাইলেন। তখন আলির নেত্রদ্বয় হইতে শোকাশ্রু বিগলিত হইয়া ফতেমার মুখমণ্ডল অভিষিক্ত করিল। ফতেমা আলিকে রোরুদ্যমান দেখিয়া বলিলেন, "নাথ। আক্ষেপ করিবার সময় নয়, এক্ষণে অন্তিম কথা শ্রবণ করিবার সময়।" আলি বলিলেন 'কি কথা বলিবে বল।" ফতেমা বলিলেন "চারিটী কথা বলিবার ইচ্ছা। এক, যদি আমাদ্বারা এমত কোন আচরণ হইয়া থাকে যাহাতে তোমার মনে ক্লেশ হইয়াছে তাহা ক্ষমা কর ও আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" আলি বলিলেন, "প্রিয়তমে! এতকাল কখন কথায় কি আচরণে তোমাহইতে এমত কিছুই প্রকাশ পায় নাই, যাহা আমার মনঃক্ষুণ্ণের কারণ হইবে। তুমি সর্ব্বদা আমার হৃদয়রঞ্জিনী ছিলে, কখন মনঃপীড়াদায়িনী ছিলে না; তুমি সন্তাপ-হারিণী ছিলে, জীবনের উপদ্রব কারিণী ছিলে না। তোমাকে আমি উপকারিণী পাইয়াছি, অপকারিণী নয়। তোমাকে পুষ্পের ভাবে দেখিয়াছি, কণ্টকের ভাবে নয়। অন্য কথা কি আছে বল।" ফতেমা বলিলেন "আমার স্নেহের হোসন হোসেনের প্রতি বাৎসল্য রাখিবে। তাহাদিগকে ভুলিবে না, স্নেহের হস্ত তাহাদের মস্তক হইতে উত্তোলন করিবে না, তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবে। তৃতীয় রজনী যোগে আমার শব ভূগর্ভশায়ী করিবে। তাহাহইলে জীবদ্দশাতে যেমন কোন পরপুরুষের দৃষ্টি আমার শরীরে নিপতিত হয় নাই, মৃত্যুর পরেও হইবে না। ৪র্থ আমার সমাধি ভূমিতে গমনাগমন করিবে।" ইতিমধ্যে হোসন হোসেন আসিয়া জননীর মৃত্যু নিকটে জানিয়া অনেক ক্রন্দন বিলাপ করে। ফতেমা নানাপ্রকার বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সমাধি উদ্যানে পাঠাইয়া দেন। অনন্তর তিনি কোন আত্মীয়ার সাহায্যে স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান করেন ও এক নির্জ্জন গৃহে যাইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে থাকেন। সেই অবস্থাতেই লোকান্তরে চলিয়া যান।

স্বাধীন শুক।

স্বজন বিহঙ্গ সঙ্গ করি পরিহার
ত্যজিয়া বিনোদ-কর বিপিন বিহার॥
ভুলিয়া স্বভাবসিদ্ধ শূন্য বিচরণ।
দেশ দেশান্তরে আর না কর ভ্রমণ॥

পরের অধীন হয়ে বন্ধন ভিতরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

কি দোষে মনুষ্য বন্দী করিল তোমায়।
পরাধীনতার হার পরাইল পায়॥
আহা কি নিষ্ঠুর নর বিনা অপরাধে।
বনের বিহঙ্গে বৃথা কি বিবাদে বাঁধে॥
নাহি পরাধীন সম দীন চরাচরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

না পাও থাকিতে আর কানন বিজন।
না পাও বনের ফল করিতে ভোজন॥
না পাও স্বজাতি সহ করিতে প্রণয়।
না পাও পূরাতে সাধ মনে যত হয়॥
না পাও খেলিতে সুখে বিচরি অম্বরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

না পাও তরুর শাখে করিতে বিশ্রাম।
না পাও দেখিতে বনে ফল পুষ্পদাম॥
না পাও জনম ক্ষেত্র করিতে দর্শন।
না পাও করিতে কিছু স্বহিত সাধন॥
না পাও উড়িতে, মিলি বহু সহচরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

দুগ্ধ রসে মুগ্ধ হয়ে লুব্ধ সদা মন।
নরের আদরে হ'লে আত্ম বিস্মরণ॥
ছাড়িলে আপন বোল হয়ে পরাধীন।
তুষিতে প্রভুর মন ব্যস্ত নিশি দিন॥
না বুঝিয়া বল সদা "রাধা কৃষ্ণ হরে"।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

দেখ হে স্বাধীন শুক ভেবে একবার।
জঠর অনল জ্বলে যখন তোমার॥
তৃষ্ণায় শুকায় কণ্ঠ হও রে কাতর।
প্রভুর প্রত্যাশা করি থাক নিরন্তরে॥
তখন অন্তর ক্লেশ মিশাও অন্তরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

প্রথমে প্রভুর ভাষা বুঝিতে না পারি।
শিখেছ যতনে তাহা যাই বলিহারি॥
সঙ্কেত প্রসঙ্গ বহু শিখেছ এখন।
যোগাতে পরের মন ধর কি জীবন?
দেখিয়া দুর্দ্দশা তব মম আঁখি ঝরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছে পিঞ্জরে?

বিপক্ষে করিলে পক্ষ হ'লে লক্ষ্যহারা।
কি দুঃখে দেখনা চক্ষে স্বাধীনের ধারা॥
নিস্তেজ হইল দেখ স্ব-পক্ষ বিভব।
উড়িবার শক্তি শুক গেল বুঝি তব॥
তব দুঃখ দেখি হাসে মানব নিকরে।
কি সুখে স্বাধীন শুক রয়েছ পিঞ্জরে?

বিধবা বিবাহ।

বঙ্গমাতার অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা যে সকল সামাজিক সংস্কার আরম্ভ করিয়াছি, তাহার কিরূপ ফল ফলিতেছে তাহা সময়ে সময়ে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। কোন সংস্কার আরব্ধ করিয়াই স্থির থাকা উচিত নহে। সেই সংস্কার পথে কি কি অন্তরায় কণ্টকস্বরূপ উদিত হইতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই অন্তরায়ের দূরীকরণ হইতে পারে, এবং কি কি নূতন অভাবনীয় বিঘ্ন ও বিপত্তি সংস্কার পথে উত্থিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা না করিলে কখন কোন সামা-

ক্ষিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আমরা এমত কথা বলি না যে দৃঢ়-প্রোথিত বহুকালের সামাজিক দোষ সকল একদিনে অপনীত হইতে পারে; কিন্তু যত দিনেই অপনীত হইবার সম্ভাবনা হউক না কেন, তৎসাধনোদ্দেশে যত্নের একান্ত শিথিলতা না হয়, মধ্যে মধ্যে তজ্জন্য উৎসাহ ও উদ্যোগ প্রদর্শন নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে যে সমস্ত উদ্যোগ করা হইয়াছিল, অধুনা সেই উদ্যোগের কি একান্ত শিথিলতা ঘটে নাই? এই প্রকার শিথিলতা ঘটিবার কারণ কি, তাহা আমরা কয়জন ভাবিয়া থাকি? অথচ আমাদিগের প্রতিগৃহে বঙ্গবামার দুরবস্থার একশেষ দেখিতে হইতেছে। কে বলে' বাঙ্গালী হৃদয়ে মমতা আছে, দয়া আছে; মমতা ও সহৃদয়তা থাকিলে কি আজি বাঙ্গালী আপনার কন্যা ও ভগিনীগণের দারুণ দুঃখ মোচনের জন্য উদ্যোগী হইতেন না?

ঐ দেখুন বালবিধবা যৌবনের পূর্ণ গর্ব্বে রূপে গৃহধমকে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতার নিকট, জনকের নিকট কত গ্রন্থই অধ্যয়ন করিতে শিখিয়াছেন। গৃহস্থের কাজ কর্ম্মে তাঁহার কেমন অভিনিবেশ ও নিপুণতা। তিনি কেমন সুন্দর ও পরিষ্কার করিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে কেমন নীতি শিক্ষা ও উপদেশ দিতেছেন। জননীর কত বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও জনকের কেমন সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। কেমন সুমিষ্ট বাক্যে অতিথিকে ভিক্ষা দেন। কোন কথা শুনিলে লজ্জায় কেমন বদন অবনত করেন। বিনয়ের সহিত দাস দাসীকে কেমন বশে রাখিয়াছেন। কত সময়ে মাতার অনবধানতা ধরিয়া দিতেছেন। সংসার ধর্ম্মের যাহাতে সুবিধা ও সুপ্রতুল হয়, এমত উপায় দেখিতেছেন। আহা! রূপের সহিত তাঁহার গুণের ক্রমশঃ উন্মেষ হইতেছে। কিন্তু হায়! সেই রূপের সহিত বদনের মলিনতা বাড়িতেছে। অবসর পাইলেই তিনি যেন কি ভাবিতে বসেন। পান সাজিবার সময়ে একাকিনী নির্জ্জনে ও নীরবে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করেন। সময়ে সময়ে বেশ প্রফুল্ল, আবার সময়ে সময়ে নিতান্ত বিষণ্ণ। জনক জননী কি তাহার এভাব লক্ষ্য করেন নাই? কিন্তু লক্ষ্য করিয়া কি করিবেন? সুশিক্ষিত জনক কন্যার

দুঃখ বিমোচনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজলক্ষ্মীর দুঃখের জন্য জাতি দিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। কন্যার যাহাতে পুনরায় বিবাহ হয় এরূপ চেষ্টাও দেখিয়াছিলেন। বর পান নাই; কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইলে কি হইবে, তাহাকে গ্রহণ করে কে? তিনি যেন কন্যার দুঃখ মোচনের জন্য জাতি দিতে স্বীকৃত আছেন; বরপক্ষীয়গণ জাতি দিতে কেন স্বীকৃত হইবেন? পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর শিক্ষিত যুবক দল কিছু উন্নত হইয়াছেন। সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহারা অগ্রসর হইবেন। কিন্তু সে সমুদায় আশা মিথ্যা, সমুদায় স্বপ্নপ্রায়। উৎসাহ ও ধর্ম্মসাহস সম্বন্ধে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী যেমন ছিলেন, আজি শিক্ষিত হইয়াও তিনি তদ্রূপই আছেন। এই কথা ভাবিয়া তিনি এখন কন্যা বিবাহের উদ্যোগে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

বিধবা বিবাহের প্রস্তাব যখন প্রথম বঙ্গসমাজে অবতারিত হয়, তখন অনেক শিক্ষিত যুবক সাহসী হইয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। দুই একজন বিবাহও করিয়াছিলেন। তখন বিধবা কন্যা পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তখন জনক জননী কন্যার বিবাহ দিতে অগ্রসর ছিলেন না। তখন তাহাদিগের এ সংস্কারে তেমন আস্থা ছিল না। তখন বিধবাগণ নিজেই তত প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আজি দশাধিক বৎসরে, দশ শত বৎসরের কাজ হইয়া গিয়াছে। লোকের প্রবৃত্তি ও ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দুঃখ ও প্রয়োজন কুসংস্কারকে দূরীকৃত করিয়াছে। আজি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে সমাজ ঠিক বিপরীত ভাবে অবস্থিত। পূর্ব্বে কন্যা প্রস্তুত ছিল না, বর প্রস্তুত; এখন কন্যা অগ্রসারিণী, বর পশ্চাৎগামী হইতেছেন।

বিধবাবিবাহের প্রস্তাব যখন প্রথমে উত্থাপিত হয়, যখন বিধবা বিবাহের গোলযোগে বঙ্গসমাজে হুলস্থূল পড়িয়াছিল, যখন জনক জননী বিধবা কন্যার বিবাহদানে তত অগ্রসর ছিলেন না, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আজ না অগ্রসর হউন, কন্যার দুঃখ ও যন্ত্রণা ভাবিয়া ক্রমশ এ প্রস্তাবের উপকারিতা বুঝিবেন ও প্রয়োজনবশতঃ ইহাতে উদ্যোগী হইবেন। কন্যার দুঃখ ও যন্ত্রণা তাহাদিগের হৃদয়কে ক্রমে বিগলিত করিবে। আজি

ক্রমে সেই দিন উপস্থিত। কিন্তু আমাদিগের সমাজ অতি আশ্চর্য্য সমাজ। ইহার একদিকে একটু সুবিধা ঘটিলে, অন্যদিক হইতে অন্যপ্রকার অসুবিধা আসিয়া অমনি উপস্থিত হইয়াথাকে। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে অসুবিধা ছিল, সে অসুবিধা ক্রমে আপনাপনি তিরোহিত হইবে এমত বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল এবং এক্ষণে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাহা ত্বরায় অপনীত হইবার নহে।

ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বঙ্গসমাজ দিন দিন অধিকতর স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে। আপনার যাহাতে কিছু ক্ষতি হয়, লোকে এখন তাহার ত্রিসীমায় যাইতে চাহেন না। পরের জন্য কেন আমি সমাজচ্যুত হইয়া কষ্টে পড়িব—এই স্বার্থপর ভাব লোকের মনে অধিক প্রবল হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন অনূঢ়া কন্যা নানাবিধ সুবর্ণ ভূষণে ভূষিতা ও নানাবিধ মহার্ঘ দান সমগ্রী লইয়া আমার জন্য প্রস্তুত, তখন আমি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক ভত লাভ বিসর্জ্জন দিয়া কেন বিধবা বিবাহ করিতে যাইব। এখন এই স্বার্থপর ভাব লোকের মনে প্রবল। সুতরাং বিধবাবিবাহে কেহ অগ্রসর নহেন।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এ স্বার্থপরতা প্রকৃত স্বার্থপরতা নহে। ইহাতে আপাততঃ একজনের লাভ দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে সমাজের ক্ষতি। আজি পরের নিকট যে বহুল অর্থ লইয়া বিবাহ করিতেছি, কালি আমার নিজের কন্যার বিবাহ দিতে হইলে সেই অর্থ ফিরিয়া দিতে হইবে। আজি পরের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলাম না, কালি হয় তো আমার নিজের বিধবা কন্যার বিবাহের প্রয়োজন হইতে পারে। এই সমস্ত ক্ষতি লাভ তুলনা করিয়া দেখিলে কি ফল দাড়ায়? এই তুলনায় কি দৃষ্ট হইবে না যে আপাততঃ যাহাকে লাভ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, তাহা বাস্তবিক ভবিষ্যৎ ক্ষতির কারণ, অথবা যাহাতে আমার লাভ তাহাতে সমা-জের ক্ষতি? সমাজের প্রতি আজি আমি যে ব্যবহার করিব, কালি সমাজও সেই ব্যবহার আমাকে ফিরিয়া দিবে।

কিন্তু আর একটি কথা বলিয়া এক্ষণকার শিক্ষিত যুবকগণ বিধবা বিবা-হের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। শিক্ষিত যুবকগণ এক্ষণে সমাজতত্ত্বে

প্রবেশ করিতে শিখিতেছেন। তাঁহারা কহেন যে সমাজে প্রতি কন্যার পরিণয় সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক, যে সমাজে বার বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিতে পারিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়, সে সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে অনেককে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে, অর্থাৎ অনেকের অনূঢ় কন্যার বিবাহ না হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিধবা বিবাহ না হওয়া হিন্দুসমাজের বিধি থাকাতেই এক্ষণে সমস্ত অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হইতেছে, নতুবা তাহা হইত না। লোকে বিধবা বিবাহ করিলে, অনেক অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে, সুতরাং অনেকের জাতিরক্ষা হওয়া দুঃসাধ্য হইবে। অতএব হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থা বলিয়াই স্থির করা উচিত। সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই।

পূর্ব্বে শিক্ষিত যুবকগণ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। আজ কাল তাঁহাদের সে ভাব নাই। আজ কাল লোকের মন হিন্দু সমাজের পক্ষপাতী হইয়াছে। হিন্দু সমাজের ব্যবস্থা মধ্যে সকলই সুনিয়ম দেখিতে চান। হিন্দু সমাজের পক্ষ যতদূর সাধ্য সমর্থন করিতে সকলেই চেষ্টা করেন। বাস্তবিক যাহা অন্যায়, হিন্দু সমাজে তাহা আছে বলিয়া অনেকে অন্যায় বলিতে চাহেন না। আমরা স্বদেশপক্ষপাতিতার প্রশংসা করি বটে, কিন্তু সেই পক্ষপাতিতা নিতান্ত অন্ধ হইলে তাহা কখন প্রশংসনীয় হইতে পারে না। স্বদেশের যাহা কিছু ভাল আছে, যে আচার ব্যবহারে বাস্তবিক দেশের হিতসাধন হইতেছে আমরা তাহার পরিবর্ত্তন জন্য কখন উক্তিমাত্রও করিব না; কিন্তু যাহা বাস্তবিক দুর্ব্যবহার ও দুরাচার তাহার পক্ষ সমর্থন করা কখন প্রকৃত স্বদেশপক্ষপাতিতার কার্য্য হইতে পারে না। তদ্দ্বারা বরং স্বদেশের অনিষ্টসাধন করা হয়।

একথা যদি যথার্থ হয়, তবে দেখা উচিত, উপস্থিত প্রস্তাবে তাহা কতদূর প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে বিচার্য্য এই বিধবাবিবাহ না হওয়া, এবং বাল্য বিবাহকে প্রচলিত রাখা এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টীকে সুব্যবহার বলিয়া ধরিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় শিক্ষিত যুবাগণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। সকলেই এক বাক্যে বলিবেন চির-

বৈধব্য সুব্যবস্থা নহে, বালিকা বিবাহও সুরীতি নহে। পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এই দুই ব্যবস্থাই পরিবর্ত্তন করা উচিত।

আমরাও তাই বলি এ উভয় ব্যবস্থাই একদা পরিবর্ত্তনীয়। যিনি একদিনে সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিতে পারেন, তিনি অন্য নিয়মও সহজে ভাঙ্গিতে পারেন। যাঁহারা বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে উদ্যোগী হইতে পারেন, তাঁহারা অপর নিয়মটিও অনায়াসে ভাঙ্গিতে পারেন। যাঁহারা বিধবা বিবাহ দিয়া হিন্দু সমাজের বহির্ভূত হইলেন, তাহাদিগের কন্যার বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

কিন্তু ইহাতে মূল সমস্যার মীমাংসা হইল না। কথা এই, যদি বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইল, তবে তৎসঙ্গে সকল অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হওয়া সম্ভব কি না? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কি দিব, অপরাপর সভ্য জাতির উন্নত সমাজ এ প্রশ্নের উত্তর দিবে। হিন্দু সমাজ ভিন্ন আর কোন সমাজে বিধবা বিবাহের অপ্রচলন রীতি প্রবর্ত্তিত নাই। সকল সমাজেই বিধবার পুনঃসংস্কার হইয়া থাকে। অথচ সকল সমাজেই অনূঢ়া কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। হিন্দু সমাজের জাতি প্রথা আর কোন সমাজে প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু যাহারা বিধবা বিবাহের দলভুক্ত হইয়া পড়িবেন, তাহাদিগের মধ্যে জাতি প্রথার বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল; তবে আর অন্য সভ্য সমাজ হইতে তাহার বিভিন্নতা কোথায়? তাহারা একটী নূতন সমাজে অবস্থিত হইলেন। সেই সমাজের যাহাতে পরিপুষ্টি সাধন হয়, তখন তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এই নূতন সমাজের একটী সুবিধা এই কাহাকেও একঘরে হইতে হইবে না। কারণ বিবাহ কখন এক ঘরে সম্পন্ন হয় না। প্রতি বিবাহে দুইঘর করিয়া সমাজভুক্ত হইবে।

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব লইয়া শিক্ষিত যুবকগণকে আর একবার উত্তেজন বাক্যে সম্বোধন করিতেছি, কেন তাহারা বিধবা বিবাহ বিষয়ে এত উদাসীন ও শিথিল যত্ন হইলেন? তাঁহারা নিঃসহায়া অবলা বিধবাগণের জন্য কি দুঃখিত নহেন? তাহাদিগের কি কর্ত্তব্য নয় সেই দুঃখ মোচন করেন? তবে তাঁহাদিগের সুশিক্ষার কি ফল হইল? তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া এ বিষয়ে পুনরায় উদ্যোগী হউন, অবশ্য কৃতকার্য্য

হইবেন। সমাজ তাঁহাদিগের দ্বারা যদি উন্নত না হইল, তবে আর কাহাদিগের নিকট হইতে সে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সকলে দৃঢ়ব্রত হইয়া আর একবার প্রাণপণ চেষ্টায় সমাজের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হউন, দেখিবেন এক্ষণে পথ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। কারণ আমরা দেখিয়া আসিতেছি অধুনা দশ বৎসরে দশশত বৎসরের কাজ হইয়া যাইতেছে।

স্বাধীন ও পরাধীন দেশ।

দেশ শাসনের জন্য রাজপদের সৃষ্টি, এবং প্রজা সাধারণের সম্মতিই রাজাকে এই পদের, সুতরাং সমস্ত দেশের অধিকারী করে। তদ্ভিন্ন এই অধিকার পাইবার আর একটি উপায় আছে—সেটী বল। ধন প্রাচুর্য্য, লোক সহায়, বুদ্ধি কৌশল বা অন্য কোন উপায়ে যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়, বা দেশ এতদূর প্রতাপশালী হইয়া উঠে যে অন্য কেহ তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না, তখন সে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা দেশ অপরের উপর অনায়াসে প্রভুত্ব করিতে পারে। এই জন্যই দেখিতে পাই, নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী রাজপুরুষেরাও নির্ব্বিবাদে আপন পদে প্রতিষ্ঠিত আছে; এবং এই জন্যই দেখিতে পাই ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন সমাজস্থ অথবা ভিন্ন দেশীয় লোকে কখন কখন দেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে।

যে দেশের শাসন কার্য্য তদ্দেশীয় লোক কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাহাকে স্বাধীন দেশ কহে; এবং ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন দেশীয় অথবা ভিন্ন সমাজস্থ লোককর্তৃক যাহার শাসন কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহাকে পরাধীন * দেশ কহে।

স্বাধীন দেশে রাজার স্বদেশ বাৎসল্য, স্বজাতি স্নেহ, জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনেচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। যে রাজা এ সকল গুণে বঞ্চিত, তাঁহাকেও সমাজের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, কেন না তিনি প্রজাবর্গের সহিত

* কাহার কাহারও মত এই যে দেশীয় হউক, বিদেশীয়ই হউক, যে কেহ দেশ শাসন করুক না কেন, প্রজাদিগের স্বাধীনতা ও স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলেই দেশকে স্বাধীন, এবং তাহা না থাকিলে, তাহাকে পরাধীন বলা যায়। এই মতটি শ্রদ্ধেয় বটে, কিন্তু ইতিহাসে এ অর্থে 'স্বাধীন' 'পরাধীন' শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

একই সমাজভুক্ত, সুতরাং তাঁহার স্বার্থ প্রজাবর্গের হইতে বিভিন্ন নহে; যাহাতে সমাজের মঙ্গল তাহাতে তাঁহারও মঙ্গল, আর যাহাতে সমাজের অমঙ্গল তাহাতে তাঁহারও অমঙ্গল। এতদ্ভিন্ন রাজপুরুষগণের সমাজের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার অন্য এক কারণ আছে। তাঁহারা সমাজের অনভিপ্রেত কিছু করিলে সমাজ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে, সুতরাং তাঁহারা অসহায় হইয়া পড়িবেন; তখন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহাদের আত্মরক্ষার অন্য উপায় নাই। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই স্বাধীন দেশে কোন বংশ বা সম্প্রদায় বহুদিন যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না। ইহা করিতে গিয়া ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম চার্লস্ ও ফ্রান্সাধিপতি ষোড়শ লুইকে প্রাণদণ্ড স্বীকার করিতে হইয়াছিল, ইহা করাতেই ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেমস্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইতে হয়।

কিন্তু পরাধীন দেশে প্রজামণ্ডলী এবং রাজপুরুষ এ উভয়ের মধ্যে উল্লিখিতরূপ কোনও বন্ধন নাই। বিজেতা যখন দেশ হস্তগত করিয়াছেন, তখন প্রজাদের স্বাধীন অভিপ্রায় বা তাহাদের সম্মতি জিজ্ঞাসা করেন নাই; কেবল বলে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। দিগ্বিজয় বাসনা অথবা লুণ্ঠনলালসাতে একটী হীনবল জাতির উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার স্বার্থ বিজিত জাতির সর্ব্বস্ব লইয়া আপন জাতির সুখ ও গৌরব বৃদ্ধি করা। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে কোন সহানুভূতি নাই। বিজিত প্রজাবর্গ যদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তথাপি বিজেতার কোন ক্ষতি নাই কেন না তিনি যে সমাজভুক্ত, তাহা অক্ষুণ্ণ অধিকৃত থাকে, বরং প্রজাবর্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়, ইহা বিজেতার ইচ্ছা, কেন না তাহা হইলে তাঁহার প্রভুত্ব দৃঢ়ীকৃত হয়। যখন বিজিত জাতির উপর রাজত্ব করা অসুখকর অথবা অসুবিধাজনক বোধ করিবেন, তখন বিজেতা স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। এককালে ব্রিটন রোমকদিগের হস্তগত ছিল, তাঁহারা স্বদেশে শত্রুকর্তৃক উৎপীড়িত হওয়াতে অনায়াসে ব্রিটন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম যে সকল মুসলমান ভূপতি ভারত জয় করিতে আসিতেন, কিছুকাল এখানে অবস্থান করিয়া স্বদেশে কোন গোলযোগ

হইলেই দলবলের সহিত সিন্ধু পার হইয়া যাইতেন। বাস্তবিক যখন কোন জাতি উপনিবেশ স্থাপন না করিবার সংকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে যায়, তখন তাহাদের সেই যাত্রা তীর্থযাত্রার ন্যায় অল্পকাল স্থায়ী।

প্রজাদিগের সহিত বিজেতৃ রাজপুরুষের এই মাত্র সম্বন্ধ যে তিনি প্রভু ও তাহারা দাস। তিনি প্রভুত্ব করেন তাঁহার শক্তি আছে বলিয়া, তাহারা সেবা করে তাহাদের অন্য সহায় অন্য গতি নাই বলিয়া। প্রভু যে দাসকে সুখে রাখেন, তাহার দুইটি অভিপ্রায় আছে ;—প্রথম আন্তরিক ভালবাসা এবং ন্যায় পরায়ণতা ; দ্বিতীয় নীতি কৌশল (policy); সুতরাং তাহাকে সুখে রাখা তাঁহার ইচ্ছাধীন। যখন কোন জাতি কর্ত্তব্যানুরোধে অথবা আন্তরিক স্নেহ বশতঃ বিজিতের উপর মিত্রবৎ আচরণ করেন, তখন বিজতের মঙ্গল বটে, কিন্তু তিনি যে ন্যায় পরায়ণ এবং স্নেহ পরবশ হইবেন তাহার প্রমাণ কি ? 'প্রজাগণ সুখে থাকিলে আমাদেরই লাভ' বিজেতা এই নীতিকৌশল অবলম্বন করিয়া পরাভূত জাতির উপর অধিকাংশ স্থলে সদ্ব্যবহার করেন ; অতএব যখন নীতি কৌশল তাঁহাকে বলিবে পরাজিতের প্রতি উৎপীড়ন শ্রেয়ঃ, তখন তাঁহার উৎপীড়নকে নিবারণ করিবে ? তাঁহার প্রভুশক্তির মূল বল, তাঁহার এই বল সমস্ত বিজিত জাতি সমষ্টির বল অপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত।

পদার্থ বিদ্যা।

বারি বিজ্ঞান। *

সমুদায় জড়পদার্থ তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট ; কঠিন, তরল ও বাষ্পেয়। প্রস্তর কঠিন, জল তরল, এবং বায়ু বাষ্পেয় পদার্থ। কাঠিন্য, তারল্য ও বাষ্পেয়ত্ব কোন বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ নিত্য ধর্ম্ম নহে, আকর্ষণ ও বিয়োজন গুণের তারতম্য অনুসারে উহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জল উত্তপ্ত হইলেই,

* এই প্রস্তাবটী লার্ডনারস মেচরেল ফিলসফি, চেম্বার্স হাড্রস্টাটিক্স তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি হইতে সংকলিত হইল।

বাষ্প হয়, এবং শীতল হইলেই, কঠিন হইয়া বরফ হয়! জলও যে পদার্থ, বরফ এবং বাষ্পও সেই পদার্থ।

পৃথিবীতে উল্লিখিত ত্রিবিধ বস্তু স্ব স্ব গুরুত্ব অনুসারে উর্দ্ধাধঃক্রমে স্থান বিশেষে অবস্থিত রহিয়াছে। রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি কঠিন পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধঃ প্রদেশে পতিত হইয়া পৃথিবীর অঙ্গ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; জলীয় ভাগ সমুদ্র, নদী, হ্রদাদি নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া তাহার উপর অবস্থিতি করিতেছে, বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর, এনিমিত্ত কঠিন ও তরল উভয় বিধ পদার্থের উপরিভাগে অধিরূঢ় হইয়া সমুদায় পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মৎস্যাদি জল জন্তু যেমন সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিতি করে, আমরা সেইরূপ বায়ু সমুদ্রে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। আমরা চতুর্দ্দিকে বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি বলিয়াই, তাহা সেবন করিয়া শরীর রক্ষণেও অশেষবিধ সুখ সম্ভোগে সমর্থ হইতেছি। বায়ু যে নিয়মানুসারে সর্ব্বোপরি অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা অতি সামান্য বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা আমাদের সম্পূর্ণ শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত। বায়ু এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিত আছে, সে স্থানে না থাকিলে মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, গুল্ম প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় সজীব বস্তু ক্ষণকালের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়।

তরল ও বাষ্পেয় পদার্থের আকার প্রকার পরস্পর ভিন্ন বটে, কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে উহাদের সম্পূর্ণ ঐক্যও আছে। জল ও বায়ু উভয়েরই অণু সমুদায় অতি সহজে বিচলিত হয়, এবং উভয়ই উচ্চদেশ হইতে নীচ দেশে প্রবাহিত হয়। যে সমস্ত পদার্থ এইরূপ সহজে বিচলিত হয় ও স্রোত বহিয়া যায়, তাহাদিগকে স্রাবী (fluid) পদার্থ বলে। জল ও বায়ু উভয়ই স্রাবী পদার্থ।

সকল স্রাবী পদার্থ সমান ঘন ও সমান গুরু নহে। মধু ও দ্রব ধাতু এরূপ ঘন, যে তাহাদের প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া অতি দুর্ঘট; প্রত্যুত জল, দুগ্ধ ও সুরা অপেক্ষাকৃত তরল, এনিমিত্ত অনায়াসে প্রবাহিত হইতে পারে। আবার, বায়ু এরূপ সূক্ষ্ম যে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর নহে, এবং ইহা প্রবাহিত না হইলে, স্পর্শেন্দ্রিয়েরও গোচর হয় না।

তরল পদার্থের সহিত, বাষ্পেয় পদার্থের অন্য এক বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু ও বাষ্প অতি সহজে সঙ্কুচিত করা যায় এবং ছাড়িয়া দিলেই, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত ঐ সমুদায় স্রাবী পদার্থ সচরাচর স্থিতিস্থাপক ‡ বলিয়া উক্ত হয়। জল, দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থকে সেরূপ সঙ্কুচিত করা যায় না, এনিমিত্ত উহারা অস্থিতিস্থাপক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে তরল পদার্থকেও সঙ্কুচিত করা গিয়াছে। পণ্ডিতেরা ধাতুময় পাত্রে জল রাখিয়া বলে ও কৌশলে তাহা সঙ্কুচিত করিয়াছেন, এবং সমুদ্রের নিম্নভাগের জল উপরিভাগের জল অপেক্ষা যে ঘন ও ভারী, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অতএব, স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাবক বলিয়া স্রাবী পদার্থের দ্বিপ্রকার লক্ষণ করা কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। জল ও বায়ু, তরল ও বাষ্পেয় পদার্থের উত্তম উদাহরণ স্থল। এই দুই পদার্থের গুণ ও নিয়ম অবগত হইলেই, সমুদায় তরল ও বাষ্পেয় পদার্থের গুণ ও নিয়ম জানিতে পারা যায়। যদিও জল ও বায়ু, উভয়ই স্রাবী পদার্থ, এবং ঐ উভয়ের অনেক বিষয়ে ঐক্যও আছে, তথাচ কোন কোন বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৈলক্ষণ্য থাকাতে, পণ্ডিতেরা ঐ উভয়ের পৃথক বিবরণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সহজে বুঝাইতে বলিয়া অগ্রে জলের বিষয় বর্ণন করাই যাইতেছে।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা জল এক প্রকার স্বতন্ত্র রূঢ় পদার্থ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী অধুনাতন পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, জল রূঢ় পদার্থ নহে, দুই প্রকার বাষ্পের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন তাম্র ও দস্তা মিলিত হইয়া পিত্তল হয়, সেইরূপ অম্লজন ও জলজন নামক দুই প্রকার বাষ্প একত্র মিলিত হইয়া, জল উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা জল বিভাগ করিয়া উল্লিখিত পদার্থ দ্বয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারেন এবং পুনর্ব্বার মিলিত করিয়া জলে উৎপাদন করিতে পারেন।

কোন জল-পূরিত পাত্রে অঙ্গুলি মগ্ন করিলে, অনায়াসে মগ্ন হয়, কিছু মাত্র বাধা বোধ হয় না। ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে, স্বর্ণ হীরকাদির অণু

‡ যে বস্তু টানিলে বাড়ে ও চাপিলে সঙ্কুচিত হয় এবং ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক বলে; যেমন রবার।

সমুদায় পরস্পর পরস্পরের যোগাকর্ষণ গুণে যেরূপ আকৃষ্ট থাকে, জলীয় অণু সমুদায় সেরূপ আকৃষ্ট নহে। অতএব, তাহারা অনায়াসেই বিচলিত হইতে পারে। তাহারা এইরূপ বিচলিত হয় বলিয়া, স্নান আচমন, প্রক্ষালনাদি যে সমস্ত কার্য্যে জলের প্রয়োজন আছে, আমরা তাহা অক্লেশে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হই। (ক্রমশঃ)

পক্ষীদিগের শারীরিক গঠন ও কার্য্যপ্রণালী।

শরীরের সৌন্দর্য্য ও স্বরের মাধুর্য্য জন্য সকল জীবজাতি অপেক্ষা পক্ষী শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যেরা এই জন্য যদিও ইহাদিগকে পুষিয়া থাকে, কিন্তু নির্জন কানন প্রদেশেই ইহাদিগের মনোহর শোভা দেখিয়া এবং স্বরলহরী শুনিয়া প্রাণ বিমোহিত হইয়া যায়। ইহাদিগের হইতে মনুষ্যের ভয়ের বিষয় কিছুই নাই, ইহাদিগের আমোদ আহ্লাদ যেমন, বিবাদ বিষম্বাদও তেমনি মনুষ্যের প্রীতিকর। ইহারা সকল অবস্থাতেই স্বভাবের বিচিত্র ছবি হইয়া নয়নরঞ্জন করে এবং স্বভাবের সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তাতে মন আকর্ষণ করিতে থাকে। পৃথিবীর কোন অংশই পক্ষিশূন্য নহে। পক্ষিগণ অরণ্যে থাকে, জলে থাকে, মৃত্তিকা মধ্যেও গহ্বর খনন করিয়া বাস করে, যে বায়ুপূর্ণ আকাশ মনুষ্যের অগম্য, তাহা ভেদ করিয়া কতশত সুন্দর পক্ষী বিচরণ করিতেছে।

জগদীশ্বর যে জন্তুর যে প্রকার জীবিকা প্রণালী করিয়াছেন, তাহাকে তাহার উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু পক্ষীর ন্যায় সকল অবস্থার উপযুক্ত কোন জন্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা বলবান চতুষ্পদদিগের ন্যায় ভূমিতলস্থ উদ্ভিদ প্রভৃতি ভোগ করে, অন্যে বলদ্বারা যাহা করিতে পারে, তাহারা পক্ষের সাহায্যে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করে এবং যে শত্রুকে বলে আঁটিতে পারে না, উড্ডয়নদ্বারা সহজে তাহাকে অতিক্রম করে।

পক্ষীকে দেখিলে বোধ হয় যেন পলায়নের জন্যই সৃজিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ রচনায় দ্রুতগতি সম্পাদন করা মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয়। ইহা বাতাসের উপরে ভাসিবে বলিয়া ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যতদূর লঘু হইতে পারে হইয়াছে।

মনুষ্যের সহিত তুলনায় পক্ষীদের অঙ্গ রচনা স্থূল এবং অসম্পূর্ণ। তাহারা চতুষ্পদদিগেরও ন্যায় মেধাবী নহে। শরীর তত্ত্ববিদেরা জন্তুর মস্তিষ্কের পরিমাণে তাহার বুদ্ধির পরিমাণ স্থির করিয়া থাকেন। পক্ষীর মস্তিষ্ক তাহার চক্ষুর আকার অপেক্ষা বৃহত্তর নহে, সুতরাং তাহার আর কত অধিক বুদ্ধি হইবে? পক্ষীবা চতুষ্পদ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর এবং চতুষ্পদের ন্যায় মনুষ্যের অনুকরণে সমর্থ হইলেও মৎস্য ও কীটদিগের উপর শ্রেণীস্থ তাহার সন্দেহ নাই। পক্ষীদিগের শরীরের গঠন প্রণালী ও বুদ্ধি উক্ত জীবদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর।

শিল্পবিজ্ঞানে যেরূপ যে যন্ত্র যত জটিল তাহা তত আশ্চর্য্য; শারীর বিদ্যাতে ও সেইরূপ। মনুষ্য শরীর ব্যবচ্ছেদ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জটিল রচনা দেখা যায়। চতুষ্পদদিগের গঠন ইহা অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। পক্ষীদিগের শরীরে আরও কম কৌশল দেখা যায়। মৎস্যদিগের ইন্দ্রিয় সংখ্যা আরো অল্প, পতঙ্গ দেহ সর্ব্বাপেক্ষা অসম্পূর্ণ, তাহাতে উদ্ভিদ অপেক্ষা বড় অধিক রচনা কৌশল দৃষ্ট হয় না। যে জাতি যত নিকৃষ্ট তাহার শ্রেণীবিভাগ ও তত অধিক। সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ মনুষ্য তিন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, চতুষ্পদদিগের শ্রেণী সংখ্যা আরো অধিক, পক্ষীদিগের আরো বিচিত্র; মৎস্যদিগের তদপেক্ষা অধিক কীট পতঙ্গদিগের শ্রেণী এত অসংখ্য যে গূঢ় অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহার শেষ করিতে পারে না। মনুষ্য ও চতুষ্পদ জাতি ভূচর, এই জন্য ইহাদিগের গঠনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। পক্ষীরা খেচর অর্থাৎ প্রধানতঃ বায়ুপূর্ণ আকাশে বিচরণ করে, এইজন্য তাহাদিগের গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র।

পক্ষীদিগের বহিরঙ্গ সকল দ্রুতগতিসম্পাদনের উপযোগী রূপে সৃজিত হইয়াছে। তাহাদিগের শরীরের সম্মুখ ভাগ সূক্ষ্মাগ্র বা সূঁচলো কারণ তদ্দ্বারা বায়ু ভেদ করিতে হইবে। পক্ষিদেহ সম্মুখ দিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং নিম্নদিকে বিস্তৃত লাঙ্গুলে পরিণত হইয়াছে, এই লাঙ্গুলদ্বারা শরীর বাতাসে ভাসিয়া থাকে। পক্ষিদেহ দেখিয়াই বোধ হয় মনুষ্য নৌকা বা জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে। পক্ষীর বক্ষের ন্যায় জাহাজ ও নৌকার তলা সংকীর্ণ, কারণ তাহা দ্বারা সহজে জল ভেদ করা যাইবে। পক্ষীর শরীর জাহাজের খোল, মাথা মাস্তল, লাঙ্গুল কর্ণ বা হাল এবং পাখা দাঁড় বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

পক্ষীদিগের পালকসকল অতি নিপুণতা সহকারে সজ্জিত হইয়াছে। সকল পালকই এক দিক্ চাপা, ইহাদ্বারা শরীরের উত্তাপ, দ্রুতগতি ও নিরাপদতা এই তিন উদ্দেশ্য এককালে সম্পন্ন হইতেছে। সকল পালকই প্রায় পশ্চাৎদিকে নত, তাহারা যথাযথ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপরে স্থাপিত। পালকের নীচে ও শরীরের ঠিক্ উপরেই কোমল ও উষ্ণ লোম আছে এবং পালক সকলের বাহিরের দিক্ এরূপ ঘেঁসাঘেঁসি করিয়াআছে, যে তাহার মধ্যে একটু শীতবাত প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু বায়ুর সহিত ভয়ানক ঘর্ষণে পাছে পালক সকল নষ্ট হয় অথবা বায়ুর শৈত্য লাগিয়া পাছে তাহার অনিষ্ট হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পক্ষীর পশ্চাৎদিকে একটী তৈলাধার স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, চঞ্চু দিয়া চাপিলেই তাহাহইতে উপযুক্ত পরিমাণ তৈল বহির্গত হয় এবং তদ্দ্বারা বিশৃঙ্খল পালকগুলি পুনরায় সুসজ্জিত হইতে পারে। এই তৈলাধারটীর ভিতরে একটী তৈলনালী আছে এবং বাহিরে একটী ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের চারিদিক্ ঘন পালকে আবৃত। ঝড় বৃষ্টি খাইয়া পক্ষীর পালক ছড়াইয়া পড়িলে দেখা যায় সে ঘাড় বেঁকাইয়া পশ্চাৎদিক ঠোকরাইতেছে। এইরূপে তৈলাধার হইতে তৈল বাহির করিয়া যত্নপূর্ব্বক এক একটী পালকে লেপন করে ও পুনরায় তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ সুসজ্জিত করিয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে একটী আশ্চর্য্য নিয়ম দেখা যায়, যে সকল পক্ষী গৃহপালিত, তাহাদিগের তত তৈলসঞ্চয় নাই। মুরগী সকলের পালকে বৃষ্টি লাগিলে ভিজিয়া জাব হয়, তাহা শুকাইতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু যে সকল পক্ষী আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগের পালক প্রায় ভিজিয়া থাকে না। যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, জগদীশ্বর সেখানে সেইরূপ আয়োজন করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

সুবার্বন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

গত জুলাই মাসে যে ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষা হয়, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় হইতে চতুর্থ পরীক্ষায় ৩, তৃতীয় পরীক্ষায় ৩, দ্বিতীয় পরীক্ষায় ১০ এবং প্রথম পরীক্ষায় ২৭ জন সমুদায়ে ৪৩ জন বালিকা পরীক্ষা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ১২ টী উত্তীর্ণা ছাত্রীর বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। এস্থলে বক্তব্য চতুর্থ

পরীক্ষায় বালিকাগণ যেরূপ ইংরাজী রচনা করিয়াছেন, অনেক এণ্ট্রান্স শ্রেণীর ছাত্রেরা সেরূপ পারেন কি না সন্দেহস্থল।

পরীক্ষা	বয়ঃক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	পূর্ণ সংখ্যা	প্রাপ্ত সংখ্যা
৪র্থ পরিক্ষা		... ...	২৫০	
১। কাদম্বিনী বসু	১৪	বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়	" ...	১৫১
২। সারলা দাস	১৩	"	" ...	১৩৮।
৩। সুশীলা ঘোষ	১৮	ভবানীপুর খৃষ্টীয় বালিকা বিদ্যালয়	...	৯৩।
৩য় পরীক্ষা		... ...	২৫০	
৪। স্বর্ণপ্রভা বসু	১৩	বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়	" ...	১২৮॥
৫। হেমাঙ্গিনী চৌধুরী	১১	কাঁসারী পাড়া	" ...	১০৩॥
২য় পরীক্ষা		... ...	২০০	
৬॥ অবলা দাস	১১	বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় ...	" ...	১০৯।
৭। সরলা মহলানবিশ	১১	... ...	" ...	১০৮
৮। প্রিয়বালা মিত্র	১১	কালীঘাট ...	" ...	৯০॥
১ম পরীক্ষা		... ...	২০০	
০। লক্ষ্মীমণি দাসী	১১	টালা	" ...	১৩৭
১০। ত্রৈলোক্য মোহিনী দাসী	১১	টালা ...	" ...	১৯৮॥
১১। ইন্দুমুখী বসু	১১	কেশেবাগান	" ...	৯৫*
১২। বামামণি বসু	১৯	মিলম্যান বিদ্যালয় ...	" ..	৯২*
১৩। হেমাঙ্গিনী ঘোষ	৮	কেশেবাগান ...	" ...	৯১॥*

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গয়া জেলার টিকারীর মহারাণী রাজরূপ কোঙর স্বদেশে একটী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বেহারের পুরুষদিগের মধ্যে বিদ্যোৎসাহী অতি অল্প আছেন, সেখানে স্ত্রীলোকের এরূপ দৃষ্টান্ত যার পর নাই প্রশংসনীয়।

২। মহারাণীর 'ভারতেশ্বরী' উপাধি সমারোহ সহকারে গ্রহণার্থ আগামী জানুয়ারি দিল্লীতে একটী দরবার বা রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান হইবে। লর্ড লিটনই যজ্ঞাধিপতি।

বামাগণের রচনা।

পাপ দুঃখের কারণ।

হায়২ একি হায়, প্রমত্ত বারণ প্রায়,
সর্ব্বদাই মম চিত্ত পাপ দিকে ধায় রে।
নাহি পারি নিবারিতে কুবৃত্তি সবায় রে॥

হয়ে সদা জ্ঞানশূন্য, না বিচারি পাপ পুণ্য,
আমোদের হেতু চিত সেবে রিপুচয় রে।
তাহাদের প্রলোভনে সদা মতি রয় রে॥

ঠেকিলাম কত দায়, পাপাচারে হায় হায়,
তবু না হইল জ্ঞানী এ পাপ হৃদয় রে।
অহরহ হয়ে রহে উন্মত্তের প্রায় রে॥

পাপের কুহকে মজে, ধরম করম ত্যজে,
বিষয় চিন্তায় যাপে অমূল্য সময় রে।
মলিন সুখের আশে কত দুঃখ পায় রে॥

সদা দেখি ওরে মন, কর সুখ অন্বেষণ,
তবু সুখ ধরা কেন দেখ দুঃখময় রে।
তোমায় পরশে সুখ কেন দুঃখ হয় রে॥

এ ভব সুখের ধাম, বহে সুখ অবিরাম,
সুখাগার এর নাম স্বভাবে জানায় রে।
তবে কেন মন্দ বোধ হতেছে ইহায় রে॥

একি দেখি অনুক্ষণ, কেন হও জ্বালাতন,
বিরক্তি কি মাখা আছে ধরাতলময় রে।
নতুবা চিত্তের তৃপ্তি কেন নাহি হয় রে॥

বিজনে কি লোকালয়, তব তৃপ্তি নাহি হয়,
সদা ম্লানভাবে তব দিন চলি যায় রে।

ভাবিছ কিসের তরে, কাঁদিছ কাহার তরে,
কেন বা বিষাদে তুমি ভাস নিরন্তররে।
অনুক্ষণ কেন তুমি হায়! হায়! কর রে॥

বুঝেছি বুঝেছি হায়, ওহে চিত্ত তব কায়,
অনুতাপ পশি বুঝি দহিছে তোমায় রে।
পাপের যে প্রতিফল এড়ান না যায় রে॥
করি কার্য্য অনুচিত, ধর্ম্ম পথ বিগর্হিত,
পেতেছ বেদনা এত জ্ঞান নাহি হয় রে।
পাপ অন্ধকারে হৃদি অন্ধকারময় রে॥
হায় পাপে এই ভাবে, এখন সময় যাবে,
আর কত দিন বল বৃথায় কাটিবে রে।
এ যাতনা বল আর কতই সহিবে রে॥
এখনও আছে সময়, ভাব সেই দয়াময়,
অবশ্য পাইবে তুমি আনন্দ অন্তরে রে।
দয়াময় নাম সদা কর অন্তঃপরে রে॥
ভক্তিভাবে ডাক তাঁরে, দেখিবে হৃদি মাঝারে,
পশিয়া নাশিবে, শান্তি, পাপ অন্ধকারে রে।
তাই বলি ভাব সেই জগত ঈশ্বরে রে॥
সে নাম জপিতে যদি, পার মন নিরবধি,
বিমল আনন্দে নৃত্য করিবে হৃদয় রে।
সে মধুর নাম মন, সদানন্দময় রে॥
বশে রাখি রিপুগণে, নিজে থাকি ঈশ সনে,
সতত ধর্ম্মের চিন্তা কর অরে মন রে।
ধর্ম্ম পথে কত সুখ জানিবে তখন রে॥ অন্নপূর্ণা দেবী।

কেন কাঁদি।

আনন্দ সাগর এভব ভবন।
সুখে বিচরণ করে জীবগণ॥
চারিদিক দেখি সুখেতে মগন।
হাসি হাসি দিন করিছে ক্ষেপণ॥
আমি নিরন্ত করিব রোদন।
সুখের প্রভাত অরুণ উদয়।
মৃদু কিরণেতে পৃথিবী হাসায়॥
মধুর স্বরেতে বিহঙ্গম গায়।
কর্ম্ম ক্ষেত্রে সব জীবগণ ধায়॥
মম অশ্রু ঝরি মেদিনী ভিজায়
আশার কুহকে ভুলি অনিবার।

সকলেই বলে আমার আমার।
জানে না ত্যজিবে সুখের সংসার।
সঙ্গে নাহি যাবে বন্ধু পরিবার।
কাঁদিবার তরে জনম আমার।

সায়াহ্নে তপন অস্তাচলে যায়।
বিরাম লভিতে জীবগণ ধায়॥
শ্রমদর করে পশিয়া আলয়।
পরিবার হেরি প্রফুল্ল হৃদয়॥
মম মনে সুখ কিছুতে না হয়।

পূর্ণিমা তিথিতে সুনীল অম্বরে।
শশাঙ্ক উদেন গগণ মাঝারে॥
সুস্নিগ্ধ প্রভায় হাসায় ধরারে।
চকোর পুলক সুধা পান করে॥
কেন কাঁদি হায় দুঃখিত অন্তরে?

আইল বসন্ত শোভিল সুন্দর।
সাজিল প্রকৃতি চিত্ত মুগ্ধকর॥
হেরি তরু লতা অতি মনোহর।
কল কণ্ঠ স্বরে বিরহী কাতর॥
মোর অশ্রুজল বহে অবিরল।

বরষাতে নদী জলে টল টল।
পূর্ণ যৌবনেতে করে ঢল ঢল।
সরল হৃদয় সতত চঞ্চল।
আদরে সমীর খেলায় কেবল॥
তথাপিও ঝরে নয়ন যুগল।

শরতের শশী শোভিয়া গগণ।
ধীরে ধীরে আসি হাসায় প্রাঙ্গণ॥
অসংখ্য তারকা হীরক মতন।
উজলিত করে সকল ভুবন॥
সে শোভায় আমি করি রে রোদন।

চাঁদের আলোক পাইয়া তখন।
পুলকে পূরিল কুমুদিনী মন॥
হাসি হাসি মুখে করিছে বরণ।
আদরেতে শশী দেয় আলিঙ্গন॥
হেরিয়া বিজনে কাঁদে মোর মন।

নাচিয়া নাচিয়া তরঙ্গিণী জল।
স্বাধীন ভাবেতে চলিছে কেবল॥
চিন্তাহীন হৃদি পবিত্র নির্ম্মল।
কুল কুল রবে হাসে খল খল॥
নেত্র নীরে মোর ভাসে গণ্ডস্থল।

একাকিনী বসি নির্জ্জনে যখন।
বঙ্গের হীনতা করিয়া স্মরণ॥
অন্ধকার হেরি সমস্ত ভুবন॥
নীরবেতে অশ্রু করি বরিষণ।
যে দুঃখেতে কাঁদে অন্তর আমার।
মনের যাতনা জুড়াবে না আর॥
সব সুখ এবে দিয়া বিসর্জ্জন।
অশ্রুবারি মাত্র বিভব এখন॥
নীরবে নির্জ্জনে যাইবে জীবন।

শান্তির কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন।
সংসারের সব জ্বালা ভুলিব তখন॥
শুকাইবে নেত্র জল জুড়াবো জীবন।
লভিব অনন্ত সুখ শান্তি নিকেতন॥

পাঠিকা।
দ্বারভাঙ্গা।

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS, No. 11, COLLEGE SQUARE, CALCUTTA.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৫৭ সংখ্যা | ভাদ্র। বঙ্গাব্দ ১২৮৩। | ১৩ শ ভাগ

সম্পদে বিপদে যাঁর করুণা সমান,
জীবনে মরণে যিনি সাধেন কল্যাণ।
অমঙ্গল বিনাশন, লজ্জা ভয় নিবারণ,
সর্ব্বসিদ্ধি দাতা আশা উৎসাহ জনন,
ধন্য ধন্য সেই দেব জগৎ বন্দন।

এ দেশে একটী প্রবাদ আছে, ১২ বৎসরের বয়সের পর জীবনে এক একটী ফাঁড়া থাকে, তাহাতে জীবন সংশয় করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহা কাটিয়া উঠিতে পারিলে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে ইহার প্রথমাংশটী বামাবোধিনীর জীবনে ফলিয়াছে। বামাবোধিনী ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া অবধি এরূপ দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে, যে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছে না। কিন্তু ফাঁড়া কাটিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ, জীবনদাতা ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করে, সেই জন্য তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। একবার বামাবোধিনী যখন ৫ম বর্ষের বালিকা, তখন ইহার জীবনে একটী সাংঘাতিক ফাঁড়া উপস্থিত হইয়াছিল, ৮ মাস পরে তবে তাহা কাটাইয়া উঠা যায়। যে করুণাময় পরমেশ্বর শৈশবাবস্থার ঘোর সঙ্কট হইতে ইহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি যে এখনও ইহাকে রক্ষা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। বামাবোধিনী ক্ষীণদেহে সেই জীবনদাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া অদ্য চতুর্দ্দশ

বর্ষে পদার্পণ করিল, তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ নীরোগ ও সুস্থদেহ করিয়া দিন। ইহা আবার পুষ্ট কলেবরে উৎসাহের সহিত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে। বঙ্গীয় বামাগণ এবং বামাকুল হিতৈষীগণ বামাবোধিনীর এই শুভ বর্ষ বৃদ্ধি উপলক্ষে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করেন্।

স্বাধীন ও পরাধীন দেশ।

(১৫৬ সংখ্যা ১১৯ পৃষ্ঠার পর।)

পরাধীন দেশে প্রজাদিগের স্বাধীনতা ও স্বত্ব রাজপুরুষগণের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখ পরাধীন শব্দের অর্থ কি? আমি তোমার অধীন বলিলে কি বুঝায়? আমি আপন স্বাধীন ইচ্ছামতে চলিতে পারি না, আমাকে তোমার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। আমি যে যে বস্তু 'আমার' বলি, তুমি তাহাতে আপন অধিকার স্থাপন করিতে যত্ন পাও। রাজ্য সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। ইনি অমুক দেশ জয় করিলেন বলিলে কি বুঝিব যে ইনি দেশটাকে কাড়িয়া মাথায় করিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন? জয়ের অর্থ এই যে পূর্ব্বে অধিবাসীরা অন্যের মতের অপেক্ষা না করিয়া আপন ইচ্ছায় চলিত, কিন্তু এক্ষণে উহাদিগকে অপরের আজ্ঞানুসারে চলিতে হইবে।

আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ স্থলে বলিয়াছি "ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন দেশীয়, অথবা ভিন্ন সমাজস্থ লোক কর্ত্তৃক যে দেশের শাসন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে পরাধীন দেশ কহে।" পাঠিকাবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজবংশ ইংরেজ নহেন, ইহাঁরা জর্ম্মণ, অধুনা সম্পূর্ণ ইংরেজ ভাবাপন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই বংশীয় প্রথমঅধিপতি প্রথম জর্জ ইংরেজী ভাষা পর্য্যন্ত শুদ্ধরূপে কহিতে ও বুঝিতে পারিতেন না। ইহাঁদের পূর্ব্বে তৃতীয় উইলিয়ম ওলন্দাজ ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইংলণ্ড পরাধীন দেশ? তাহা নহে। ইংলণ্ডের রাজারা বিদেশীয় বটেন, কিন্তু ব্রিটনের রাজকার্য্য ব্রিটনবাসি কর্ত্তৃকই সঞ্চালিত হয়। ইংলণ্ডের রাজ ক্ষমতা বিভক্ত, * এবং রাজবংশ কেবল তাহার একাংশ পাইয়াছেন, অপর সমুদায় অংশ গুলি ব্রিটিষ অধিকার ভুক্ত। আর একটি বিবেচ্য বিষয় এই যে ব্রিটনবাসীরা কেবল

---

* ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখ।

ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; নতুবা ওলন্দাজ অথবা জর্ম্মণ জাতির পদানত হন নাই। যদ্যপি এরূপ না হইয়া, অন্য জাতি স্বীয় সৈন্য সাহায্যে ব্রিটিষ সিংহাসন অধিকার করিতেন, অথবা ব্রিটিষ জাতি ওলন্দাজ বা জর্ম্মণ হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতেন, তবে ব্রিটনকে আর স্বাধীন বলিতে পারিতাম না।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি যে 'রাজা' অথবা 'রাজশক্তি' অধিবাসিবর্গের সমবেত বল। যদি এই উক্তিটী সত্য হয়, তবে দেখা যাইতেছে যে এক জাতির স্বতন্ত্র অন্যএক স্বতন্ত্র জাতির উপর প্রভুত্ব করা নিতান্ত অস্বাভাবিক। অতএব এরূপ বিজাতীয় শাসন বহুকাল জগতে তিষ্ঠিতে পারে না। ইতিহাস আলোচনা করিয়াও দেখিতে পাই, মন্দ হউক আর ভালই হউক বিজাতীয় শাসন মাত্রেই নিম্নলিখিত তিনটির একটিতে পরিণত হয়ঃ—

প্রথম। বিজেতৃ জাতি এক সময়ে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও প্রবলপ্রতাপ হইলেও বিজিত কর্তৃক পরাভূত এবং তাহাদের দেশ হইতে দূরীভূত হয় এবং তথায় পুনরায় দেশীয় শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম হেনরি ফ্রান্স রাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন; এক কালে স্পেন মুরজাতীয় মুসলমানদিগের অধীন ছিল; সুইজরলণ্ড ও ইটালীর উত্তরাংশ বহু দিন অষ্ট্রিয়দিগের হস্তগত ছিল; গ্রীস তুরস্ক রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে এই সকল রাজ্যে বিজেতার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়। বিজেতৃ ও বিজিত জাতির পরস্পর একত্রাবস্থানে উভয়ের প্রকৃতিগত বৈষম্য তিরোহিত হইয়া যায় এবং জাতিদ্বয়ের মিশ্রণে আর একটি নূতন জাতির উৎপত্তি হয়। ইংলণ্ড পর্য্যায়ক্রমে রোমক, স্যাক্সন, দিনামার ও নর্ম্মান জাতির অধীনে আইসে, এবং তত্রত্য আদিম নিবাসী কেল্টিক জাতির সমবায়ে বর্ত্তমান ইংরাজ জাতি সমুদ্ভূত হইয়াছে। আগন্তুক আর্য জাতি ও প্রাচীন অধিবাসি অসভ্য জাতির সমবায়ে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি † হইয়াছে। মুসলমান ও হিন্দু এই উভয় জাতি যদিও মিশ্রিত হইয়া এক হয় নাই, তথাপি উভয়ে উভয়ের এত

† বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে।

অনুকরণ করিয়াছে, এবং উভয়ে এত দিন একত্র আছে যে তাহাদিগকে "ভারতবর্ষীয়" জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

তৃতীয়। বিজেতৃ জাতির প্রতাপ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে বিজিত জাতি ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া অবশেষে একবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়, অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। আর্য্য জাতি হইতে ভারতের আদিম নিবাসীগণ এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমেরিকার আদিম নিবাসীগণ ইউরোপীয় আগন্তুকগণের প্রভাবে ক্রমে বিলীন দশা প্রাপ্ত হইতেছে। রোম কর্ত্তৃক কার্থেজের উচ্ছেদ সম্পাদিত হইয়াছিল।

পক্ষীদিগের শারীরিক গঠন ও কার্য্যপ্রণালী।

[১৫৬ সংখ্যা ১২৩ পৃষ্ঠার পর।]

পক্ষীদিগের এক একটী পালকের রচনাতে আশ্চর্য্য কারিকরী দেখা যায়। পক্ষদণ্ড বা কুইল যতদূর শক্ত হইতে পারে, হইয়াছে। ইহার নিম্নদিক্ শক্ত ও লঘু হইবে বলিয়া ফাঁফা এবং ঊর্দ্ধদিক পক্ষসকলের পোষণের জন্য মজ্জাতে পরিপূর্ণ। যে পালককে যত ভার সহিতে হয়, তাহাকে সেইরূপ স্থলে রাখা হইয়াছে। দীর্ঘ ও দৃঢ় পালকসকল অধিক বায়ু কাটিয়া থাকে। পক্ষসকলের রচনাতেও সামান্য কৌশল প্রকাশিত হয় নাই। পক্ষদণ্ডের গায়ে পক্ষসকল একত্র যুড়িয়া নির্ম্মাণ করা হয় নাই, কিন্তু প্রত্যেক পক্ষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী পালকের ন্যায়। এক এক পালকে কত শত পক্ষ থাক থাক হইয়া রহিয়াছে! পক্ষের যে অংশ দণ্ড বা কুইলের সহিত সংলগ্ন তাহা গোলাকার ও প্রশস্ত, কারণ এইরূপ রচনাদ্বারা ইহারা পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে এবং বাতাসের ভার বহিতে পারে। পক্ষসকলের অগ্রভাগ সঙ্কীর্ণ ও সূঁচলো, ইহাদ্বারা তাহা অনর্থক ভারী হইতে পারে না। পক্ষসকলের সম্মুখ ও পশ্চাৎদিকও বিভিন্ন। পশ্চাৎভাগ সরু ও ক্ষীণ, কিন্তু সম্মুখদিকের দুই ধারে দুই প্রকার লোম আছে। ইহার এক দিকের লোম হুকের ন্যায় বক্র, অন্যদিকের হুড়কার ন্যায় সরল। এই দুই প্রকার লোমদ্বারা প্রত্যেক পক্ষ তাহার নিকটবর্ত্তী

পক্ষরে সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে, সহজে তাহাদিগকে ছাড়াছাড়ি করা যায় না। একটী পেন কলমের কুইল লইয়া পরীক্ষা করিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

পক্ষীদিগের সকল অঙ্গের মধ্যে পক্ষ বিশেষ আশ্চর্য্য। মনুষ্যদিগের যেমন হস্ত এবং চতুষ্পদদিগের সম্মুখের পদদ্বয়, পক্ষীদিগের সেইরূপ পক্ষ। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, জগদীশ্বর ভিন্ন২ উদ্দেশ্য সাধন জন্য ভিন্ন ভিন্ন জন্তুতে একই অঙ্গ বিচিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের হস্তের অঙ্গুলির ন্যায় পক্ষীদিগের পক্ষপুটে অঙ্গুলির চিহ্ন আছে। পক্ষিদেহে পক্ষদ্বয় এরূপ ভাবে সংযোজিত হইয়াছে যে উড়িবার সময় শরীর স্থির থাকিতে পারে এবং বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে ইহা ভাসিতে পারে। পক্ষ কুইলদ্বারা নির্ম্মিত। কুইল ও সামান্য পালকে প্রভেদ এই, কুইল আকারে বড় এবং শরীরের খুব ভিতর হইতে উৎপন্ন, কুইলের দণ্ড হাড়ের সহিত প্রায় সংলগ্ন। কুইলের দুইধারে লোম বা পক্ষ আছে, কিন্তু একধারের লোম দীর্ঘ ও অন্যধারের খাট এই প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা পক্ষ ঘন হইয়াছে এবং উড্ডয়ন ক্রিয়ার অনেক সাহায্য হইয়া থাকে। অধিকাংশ পক্ষী উড়িবার সময় প্রথমে ভূমি হইতে লাফাইয়া উঠে। পক্ষ চালনার স্থান প্রাপ্তির জন্য এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ করিয়া যখন পক্ষচালনার সুবিধা হয়, তখন পক্ষের নিম্নস্থ বায়ুরাশির উপর জোরে পক্ষাঘাত করে, কিন্তু পাছে পক্ষের উপরিস্থিত বায়ুতে সেইরূপ জোরে পক্ষের আঘাত লাগিয়া শ্রম বিফল হয়, সেই জন্য আঘাত করিয়াই পক্ষ বক্র ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা দ্বিতীয়বার আঘাত করিবার পূর্ব্বে পক্ষী একটু উচ্চে উঠিয়া থাকে। এই জন্য দেখা যায়, যেদিকে বায়ু বয়, পক্ষীরা তাহার বিপরীত দিকে উড়িতে যায়, কেন না তাহা হইতে পক্ষের উপরদিক্ অপেক্ষা নীচের দিকে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চিত হইবে। মুরগী প্রভৃতি পক্ষীরাও যে শীঘ্র উড়িতে পারে না, তাহারও কারণ এই। প্রথমতঃ তাহাদিগের পাখা খেলিবার উপযুক্ত স্থান পায় না, দ্বিতীয়তঃ তাহারা উড়িলে পক্ষের ঠিক্ নিম্নে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চিত হইতে পারে না।

পক্ষচালনার জন্য সকল পক্ষীরই বক্ষাস্থি হইতে দুইদিকে দুইটী দৃঢ় মাংস পেশী আছে। পক্ষীদিগের এই মাংশপেশীর সহিত তুলনায় চতুষ্পদদিগের বুকের

মাংসপেশী অতি সামান্য। মনুষ্য এবং চতুষ্পদদিগের শরীরের ভার বহনের জন্য উরুর মাংসাদি সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক এইজন্য তাহা সেইরূপ হইয়াছে, তাঁহাদিগের বাহুর মাংসপেশী তত দৃঢ় হওয়া আবশ্যক নয় বলিয়া হয় নাই। পক্ষীদিগের প্রয়োজন ভিন্নরূপ বলিয়া অঙ্গ-রচনারও বৈলক্ষ্যণ্য হইয়াছে। পক্ষীদিগের শরীরটী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বুকের মাংসপেশী দ্বারা আশ্চর্য্য বলে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া থাকে। সোয়ান পক্ষীর পক্ষের আঘাতে মনুষ্যের পদ ভগ্ন হইতে পারে, ইগল পক্ষীর পক্ষের প্রহারে একটী মনুষ্য তদ্দণ্ডে হত হইয়াছে। পক্ষের এত জোর, কিন্তু ইহা আবার যার পর নাই লঘু। মনুষ্য কোন সিল্পকৌশল রচনায় লঘুতা ও দৃঢ়তার এরূপ একত্র সমাবেশ করিতে কিছুতেই সমর্থ হন নাই। এই জন্য উড়িবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিয়াও মনুষ্য বিফল হইয়াছেন এবং বোধ হয় কখনই সফলকাম হইতে পারিবেন না। কারন মনুষ্য যে যন্ত্র নির্ম্মান করেন, তাহাকে অধিক ভারী না করিয়া অধিক দৃঢ় করিতে পারেন না। মনুষ্য বেলুন দ্বারা যে আকাশে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

নিশাচর পক্ষী ছাড়া সকল পক্ষীরই মস্তক ক্ষুদ্র এবং চতুষ্পদ জন্তুদিগের দেহের তুলনায় মস্তক যত বড়, পক্ষীদিগের তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। মস্তক ক্ষুদ্র হইবার কারন এই যে তাহাদ্বারা শীঘ্র বায়ু ভেদ করা যাইবে। চতুষ্পদদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের চক্ষুও অধিক বৃহৎ ও চাপা। চক্ষুর পুত্তলীতে কোন আঘাত লাগিতে না পারে, এই জন্য আঁশের মত সাজান ক্ষুদ্র২ অস্থি তাহার চারিদিকে গোলাকার করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। পক্ষীদিগের চক্ষুতে একখণ্ড চর্ম্ম সংযুক্ত আছে, ইহারা নিদ্রা যাইবার সময় চক্ষুর উপর তাহা টানিয়া দেয়। পক্ষীরা ইচ্ছা করিলে চক্ষু খুলিয়া রাখিয়াও এই চর্ম্মখণ্ড দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে চক্ষুকে আচ্ছাদিত করিতে পারে। চক্ষুর যে ধার অধিক প্রশস্ত এই চর্ম্ম সেইধার হইতে উৎপন্ন হয় এবং চক্ষের উপরিভাগ ধুইয়া পুঁছিয়া এবং ভিজাইয়া রাখিয়া থাকে। পক্ষীর চক্ষু বাহির হইতে দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু এক একটী চক্ষু পক্ষীর মস্তিষ্কের পরিমাণের সমতুল্য। মনুষ্যের চক্ষুর কোটর অপেক্ষা মস্তিষ্ক পরিমাণে ২০ গুণের অধিক। পক্ষীদিগের অক্ষিগস্নায়ু সমধিক বিস্তৃত বলিয়া বাহ্য পদার্থ সকলের প্রতিবিম্ব তাহাতে উজ্জ্বল ও পরিষ্কতরূপে অঙ্কিত হয়, সুতরাং পক্ষীদিগের দর্শনশক্তি অতি তীক্ষ্ম।

পক্ষীদিগের চক্ষুর রচনা যেরূপ কৌশলপূর্ণ তাহাতে ইহা অন্যান্য জন্তুর দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না হইলে পক্ষীদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ ও প্রাণ রক্ষার উপায় ছিল না। যদি দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইত, পক্ষীরা যেরূপ দ্রুতবেগে চলে, তাহাতে হঠাৎ কোন বস্তুতে আহত হইয়া চক্ষু নষ্ট হইতে পারিত। বিশেষতঃ ঊর্দ্ধদেশ হইতে দূরস্থিত বস্তু দেখিবার শক্তি না থাকিলে ইহারা আহারান্বেষণ করিতে পারিত না। বাজ পক্ষী যখন শিকার করে, মনুষ্য ও কুকুর যে পক্ষীকে দেখিতে পায় না, ইহারা তাহাকে ধৃত করিয়া ফেলে। শকুনি মেঘ ভেদ করিয়া কত দূরে আকাশে উড়িতেছে, কিন্তু সেখান হইতে ভূতলে শব লক্ষ্য করিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়ে। পক্ষীর চক্ষু দৃঢ়তা ও তীক্ষ্ণতায় সকল জন্তুকে পরাস্ত করিয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা।

(১৫৫ সংখ্যা, ৮২ পৃষ্ঠার পর।)

সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক ক্ষমতায় পুরুষাপেক্ষা ন্যূন নহেন, ইহা বুঝাইবার পূর্ব্বে দুই একটী কথায় সুশিক্ষিতা কাহাকে বলে, বুঝান আবশ্যক। বর্ত্তমানকালীন বঙ্গমহিলাদের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিতা বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের সকলকে সুশিক্ষিতা বলিয়া স্বীকার করিলে, সুশিক্ষা নামের গৌরবের লাঘব হয়। যখন কেহ সুশিক্ষিতা উপাধি ধারণ করিতে অগ্রসর হইবেন, তখন তাঁহার যথাসাধ্য সকল শাস্ত্রেই বোধ থাকা আবশ্যক। গৃহ কার্য্যের তত্ত্বাবধানে এবং সন্তান সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণে, স্ত্রীলোকের যে সময় অতিবাহিত হয়, বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, বা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায়, পুরুষেরও তাহা অপেক্ষা অল্প সময় নষ্ট হয় না। সুতরাং অবশিষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জনের সময়, উভয়েরই প্রায় সমান থাকে। ঐ সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া পুরুষেরা (সকল পুরুষ নহেন, যাঁহারা বিদ্যার মর্য্যাদা জানেন, তাঁহারা মাত্র) যেমন আত্মোন্নতি সাধন করেন, স্ত্রীলোকগণ যদি সেইরূপ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পান, যে, যে সময়, অতি সামান্য দুই একটি কথাবার্ত্তা, চিন্তা, বা কার্য্যে অতিবাহিত হইয়া যায়, সেই উপেক্ষিত সময়ের মধ্যে কত দূর জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে পারে, কত

অভিনব তত্ত্ব জানা যায়, এবং কতদূর চিত্তপ্রসাদ জন্মে! প্রথমে রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সময়ের এইরূপ নিয়মিত সদ্ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ যে, উন্নতি হইতে থাকে, তাহাই প্রকৃত উন্নতি। আপাততঃ সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক বলিলে, বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রী অপেক্ষা অধিক বোধ-হয় না। কিন্তু চিত্রকর চিত্র করিবার সময়ে প্রথমে যে আদর্শ অঙ্কিত করে, তাহা যেরূপ, বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিক্ষাও প্রকৃত শিক্ষার সেইরূপ আদর্শ মাত্র। আমরা যে শিক্ষার কথা কহিতেছি, তাহার সহিত ইহার অনেক প্রভেদ। তবে সকলেই যে সমান শিক্ষিতা হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াছি যে শিক্ষিতা স্ত্রীলোক শিক্ষিত পুরুষের ন্যায় সকল কার্য্য করিতেই সক্ষম; অর্থাৎ পুরুষ যে পরিমাণে শিক্ষিত হইয়া যে কার্য্যে যেরূপ পারগ, স্ত্রীলোকেও তদ্রূপ। কিন্তু সাধারণো স্ত্রীজাতি সাধারণ পুরুষ জাতির সঙ্গে সমভাবে বিদ্যাবতী হওয়া আবশ্যক, তাহাহইলে, স্ত্রীলোকেরা স্বজাতির অবস্থাবোধে সক্ষম হইবে, ইহাতে যে শুভ ফল হওয়া সম্ভব, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শন করা যাইবে।

স্ত্রীলোক সর্ব্বাংশে পুরুষের সঙ্গে সমান হইতে পারে, অনেকে এই কথা আপাততঃ অসম্ভব বোধ করিতে পারেন। শারীরিক গঠনে পুরুষ জাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা কঠিন, সুতরাং অধিকতর কষ্টসহ। কেবল এই প্রথম হেতুতেই স্ত্রী পুরুষে কত প্রভেদ স্পষ্ট দেখাযায়; তৎপরে, অপরাপর অনেক হেতু প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু বোধহয়, অপর যতই কারণ প্রদর্শিত হউক, সমস্তই প্রথম কারণের উপর নির্ভর করিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। মানব সমাজ মাত্রে সভ্যতা প্রবেশের সূত্রপাত অবধি সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতি অপেক্ষা হীনবল বলিয়া, পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে স্থাপিতা হইয়াছেন, এবং পুরুষেরা সাধ্যমতে ইহাঁদিগকে অধীনতা পাশে বন্ধন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ক্ষমতা সত্ত্বে বামাগণের উন্নতি পথে অনেক কণ্টক পড়িয়াছে। স্ত্রীজাতির দুরবস্থার মূলই এই। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মধ্যে তত কথা লিখিলে, মূল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হইবে। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মানসিক উন্নতি। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে স্ত্রী-

লোকের শারীরিক শক্তিও সর্ব্বত্র পুরুষাপেক্ষা ন্যূন নহে; প্রাচীন ইতিহাস সকল ইহার প্রমাণ।

স্বভাবতঃ স্ত্রী ও পুরুষ এতদুভয় জাতির মানসিক শক্তি সমান বলিলে অন্যায় হয় না। তাহার উদাহরণ বিদ্যালয়ের সমপাঠী ছাত্র ও ছাত্রীর (যদি তাহারা একত্রে পাঠ করে) পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই কথার যাথার্থ্য অনুভূত হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের পরিমাণে পুরুষের মস্তিষ্ক প্রায়ই স্ত্রীজাতির মস্তিষ্ক অপেক্ষা গুরু হয় বলিয়া, পরস্পরের মানসিক শক্তিগত প্রভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার অপর কারণ দেখান যায়। জীবদেহের প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, যে অঙ্গের কার্য্য যত অধিক, সেই অঙ্গের ক্ষয় তত অধিক; এবং যদি নিতান্ত অতিরিক্ত ও অসহ্য না হয়, তবে ঐ ক্ষতি পূরণ জন্য পুষ্টিও ততোধিক। এই কারণে ব্যায়ামে বল বৃদ্ধি, ব্যবসায় বিশেষে অঙ্গবিশেষের দক্ষতা। সুতরাং পুরুষের মস্তিষ্ক বৃহৎ হওয়া বিচিত্র নয়, এবং চালনা থাকিলে স্ত্রীলোকেরও এইরূপ হইতে পারে।

এক্ষণে যদি স্বীকার করাযায়, যে মানসিক শক্তি উভয় জাতিরই সমান, তাহা হইলে পূর্ব্বে বিচার করা উচিত, যে শারীরিক শক্তির বৈষম্য সত্ত্বেও সামাজিক উন্নতির পক্ষে উভয়ের সাম্য থাকিতে পারে কিনা? মনুষ্য সমাজের প্রথমাবস্থার বৈষম্য শারীরিক বলগত; দ্বিতীয় ধনবল গত, তৃতীয় মানসিক শক্তিগত, এক্ষণে আমাদের সমাজের তৃতীয় অবস্থার আরম্ভ হইয়াছে। বলা হইয়াছে, প্রথমাবধি স্ত্রীজাতি পরাধীনা। কায়িক বলের হীনতাই ইহার কারণ। পরে ধনবল; পরাভূতা স্ত্রী জাতির ধনবল কোথায় সম্ভব? যে নিয়মে মনুষ্য জাতি মধ্যে প্রথমে দাসত্বের সৃষ্টি হয়, এবং দাসগণের ধন ছিল না, সেই নিয়মে স্ত্রী জাতিও পরাধীনা, এবং স্ত্রী জাতিরও ধন নাই। তাহাদের যাহা কিছু আছে, তাহা স্বামীর, সুতরাং দ্বিতীয় অবস্থাতেও স্ত্রী পুরুষে বৈষম্য রহিল। তৃতীয় অবস্থার প্রারম্ভেই একেবারে সাম্য স্থাপন কিরূপে হইবে? যে গুরুতর বৈষম্য পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহার একেবারে উচ্ছেদ হওয়া যার পর নাই কঠিন। তাহার উচ্ছেদের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা বুঝিবে যে ইচ্ছা করিলে তাহারা সর্ব্বাংশে পুরুষের ন্যায় হইতে পারিবে, শারীরিক

বলে ক্ষীণা হইয়াও অন্য প্রকার ক্ষমতায় কেন সমান হইবে না? ক্ষীণ পুরুষ কি বলবান্ দাসের প্রভু হয় না? ক্ষীণ পুরুষ কেন, এই স্ত্রীজাতিরই মধ্যে একজন ভারতেশ্বরী ও ইংলণ্ডেশ্বরী। অনেকানেক রাজা ও জমীদারের গৃহে স্ত্রীলোকে স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া পুরুষাপেক্ষা ধনের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। তবে সকলেই বা পারিবে না কেন? ইহাদের ধন আছে, স্বাধীনতা আছে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, অপর সকলের তাহা নাই। সেই জন্য বলি, যে ধন ও স্বাধীনতা হইবার অগ্রে বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক; বিদ্যাই সকলের মূলীভূত। স্ত্রীজাতি যখন দূরদর্শিনী হইয়া বুঝিতে পারিবে যে তাহারা স্বামীর সহকারিণী হইয়া সর্ব্বতোভাবে সংসারের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম, তখন ক্রমে তাহারা সংসারের সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে থাকিবে। প্রজ্বলিত অগ্নিকে, কেহই আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে না; বিদ্যার জ্যোতি স্বতঃই প্রকাশিত হইবে।

ইহাতে অনেকে বলিতে পারেন, যে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা হইতে স্বেচ্ছাচারিতা উৎপন্ন হইলে, দেশের একপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে:—স্ত্রীলোকমাত্রেই পুরুষকে অগ্রাহ্য করিবে, স্বামীর সহিত সম্বন্ধ হীন হইবে, এবং প্রতিগৃহে যে শান্তি বিরাজ করিতেছে, ক্রমে তাহারা উচ্ছেদ হইবে। এ বিষয়ের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, যে দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণে অধিক প্রবল। স্ত্রীজাতির প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল। যদি পুরুষে লেখা পড়া শিখিয়া সংসারকে অধিকতর সুখের করিয়া তুলিতে পারে, তবে স্ত্রীজাতির বিদ্যার ফল আরও শুভ না হইয়া অশুভ হইবে কেন? অশুভের মধ্যে এই যে, স্বার্থপর লোকে স্ত্রীজাতির প্রতি অনর্থক যে অত্যাচার করেন, তাহার অনেক লাঘব হইবে এবং বর্ত্তমানে বঙ্গগৃহে যে শান্তির অভাব আছে, তাহার পূরণ হইবে।

লেখাপড়া না শিখিলে নীতিশিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম বোধে সক্ষম হওয়া যায় না। বিদ্যাশিক্ষার পরিণাম কি এতই মন্দ, যে তদ্দ্বারা সংসারের পাপস্রোতঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে? তবে বিদ্যার এত গৌরব কিসে? স্ত্রীবিয়োগান্তে

পুরুষে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির বৈধব্য অখণ্ডনীয়; তত্রাপি সুশিক্ষিত পুরুষের নিকট স্ত্রীর আদর অপেক্ষা অশিক্ষিতা স্ত্রীর নিকট স্বামীর আদর কি অধিক? অধিকন্তু জন্মাবধি তাহারা স্বামি-ভক্তি অভ্যাস করে। স্ত্রীজাতি বিদ্যার যত উন্নত সোপানে পদার্পণ করিবে, স্বামীর সহিত সম্বন্ধ তত গুরুতর হইবে, প্রণয়ও তত গাঢ়তর হইবে। তখন স্বামী স্ত্রীজাতির গুরু না থাকুন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু হইবেন; স্ত্রীলোকে এক্ষণে যাহা ভয়ের সহিত করিতেছেন, তখন তাহা প্রীতির সহিত করিবেন। অধিকতর সুখের বিষয় এই হইবে, যে যে সকল পতিপুত্রহীনা অবলা এক্ষণে পরান্নে নির্ভর করিয়া আছেন, তাঁহাদের তত দূর দুর্গতি থাকিবে না। সুশিক্ষিতা হইলে ক্রমে এই সকল দুঃখ আমাদের মধ্য হইতে দূরীভূত হইবে।

আমরা কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি স্ত্রীপুরুষের সাম্য। বর্ণনা যদিও উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এতদূর যাহা বলা হইল, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। সমস্তই স্ত্রীশিক্ষার শুভফল বলিয়া বর্ণিত হইল।

নারীচরিত।

সারলট ব্রণ্টি।

স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী হইলে সুমাতা, সুভার্য্যা, সুভগিনী এবং সুকন্যা হন, আমরা ইহা অনেকবার বলিয়াছি এবং এই আদর্শের রমণীর অনেক দৃষ্টান্তও দিয়াছি। আজি একটী অসাধারণ গুণবতী রমণীর জীবন বৃত্তান্ত লিখিতেছি, ইনি সৎকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু কেবল সৎকন্যা নন নানাবিধ দারুণ দুরবস্থার মধ্যে কেমন করিয়া অটলচিত্ত হইয়া থাকিতে হয়, সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে হয় এবং পরিবারের সুখের জন্য আপনার সমুদায় সুখাশা বিসর্জন করিতে হয়, সারলট ব্রণ্টি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা মনে করি, বাঙ্গালী মেয়েদিগেরই মায়ার শরীর, সাহেবের মেয়েরা কঠোর-হৃদয়। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ন্যায়-সঙ্গত নয়। সাহেবের মেয়েদিগের মধ্যে কেমন স্নেহের আধার কুমারী সকল আছেন, ইহাঁর দৃষ্টান্তে

হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাঙ্গালীর মেয়েদিগের অধিক মায়ার মধ্যে "হাউ হাউ" করিয়া কান্না এবং ঘরে বসিয়া আত্মীয়দের সেবা শুশ্রূষা করা। কিন্তু ইংরাজের ভদ্র গৃহের মেয়েরা পরিবার পালনের জন্য দেশদেশান্তরে ভ্রমণ এবং অতি কষ্টকর দাস্যবৃত্তি স্বীকারেও কাতর নহেন। তাঁহারা স্নেহাস্পদ আত্মীয়গণের দুঃখমোচন ও সুখবর্দ্ধনের প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগের যথার্থ কল্যাণ সাধন করেন।

সারলট ব্রণ্টি একজন ধর্ম্মযাজকের কন্যা। তাঁহার পিতার নাম রেবরেণ্ড পেট্রিক ব্রণ্টি এ বি। ইনি কেম্ব্রিজের সেণ্ট জন্স কলেজে শিক্ষিত ও উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া যাজক পদে অভিষিক্ত হন। ইনি একটী কর্ণিস রমণীকে বিবাহ করেন, তাঁহার পৈত্রিক বার্ষিক ৫০০ টাকার বৃত্তি ছিল, উভয়ের আয় একত্র করিয়া এক প্রকার সুখে সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। ১৮১২ সালে ইহাঁরা ইয়র্কের অন্তঃপাতী একটী পল্লীতে বাস করেন। তথায় ক্রমে২ ইহাঁদিগের ৬টী সন্তান হয়ঃ—৫টী কন্যা ও ১টী পুত্র। ১৮২৩ সালে পেট্রিক ব্রণ্টি ইয়র্কের অন্তঃপাতী হাওয়ার্থ নামক একটী পল্লীর যাজক পদে নিযুক্ত হইয়া পরিবারদিগকে তথায় লইয়া বাসস্থাপন করেন। তাঁহার শরীর রুগ্ন, এক ঝাঁক পুত্র কন্যা এবং আয় অধিক নয়, ইহাতে পরিবারের অতি কষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল। এক বৎসর পরে বিবী ব্রণ্টির মৃত্যু হইল। তিনি মাতৃহীন রুগ্নদেহ শিশুসন্তান কয়েকটী রাখিয়া পরলোকগত হইলেন। এই সময় শিশুগুলি যেরূপ ক্রীড়ায় সময় যাপন করিত, তাহা অতি কৌতুককর। ধর্ম্মযাজক তাঁহার এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়া তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। "শৈশবাবস্থায় তাহারা একটু একটু লিখিতে শিখিলে আপনাদিগের ক্রীড়া আপনারা সৃষ্টি করিয়া লইত। ডিউক অব ওয়েলিংটনের প্রতি আমার কন্যা সারলটের অত্যন্ত অনুরাগ, তিনি সর্ব্বস্থলেই তাঁহাকে জয়ী করিতেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, সিজার এবং হানিবলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, এই বিষয় লইয়া ঘোর বাদানুবাদ হইত এবং আমাকে মধ্যে২ মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মীমাংসা করিতে হইত। এই সকল বিষয় বিচার করিতে গিয়া আমি তাহাদিগের যেরূপ বুদ্ধির উন্মেষ দেখিতাম, তাহাদিগের সমবয়স্ক বালক-বালিকাগণের সেরূপ কুত্রাপি লক্ষিত হইত না।"

সন্তানদিগের মাতৃবিয়োগের এক বৎসর পরে তাহাদিগের এক মাসী তাহাদিগের প্রতিপালনের ভার লইয়া হাওয়ার্থে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি একরূপ কঠোরপ্রকৃতির গৃহিণী ছিলেন। স্বয়ং সমুদায় গৃহকার্য্যে সুদক্ষা ছিলেন, স্বস্থ কন্যাগণকেও তাহাতে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁহার অধীনে টিবী নাম্নী গৃহের এক প্রাচীনা দাসী এবং এই শিশুগুলি ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় ঘুরিত। কড়া মাজা, গৃহ সজ্জা পরিষ্কার করা, বিছানা ঝাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া ধোওয়া, রুটি সেঁকা এবং সামান্যরূপ রন্ধন কার্য্য সকলি এই ক্ষুদ্র, শান্তপ্রকৃতি, ভগ্নহৃদয় বালিকাগণদ্বারা সম্পন্ন হইত। ইঁহারা পরে বিদ্যা ও সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত হইয়াও এ সকল কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। নিকটে পুরোহিত কন্যাদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় ছিল, তথায় শিক্ষালাভার্থে জ্যেষ্ঠ দুটী কন্যাকে প্রেরণ করা হয়। ১৮২৩ সালের শেষে তৃতীয় কন্যা সারলট ও তাঁহার কনিষ্ঠা এমিলীও উক্ত বিদ্যালয়ে ভরতি হন। কিছু দিন পরে সকলের শরীর অসুস্থ হওয়াতে তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হইল। ১৮২৫ সালে সারলটের জ্যেষ্ঠা দুইটি ভগিনীরই কাশরোগে মৃত্যু হইল। তখন তিনিই ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন।

এক্ষণে বালিকাদিগের শিক্ষা গৃহেতেই সম্পন্ন হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের পিতা নিজেই মধ্যে২ পাঠ শিক্ষা দিতেন। যাহাহউক শিশু কয়েকটী গৃহস্থ পুস্তক সকলের সাহায্যেই আপনা আপনি বিদ্যোন্নতি লাভ করিতে লাগিল। তাহারা গৃহের চতুঃ প্রাচীরের বাহিরে কোথাও যাইত না, কিন্তু পিতা শাস্ত্রানুরাগী থাকাতে এবং নিজাবাসে তাহাদিগের পাঠের সুবিধা হওয়াতে তাঁহাদিগের সাহিত্য বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তি স্ফুরিত হইতে লাগিল। সারলটের বয়ক্রম যখন ১৩ বৎসর, তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য বিষয়ক রাশি রাশি হস্তলিপি লিখিয়া ফেলিতেন, তাহাতে সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ এবং রচনা বৈচিত্রের প্রমাণ পাওয়া যাইত। ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তিনি একটী চমৎকার কবিতা লেখেন। এরূপ অল্পবয়সে সুললিত বিশুদ্ধ ভাষা ও করুণ ভাবপূর্ণ এরূপ কবিতা রচনা যার পর নাই আশ্চর্য্য। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীনা টাবীর সহিত অর্দ্ধেক সময় রন্ধনশালায়

কাটাইয়া যে অল্প সময় বাঁচাইতে পারিতেন, তাহাই বিদ্যানুশীলনে ক্ষেপণ করিতেন। ইহাতেও এতদূর আত্মোন্নতি সাধন করেন।

১৮৩১ সালে সারলট একটী প্রাইবেট বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তাঁহার শরীরটী ক্ষুদ্র, পরিপাটীরূপে সজ্জিত ছিল, তাঁহার মুখমণ্ডল বিশাল ও নির্ম্মল তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এরূপ সূক্ষ্ম ছিল, যেন সর্ব্বক্ষণ তিনি কিছু অনুসন্ধান করিতে-ছেন বোধ হইত। তাঁহার সঙ্গিনীগণের সহিত তিনি বড় মিশিতেন না, তাহা-দিগের ক্রীড়ামোদে যোগ দিতেন না। তাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তিনি সামান্য প্রাচীন তন্ত্রের পুরোহিতের কন্যা, তাহারা ধনবান নব্য ধর্ম্মমতাবলম্বী-দিগের রূপবতী কন্যা। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন ছিলেন এবং দুই একটী হৃদয়বন্ধুও উপার্জন করিয়াছিলেন, চিরজীবন তাহারা তাঁহার বন্ধু ছিলেন। এক বৎসর পাঠ করিয়াই সারলটকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল এবং গৃহে কনিষ্ঠা ভগিনী দুটির শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইতে হইল। তিনি দুটী ভগিনীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন এবং তাহাদিগের উন্নতি দর্শনে নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। এই সময় সারলট নিয়-মিত রূপে রাবিবাসরীয় বিদ্যালয়েও শিক্ষা দান করিতেন। (ক্রমশঃ)

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মাতা।

আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের বৃত্তান্ত ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন। তিনি কেমন একজন সামান্য গোলন্দাজ সৈনিক হইতে ফরাসী দেশের সার্ব্বভৌম সম্রাট হইয়াছিলেন! তিনি ইউরোপ ও আফ্রিকায় অষ্টাদশ বার দিগ্বিজয় করিয়া "অর্দ্ধ জগতের ঈশ্বর" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে সমস্ত ইউরোপ সশঙ্কিত থাকিত। রাজ্য ও অধিরাজ্য সকল তাঁহার খেলেনার বস্তু ছিল, তিনি ইচ্ছামত তাহা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতেন। তিনি তাঁহার সহোদর, সহোদরা আত্মীয় স্বজন এবং অনুচর বর্গকেও এক একটী প্রদেশের রাজা করিয়াছিলেন। এমন সভ্য সময়ে এরূপ ক্ষমতাপন্ন রাজার অভ্যুদয় ইতিপূর্ব্বে কোন জাতির ইতিহাসে বর্ণিত হয় নাই। লঙ্কেশ্বর রাবণের প্রতাপের বিষয় মহাকাব্য রামায়ণে বিশেষ বর্ণিত

আছে বটে, কিন্তু তাহা কল্পনা ও সত্যে এরূপ জড়িত যে তাহা হইতে প্রকৃত বৃত্তান্ত উপলব্ধি করা নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু সভ্যতম জগতের মধ্যে এরূপ একাধিপত্য স্থাপনা একান্ত অভাবনীয়। সম্রাট্ নেপোলিয়ন কেবল ৫৫ বৎসর মাত্র গতায়ু হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে এখনও কল্পনা স্পর্শ করিতে পারে নাই। ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার জীবনী পুস্তক রাশি রাশি প্রকাশিত আছে, আমাদিগের বঙ্গভাষায়ও ঐ সকল পুস্তকের অনুবাদের সংখ্যা অল্প নহে; সুতরাং নেপোলিয়নের নাম শ্রুত হন নাই জগতে, এরূপ লোক অতি বিরল। কিন্তু তাঁহার মাতার নাম অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। রাবণের মাতা নিকষা—ইহা আমাদিগের পাঠিকাগণের অবিদিত নাই, কিন্তু এই মহাবীর অবতারের গর্ভধারিনী যে কিরূপ প্রকৃতির রমণী ছিলেন ইহা জানিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ হইতে পারে। আমরা তাঁহাদিগের এই স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এই মহাবীর মাতার জীবনী সংগ্রহ করিয়া প্রকটিত করিলাম।

নেপোলিয়নের জননীর নাম ম্যাডাম মিয়ার বা মেরিয়া লিতিজিয়া রামলিনী। ইনি ১৭৫০ খৃঃ অঃ ২৪এ আগষ্ট করসিকা দ্বীপে আজাক্সিয়ো নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা ইতালির এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন। রামলিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন এবং অল্প বয়সেই কার্লো বোনাপার্টের সহিত শুভ পরিণয়ে মিলিত হন। তাঁহার স্বামী একজন ব্যবহারাজীব (উকীল) ছিলেন এবং তাঁহার সমতুল্য অন্য একটী ইতালীয় সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে করসিকায় আসিয়া বসবাস করেন।

রামলিনীর বিবাহের সময় সমগ্র করসিকা বিদ্রোহ ও বিগ্রহের আস্পদ হইয়াছিল। এই সময় করসিকা জেনোয়া সাধারন তন্ত্রের অধীনে ছিল। জেনোয়িস জাতি অত্যাচারী হওয়াতে সমস্ত করসিকা দলবদ্ধ হইয়া বিখ্যাত যোদ্ধা পাসক্যাল পায়োলিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং আপনাদিগের স্বাধীনতা কতকটা উদ্ধার করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এক শত্রু নিরস্ত না হইতে হইতেই অপর এক প্রবল শত্রু আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমন করে। জেনোয়িসেরা করসিকান্দিগের সহিত যুদ্ধে পরাভূত

হইয়া করসিকা দ্বীপের স্বত্বাধিকার ফরাসীরাজকে সমর্পণ করেন। কার্লো বোনাপার্ট পায়োলির একজন বন্ধু ও সহযোগী দেশহিতৈষী ছিলেন এবং জেনোয়ুয়দিগের সহিত সংগ্রামে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

খৃঃ অঃ ১৭৬৩ জানুয়ারি মাসে রামলিনীর প্রথম পুত্র গুইসেফ্ বা জোসেফ্ বোনাপার্ট ভূমিষ্ঠ হন। ইনি নেপলেসের ও শেষে স্পেন ও ইণ্ডিসের রাজা হন। এই বৎসরে ফরাসী রাজ একদল সৈন্য (সংখ্যায় ৫০০০ ফরাসী) করসিকা দ্বীপ জয়ার্থে প্রেরণ করেন। তাহারা এই দ্বীপস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের দুর্দ্দশা সাধন করে; বোনাপার্ট পরিবারও তাহাদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পান নাই। কার্লো বোনাপার্ট এই দুর্ঘটনোপলক্ষে আজাকসিয়ো পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং দ্বীপের অন্তবর্ত্তী একটী নিভৃত পর্ব্বতাঞ্চলে পলায়ন করেন। তিনি তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া বিপক্ষের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন এবং পরিশেষে পরাস্ত হন। রামলিনী এই বিষম বিগ্রহ সময়ে অকুতোভয়াবীর রমণীর ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। যখন তিনি বিপদ সঙ্কুল পর্ব্বত কূলে ভয়াবহ অরণ্য মধ্যে বিচরণ করেন, তখন তিনি তাঁহার ভুবনবিজয়ী দ্বিতীয় সন্তান তাঁহার গর্ভস্থ। ১৭৬৯ খৃঃ অঃ জুন মাসে সমস্ত দ্বীপ ফরাসী রাজের শাসনাধীন হইলে তিনি তাঁহার প্রিয় স্বামীর সহিত আজাকসিয়ো নগরস্থ ভবনে প্রত্যাগত হন। ১৫ই আগষ্ট দিবসে রাজ্যগ্রহণ পর্ব্বোপলক্ষে যৎকালে তিনি ভজনালয়ে উপাসনা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, সুতরাং পর্ব্বের শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে না পারিয়া সত্বরে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার আশু প্রসবের সম্ভাবনা না থাকাতে তদর্থে কিছুই আয়োজন ছিল না। তিনি এক খণ্ড পুরাতন চিত্রিত বস্ত্রোপরি প্রসূত হন। এই বস্ত্র খণ্ডে ইলিয়ড় মহাকাব্যের কিয়দংশ চিত্রিত ছিল। অনেকে বলেন পায়োলি এই সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের ধর্ম্মপিতা হন। কিন্তু এই মহাত্মা এ সময়ে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেন। লয়েণ্ট গিউবিয়া ও সেল্ট্রুডা বোনাপার্ট তাঁহার ধর্ম্মপিতা হন। তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত কতিপয় পুরুষ নেপোলিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারও নাম নেপোলিয়ান রাখা হয়। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ জুন মাসে সমস্ত করসিকা দ্বীপ ফরাসী রাজ্য-সংভুক্ত হয়। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এই ঘটনার পর ভূমিষ্ঠ হন বলিয়া তিনিও একজন

প্রকৃত ফরাসী বলিয়া অভিহিত হইতেন, বস্তুতঃ তিনি জাতিতে ও ভাষায় ইতালীয় ছিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্স সাম্রাজ্যে তাঁহার স্বত্ব প্রতিপন্ন করিবার আয়াস পান। রামলিনী ক্রমে আরও ৬টী সন্তান প্রসব করেন। মেরিযানা (মেরাই এন্ ইলিসা), ইনি টস্ক্যানির গ্রাণ্ড ডচেস্ হইয়াছিলেন; লুসিয়ানো (লুসিএন)—ইনি ক্যানিনোর যুবরাজ হন; পেয়োলেঙ্গ (মেরাই পলিন্টী) পরে ম্যাডাম্ লেক্লার্ক হন এবং শেষে বারগিজের রাজ্ঞী ও গুয়াস্ টুল্লার ডচেস্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; লুইগি (লুইস)—ইনি হলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বীয় মদগর্ব্বিত সম্রাট ভ্রাতার অত্যাচারের যন্ত্র হইতে অস্বীকার করাতে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আনন্‌জিযাদা (আনন্‌সিএদ কেরোলাইন) পরে ম্যাডাম্ মুরাট ও উভয় সিসিলীর রাজ্ঞী হন; এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ জিরোলেনো (জিরোম)—ইনি ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা হইয়াছিলেন। রামলিনী রত্নগর্ভা ও রাজমাতা, তাঁহার সকল সন্তানই কিছুদিনের জন্য রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা যে কেবল তাঁহার ভুবনবিজয়ী দ্বিতীয় পুত্রের প্রভাবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত বোনাপার্ট বংশের পুনর্মিলন হইলে, করসিকার শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট ডি মার্বোফের সহিত কার্লো বোনাপার্টের বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুতার ফলে তিনি ১৭৭৬ খৃঃ অঃ করসিকার সম্ভ্রান্ত লোকদিগের একজন প্রতিনিধি হইয়া ফরাসীরাজ ষোড়শ লুইসের নিকট প্রেরিত হন। এই মহৎ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি আজাক্‌সিয়ো নগরের আসেসরের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অতি অল্পই ছিল, সুতরাং এই নূতন কর্ম্ম হইতে যে আয় হইল, তদ্দ্বারা তাঁহার বহুগোষ্ঠী পরিবারের এক প্রকার ভরণপোষণ চলিতে লাগিল। ১৭৮৫ খৃ অঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পুনর্ব্বার প্রতিনিধি হইয়া প্রেরিত হন, এবং পথে সহসা উদরের পীড়া হইয়া মণ্ট পিলিয়ারে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানটী দুই মাসের মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার এই অনপেক্ষিত বিয়োগে দুঃস্থ পরিবারের কষ্টের আর ইয়ত্তা রহিল না। একটী উপায়হীন অনাথা দরিদ্র বিধবার উপর এরূপ বহুগোষ্ঠী পরিবারের প্রতিপালন ভার নিপতিত হইল!

কিন্তু রামলিনী এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াও যেরূপ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সহকারে আপনার কর্ত্তব্য পরিপালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়।

করসিকার শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট ডি মার্বোফ নেপোলিয়নকে ব্রাইনির সামরিক বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পাঠ সমাপনার্থ পারিসে প্রেরণ করেন। মেরিয়ানাও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সেণ্ট সার বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা হন। কিন্তু এসময় রামলিনির আর দুঃখের অবধি ছিল না। অপগণ্ড শিশু সন্তানগুলিকে বহু কষ্টে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল, তত দিন তাঁহাকে এই রূপ দীনভাবে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। (ক্রমশ;)

তাপ।

তাপ কাহাকে বলে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রৌদ্রে কিম্বা অগ্নির নিকট বসিলে ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা অনুভব করি তাহাই তাপ। তাপ যে কেবল অগ্নিতে কিম্বা সূর্য্য-কিরণে আছে এমন নহে, পদার্থ মাত্রেই ইহা কিছু না কিছু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বরফ যে এত শীতল ইহাতেও তাপ আছে।

তাপের একটী প্রধান গুণ এই যে ইহা পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি করে। কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয়, সকল পদার্থই উত্তপ্ত হইলে আয়তনে বর্দ্ধিত হয় এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয়। আমরা ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেখাইতেছি। হুঁকা পরিষ্কার করিতে হইলে একটা তপ্ত ছিঁচ্‌কা উহার নলের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হয়। ছিঁচ্‌কা শীতল থাকিলে অনায়াসে নলের ভিতর গমন করে, কিন্তু অগ্নিতে গরম করিয়া লইলে সহজে গমন করে না; কেন না তখন ছিঁচ্‌কার আয়তন বৃদ্ধি হয়। উত্তপ্ত কড়া কিম্বা হাঁড়িতে শীতল জল ঢালিলে তাহা অবিলম্বেই ফাটিয়া যায়। কড়া যখন উত্তপ্ত থাকে তখন তাহার সমস্ত ভাগই সমানরূপ বর্দ্ধিত হয়, ভিতর দিকের যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় বাহির দিকেরও ঠিক সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীতল জল কড়ার ভিতরে ঢালিবা

মাত্র কেবল ভিতরের দিকই বলপূর্ব্বক সঙ্কুচিত হয়, বাহিরের দিক যেরূপ বিস্তৃত ছিল সেইরূপই থাকে, সুতরাং কড়া ফাটিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে কাচের গেলাসে বরফ রাখিলে অনেক সময়ে গেলাস ফাটিয়া যায়, তাহারও কারণ এই। তাপ সংযোগে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি দেখিতে হইলে কাচের নলের সহিত সংযুক্ত একটি ফাঁপা গোলাকার পাত্রে খানিক জল ঢালিয়া, জল যতদূর পর্য্যন্ত নলের মধ্যে উঠে তাহা ঠিক করিয়া মনে রাখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে একগাছি সূতা দিয়া নলটি জড়াইতে হয় এবং দীপশিখায় ঐ জল উত্তপ্ত করিতে হয়। অল্পক্ষণেই দেখা যায় যে নলের মধ্যস্থিত জল সূতার দাগের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; অর্থাৎ সমুদয় জল টুকুর আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে; কেননা তাহা না হইলে উত্তপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ জল যে টুকু স্থান ব্যাপিয়া ছিল, উত্তপ্ত হইবার পরেও ঠিক সেই টুকু স্থান ব্যাপিয়া থাকিত। উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থেরও আয়তন বৃদ্ধি ঐরূপ একটি নলবিশিষ্ট ফাঁপা পাত্র দ্বারা দেখান যাইতে পারে। পাত্রে কিছু না রাখিলে উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিবে; এবং এক বাটি জলের মধ্যে নলের মুখটি ডুবাইয়া রাখিয়া পাত্রের গায়ে দীপশিখার তাপ দিলে তন্মধ্যস্থ বায়ু গরম হইয়া উঠিবে, গরম হইলেই তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইবে, এবং পূর্ব্বে উহা যেটুকু স্থানে বদ্ধ হইয়াছিল এখন আর সেটুকুতে থাকিতে পারিবে না, সুতরাং উহা পাত্রের ভিতর হইতে নলের দ্বারা জলের মধ্য দিয়া বুদ বুদ করিয়া জলের উপরিভাগে উঠিতে থাকিবে।

তাপ সংযোগে পদার্থের আয়তনের যেটুকু বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য। একটি রূপার দণ্ড যদি প্রথমে বরফে ডুবাইয়া রাখা যায় এবং সেই সময়ে যদি উহার দৈর্ঘ্য ৫১০ হস্ত হয়, তাহাহইলে বরফ হইতে উঠাইয়া লইয়া উহাকে ফুটন্ত (boiling) জলে নিক্ষেপ করিলে উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫২১ হস্ত হয়, অর্থাৎ দণ্ডটির আয়তন প্রায় ১ হস্ত দৈর্ঘ্যে বর্দ্ধিত হয়। তাপ সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে আয়তনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সকল পদার্থের বৃদ্ধি সমানরূপ হয় না।

তাপের আর একটি গুণ এই যে ইহার দ্বারা পদার্থের প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়—কঠিন বস্তু তরল হইয়া যায় এবং তরল বস্তু বায়ুর ন্যায় আকার ধারণ করে। স্বর্ণ একটি কঠিন বস্তু, তাপের প্রভাবে ইহাকে অনায়াসে

তরল করা যায় এবং একটি পাত্রে করিয়া যদি এই তরলীকৃত স্বর্ণকে প্রচণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্ত করা যায়, তাহাহইলে ইহাও বাষ্পের ন্যায় আকার ধারণ করে এবং বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। তাপের প্রভাবে যেমন কঠিন বস্তু তরল, ও তরল বস্তু বায়বীয় হয়, শীতের প্রভাবে ঠিক তাহার বিপরীত। শীত লাগিলে বায়বীয় বস্তু জমিয়া তরল, এবং তরল বস্তু কঠিন হইয়া যায়। পূর্ব্ব কথিত বায়ুবৎ স্বর্ণ যদি যত্নপূর্ব্বক কোন পাত্রে ধরিয়া শীতল স্থানে রাখা যায়, তাহা হইলে উহা জমিয়া প্রথমে তরল এবং অবশেষে কঠিন হয়। এই নিয়মানুসারে নারিকেল তৈল গ্রীষ্মকালে তরল থাকে এবং শীতকালে জমিয়া কঠিন হয়।

পদার্থের প্রাকৃতিক অবস্থা ত্রিবিধ: (১) কঠিন—যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, কাষ্ঠ, ইত্যাদি।

(২) তরল—যেমন জল, দুগ্ধ, পারদ ইত্যাদি।

(৩) বায়বীয়—যেমন বাষ্প, কোল-গ্যাস (যাহা দ্বারা কলিকাতার বড় বড় রাস্তা গুলি আলোকিত করা হয়) বায়ু, ইত্যাদি।

প্রত্যেক পদার্থই এই তিনের কোন না কোন একটী অবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। পদার্থ নিয়তই এক অবস্থায় থাকে না, তাপের ন্যূনতা ও আধিক্য প্রযুক্ত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এক বাটী জল শীতল স্থানে রাখিলে জমিয়া বরফ হয়, কিন্তু ঐ জলে অগ্নির তাপ দিলে বায়বীয় বাষ্পাকারে উত্থিত হয়। ইহার দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে তরল জল তাপের আধিক্য প্রযুক্ত বায়বীয় বাষ্প এবং তাপের অল্পতা প্রযুক্ত কঠিন বরফ হয়। আমরা সচরাচর পারদকে তরল অবস্থাতেই দেখিয়া থাকি। কিন্তু উহাকে শীত দ্বারা জমাইয়া কঠিন করা যাইতে পারে; তখন উহা দেখিতে ঠিক রূপার ন্যায়; রূপার ন্যায় উহাকে পিটিয়া বাড়াইতে পারা যায়; উহা হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়; এবং মনে করিলে উহা হইতে অলঙ্কারও গড়িতে পারা যায়;—কিন্তু তাপ লাগিলেই গলিয়া যায়। আবার যদি পারদকে প্রখর অগ্নির উত্তাপে রাখা যায়, তাহা হইলে উহা বায়বীয় আকারে পরিণত হয় এবং বায়ু ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে। অন্যান্য ধাতুকেও এইরূপে তাপ দ্বারা তরল ও বায়বীয় অব-

স্থায় আনা যাইতে পারে। তরল করিতে যতটুকু তাপের প্রয়োজন, বায়বীয় করিতেও তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক।

কঠিন, তরল ও বায়বীয়, এই তিন অবস্থার মধ্যে কোন এক অবস্থা প্রাপ্ত পদার্থকে মনে করিলেই যে তাপ দ্বারা অন্য দুইটি বা দুইয়ের মধ্যে একটি অবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারে এমন নহে। কতকগুলি পদার্থ কেবল এক অবস্থাতেই থাকে এবং অপর কতকগুলি দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ অবস্থাতেও থাকে।

তাপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এই তিন প্রণালীতে সংক্রামিত হইতে পারে। (১) পরিচালন, (২) পরিবাহন ও (৩) বিকীরণ।

(১) একটী দীর্ঘ লৌহ দণ্ডের এক প্রান্ত অগ্নির সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিলে অল্প ক্ষণেই অপর প্রান্তও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। যে প্রান্ত অগ্নির সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাই প্রথমে গরম হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী পরমাণু সকলে সেই তাপ সঞ্চালিত হয় এবং অবশেষে দণ্ডের সমুদয় দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিয়া তাপ অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। পরস্পর সন্নিহিত পরমাণু সকলের মধ্যে এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুতে তাপের এইরূপ যে গতি তাহাকে পরিচালন কহে; এবং যে সকল পদার্থের পরমাণুর মধ্য দিয়া তাপ এইরূপে অনায়াসে পরিচালিত হয় তাহাদিগকে পরিচালক কহে। সকল পদার্থের পরিচালকতা শক্তি সমান নহে। কাচ অপেক্ষা ধাতুর পরিচালকতা শক্তি অনেক বেশী। কাচের যে অংশ দীপ শিখায় ধরা যায়, কেবল সেই টুকুই উত্তপ্ত হয়, পার্শ্ববর্ত্তী অংশ সকল পূর্ব্বে যেরূপ শীতল থাকে, পরেও প্রায় সেইরূপ শীতল থাকে—কোন প্রভেদ অনুভব করা যায় না; এমন কি দীপ শিখায় যে অংশ থাকে তাহা যদি অগ্নিতাপে গলিয়া যায়, তাহা হইলেও তাহার সন্নিহিত প্রদেশ প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় শীতল থাকে। পশম ও পালক এই দুইটী বস্তুর পরিচালকতা শক্তি কাচের অপেক্ষাও অল্প, এবং এই নিমিত্তই করুণাময় পরমেশ্বর জন্তুদিগকে এই দুই পদার্থ দ্বারা আবৃত রাখিয়াছেন; কারণ প্রাণী মাত্রেরই শরীরে যে তাপ আছে, তাহা চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু ও বস্তুর তাপ অপেক্ষা অধিক, এবং এই তাপ পশম ও পালক দ্বারা পরিচালিত না হইয়া জন্তুদিগের শরীর মধ্যেই অবস্থিতি করে; সুতরাং তাহাদের কোন ক্লেশ হয় না। আমরা যে সকল বস্ত্র ব্যবহার করি তাহা বাস্তবিক গরম নয়,

তাহাদিগের পরিচালকতা শক্তি অতি অল্প বলিয়া আমাদিগের শরীরাভ্যন্তরস্থ তাপ নিঃসারিত করিতে পারে না ; সুতরাং বস্ত্রকেই গরম বলিয়া বোধ হয়।

(২) এক হাঁড়ি জলের উপর একটি ছোট বাটি বসাইয়া যদি তাহাতে কিঞ্চিৎ তৈল ঢালিয়া কোনরূপে জ্বালিয়া দেওয়া যায়, তাহাহইলে হাঁড়ির তলার নিকটস্থ জলে কিছুমাত্র তাপ প্রবেশ করে না, কেবল বাটির চারিদিকের জলই গরম হইয়া উঠে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে তরল পদার্থের এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুতে তাপ শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে না, অর্থাৎ তরল পদার্থের পরিচালকতা শক্তি অতি অল্প। কিন্তু যদি হাঁড়ির নীচে অগ্নি জ্বালিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সমুদয় জলই উত্তপ্ত হইয়া উঠে। প্রথমে তলার নিকটস্থ জলটুকুই গরম হয়, গরম হইলে উহার আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং উহা লঘু হইয় ঊর্দ্ধগামী হয়, উহার স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত শীতল জল হাঁড়ির অন্যান্য স্থান হইতে তথায় উপস্থিত হয় এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। এইরূপে ক্রমাগত চারিদিকের শীতল জল নিম্নে আসিতে থাকে এবং গরম হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। এইরূপে হাঁড়ির সমুদয় জল অবশেষে গরম হইয়া উঠে। তাপের এইরূপ সংক্রামণকে পরিবাহন কহে। তরল ও বায়বীয় পদার্থ কেবল পরিবাহন দ্বারা উত্তপ্ত হয়। কঠিন পদার্থ পরিচালন দ্বারা উত্তপ্ত হয়।

(৩) একটী লৌহের গোলা উত্তপ্ত করিয়া গৃহে রাখিলে অল্পক্ষণেই শীতল হইয়া যায়। প্রথমে উহাতে যে তাপ সঞ্চিত ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে নির্গত হইয়া আলোকের রশ্মির ন্যায় চতুর্দ্দিকে সরল রেখায় বিকীর্ণ হয়, এবং অবশেষে গৃহস্থিত অন্যান্য বস্তুর ন্যায় গোলাটী শীতল হইয়া যায়। উত্তপ্ত পদার্থ হইতে এইরূপ তাপ নির্গমনের নাম বিকীরণ। সকল পদার্থেই তাপ আছে এবং সকল পদার্থই তাপ বিকীরণ করে। সূর্য্যের তাপ এইরূপে পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অগ্নির নিকট দাঁড়াইলে আমরা যে তাপ অনুভব করি তাহা অগ্নি হইতে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। সকল পদার্থের বিকীরণ শক্তি সমান নহে। যে সকল পদার্থ অধিক পরিমাণে তাপ বিকীরণ করে, তাহারা অধিক পরিমাণে শীতল হয় এবং যাহারা অল্প পরিমাণে তাপ বিকীরণ করে, তাহারা অল্প পরিমাণে শীতল হয়। রাত্রিকালে পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ হইতে তাপ বিকীর্ণ

হইতে থাকে এবং সেই জন্যই উহারা শীতল হয়। যে সকল পদার্থ অনাবৃত আকাশের নিম্নে থাকে, তাহারা যদি অধিক পরিমাণে শীতল হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্নিহিত বায়ুও সেইরূপ শীতল হইয়া যায়, এবং ঐ বায়ুতে যে অদৃশ্য বাষ্প থাকে, তাহা জমিয়া শিশির বিন্দুরূপে পরিণত হইয়া সেই সকল পদার্থের উপর দৃষ্ট হয়।

বন্য বালক বালিকা।

জগদীশ্বর বুদ্ধি ও ধর্ম্ম ভাব দিয়া মনুষ্যকে পৃথিবীর সর্ব্বজীব-শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন সত্য। কিন্তু মনুষ্য একাকী থাকিলে তাহার সে বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব বিকসিত হইত কিনা, এবং জনসমাজে তাহার যে অদ্ভুত ক্ষমতার শত সহস্র প্রমাণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে তাহা আদৌ প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ স্থল। অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর যেমন চক্ষুকে সৃষ্টি করিয়া নিরস্ত হন নাই, আলোককে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কার্য্যক্ষম করিয়াছেন; সেই রূপ তিনি মনুষ্য হৃদয়ে বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব দিয়া ক্ষান্ত হন নাই—তাহাকে সামাজিক জীব করিয়া সেই বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব বিকাশের আশ্চর্য্য উপায় বিধান করিয়াছেন। সমাজ ভিন্ন মনুষ্যের বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবের উন্নতি হইতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া দার্শনিক পণ্ডিতগণ অনেক বিচার ও তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, কিন্তু কাল্পনিক তর্কবিতর্ক অপেক্ষা সত্য ঘটনা দ্বারা সংশয় অনায়াসে দূর হইতে পারে। অনেক মানবসন্তান ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অপহৃত বা অন্য দুর্ঘটনায় নিপতিত হইয়া অরণ্যমধ্যে রক্ষিত ও বন্যজন্তুদিগের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে। রমুলস্ রিমসের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ইহার অনেক দৃষ্টান্তপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নেকড়িয়া দ্বারা মনুষ্য শিশুর প্রতিপালনের কতকগুলি আখ্যায়িকা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠিকাগণকে অবগত করিয়াছি, এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। এ সকল অনুধাবন করিলে স্পষ্ট অনুভূত হইবে, যে মনুষ্য-সমাজে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্য সন্তানে ও পশুতে অল্প মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে।

ডিলা কাডামাইন নামক এক জন ফরাসী গ্রন্থকার সাম্পেনের এক বন্য বালিকার উপাখ্যান লিখিয়াছেন। ১৭৩১ সালের সেপ্টেম্বরের এক দিন সন্ধ্যা-কালে সঙ্গী নামক গ্রামের লোকেরা হঠাৎ রাস্তায় এক বালিকা মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়-চকিত হইয়া উঠে। ইহার বয়ঃক্রম অনুমান ৯। ১০ বৎসর, পরিধেয় ছিন্ন বস্ত্র ও চর্ম্মখণ্ড, মুখ ও হস্ত নিগ্রোর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহার মাথায় একটী কুমড়া পাতা এবং হাতে এক গাছি লাঠি ছিল। সে দেখিতে এরূপ কিম্ভূতকিমাকার যে তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং বাড়ীর মধ্যে গিয়া হাঁপাইয়া বলিল "সয়তান্ সয়তান্!" সকলে দ্বারে হুড়্কা আঁটিয়া দিল। এক ব্যক্তি অধিক চতুরতা করিয়া একটা বৃহদাকার (বুলডগ) কুকুর লেলাইয়া দিল। বালিকা কুকুরকে তর্জন গর্জন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইল না। সে এক পদ পশ্চাৎদিকে হেলাইয়া কালিকাঠাকুরাণীর মত দাঁড়াইল এবং দুই হস্তে লাঠি ধরিয়া কুকুরের মস্তকে এমন জোরে প্রহার করিল যে কুকুর সেই দণ্ডে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। জয়লাভে উল্লসিত হইয়া বালিকা মৃত কুকুরের শরীরের উপর বার বার লাফাইতে লাগিল। তৎপরে সে কোন বাটী মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইয়া দৌড়িয়া পুনরায় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় একটী গাছের উপর গিয়া উঠিল এবং ঘুমাইয়া পড়িল। বালিকা পিপাসিত হইয়া গ্রামে গিয়াছিল, লোকে এইরূপ অনুমান করে।

গ্রামের জমীদার ভাইকাউন্ট ডিপিনয় এই আশ্চর্য্য জীবের সংবাদ শুনিয়া অনুসন্ধানার্থ লোক নিযুক্ত করিলেন। লোকেরা বনমধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে পরদিন প্রাতঃ কালে বালিকাকে একটী অত্যুচ্চ বৃক্ষোপরি আরূঢ় দেখিতে পাইল। তাহাকে তৃষ্ণার্ত্ত মনে করিয়া তাহারা একপাত্র জল আনিয়া বৃক্ষতলে রাখিল। বন্য বালিকা সাবধানে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বৃক্ষহইতে নামিয়া আসিল এবং জলপান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে লোকেরা তাহাকে তাড়া করিল, কিন্তু তাহারা না আসিতে আসিতে সে বৃক্ষের চূড়ায় গিয়া উঠিল। সে কাছে আসিতে ভীত না হয় এই অভিপ্রায়ে একটী স্ত্রীলোক ও বালক কিছু খাদ্য লইয়া বৃক্ষতলে গেল এবং তাহাকে লোভ দেখাইতে লাগিল। ই

উপায়টী সফল হইল এবং বালিকা ধৃত হইল। সে প্রাণপণে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু হাত ছাড়াইতে না পারিয়া ডেপিনয়ের গৃহে নীত হইল। জমীদারের রন্ধন শালায় তখন মুরগী কোটা হইতেছিল, বালিকা একটী আস্ত মুরগী খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল। তাহার সম্মুখে একটা খরগোস রাখাতে সে আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতা ও লালসা সহকারে তাহার চামড়া ছাড়াইয়া, ভক্ষণ করিল।

বন্যবালিকা কোন স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত না, বন্য পশুর ন্যায় এক প্রকার অব্যক্ত কণ্ঠনাদ বা চিৎকার করিত। কেহ তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে আসিলে সে কুপিত হইত এবং ভয়ানক চিৎকার করিত। তাহার চক্ষু নীলবর্ণ। লোকে আর একটী বিষয় দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইল, তাহার চর্ম্মের বর্ণ শাদা, কিন্তু মুখে ও হাতে একটী কাল রঙ্ দিয়া তাহা ঢাকা ছিল। তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অত্যন্ত দীর্ঘাকার ছিল। পশ্চাৎ যখন সে মনুষ্যের ভাষা শিখিল, তখন বলিয়াছিল, সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া একবৃক্ষ হইতে অন্যবৃক্ষে লাফাইয়া বেড়াইত, এইজন্য সেই অঙ্গুলিটী দীর্ঘ হইয়াছিল। ডেপিনয় তাহাকে এক মেষপালকের জিম্মায় রাখেন। প্রথম প্রথম সে বড় দৌরাত্ম্য করিত। তাহাকে যে গৃহে রুদ্ধ রাখা হইত, আঁচড়াইয়া তাহার ছাদ খুলিয়া বাহির হইত এবং বৃক্ষে বৃক্ষে অথবা গৃহের ছাদে ছাদে লাফাইয়া বেড়াইত। সে বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইত এবং তাহার প্রভুর জন্য শশক ও কাষ্ঠ বিড়াল ধরিয়া দিত। আম মাংস, মৎস্য, ফল, মূল, শাখা ও পল্লব তাহার খাদ্য ছিল। সে খাদ্য চিবাইত না, এককালে গিলিয়া ফেলিত। কাঁচা মাংসাহার হইতে তাহাকে বিরত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছিল। সে প্রথম ধৃত হইলে ডেপিনয় তাহাকে আপনার পুষ্করিণী ও গড়ের ধারে ছাড়িয়া দিতেন, সে হংসের ন্যায় সন্তরণ করিত এবং চক্ষের নিমেষে জলমগ্ন হইয়া মৎস্য ধরিত। ধৃত মৎস্য দাঁতে করিয়া লইয়া তীরে উঠিত এবং তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিত। ভেক তাহার অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্য। একদিন উক্ত জমিদারের ভবনে কতকগুলি নিমন্ত্রিতের সহিত তাহারও আসন প্রদান করা হইয়াছিল। সে টেবলে আপনার সুখাদ্য কিছু দেখিতে না পাইয়া দ্রুতবেগে নিকটস্থ ডোবাতে গেল এবং এক চুপড়ি বেঙ ধরিল। নিমন্ত্রিতেরা তাহার বহির্গমনের বিষয় না

ছিলনা, তিনি অবিলম্বে একখানি ছুরিকা দ্বারা যথা স্থান কর্ত্তন করিয়া কুসুমমঞ্জরি স্থাপন করিলেন, এবং যথোচিত কৃতজ্ঞতাসহকারে ইংলণ্ডেশ্বরীর নিজদত্ত প্রণয়োপহার এবং তাঁহার সভাকর্ত্তৃক সম্মাননা প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন। বিক্টোরিয়া হ্রীনম্র-স্মিতাননে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি আমাদের দেশের প্রতি আপনি এমন সন্তুষ্ট হইয়াছেন তবে আমাদিগের সহিত আপনার অবস্থান করিবার আপত্তি কি?" যুবরাজ উত্তর করিলেন, যে "আমার জীবনে ইহার অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর বাসনা কিছুই নাই।" বিক্টোরিয়া প্রকৃত সময় বুঝিয়া হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন, যুবরাজ যদি ইংলণ্ডের রাণীর স্বামী হইতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে তাঁহার আর সুখের অবধি থাকে না। যুবরাজ আর কি করিবেন? বোধহয় দায়ে পড়িয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকিবেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারির দশম দিবসে মহা সমারোহে তাঁহাদিগের বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

হারকিউলিস্।

আমাদিগের পাঠিকাগণ ভারতীয় পুরাণে মহাবীর কুম্ভকর্ণ ও ভীমসেন প্রভৃতির বৃত্তান্ত পড়িয়া থাকিবেন, কিন্তু গ্রীক পুরাণোক্ত মহাবীর হারকিউলিসের বিষয় বোধ হয় তাঁহাদিগের অনেকে জানেন না। এই বীর-অবতার তাঁহার অলৌকিক শৌর্য্য ও বীর্য্যে গ্রীক পুরাণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। গ্রীকেরা কেবল তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুতে দেব ভাব আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই—তাঁহাকে চতুরশ্ব সংযোজিত দিব্য-রথে আরোহণ করাইয়া সম্মানসূচক বজ্র-নিনাদ শুনাইতে২ স্বর্গধামে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা কেবল তাঁহার বীরজীবনের নিষ্ঠুর কার্য্য-কলাপের ইতিবৃত্ত পাঠিকাগণের অবগতির জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই, কিন্তু যে দেব ভাব দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তিনি দেবত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহারই বিষয় বিবৃত্তি করা আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা এই প্রসঙ্গে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত অগ্রে প্রকটিত করিতেছি, পাঠিকারা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ আমোদিত হইতে পারিবেন।

গ্রীক পুরাণে বর্ণিত আছে হারকিউলিস দেবরাজ জুপিটারের ঔরসে আল্‌কমিনার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্‌কমিনা আরগসের অধিপতি ইলেকট্রিয়নের কন্যা। কথিত আছে, ইলেকট্রিয়ন থিবান রাজপুত্র আম্ফিট্রিয়নের নিকট প্রতিশ্রুত হন যে তিনি যদি তাঁহার পুত্রহন্তা টেলিবইদিগের বিনাশ সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য ও কন্যা আম্ফিট্রিয়নকে সম্প্রদান করিবেন। আম্ফিট্রিয়ন টেলিবইদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে দেবরাজ জুপিটর তাঁহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যুদ্ধ-জয় সংবাদ আনয়ন করেন এবং আল্‌কমিনাকে হস্তগত করেন। তাঁহার ঔরসেই হারকিউলিসের জন্ম হয়। হারকিউলিসের ভূমিষ্ঠ হইবার কিঞ্চিদগ্রে দেবরাজ জুপিটার জ্ঞাপন করেন যে সেই দিবস যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে, সে অসামান্য ক্ষমতাপন্ন হইয়া সকলের উপর আধিপত্য করিবে, তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নী জুনোর গর্ভজাত সন্তানগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে। এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণে মহাদেবী জুনো ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে হারকিউলিসের ভূমিষ্ঠ হইবার প্রতিবন্ধকতা সম্পাদন করিলেন এবং দৈববলে আরগসের অন্যতর নৃপতি স্থেনিলসের পত্নীর অকাল প্রসব সংঘটন করিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্র ইউরিসথিয়ুসই অগ্রে ভূমিষ্ঠ হইলেন। দেবরাজের প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি হারকিউলিসের উপর প্রভুত্ব করেন এবং তাঁহার প্রাণনাশের জন্য দ্বাদশটী অসমসাহসিক কার্য্য সাধনে তাঁহাকে নিয়োগ করেন। কিন্তু সকল কার্য্যেই হারকিউলিসের জয় লাভ হয়। দেবরাজ-পত্নী জুনো সপত্নী-ঈর্ষায় জন্মাবধি হারকিউলিসের বৈরিতাচরণ করেন। অতি শৈশব কালে, জুনো একদা তাঁহার প্রাণ বিনাশার্থ দুইটী অজগর সর্প প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শিশু তাহাতে কিছু ভীত না হইয়া অকুতোভয়ে তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। তিনি দেবরাজ পুত্র ক্যাষ্টরের * নিকট হইতে যুদ্ধ-বিদ্যা, ৎকেলিয়ার রাজ-ধনুর্দ্ধর ইউরিটসের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা, দেবদূত মারকিউরি পুত্র অটোলিকসের নিকট অশ্ব চালনা, থ্রেসের অধিপতি ইউমোলপসের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র, আপোলোর † প্রতিদ্বন্দ্বী লিনসের নিকট বীণাবাদন শিক্ষা

* ক্যাষ্টর যুদ্ধ সময়ে আবির্ভূত হইয়া সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। গ্রীকেরা ক্যাষ্টর এবং পোলক্স যমজ ভ্রাতাকেই "মিথুন রাশি" কল্পনা করিয়া থাকেন।

† গ্রীক পুরাণে সূর্য্যকে আপলো বলিয়া থাকে।

করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময় সিথিরণ - পর্ব্বতে সিংহ শিকারার্থ আহূত হইয়া, থেসপিসরাজ থেসপিয়সের ভবনে গমন করেন এবং তাহার পঞ্চাশৎ কন্যার পানিগ্রহণ করিয়া পঞ্চাশৎ পুত্রের পিতা হন। সিংহ-শিকারে কৃতকার্য্য হইয়া তিনি অর্চ্চোমিনসের রাজা আর্জিনসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার বধসাধন করিয়া থিব্‌স নগরকে বাৎসরিক একশত বৃষ প্রদানের দায় হইতে মুক্ত করেন। এই উপলক্ষে তিনি থিব্‌স রাজ ক্রিয়নের কন্যার সহিত পরিণীত হন। তাঁহার বর্দ্ধমান কীর্ত্তি সন্দর্শনে ইউরিস্‌থিয়স ঈর্ষান্বিত হন, এবং তাঁহাকে মাইসিনি নগরে আহ্বান করিয়া উল্লিখিত দ্বাদশ অসম সাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

হারকিউলিস্‌ প্রথমে ইউরিস্‌থিয়সের এই অনুচিত আদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহাতে দেবরাজ-পত্নী জুনো ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত করিয়া শাস্তি দেন। তিনি এই উন্মাদাবস্থায় তাঁহার পত্নী থিব্‌স রাজকন্যা মেগারার গর্ভজাত সন্তান সকল বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে উন্মত্ততার উপশান্তি হইলে তিনি কোন নিভৃত প্রদেশে নির্জন বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই অবস্থায় সূর্য্যদেব একদা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যাদেশ করেন যে তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য ইউরিস্‌থিয়সের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতেই হইবে, পরে তাঁহাকে দেবত্ব প্রদত্ত হইবে। হারকিউলিস্‌ ইহা শ্রবণ করিয়াই মাইসিনি নগরে গমন করেন এবং ইউরিসথিয়সের আদেশানুমত কার্য্য করিতে সম্মত হন। গ্রীক যুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী মিনার্বা দেবী তাঁহাকে বীরমুকুট ও অস্ত্র শস্ত্র, দেবদূত মারকুরি খড়্গ, জলাধিপতি বরুণ অশ্ব, দেবরাজ জুপিটর ঢাল, সূর্য্যদেব ধনুর্ব্বাণ, দেবশিল্পী বল্‌ক্যান (বিশ্বকর্ম্মা) সুবর্ণ বর্ম্ম ও পিত্তল পাদত্রাণ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি আরও ভীষণ পিত্তলের মুষল এবং নিমিয়ার পীন দারু গদা বহন করিতেন। তিনি মল্ল ও গদা যুদ্ধে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। এই সকল দেবদত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তিনি ইউরিস্‌থিয়সের আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হন। ইউরিস্‌থিয়স প্রথমতঃ তাঁহাকে নিমিয়ান কাননাধিস্বামী সিংহের চর্ম্ম আনয়নার্থ নিয়োগ করেন। এই সিংহ শতশীর্ষক টাইফন দৈত্যের ঔরষে নৃনাগিনী * ইচিড্‌নার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। ইহার আবরণ চর্ম্ম

* কটির উপরিভাগ মানবীর ও নিম্নে সর্পিণীর আকৃতি।

এরূপ কঠিন ও দুর্ভেদ্য যে হারকিউলিসের নিশিত শরনিকর ও ভীষণ মুষলাঘাত ব্যর্থ হইয়াছিল, তিনি বহু কষ্টে তাহাকে ভুজপাশে বন্ধন পূর্ব্বক বলে বিমর্দ্দিত করিয়া নষ্ট করেন। দ্বিতীয় বারে লার্না হ্রদ তীরবাসী শতশীর্ষ (হাইড্রা) সর্পাসুর সংহার করিতে ইউরিস্থিয়স তাঁহাকে আজ্ঞা দেন। এই অদ্ভুত জীবও উক্ত টাইফন ও মৃনাগিনী ইচিডনার অপর একটী সন্তান। ইহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া, যদি ক্ষতস্থান অগ্নি সংস্পর্শে দগ্ধ করা না হয়, তাহা হইলে এক এক কাটা মুণ্ডের স্থানে দুই দুইটা মস্তক বহির্গত হয়। হারকিউলিস্ এই ভয়ানক দৈত্যের বিনাশার্থে থেসেলি-রাজ ইফিক্লসের পুত্র আইয়োলাসের সাহায্য গ্রহণ করেন। হারকিউলিস্ একে একে দৈত্যের মস্তক ছেদন করেন এবং আইয়োলাস উত্তপ্ত লোহিতায়সে (তপ্ত লৌহে) ক্ষত স্থান দগ্ধ করিয়া দেন। জুনো এই সময়ে একটী সামুদ্রিক কর্কটকে হারকিউলিসের পদ দংশন করিতে নিযুক্ত করেন, কিন্তু সে তাঁহার পাদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। গ্রীক পৌরাণিকেরা বলেন যে এই কর্কট পরিণামে জুনোর অনুকম্পায় কর্কট রাশি হইয়া স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হয়। হারকিউলিস এই শত শীর্ষক অসুরের বিনাশ সাধন করিয়া তাঁহার উষ্ণ রক্তে তাঁহার সুতীক্ষ বাণ সকল অভিষিক্ত বা বিষাক্ত করিয়া লন। এই কারণেই তাঁহার শস্ত্র সকল অমোঘ সংহারক হইয়াছিল। তৃতীয় বারে তিনি ডায়ানা দেবীর § প্রিয় মৃগ অক্ষতাবস্থায় ধরিয়া আনিবার জন্য আদিষ্ট হন। এই মৃগটী দ্রুতগতির জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহার পিত্তলের পদ ও সুবর্ণের শৃঙ্গ ছিল। তিনি এক বর্ষকাল অসাধারণ কষ্ট ভোগ ও অলৌকিক কৌশল প্রয়োগ করিয়া শেষে তাহাকে ধৃত করেন। ইহাতে ডায়ানা দেবী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু অনেক সাধ্য সাধনার পর হারকিউলিস তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। চতুর্থ বারে ইরাইম্যানথস্ * প্রদেশ বিহারী বৃহৎকায় বরাহকে আজ্ঞামত জীবিতাবস্থায় ইউরিসথিয়সের নিকট ধরিয়া আনিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি নৃ-ঘোটক বা কিন্নর সেন্টোরাইদিগকে † পরাভূত করেন।

---

§ গ্রীক পৌরাণিকেরা চন্দ্রকে স্ত্রীলিঙ্গ কল্পনা করিয়া ডায়ানা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

* একটী পর্ব্বত, নদী ও নগরের নাম।

† ইহারা অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ অশ্ব। বক্ষস্থলের উপরিভাগ মনুষ্যের এবং নিম্নভাগ অশ্বের ন্যায়।

পঞ্চম বারে তাঁহাকে এলিসাধিপতি অজিয়াসের প্রকাণ্ড পশুশালার চিরসঞ্চিত পুরীষাদি পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। অজিয়াসের অসংখ্য পালিত পশু ছিল এবং তাহাদিগের পুরীষপ পর্ব্বত প্রমাণ। হারকিউলিস তাহা পরিষ্কার করিতে পারিলে অজিয়াস তাঁহাকে পশ্বাদির দশমাংশ পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করেন। তিনি এতদর্থে আলফিয়স নদীর গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া পশুশালার মধ্যে প্রবাহিত করেন এবং চির সঞ্চিত পুরিষ-রাশি অবিলম্বে অপসারিত হইয়া পশুশালা পরিষ্কৃত হয়। অজিয়াস কৌশলে পরিষ্কার কার্য্য সমাধা হইল বলিয়া অঙ্গীকৃত পুরস্কার দানে অসম্মত হন, তন্নিবন্ধন হারকিউলিসের তাঁহার সহিত বিবাদ হয়। হারকিউলিস অজিয়াসকে নিধন করিয়া সমস্ত এলিস দেশ জয় করেন এবং অজিয়াস-পুত্র ফিলিয়সকে রাজ্য দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি ষষ্ঠবারে ষ্টিমফেলস * হ্রদ বিহারী মাংসাশী বিহগ কুলে. উচ্ছেদন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তমবারে আদিষ্ট হইয়া এক মহাকায় বন্য বৃষকে জীবিতাবস্থায় ধরিয়া আনিয়াছিলেন। এই মহাপশুর উপদ্রবে ক্রিট দ্বীপ † প্রায় উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অষ্টমবারে তিনি থ্রেসের বিসটোনসপতি ডায়োমিডিসের মাংসভোজী অশ্বিনী সকল আনয়ন করেন। ডায়োমিডিস তাঁহার অশ্বিনীগণকে নর মাংস ভোজন করাইতেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার মাংসও অশ্বিনীগণকে খাওয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

* আর্কেডিয়ার পূর্ব্বোত্তর এই নামে একটী নগর, নদী, হ্রদ, ও পর্ব্বত ছিল।

† ক্রিট বর্ত্তমান ক্যাণ্ডিয়া, সাইক্লেডিসের দক্ষিণ। একদা এখানে একশত নগরী ছিল। এখানে এক প্রকার খড়ী উৎপন্ন হইত। প্রাচীন রোমকেরা তদ্দ্বারা পঞ্জিকার ফলাফল গণনা করিতেন।